অষ্টম খণ্ড।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্

(তৃতীয় ভাগ)

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-
কর্তৃক

অনূদিত সম্পাদিত

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত,

লোটাস্ লাইব্রেরী,

২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩২২ সাল।

মূল্য—গ্রাহক-পক্ষে—১৲
সাধারণ-পক্ষে—১৷৴০

না, বামদেবনামক ঋষি—'আমি হইতেছি এই ব্রহ্ম-স্বরূপ' এই প্রকার আত্ম-দর্শন করত, অর্থাৎ এইরূপ ব্রহ্মদর্শনের ফলে তৎক্ষণেই বুঝিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি উক্ত ব্রহ্মদর্শনে অবস্থিত হইয়া এই সমস্ত মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন—'আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম' ইত্যাদি। "তদেতৎ ব্রহ্ম পশ্যন্" কথাটি ব্রহ্মবিদ্যার সহিত সম্বন্ধ প্রকাশক; আর 'আমি মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম' এই বাক্যে সর্ব্বভাবাপত্তিরূপ ব্রহ্মবিদ্যার ফল প্রকাশ করা হইতেছে। 'ভোজন করিতে করিতে তৃপ্তিলাভ করে' বলিলে যেমন ভোজনকেই তৃপ্তিফলের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তেমনি 'দর্শন করত সর্ব্বাত্মভাবরূপ ফললাভ করিয়াছিলেন' এই প্রয়োগেও বুঝাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যাসহকৃত সাধনই মুক্তিরূপ ফলসিদ্ধির কারণ। ২৩

ভাল কথা, ব্রহ্মবিদ্যার ফলস্বরূপ যে, সর্ব্বভাবাপত্তি ইহা মহাবীর্য্যশালী দেবতাপ্রভৃতির সম্বন্ধেই সম্ভবপর ছিল, কিন্তু এখন বর্ত্তমান যুগের লোক-দিগের—বিশেষতঃ মনুষ্যদিগের পক্ষে তাহা কখনই সম্ভবপর নহে; কারণ, ইহারা অতিশয় অল্পশক্তিসম্পন্ন; কাহারও মনে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে; তদপনোদনের নিমিত্ত বলিতেছেন—দর্শনাদি ক্রিয়ানুমিত এই যে সর্ব্বভূতানু-প্রবিষ্ট ব্রহ্মের কথা বলা হইল, এখনও—বর্ত্তমান সময়েও, যে কোন লোক বাহ্যবিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক 'আমি উক্ত ব্রহ্মস্বরূপ' বলিয়া আত্মাকে জানেন—উপাধিসম্বন্ধজনিত ভ্রান্তিজ্ঞানের ফলে যে সমুদয় বিশেষধর্ম্ম আরোপিত হইয়াছিল, সে সমস্ত অপনীত করিয়া, আমি নিশ্চয়ই সংসারধর্ম্মে অসংস্পৃষ্ট এবং [illegible]ন্তরভাব রহিত ব্রহ্মস্বরূপ, এইরূপে আত্মোপলব্ধি করেন; ব্রহ্মবিজ্ঞানে অবিদ্যাকৃত অসর্ব্বত্বভ্রান্তি নিবৃত্ত হইয়া যাওয়ায় তিনিও উক্ত সর্ব্বভাবাপন্ন হন। কারণ, মহাশক্তিসম্পন্ন বামদেবপ্রভৃতিতে কিংবা বর্ত্তমান-কালীন হীনবীর্য্য মনুষ্যেতে ব্রহ্ম বা ব্রহ্ম বিজ্ঞানের কিঞ্চিন্মাত্রও তারতম্য ঘটে নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা সকলের পক্ষেই চিরদিন সমান। বর্ত্তমান-কালীন লোকদিগের ব্রহ্মবিদ্যা-ফললাভে অনৈকান্তিকতার (অনিশ্চয়তার) আশঙ্কা হইতে পারে, তদুত্তরে বলিতেছেন—যে ব্যক্তি যথোক্ত বিধানে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, মহাবীর্য্য দেবগণও তাহার অকল্যাণ বা সর্ব্বভাবাপত্তিরূপ ফললাভে বাধা ঘটাইতে সমর্থ হন না, অন্যের আর কথা কি? । ২৪

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্মবিদ্যার ফলপ্রাপ্তিতে দেবগণ বিঘ্নোৎপাদন করিয়া থাকেন, এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ কি? হাঁ, [illegible] হইতেছে—

যেহেতু, মর্ত্ত্যগণ দেবগণের নিকট ঋণগ্রস্ত, সেই কারণে [ঐরূপ আশঙ্কা হইতে পারে]। 'ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিগণের যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের এবং সন্তান দ্বারা পিতৃগণের নিকট হইতে [ঋণমুক্ত হইবে]'; এই শ্রুতি জন্মকালেই মনুষ্যের ঋণসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছে; শ্রুত্যুক্ত পশুর দৃষ্টান্ত হইতেও ইহা অবগত হওয়া যায়—"অথো অয়ং বা" ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, মনুষ্যগণ যখন দেবতাদিগের নিকট অধমর্ণ বা ঋণগ্রস্তের তুল্য, তখন দেবগণ আপনাদের বৃত্তিরক্ষার জন্য ঋণগ্রস্ত মনুষ্যগণের মুক্তিলাভে অবশ্যই বিঘ্নাচরণ করিতে পারেন; অতএব উক্তপ্রকার আশঙ্কা ন্যায়সঙ্গতই বটে। ২৫

দেবগণ নিজ নিজ পশুগণকে স্বীয় শরীরের মত রক্ষা করিয়া থাকেন। অতঃপর স্বয়ং শ্রুতিও—এক একটি পুরুষকে দেবতাপ্রভৃতির বহুপশুস্থানীয় বলিয়া, মনুষ্যদিগকে কর্ম্মাধীন (ভোগসাধন বলিয়া) প্রদর্শন করিবেন— 'মনুষ্যগণ যে, এই আত্মতত্ত্ব অবগত হয়, ইহা দেবতাদিগের প্রিয় নহে।' এবং 'মনুষ্য যেমন আত্মীয় লোকের অরিষ্টি (অকল্যাণ-নিবৃত্তি) ইচ্ছা করে, তেমনি ভূতগণও এবংবিধ জ্ঞানীর কল্যাণ কামনা করিয়া থাকে'। এই 'অরিষ্টি' ও 'অপ্রিয়' কথা হইতে জানা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে তাহার পরাধীনভাব নিবৃত্ত হইয়া যায়; সুতরাং স্বজনত্ব বা প্রিয়ত্ব কিছুই তখন থাকে না; অতএব, ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মবিদ্যা-ফললাভে দেবগণ অবশ্যই বিঘ্নাচরণ করিতে পারেন; কারণ, তাঁহারা মহাপ্রভাব-সম্পন্ন। ২৬

ভাল, তাহা হইলে ত অন্যান্য কর্ম্মফলপ্রাপ্তিতেও বিঘ্নাচরণ করা, দেবগণের পক্ষে পেয়পানের তুল্য অর্থাৎ জলযোগের মত অতি সহজ; অহো! তাহা হইলে ত অভ্যুদয় ও মুক্তিসাধন কর্ম্মানুষ্ঠানেও লোকের আর কিছুমাত্র আস্থা বা বিশ্বাস থাকিতে পারে না। এইরূপ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরেরও বিঘ্নাচরণে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, এবং কাল, কর্ম্ম, মন্ত্র, ওষধি ও তপস্যারও বিঘ্নোৎপাদনে প্রভুত্ব রহিয়াছে; কারণ, ইহারা সকলেই যে, ফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধির হেতুভূত, ইহা শাস্ত্রে ও সমাজে প্রসিদ্ধ আছে; সেই কারণেও শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠানে লোকের বিশ্বাস থাকিতে পারে না। না, এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, প্রত্যেক কার্য্যের জন্য পৃথক্ পৃথক্ নিমিত্তগ্রহণের ব্যবস্থা রহিয়াছে, এবং জগতেও তদনুরূপ বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্বভাবকে যাঁহারা কারণ বলেন, তাঁহাদের মতে উক্ত উভয়ই

উপপন্ন হইতে পারে না। কর্ম্মই যে, সুখদুঃখ-ফলের নিমিত্ত, ইহা বেদ, স্মৃতি, যুক্তি ও লোকব্যবহারের অনুমোদিত। এই পক্ষটি গ্রহণ করিলে বুঝা যায় যে, দেবতা, ঈশ্বর ও কাল, ইহারা কেহই কর্ম্মফলের বৈপরীত্যকারী নহেন; কেন না, কর্ম্মসমূহ যাহা প্রদান করিতে চাহে, উহারা তাহাই সম্পাদন করিয়া থাকেন মাত্র; কারণ, জীবগণের শুভাশুভ কর্ম্মসমূহ সহায়ভূত দেবতা, কাল ও ঈশ্বরাদি কারকনিচয়ের সাহায্য না লইয়া আত্মলাভে সমর্থ হয় না, আর কথঞ্চিৎ আত্মলাভ করিলেও ফলপ্রদানে সমর্থ হয় না; কারণ, বহু কারকের সাহায্যে ফল প্রদান করাই ক্রিয়ার স্বভাব; সুতরাং বলিতে হইবে যে, দেবতা ও ঈশ্বর প্রভৃতি সকলেই ক্রিয়াফলের অনুকূল বা সহায়মাত্র; কাজেই কর্ম্মফল-প্রাপ্তিতে কাহারও অনাশ্বাস বা নৈরাশ্যের সম্ভাবনা নাই। ২৭

স্থলবিশেষে দেবতাগণও কর্ম্মপরিচালিত হইয়া দুঃখ সমুৎপাদন করিয়া থাকেন; কারণ, তাঁহারা কর্ম্মের দুঃখদানশক্তিকে নিবারণ করিতে সমর্থ হন না। তাহার পর, কর্ম্ম, কাল, দৈব (অদৃষ্ট) ও বস্তুস্বভাবের যে গুণ-প্রধান-ভাব, অর্থাৎ কোথাও কর্ম্ম হয় প্রধান, আর কাল প্রভৃতি হয় তাহার অধীন, আবার কোথাও কালাদি হয় প্রধান, আর কর্ম্মাদি হয় তাহার অধীন, ইত্যাদি প্রকার যে অঙ্গাঙ্গিভাব, ইহা অনিয়ত ও দুর্বিজ্ঞেয়, অর্থাৎ কোথায় কোন্‌টি প্রধান, আর কোন্‌টি অপ্রধান হইবে, ইহার স্থিরতা নাই, এবং চিন্তা দ্বারাও ইহা নিশ্চয় করা সহজ নয়; এই কারণেই এ সম্বন্ধে লোকের নানাপ্রকার ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে,—কেহ কেহ বলেন—কর্ম্মই ফলপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ,অন্য কিছু নহে; অপরে বলেন দৈবই ফলপ্রদানের কারণ; অন্যেরা বলেন—কালই কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকে; আবার কেহ কেহ বলেন—দ্রব্য ও দেশাদির বিশেষ বিশেষ স্বভাবই ফল প্রদান করিয়া থাকে; আবার অপর এক দল লোক বলিয়া থাকেন—কর্ম্ম ও কালপ্রভৃতি কারণনিচয় সম্মিলিত হইয়াই ফলপ্রদানের কারণ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া 'পুণ্য কর্ম্মের ফলে পুণ্য (সুখী) হয়, আর পাপকর্ম্মের ফলে পাপী হয়' ইত্যাদি বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র-সমূহ [কর্ম্মকেই ফলপ্রদ বলিয়া স্থির করিয়াছেন]। যদিও স্বাধিকার সম্পাদনসময়ে ইহাদের মধ্যেও কর্ম্ম-বিশেষের প্রাধান্য অভিব্যক্ত হয়, এবং অপর কর্ম্মগুলির প্রাধান্যশক্তি তৎকালে নিরুদ্ধভাবে থাকে সত্য, তথাপি কর্ম্মের উপযুক্ত ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কিছুমাত্র

ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা নাই; কারণ, ফল-প্রদানে যে, কর্ম্মেরই প্রাধান্য, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা (১) অবধারিত হইয়াছে। ২৮

না, দেবগণও বিদ্যাফলে বিঘ্নাচরণ করিতে পারে না; কারণ, বিদ্যার ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তাহা ত অবিদ্যার অপসারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে (২)। অভিপ্রায় এই যে, তোমরা যে বলিয়াছ—বিদ্যার ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধেও দেবগণ বিঘ্নাচরণ করিতে পারেন; [তদুত্তরে বলিতেছি—] না, তাহাতে বিঘ্নসমুৎপাদন করিবার সামর্থ্য দেবগণেরও নাই; কেন? যেহেতু, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ যে বিদ্যাফল, তাহা বিদ্যাকালের অনন্তরিত, অর্থাৎ যেই মুহূর্ত্তে বিদ্যার উদয় হয়, ব্রহ্মপ্রাপ্তি-রূপ বিদ্যাফলও ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই প্রাদুর্ভূত হয়, কিছুমাত্র কালব্যবধান নাই। কি প্রকার? যেমন দ্রষ্টার চক্ষুর সহিত যেই মুহূর্ত্তে আলোক-সংযোগ হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই রূপের প্রত্যক্ষ হয়, তেমনি আত্মবিষয়ক বিজ্ঞান যে সময়ে সমুৎপন্ন হয়, ঠিক সেই সময়েই আত্মবিষয়ক অজ্ঞানও অন্তর্হিত হইয়া যায়; অতএব ব্রহ্মবিদ্যা উৎপন্ন হইলে পর, অবিদ্যার কার্য্য হইবার আর অবসরই থাকে না।—যেমন প্রদীপ প্রকাশ হইলে পর অন্ধকারের [আর কার্য্য করিবার অবসর থাকে না] অতএব যে অবস্থায় ব্রহ্মবিৎ পুরুষ দেবগণের আত্মস্বরূপই হইয়া যান, সে অবস্থায় দেবগণ কিরূপে তাঁহার বিঘ্ন করিবেন? ২৯

সেই কথাই বলিতেছেন—যেহেতু সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের সমকালেই অবিদ্যামাত্ররূপী ব্যবধা নর বা অব্রহ্মভাবের অপগম হওয়ায়—রজতাকারে প্রতিভাসমান শুক্তির শুক্তিধর্ম্মের ন্যায় এই দেবগণের আত্মস্বরূপ হন, অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য সেই স্বরূপভূত ধ্যেয় ব্রহ্মস্বরূপ হন, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; এই কারণেই আপনারই প্রতিকূলাচরণে দেবগণেরও চেষ্টা করা সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে যাহার ফল অনাত্মস্বরূপ—দেশ ও কালাদি দ্বারা

(১) তাৎপর্য্য—কর্ম্মের প্রাধান্যজ্ঞাপক শাস্ত্র—"পুণ্যো বৈ পুণ্যেন ভবতি, পাপঃ পাপেন" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "ধর্ম্মরজ্জ্বা ব্রজেদূর্দ্ধ্বম্" ইত্যাদি স্মৃতি। ন্যায় বা যুক্তি এই—পূর্ব্বোক্ত জগদ্বৈচিত্র্যের অনুপপত্তি প্রভৃতি।

(২) বিদ্যার ফলস্বরূপ মুক্তিলাভে দেবগণের বিঘ্নাচরণাশঙ্কায় প্রসঙ্গে কর্ম্মফল প্রাপ্তিতেও দেবগণের প্রতিকূলতাচরণ আশঙ্কিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রথমতঃ কর্ম্মফলে দেবগণের বিঘ্নাচরণাশঙ্কা খণ্ডন করিয়া এখন বিদ্যাফল দেবগণকর্ত্তৃক বিঘ্নাচরণাশঙ্কার সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে 'ন' ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিতেছেন।

ব্যবহিত অর্থাৎ বিভিন্ন দেশে ও সময়ে উৎপত্তিশীল; তাদৃশ অনাত্মভূত ফলবিষয়ে বিঘ্নাচরণেই দেবগণ সমর্থ হন, কিন্তু বিদ্যার সমকালীন, এবং দেশকালাদি ব্যবধানরহিত আত্মস্বরূপ বিদ্যাফলে বিঘ্নাচরণ করিতে সমর্থ হন না; কারণ, এখানে বিঘ্ন উৎপাদন করিবার আর অবসর কোথায়? [যদি ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের পরবর্ত্তী কোনও কালে কোনও স্থানে বিদ্যাফল উৎপন্ন হইত, তাহা হইলেই সেই সময়ে বিঘ্ন জন্মান তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত]। ৩০

ভাল, জ্ঞানফল যদি অব্যবহিত বা সমকালীনই হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তৎকালে অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানধারা বর্ত্তমান না থাকায় এবং জ্ঞানোদয়ের পরেও বিপরীত জ্ঞান (ভ্রান্তি)ও তৎকার্য্য দৃষ্ট হওয়ায় জল-প্রবাহের ন্যায় যখন জ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন ধারা নাই, পক্ষান্তরে বিপরীত জ্ঞান এবং তৎকার্য্যও যখন দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্তিম জ্ঞানেই অবিদ্যা-নিবৃত্তি হয়, আদ্য জ্ঞানে হয় না; না, এরূপ ব্যবস্থাও হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে প্রথম জ্ঞানের ন্যায় অন্তিম জ্ঞানও অনৈকান্তিক বা ব্যভিচারী হইয়া পড়ে; কেন না, আত্মবিষয়ক প্রথমোৎপন্ন জ্ঞানে যদি অবিদ্যা-নিবৃত্তি করিতে না পারে, তাহা হইলে অন্তিম জ্ঞানেও সেইরূপই হইতে পারে; কারণ, উভয়েরই অধিকার তুল্য। আচ্ছা, তাহা হইলে বলি যে, সন্তত অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানই অবিদ্যার নিবর্ত্তক, বিচ্ছিন্ন বিজ্ঞান নহে; না, এ কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, জীবদ্দশায় কখনই অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানপ্রবাহ হইতে পারে না; কারণ, অন্ততঃ জীবন-ধারণের অনুকূল চিন্তা করাও আবশ্যক হয়; সুতরাং তৎকালে প্রবাহাকারে বিদ্যা-প্রত্যয় হইতেই পারে না; যেহেতু, উহারা পরস্পরবিরুদ্ধ। আর যদি বল, জীবনাদির চিন্তা নিবৃত্তি করিয়া মরণকাল পর্য্যন্ত এই বিদ্যাপ্রত্যয়ই প্রবহমাণ হইয়া থাকে; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, বিদ্যাপ্রত্যয়ের সংখ্যাবিশেষ অবধারিত না থাকায়, অর্থাৎ কতবার প্রত্যয়ানুশীলন করিতে হইবে, ইহার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা না থাকায় শাস্ত্রার্থেরই অবধারণ হইতে পারে না অভিপ্রায় এই যে, এতগুলি প্রত্যয়দ্বারা অবিদ্যার নিবর্ত্তক, এরূপ কোনও ব্যবস্থা না থাকায় প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই স্থির করা যাইতে পারে না; ইহা অবশ্যই দোষাবহ; সুতরাং কখনই স্বীকার্য্য হইতে পারে না। না, এ কথাও বলা যাইতে পারে না; কারণ, আদ্য ও অন্তিম প্রত্যয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষত্ব নাই, অর্থাৎ প্রথমোৎপন্ন বিদ্যা-

প্রত্যয়-ধারা অথবা মরণকাল পর্য্যন্ত প্রবহমাণ বিদ্যা-প্রত্যয়ধারা অবিদ্যা-নিবর্ত্তক, এরূপ বিশেষ করিয়া বলিবার কোন কারণ নাই; আদি ও অন্ত্য প্রত্যয় সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে দুইটী দোষ কথিত হইয়াছে, এখানেও সেই দুইটী দোষেরই সম্ভাবনা আছে। ভাল কথা, এইরূপই যদি হয়, তাহা হইলে বলিব, জ্ঞান অবিদ্যার নিবর্ত্তকই নয়; না,—সে কথাও বলা যায় না; কারণ, 'তিনি সেই বিজ্ঞানের প্রভাবে সর্ব্বাত্মক হইয়াছিলেন,' 'হৃদয়ের অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়,' 'সে অবস্থায় আবার মোহই বা কি?' ইত্যাদি শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। ৩১

যদি বল, "তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ" ইত্যাদি শ্রুতি কেবল 'অর্থবাদ' মাত্র, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসাত্মকমাত্র, কিন্তু প্রকৃত সত্যার্থপ্রকাশক নহে; না, তাহা হইলে সর্ব্বশাখীয় উপনিষদ্-সমূহেরই অর্থবাদত্ব হইতে পারে। কারণ, সর্ব্বশাখীয় সমস্ত উপনিষদ্ই কেবল এইমাত্র অর্থ প্রতিপাদন করিয়াই বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। যদি বল, ঐ সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় আত্মা যখন প্রত্যক্ষগম্য, তখন অর্থবাদ হয় হউক; না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, এ কথার মীমাংসা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ বিদ্যাপ্রভাবে যে, অবিদ্যা-জনিত শোক-মোহ-ভয়াদির নিবৃত্তি হয়, ইহা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ বিদ্বদনুভবসিদ্ধ; সুতরাং এ বিষয়ে শ্রুতির অর্থবাদত্ব কল্পনা করা সঙ্গত হয় না; এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব, অবিদ্যাদি-দোষনিবৃত্তিরূপ ফলোৎপাদনেই যখন বিদ্যার পরিসমাপ্তি, তখন জ্ঞান সম্বন্ধে আদ্য, অন্ত্য, সন্তত বা অসন্তত ইত্যাদি আপত্তির অবসরই নাই। কারণ, যে প্রত্যয়ে অবিদ্যাদি দোষ-নিচয় নিবারিত হয়, তাহাকেই বিদ্যা বলিয়া স্বীকার করা হয়, এখন তাহা আদ্যই হউক, বা অন্ত্যই হউক, সন্ততই হউক, অসন্ততই হউক, সে সম্বন্ধে কোনও কথা নাই; সুতরাং এ বিষয়ে আপত্তিরও অবসর নাই। ৩২

আর যে, বিপরীত বুদ্ধি ও তদনুরূপ কার্য্যদর্শনরূপ অপর হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, প্রারব্ধ কর্ম্মশেষই ঐরূপ ব্যবহারের কারণ, অর্থাৎ যে কর্ম্মানুসারে উপস্থিত দেহ আরব্ধ বা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কর্ম্মই ঐরূপ বিপরীত বুদ্ধি-দোষের সমুৎপাদক; বিপরীত বুদ্ধিসংযুক্ত তাদৃশ কর্ম্মেরই তদনুরূপ ফলপ্রদানে সামর্থ্য; এই কারণে, যে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান শরীরের পতন না হয়, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্মফলভোগের অঙ্গরূপে অর্থাৎ কর্ম্মফল-ভোগের জন্য যে পরিমাণ দরকার, ঠিক সেই পরিমাণ ভ্রান্তিপ্রত্যয় ও রাগ-

দ্বেষাদি দোষেরও উদ্ভাবন করিয়া থাকে ; কারণ, ভোগের হেতুভূত কর্ম্মগুলি তখনও ফল দিয়া বিরত হয় নাই ; সুতরাং ধনুর্ম্মুক্ত বাণের ন্যায় প্রারব্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিরাম হইতে পারে না। এই জন্য বিরুদ্ধ নয় বলিয়াই সমুৎপন্ন ব্রহ্মবিদ্যা তাদৃশ বিপরীত প্রত্যয়ের নিবারণ করে না, [বিরুদ্ধ স্থলেই বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা বাধিত হইয়া থাকে, অবিরুদ্ধ স্থলে নহে] ; তবে, ভবিষ্যৎকালে জ্ঞানবিরোধী যে সমস্ত অবিদ্যা-কার্য্য সমুৎপন্ন হইবে, বিরুদ্ধ-স্বভাব বলিয়া কেবল সেই সমস্ত অজ্ঞানকার্য্যকেই নিরুদ্ধ করিয়া থাকে ; কারণ, তাহা তখনও অনাগত ; আর প্রারব্ধ হইল অতীত ; [সুতরাং তাহার আর নিবারণ করা সম্ভবপর হয় না] (১)। ৩৩

আরও এক কথা, যথার্থ বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির বিপরীত বুদ্ধি হওয়া সম্ভবপরও হয় না, কেন না, সে সময় ঐরূপ জ্ঞানের কোনরূপ বিষয়-বিজ্ঞেয়ও বর্ত্তমান থাকে না ; সাধারণতঃ যে বস্তু বিশিষ্টরূপে অবধারিত না হয়, সামান্যাকারে পরিদৃষ্ট তাদৃশ বস্তুবিশেষকে অবলম্বন করিয়াই বিপরীত জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; যেমন—শুক্তিতে রজতজ্ঞান হইয়া থাকে ; কাজেই যে ব্যক্তি বস্তুগত বিশেষ ধর্ম্ম অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন,—বিপরীত জ্ঞানের সর্ব্বপ্রকার সংস্কার বিমর্দ্দিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকট পূর্ব্ববৎ ভ্রান্তজ্ঞান সমুৎপন্ন হওয়া কখনই সম্ভবপর হয় না ; কেন না, শুক্তিজ্ঞানের পর তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার ভ্রান্তিজ্ঞান জন্মিতে দেখা যায় না ; [সুতরাং বস্তুতত্ত্ববিৎ ব্যক্তির পক্ষেও পুনর্ব্বার ভ্রান্তিসমুৎপত্তি অসম্ভব]। ৩৪

কোথাও বা, বিদ্যা-প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বতন বিপরীত-প্রতীতিজাত সংস্কার-সমূহ হইতেও বিপরীত-জ্ঞানাভাস (যাহা আপাততঃ বিপরীত জ্ঞান বলিয়া

---

(১) তাৎপর্য্য—এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, ব্রহ্মবিদ্যা যখন প্রারব্ধ কর্ম্ম ও তৎফলের নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয় না, তখন অনারব্ধ কর্ম্মেরও নিবৃত্তি করিতে পারে না ; তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যেখানে জ্ঞানের প্রতিকূলভাবে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে, জ্ঞান কেবল তাদৃশ ভবিষ্যৎকর্ম্ম ও কর্ম্মফলেরই বাধা ঘটাইয়া থাকে, কিন্তু যেখানে কর্ম্ম ও তৎফল জ্ঞানের অবিরোধী, অথচ পূর্ব্বোৎপন্ন, সেখানে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াও সে সমুদায়ের নিবৃত্তি করিতে পারে না। প্রারব্ধ কর্ম্মগুলি জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেই ফল দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অথচ জ্ঞানের পরিপন্থীও নয় ; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াও সেগুলির বাধা দিতে পারে না, পক্ষান্তরে যে সমস্ত কর্ম তখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, তাহাদের ফল জ্ঞানের বিরোধী, এই কারণে সেগুলিই জ্ঞান দ্বারা নিরুদ্ধ হয়।

মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সেগুলি স্মরণ মাত্র, সেই সমস্ত স্মরণাত্মক জ্ঞান) উৎপন্ন হইয়া হঠাৎ বিপরীত বুদ্ধি-ভ্রম জন্মাইয়া থাকে; যেমন, যে লোক পূর্ব্বাদি দিগ্বিভাগ জানে, তাহারই দিক্সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক বিপরীত বুদ্ধি ঘটিয়া থাকে, [ইহাও তেমনি]। আর যদি যথার্থ-তত্ত্বজ্ঞ লোকেরও পূর্ব্ববৎ বুদ্ধি-বিভ্রম উৎপন্ন হয় বল, তাহা হইলে ত তত্ত্বজ্ঞানের উপরই লোকের অবিশ্বাস উপস্থিত হইতে পারে; তাহার ফলে শাস্ত্রার্থজ্ঞানে লোক-প্রবৃত্তিরই ব্যাঘাত ঘটে। বিশেষতঃ কোন্‌টি প্রমাণ, আর কোন্‌টি অপ্রমাণ, ইহা নিশ্চয় করিবার বিশেষ কোন উপায় না থাকায় সমস্ত প্রমাণই অপ্রমাণমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। এ কথা দ্বারা 'তত্ত্বজ্ঞানলাভের পরক্ষণেই শরীর-পাত হয় না কেন?' এই আপত্তিও খণ্ডিত হইল। ৩৫

'জ্ঞানীর ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই', শ্রুতির এই কথা হইতে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে, পরে ও তৎসমকালে জাত এবং জন্মান্তরসঞ্চিত যে সমস্ত কর্ম্ম তখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, সে সমুদয় কর্ম্মও বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রুতি বলিতেছেন— 'ইহার (জ্ঞানীর) সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়', 'প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্তই তাহার বিলম্ব', 'সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়', 'তাঁহাকে জানিলে পর আর পাপ-কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হয় না', 'কেবল ইহাকেই পুণ্য ও পাপ আক্রমণ করিতে পারে না,' 'পুণ্য ও পাপ তাহাকে তাপ দেয় না,' 'ইহাকেই কেবল তাপ দেয় না', 'কোথা হইতেও ভীত হয় না' ইত্যাদি। আর স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছেন— 'হে অর্জ্জুন, জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম্ম ভস্মীভূত করে' ইত্যাদি। ৩৬

আর যে, জ্ঞানীরাও ঋণে আবদ্ধ থাকেন বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, ঋণশ্রুতির বিষয় হইতেছে—অবিদ্বান্ পুরুষ; কারণ, কর্তৃত্বাদি ধর্ম্ম তাহার সম্বন্ধেই উপপন্ন হয়। বিশেষতঃ এই উপনিষদেই পরে বলা হইবে যে, 'যে অবস্থায় ব্রহ্ম-বস্তু জীব হইতে পৃথক্‌ভাবাপন্নের ন্যায় হয়, তখনই একে অপরকে দর্শন করে'। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যে অবিদ্যা বিদ্যমান থাকিলে জীব হইতে অনন্য বা অপৃথগ্‌ভূত আত্মানামক সদ্বস্তুটিকে পৃথক্ পদার্থের ন্যায় বোধ হয়,—যেমন তিমিররোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট এক চন্দ্রও সদ্বিতীয়বৎ প্রতিভাত হয়; সেই অবস্থায়ই অবিদ্যাকৃত অনেক-কারক সাপেক্ষ দর্শনাদি ক্রিয়া ও তজ্জনিত ফলের সম্ভাব—"তত্র অন্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ" ইত্যাদি বাক্যে প্রদর্শন করিতেছে; পক্ষান্তরে, যখন বিদ্যার উদয় হয়,

তখন অবিদ্যাকৃত অনেকত্বভ্রম নিবারিত হইয়া যায়, তদ্বিষয়েই 'কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে' এই বাক্যে ক্রিয়ার অসম্ভাবনা প্রদর্শন করিতেছে। অতএব, কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে যে, অবিদ্যাযুক্ত পুরুষেরই ঋণিত্ব, অপরের নহে। ৩৭

'তদ্‌যথা ইহৈব তাবৎ' ইত্যাদি। যে কোনও অব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অন্য—আত্মভিন্ন, যে কোনও দেবতার উপাসনা করে, অর্থাৎ স্তুতি, নমস্কার, যাগ (গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা), বলি-উপহার (নৈবেদ্য সমর্পণ), প্রণিধান (চিত্তের একাগ্রতা) ও ধ্যান প্রভৃতি দ্বারা নিকটে থাকে—সেই দেবতার গুণভাব বা অধীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ আমার উপাস্য এই অনাত্মবস্তুটি আমা হইতে পৃথক্, উপাসনার অধিকারী আমি হইতেছি—ইঁহা হইতে পৃথক্, এবং আমাকে অধমর্ণের ন্যায় ইহাঁর আরাধনা করিতে হইবে, এইরূপ বিশ্বাস সহকারে উপাসনা করে, ঈদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন সেই উপাসক কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। সেই ব্যক্তি যে, কেবল এবংবিধ অবিদ্যা-দোষেই কলুষিত, তাহা নহে; তবে কি? না, গবাদি পশু যেরূপ বাহন ও দোহনাদিরূপ উপকার সাধন করিয়া [গৃহস্থের] উপভুক্ত হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ সেই উপাসকও যজ্ঞাদি কার্য্য দ্বারা এক এক দেবতার ভোগ সম্পাদন করিয়া থাকে; এই জন্য তাদৃশ পুরুষও পশুর ন্যায়ই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মে অধিকার লাভ করিয়া থাকে। ৩৮

বর্ণাশ্রমাদি বিভাগসম্পন্ন কর্ম্মাধিকারী উক্ত অবিদ্বান্ পুরুষ শাস্ত্রোক্ত যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সে সমস্ত কর্ম্ম উপাসনাসহকৃতই হউক, আর তদ্বিযুক্তই হউক, তাহার উৎকৃষ্ট ফল হইতেছে—মনুষ্যত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মত্বলাভ পর্য্যন্ত; আর শাস্ত্রোক্তের বিপরীত (অশাস্ত্রীয়) স্বাভাবিক কর্ম্মের অপকৃষ্ট ফল হইতেছে—মনুষ্যত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবরভাবপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত। যাহাতে এই কথা প্রমাণিত হইতে পারে, তাহা এই অধ্যায়ের শেষাংশে "অথ ত্রয়ো বাব লোকাঃ" ইত্যাদি বাক্যে আমরা প্রতিপাদন করিব। বিদ্যার ফল যে, সর্ব্বাত্মভাবপ্রাপ্তি, তাহাও সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে; এই সম্পূর্ণ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌টি বিদ্যা ও অবিদ্যার বিভাগ-প্রদর্শনেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। যাহাতে ইহা সমগ্র শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যার্থরূপে প্রমাণিত হইতে পারে, আমরা তাহা প্রদর্শন করিব। ৩৯

যেহেতু, এইরূপই শাস্ত্রার্থ নির্ণীত হইল, সেই হেতু দেবগণ অবিদ্বান্

পুরুষের প্রতি বিঘ্নাচরণ বা অনুগ্রহপ্রদর্শন করিতে অবশ্যই সমর্থ হন; ইহা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—জগতে গো,অশ্ব প্রভৃতি বহুপশু যেরূপ নিজের প্রভু বা রক্ষক মনুষ্যকে ভোগ করিয়া থাকে—পালন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বহুপশুস্থানীয় একএকটি অবিদ্বান্ পুরুষও দেবগণকে ভোগ করে অর্থাৎ পোষণ করে—এই ইন্দ্রাদি দেবগণ আমা হইতে পৃথক্, আমার প্রভু, আমি ভৃত্যের ন্যায় স্তুতি, নমস্কার ও যাগাদি কার্য্য দ্বারা ইঁহাদের আরাধনা করিয়া ইহাঁদেরই অনুগ্রহপ্রদত্ত অভ্যুদয় (স্বর্গাদি) ও নিঃশ্রেয়স (মুক্তি) ফল লাভ করিব, এইরূপ মনে করিয়া থাকে। এখানে "দেবানাং" এই দেবতা-শব্দটি পিতৃগণ প্রভৃতিরও বোধক; [সুতরাং মনুষ্যগণ যেমন দেবতার ভোগ্য, তেমনি পিত্রাদিরও ভোগ্য]। ৪০

জগতে যাহার বহু পশু আছে, তাহার একটি পশু গৃহীত হইলেও অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদিকর্ত্তৃক অপহৃত হইবার মত হইলেও যেমন অত্যন্ত অপ্রিয় (দুঃখ) উপস্থিত হয় তেমনি বহুপশুস্থানীয় একটি পুরুষ পশুভাব হইতে অর্থাৎ অবিদ্যাবস্থা হইতে উত্থান করিবার উদ্‌যোগ করিতে থাকিলে, বহু পশু অপহরণে গৃহস্থের যেমন দুঃখ হয়, তেমনি দেবগণেরও যে, মহা অপ্রিয় হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? সেই হেতু ইহাদের তাহা প্রিয় নয়; তাহা কি? না, মনুষ্যগণ যে, কোন প্রকারেও এই ব্রহ্মাত্ম-তত্ত্ব জানিতে পারে; [ইহা দেবগণের প্রিয় নহে]। অনুগীতাগ্রন্থে ভগবান্ বেদব্যাসও এইরূপই স্মরণ (১) করিয়াছেন,—'হে কৌন্তেয় (অর্জ্জুন), ক্রিয়াধিকৃত পুরুষ দ্বারা দেবলোক পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; মরণশীল মানবগণ যে, দেবগণেরও উপরে থাকে, ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে'; অতএব, পশুগণকে যেরূপ ব্যাঘ্রাদির নিকট হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ মনুষ্যগণ আমাদের

---

(১) তাৎপর্য্য—এখানে 'স্মরণ' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যাহা দেখিলে বেদার্থ স্মরণ হয়, অথবা বেদার্থ স্মরণপূর্ব্বক যাহা রচিত হইয়াছে, তাহার নাম 'স্মৃতি'-শাস্ত্র। ঋষিগণ জটিল বেদার্থকে সরল করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন; সুতরাং স্মৃতিশাস্ত্রের উপদেশ দেখিলেই তদনুরূপ বেদবাক্যের স্মরণ হইয়া থাকে; এইজন্য 'স্মরণ' বলিলেও স্মৃতিশাস্ত্রকে বুঝায়। আলোচ্যস্থলে ব্যাসের স্মরণ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্যাস যখন স্বরচিত স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে "ক্রিয়াবদ্ভিঃ" ইত্যাদি বাক্য বিন্যস্ত করিয়াছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই এই শ্রুতি হইতে ঐ ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; সুতরাং তাঁহার কথাতেও এই শ্রুতির ঐরূপ অর্থই পরিস্ফুট হইতেছে বুঝিতে হইবে।

উপভোগ্যভাব হইতে উত্থিত না হউক, এই মনে করিয়া দেবগণ তাহাদের ব্রহ্মবিজ্ঞানেও বিঘ্নাচরণ করিয়া থাকেন; আবার যাহাকে বিমুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে শ্রদ্ধাদিসাধনের সহিত সংযোজিত করেন, অপরকে অশ্রদ্ধাদির সহিত সংযোজিত করেন। এই 'দেবাপ্রিয়' শ্রুতিবাক্যে কাকু দ্বারা (ভঙ্গিক্রমে (২) ইহাই জ্ঞাপন করিলেন যে, অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি দেবতার আরাধনায় তৎপর, শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন, বিনীত ও প্রমাদহীন (সাবধান) হইবেন, (কখনও তদ্বিপরীত হইবেন না) ॥ ৪৭ ॥ ১০।

আভাস-ভাষ্যম্। সূত্রিতঃ শাস্ত্রার্থঃ—"আত্মেত্যেবোপাসীত" ইতি; তস্য চ ব্যাচিখ্যাসিতস্য সার্থবাদেন "তদাহুর্যদ্‌ব্রহ্মবিদ্যয়া" ইত্যাদিনা সম্বন্ধ-প্রয়োজনে অভিহিতে; অবিদ্যায়াশ্চ সংসারাধিকারকারণত্বমুক্তম্—"অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে" ইত্যাদিনা। তত্রাবিদ্বান্ ঋণী পশুবদ্দেবাদিকর্ম্মকর্ত্তব্যতয়া পরতন্ত্র ইত্যুক্তম্। কিং পুনর্দ্দেবাদিকর্ম্মকর্ত্তব্যত্বে নিমিত্তম্? বর্ণা আশ্রমাশ্চ; তত্র কে বর্ণাঃ? ইত্যত ইদমারভ্যতে—যন্নিমিত্তসম্বন্ধেষু কর্ম্মসু অয়ং পরতন্ত্র এবাধিকৃতঃ সংসরতি। এতস্যৈবার্থস্য প্রদর্শনায় অগ্নিসর্গানন্তরমিন্দ্রাদিসর্গো নোক্তঃ; অগ্নেস্তু সর্গঃ প্রজাপতেঃ সৃষ্টিপরিপূরণায় প্রদর্শিতঃ। অয়ঞ্চেন্দ্রাদিসর্গস্তত্রৈব দ্রষ্টব্যঃ, তচ্ছেষত্বাৎ; ইহ তু স এবাভিধীয়তে অবিদুষঃ কর্ম্মাধিকারহেতুপ্রদর্শনায়।

ভাষ্যানুবাদ। উপনিষৎ-শাস্ত্রের যাহা প্রকৃত অর্থ, তাহা "আত্মেত্যেবোপাসীত" শ্রুতিতে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে; তাহারই ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে অর্থবাদযুক্ত "তদাহুঃ যদ্‌ব্রহ্মবিদ্যয়া" ইত্যাদি বাক্যে সম্বন্ধ এবং প্রয়োজনও অভিহিত হইয়াছে। তাহার পর অবিদ্যাই যে, সংসারপ্রাপ্তির কারণ, তাহাও "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে" ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে; সেখানে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, অবিদ্বান্ পুরুষ ঋণগ্রস্ত- দেবাদির কার্য্যসম্পাদনে বাধ্য বলিয়া পশুর ন্যায় পরাধীন। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, দেবাদির কর্ম্ম যে অবশ্যই করিতে হইবে, তাহার কারণ কি? বর্ণ ও আশ্রম; তন্মধ্যে এই অবিদ্বান্ পুরুষ সেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণরূপ নিমিত্তের সহিত সংসৃষ্ট

(২) তাৎপর্য্য—'কাকু' অর্থ—স্বরবিকৃতি; 'কাকুঃ স্ত্রিয়াং বিকারো যঃ শোকভীত্যাদিভির্ধ্বনেঃ।" (অমরঃ)। অর্থাৎ শোকভয়াদি কারণে যে, ধ্বনির (কণ্ঠস্বরের) বিকৃতি, তাহার নাম কাকু। শ্রুতি যদিও স্পষ্ট কথায় মুমুক্ষুর পক্ষে শ্রদ্ধাভক্তিসাধনার কথা বলেন নাই বটে; কিন্তু তাঁহার বাক্যভঙ্গীতে ঐরূপ অভিপ্রায়ই বুঝা যাইতেছে।

কর্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পরাধীনভাবে সংসারী হইয়া থাকে ; সেই বর্ণ কি কি, তাহা নিরূপণের নিমিত্ত এই পরবর্ত্তী বাক্য আরব্ধ হইতেছে। আর এই বিষয়টি পৃথগ্‌ভাবে প্রদর্শন করিবেন বলিয়াই পূর্ব্বে অগ্নিসৃষ্টির পর ইন্দ্রাদি দেবসৃষ্টির কথা বর্ণনা করেন নাই ; সেখানে কেবল প্রজাপতির সৃষ্টিক্রম পরিপূরণের জন্যই অগ্নিসৃষ্টির কথা বলিয়াছেন মাত্র ; আর অত্রত্য ইন্দ্রাদিসৃষ্টিও সেখানেই (প্রজাপতির সৃষ্টিমধ্যেই সন্নিবিষ্ট) বুঝিতে হইবে ; কারণ, ইহা হইতেছে—তাহারই শেষ বা অবশিষ্ট অংশ ; এখানে কেবল অবিদ্বানের কর্ম্মাধিকারের নিমিত্ত-প্রদর্শনার্থ পৃথগ্‌ভাবে অভিহিত হইতেছে মাত্র।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব, তদেকꣳ সন্ন ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রম্—যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি। তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি, তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে রাজসূয়ে, ক্ষত্র এব তদযশো দধাতি, সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যদ্ ব্রহ্ম।

তস্মাদ্ যদ্যপি রাজা পরমতাং গচ্ছতি ব্রহ্মৈবান্তত উপনিশ্রয়তি স্বাং যোনিম্, য উ এনꣳ হিনস্তি স্বাꣳ স যোনিমৃচ্ছতি, স পাপীয়ান্ ভবতি, যথা শ্রেয়াꣳসꣳ হিꣳসিত্বা ॥ ৪৮ ॥ ১১ ।

সরলার্থঃ। অগ্রে (সৃষ্টেঃ প্রাক্) ইদং (ক্ষত্রাদি-ভেদজাতম্) একং ব্রহ্ম এব বৈ (প্রসিদ্ধৌ) আসীৎ। তৎ (ব্রহ্ম) একং (অসহায়ং সৎ ; ন ব্যভবৎ [আত্মনঃ কর্ত্তব্যং সম্পাদয়িতুং] (অসমর্থমভবৎ) ; তৎ (তস্মাৎ) শ্রেয়োরূপং (প্রকৃষ্টং শ্রেয়স্করং) ক্ষত্রং (ক্ষত্রিয়জাতিং) অত্যসৃজত (সৃষ্টবৎ) ; [কিং তৎ ক্ষত্রম্? ইত্যাহ—] যানি এতানি (অনন্তরোক্তানি) দেবত্রা (দেবেষু প্রসিদ্ধানি) ক্ষত্রাণি— ইন্দ্রঃ (দেবরাজঃ), বরুণঃ (জলাধিপতিঃ), সোমঃ (ব্রাহ্মণানাং রাজা), রুদ্রঃ (পশূনাং রাজা), পর্জ্জন্যঃ (বিদ্যুদাদীনাম্ রাজা), যমঃ (পিতৃণাং রাজা), মৃত্যুঃ (রোগাদীনাং রাজা), ঈশানঃ (জ্যোতিষাং রাজা) ইতি (এতানি)। তস্মাৎ (প্রথমমেব ক্ষত্রসর্জ্জনাৎ হেতোঃ) ক্ষত্রাৎ (ক্ষত্রজাতেঃ) পরং (উৎকৃষ্টং) নাস্তি ; তস্মাৎ (ক্ষত্রজাতেঃ পরমোৎকর্ষাদেব) ব্রাহ্মণঃ [বর্ণশ্রেষ্ঠোঽপি সন্] রাজসূয়ে (তন্নামকে যজ্ঞে) অধস্তাৎ (ক্ষত্রিয়াসনাৎ নিম্নদেশে বর্ত্তমানঃ সন্) ক্ষত্রিয়ম্ উপাস্তে (স্তুত্যা আরাধয়তি) ;

ক্ষত্রঃ এব তৎ (স্বকীয়ং) যশঃ (ব্রহ্মেতি খ্যাতিরূপম্) দধাতি, [রাজসূয়ে অভিষিক্তেন রাজ্ঞা ব্রহ্মন্নিতি আমন্ত্রিত ঋত্বিক্ পুনস্তং প্রতিবদতি—রাজন্ ত্বং ব্রহ্মাসীতি ; তদেব যশঃ আধানমিতি ভাবঃ] । সা এষা (প্রকৃতা) ক্ষত্রস্য যোনিঃ (কারণং)—যৎ ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণঃ) ; তস্মাৎ (ক্ষত্রিয়স্য ব্রাহ্মণযোনিত্বাদেব হেতোঃ) রাজা (ক্ষত্রিয়ঃ) যদ্যপি (সম্ভাবনায়াম্) পরমতাং (রাজসূয়ে পরমোৎকর্ষং) গচ্ছতি ; [তথাপি] অন্ততঃ (অন্তে—রাজসূয়কর্ম্মসমাপ্তেঃ পরম্), স্বাং (স্বকীয়াং) যোনিং (কারণরূপং) ব্রহ্ম এব উপনিশ্রয়তি (আশ্রয়তি পুরোহিতম্ অগ্রে স্থাপয়তীতি যাবৎ) । যঃ উ (যঃ পুনঃ) স্বাং যোনিং এনং (ব্রাহ্মণং) হিনস্তি (অবজানাতি), সঃ (হিংসাকারী জনঃ) স্বাং যোনিম্ এব ঋচ্ছতি (স্বকারণমেব বিনাশয়তি) ; সঃ (হিংসাকারী জনঃ) পাপীয়ান্ (অতিশয়েন পাপী ভবতি), যথা শ্রেয়াংসং (অন্যমুৎকৃষ্টং) হিংসিত্বা [ভবতি, তথা ইত্যর্থঃ] ॥ ৪৮ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ ছিল, তিনি একাকী [কর্ম্মসম্পাদন করিতে] সমর্থ হইলেন না ; তিনি উত্তম শ্রেয়স্কর ক্ষত্রিয়-জাতি সৃষ্টি করিলেন—যাহারা দেবগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়— এই ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু ও ঈশান। অতএব ক্ষত্রিয় অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ নাই ; এই কারণেই 'রাজসূয়' যজ্ঞে ব্রাহ্মণ নিজে নীচে বসিয়া উপরিস্থিত ক্ষত্রিয়ের আরাধনা করিয়া থাকেন ; ক্ষত্রিয়ই সেই যশঃ (ব্রাহ্মণত্বখ্যাতি) গ্রহণ করেন ; সেই ইহাই ক্ষত্রিয়ের যোনি, অর্থাৎ যশঃপ্রাপ্তির কারণ,—যাহা ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ জাতি) ; অতএব ক্ষত্রিয় জাতি যদি [রাজসূয়ে] পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হন, তথাপি অন্তে অর্থাৎ যজ্ঞ-সমাপ্তির পর পুনর্ব্বার স্বযোনি ব্রাহ্মণকেই আশ্রয় করেন,—অগ্রে স্থাপন করেন। যে লোক এই ব্রাহ্মণের হিংসা বা অবমাননা করেন, ফলতঃ তিনি স্বকারণেরই উচ্ছেদসাধন করেন ; এবং তজ্জন্য তিনি অতিশয় পাপী হন—যেমন অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বস্তু হিংসা করিয়া হইয়া থাকে, [তেমনি] ॥ ৪৮ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ—যদগ্নিং সৃষ্ট্বাগ্নিরূপাপন্নং ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণজাত্যভিমানাদ্ ব্রহ্মেত্যভিধীয়তে—বৈ, ইদং ক্ষত্রাদি-

জাতং ব্রহ্মৈব অভিন্নমাসীদ্, একমেব—নাসীৎ ক্ষত্রাদিভেদঃ। তদ্ ব্রহ্ম একং ক্ষত্রাদি-পরিপালয়িত্রাদিশূন্যং সৎ, ন ব্যভবৎ ন বিভূতবৎ কর্মণে—নালমাসীদিত্যর্থঃ। ততস্তদ্ ব্রহ্ম—'ব্রাহ্মণোঽস্মি, মমেথং কর্ত্তব্যম্' ইতি ব্রাহ্মণজাতিনিমিত্তং কর্ম্ম চিকীর্ষুঃ আত্মনঃ কর্ম্মকর্তৃত্ববিভূত্যৈ, শ্রেয়োরূপং প্রশস্তরূপম্ অত্যসৃজত অতিশয়েন অসৃজত সৃষ্টবৎ। কিং পুনস্তৎ, যৎ সৃষ্টম্? ক্ষত্রং, ক্ষত্রিয়জাতিঃ (তিং?), তদ্ব্যক্তিভেদেন প্রদর্শয়তি—যান্যেতানি প্রসিদ্ধানি লোকে, দেবত্রা দেবেষু ক্ষত্রাণীতি—জাত্যাখ্যায়াং পক্ষে বহুবচনস্মরণাৎ ব্যক্তিবহুত্বাদ্বা ভেদোপচারেণ বহুবচনম্। ১

কানি পুনস্তানীত্যাহ—তত্রাভিষিক্তা এব বিশেষতো নির্দ্দিশ্যন্তে—ইন্দ্রো দেবানাং রাজা, বরুণো যাদসাম্, সোমো ব্রাহ্মণানাম্, রুদ্রঃ পশূনাম্, পর্জ্জন্যো বিদ্যুদাদীনাম্, যমঃ পিতৃণাম্, মৃত্যুঃ রোগাদীনাম্, ঈশানো ভাসাম্, ইত্যেবমাদীনি দেবেষু ক্ষত্রাণি। তদনু ইন্দ্রাদিক্ষত্রদেবতাধিষ্ঠিতানি মনুষ্যক্ষত্রাণি সোম-সূর্য্যবংশ্যানি পুরূরবঃপ্রভৃতীনি সৃষ্টান্যেব দ্রষ্টব্যানি; তদর্থ এব হি দেবক্ষত্রসর্গঃ প্রস্তুতঃ। ২

যস্মাদ্ ব্রহ্মণা অতিশয়েন সৃষ্টং ক্ষত্রম্, তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি—ব্রাহ্মণজাতেরপি নিয়ন্তৃ; তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ কারণভূতোঽপি ক্ষত্রিয়স্য, ক্ষত্রিয়ম্ অধস্তাৎ ব্যবস্থিতঃ সন্ উপরিস্থিতমুপাস্তে,—ক? রাজসূয়ে। ক্ষত্র এব তদাত্মীয়ং যশঃ খ্যাতিরূপং—ব্রহ্মেতি দধাতি স্থাপয়তি। রাজসূয়াভিষিক্তেন আসন্দ্যাং স্থিতেন রাজ্ঞা আমন্ত্রিতঃ—ব্রহ্মন্নিতি ঋত্বিক্ পুনস্তং প্রত্যাহ—ত্বং রাজন্ ব্রহ্মাসীতি; তদেতদভিধীয়তে—ক্ষত্র এব তদ্যশো দধাতীতি। ৩

সৈষা প্রকৃতা ক্ষত্রস্য যোনিরেব, যদ্ ব্রহ্ম। তস্মাদ্ যদ্যপি রাজা পরমতাং রাজসূয়াভিষেকগুণং গচ্ছতি আপ্নোতি, ব্রহ্মৈব ব্রাহ্মণজাতিমেব অন্ততঃ অন্তে কর্ম্মপরিসমাপ্তৌ, উপনিশ্রয়তি আশ্রয়তি স্বাং যোনিং—পুরোহিতং পুরো নিধত্ত-ইত্যর্থঃ। যস্তু পুনর্ব্বলাভিমানাৎ স্বাং যোনিং ব্রাহ্মণজাতিং ব্রাহ্মণং য উ এনং হিনস্তি হিংসতি ন্যগ্‌ভাবেন পশ্যতি, স্বামাত্মীয়ামেব স যোনিমৃচ্ছতি—স্বং প্রসবং বিচ্ছিনত্তি বিনাশয়তি। স এতৎ কৃত্বা পাপীয়ান্ পাপতরো ভবতি; পূর্ব্বমপি ক্ষত্রিয়ঃ পাপ এব ক্রূরত্বাৎ, আত্মপ্রসবহিংসয়া সুতরাম্; যথা লোকে শ্রেয়াংসং প্রশস্ততরং হিংসিত্বা পরিভূয় পাপতরো ভবতি, তদ্বৎ ॥৪। ১১॥

টীকা। সঙ্গতিমুক্ত্বা বাক্যমাদায় ব্যাচেষ্টে—ব্রহ্মেতি। অগ্রে ক্ষত্রাদিসর্গাৎ পূর্ব্বমিতি যাবৎ। বৈ-শব্দস্যাবধারণার্থত্বং বদন্ বাক্যার্থোক্তিপূর্ব্বকমেকমিত্যস্যার্থমাহ—ইদমিতি।

দ্বিতীয়মেবকারং ব্যাচষ্টে—নাসীদিতি। কথং তর্হি তস্য কর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য সমনন্তরবাক্যং ব্যাচষ্টে—তত ইতি। তদেব স্পষ্টয়াকাঙ্ক্ষাদ্বারা স্পষ্টয়তি—কিং পুনরিতি। একা চেৎ ক্ষত্রজাতিঃ সৃষ্টা, কথং তর্হি যান্যেতানীতি বহুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্ব্যক্তিভেদেনেতি। ক্ষত্রজাতেরেকত্বাৎ কথং ক্ষত্রাণীতি বহুবচনমিত্যাশঙ্ক্য 'জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্ বহুবচনমন্যতরস্যাম্' (পা॰ সূ॰ ১।২।৫৮) ইতি স্মৃতিমাশ্রিত্যাহ—জাতীতি। বহুক্তের্গত্যন্তরমাহ—ব্যক্তীতি। তাসাং বহুত্বাজ্জাতেশ্চ তদভেদাৎ তত্রাপি ভেদমুপচর্য্য বহুক্তিরিত্যর্থঃ। ক্ষত্রাণীতি বহুবচনমিতি সম্বন্ধঃ। ১

তেষাং বিশেষতো গ্রহণং ক্ষত্রস্যোত্তমত্বং খ্যাপয়িতুমিতি মত্বানঃ সন্নাহ—কানি পুনরিত্যাদিনা। নমু কিমিতি দেবেষু ক্ষত্রসৃষ্টিরুচ্যতে? ব্রাহ্মণস্য কর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যসিদ্ধ্যর্থং মনুষ্যেষ্বেব তৎসৃষ্টিরুপদেষ্টব্যেত্যাশঙ্ক্যাহ—তদস্মিন্নিতি। তথাপি বিবক্ষিতা সৃষ্টির্মুখতো বক্তব্যেত্যাশঙ্ক্যোপোদ্ঘাতোঽয়মিত্যাহ—তদর্থ ইতি। ২

তস্মাদিত্যাদি ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। ক্ষত্রস্য নিয়ন্তৃত্ববদুৎকর্ষে হেত্বন্তরমাহ—তস্মাদিতি। ব্রহ্মেতি প্রসিদ্ধং ব্রাহ্মণ্যাখ্যমিতি যাবৎ। উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি—রাজসূয়েতি। আসন্দ্যাং মঞ্চিকায়াম্।

ক্ষত্রে স্বকীয়ং যশঃ সমর্পয়তো ব্রাহ্মণস্য নিকর্ষমাশঙ্ক্যাহ—সৈষেতি। তয়োর্ব্রাহ্মণত্বস্য তুল্যত্বাৎ কুতোঽবান্তরভেদঃ ক্ষত্রমপি ক্রতুকালে ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্নোতীত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি। ক্ষত্রস্য ব্রহ্মাভিভবে দোষশ্রবণাচ্চ তস্য তদপেক্ষয়া তদ্গুণত্বমিত্যাহ—যস্ত্বিতি। প্রমাদাদপীতি যস্তুশব্দঃ। য উ এনং হিনস্তীতি প্রতীকগ্রহণং, যস্তু পুনরিত্যাদি ব্যাখ্যানমিতি ভেদঃ। ঈয়সুনন্তরবর্ত্তস্য প্রয়োগে হেতুমাহ—পূর্ব্বমপীতি। ব্রাহ্মণাভিভবে পাপীয়স্ত্বমিত্যেতদুদাহরণেন বুদ্ধাবারোপয়তি—যথেতি॥ ৪৮॥ ১১

ভাষ্যানুবাদ। "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি। যে ব্রহ্ম অগ্নিসৃষ্টির পর অগ্নিভাবাপন্ন এবং ব্রাহ্মণ-জাত্যভিমান নিবন্ধন ব্রহ্ম নামে অভিহিত হন, এই ক্ষত্রিয়াদি জাতিসমূহ [অগ্রে] একমাত্র ব্রহ্মই—ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপী ছিল,—ক্ষত্রিয়াদি বিভাগ ছিল না। সেই ব্রহ্ম একাকী—পরিপালনক্ষম ক্ষত্রিয়াদিরহিত থাকিতে সমর্থ হইলেন না, অর্থাৎ কর্ম্মসম্পাদনে সমর্থ হইলেন না। সেই কারণে, সেই ব্রহ্ম—'আমি ব্রাহ্মণ, আমার পক্ষে এইরূপ কর্ম্ম করা আবশ্যক' এইরূপ চিন্তার পর ব্রাহ্মণজাত্যুচিত কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হইয়া, আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে কর্তৃত্ব রক্ষার নিমিত্ত শ্রেয়োরূপ—সুপ্রশস্ত জাতি উত্তমরূপে সৃষ্টি করিলেন। তিনি যাহা সৃষ্টি করিলেন, সেই শ্রেয়োরূপ বস্তুটি কি? না ক্ষত্র—ক্ষত্রিয়জাতি; তাহাই বিভিন্ন ব্যক্তিক্রমে দেখাইতেছেন—জগতে এই যে, দেবগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ

ক্ষত্রিয়- গণ। জাতিনির্দ্দেশস্থলে একেতেও বৈকল্পিক বহুবচন হইবার বিধান থাকায়, অথবা ব্যক্তিভেদে একেতেও ভেদ আরোপ করায় 'ক্ষত্রাণি' শব্দে বহুবচন হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, ইন্দ্রাদি বরুণাদির ব্যক্তিগত বহুত্বের সহিত তদীয় ক্ষত্রিয়ত্বজাতিরও অভিন্নত্ব আরোপ করায় এখানে বহুবচনের ব্যবহার অনুচিত হয় নাই। ১

তাঁহারা কে কে? এই আকাঙ্ক্ষায়, তাঁহাদের মধ্যে যাহারা অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়, বিশেষভাবে তাহাদিগকেই নির্দ্দেশ করিতেছেন—দেবগণের রাজা—ইন্দ্র, জলজন্তুর রাজা—বরুণ, ব্রাহ্মণগণের রাজা—সোম, পশুগণের রাজা—রুদ্র, বিদ্যুৎপ্রভৃতির রাজা—পর্জ্জন্য, পিতৃগণের রাজা—যম, রোগাদির রাজা—মৃত্যু, জ্যোতিঃসমূহের রাজা—ঈশান, ইত্যাদি দেবক্ষত্রিয়গণকে [সৃষ্টি করিয়াছিলেন]। বুঝিতে হইবে, এই দেবক্ষত্রিয়সৃষ্টির পরে, ইন্দ্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়দেবতাধিষ্ঠিত, চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় পুরূরবাপ্রভৃতি মনুষ্য বা ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহার জন্যই এখানে দেবক্ষত্রিয়সৃষ্টির অবতারণা করা হইয়াছে।

যেহেতু, ব্রহ্ম বিশেষগুণে ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই হেতু ব্রাহ্মণ-জাতিরও নিয়ন্তা বা পরিচালক ক্ষত্রিয় অপেক্ষা আর কেহ নাই; এই কারণেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়জাতির কারণ-স্বরূপ হইয়াও ক্ষত্রিয়ের নীচে অবস্থান করত উপরিস্থিত ক্ষত্রিয়ের উপাসনা করিয়া থাকেন; কোথায়?—রাজসূয়নামক যজ্ঞে। ক্ষত্রিয়ই আপনার যশঃ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যখ্যাতি স্থাপন করেন,—রাজসূয় যজ্ঞে অভিষিক্ত রাজা মঞ্চোপরি উপবিষ্ট হইয়া ঋত্বিক্‌কে (পুরোহিতকে) 'ব্রহ্মন্' বলিয়া সম্বোধন করেন; তদুত্তরে ঋত্বিক্ আবার রাজাকে বলেন যে, 'রাজন্ ত্বং ব্রহ্ম অসি' অর্থাৎ হে রাজন্, তুমি হইতেছ ব্রহ্ম; এই অভিপ্রায়েই "ক্ষত্র এব তদ্‌যশো দধাতি" বাক্য অভিহিত হইতেছে। ৩

এই যে ব্রহ্ম, ইহাই ক্ষত্রিয়ের যোনি (উৎপত্তির কারণ); সেই হেতু রাজা যদিও পরমতা—রাজসূয়াভিষেকজাত পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হউক, তথাপি অন্তে অর্থাৎ রাজসূয় যজ্ঞসমাপ্তির পরে কিন্তু স্ব-যোনি ব্রহ্মকেই—ব্রাহ্মণজাতিকেই আশ্রয় করেন, অর্থাৎ সেই পুরোহিতকেই আবার অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, যে লোক আপনার বলদর্পে এই স্বযোনি ব্রাহ্মণজাতিকেই হিংসা করে, অর্থাৎ অবজ্ঞার ভাবে দর্শন করে, সে লোক স্বীয় যোনিকেই—নিজের উৎপত্তিকারণকেই বিচ্ছিন্ন করে—বিনষ্ট করে। সেই ব্যক্তি এইরূপ কার্য্য করিয়া পাপীয়ান্—অতিশয় পাপগ্রস্ত হয়; ক্ষত্রিয়-

জাতি ক্রূরস্বভাব বলিয়া পূর্ব্বেও নিশ্চয়ই পাপী ছিল, পরে আপনার উৎপত্তি-কারণ ব্রাহ্মণের হিংসা করায় আরও অধিক পাপী হয়; জগতে কোনও শ্রেষ্ঠ বা প্রশংসিত ব্যক্তিকে হিংসা করিয়া—অভিভূত করিয়া লোক যেরূপ অধিকতর পাপী হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ ॥ ৮॥১১॥

স নৈব ব্যভবৎ, স বিশমসৃজত—যান্যেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে—বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বে দেবা মরুত ইতি ॥ ৪৯ ॥ ১২ ॥

সম্বন্ধার্থঃ—সঃ ব্রাহ্মণঃ) ন এব ব্যভবৎ (ক্ষত্রসৃষ্টাবপি স্বকর্ম্মণে সমর্থো নৈব বভূব); [অতঃ] সঃ বিশং (বিত্তোপার্জ্জনক্ষমং বৈশ্যজাতিং) অসৃজত,—যানি এতানি দেবজাতানি (যে এতে দেবজাতিবিশেষাঃ) গণশঃ (সংঘক্রমেণ) আখ্যায়ন্তে (কথ্যন্তে)—বসবঃ (অষ্টসংখ্যকঃ বসুগণঃ), রুদ্রাঃ (একাদশ-সংখ্যকাঃ), আদিত্যাঃ (দ্বাদশসংখ্যকাঃ), বিশ্বে দেবাঃ (বিশ্বায়া অপত্যানি ত্রয়োদশ, সর্ব্বে বা দেবাঃ), মরুতঃ (বায়বঃ সপ্তসপ্ত গণাঃ) ইতি ॥৪৯॥১২॥

মূলানুবাদ। ক্ষত্রিয় সৃষ্টির পরও তিনি নিজের কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না; তজ্জন্য তিনি বিত্তোপার্জ্জনক্ষম বৈশ্যজাতি সৃষ্টি করিলেন, যাঁহারা এই এক একটি গণ বা সংঘাতরূপে কথিত হইয়া থাকেন; যেমন—অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ত্রয়োদশ বিশ্বেদেব, এবং ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ অর্থাৎ বায়ুসংঘাত ইতি ।৪৯॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ক্ষত্রে সৃষ্টেঽপি স নৈব ব্যভবৎ—কর্ম্মণে ব্রহ্ম তথা ন ব্যভবৎ বিত্তোপার্জ্জয়িতুরভাবাৎ। স বিশমসৃজত কর্ম্মসাধনবিত্তোপার্জ্জনায়। কঃ পুনরসৌ বিট্? যান্যেতানি দেবজাতানি—স্বার্থে নিষ্ঠা, য এতে দেবজাতিভেদা ইত্যর্থঃ। গণশঃ গণং গণম্ আখ্যায়ন্তে কথ্যন্তে—. গণপ্রায়া হি বিশঃ; প্রায়েণ সংহতা হি বিত্তোপার্জ্জনে সমর্থাঃ, নৈকৈকশঃ। বসবঃ অষ্টসঙ্খ্যো গণঃ, তথৈকাদশ রুদ্রাঃ; দ্বাদশ আদিত্যাঃ; বিশ্বে দেবাঃ ত্রয়োদশ, বিশ্বায়া অপত্যানি সর্ব্বে বা দেবাঃ; মরুতঃ সপ্তসপ্ত গণাঃ ॥৪৯॥১২॥

টীকা। কর্ত্তুর্ব্রাহ্মণস্য নিরঙ্কুশচ ক্ষত্রিয়স্য সৃষ্টত্বাৎ কিমুত্তরেণেত্যাশঙ্ক্যাহ—ক্ষত্র-ইতি। তদ্ব্যাচষ্টে—কর্ম্মণ ইতি। ব্রহ্ম ব্রাহ্মণোঽস্মীত্যভিমানী পুরুষঃ। তথা ক্ষত্রসর্গাৎ পূর্ব্বমিবেতি যাবৎ। কথং তর্হি লৌকিকসামর্থ্যসম্পাদনদ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানম্, অত আহ—স

বিশমিতি। দেবজাতানীত্যত্র তকারো নিষ্ঠা। গণং গণং কৃত্বা কিমিত্যাখ্যানং বিশামিত্যাশঙ্ক্যাহ—গণশেতি। বিশাং সমুদায়প্রধানত্বমত্রাপি প্রত্যক্ষমিত্যাহ—প্রায়েণেতি ॥ ৪৯ ॥ ১২

ভাষ্যানুবাদ। ক্ষত্রিয়-সৃষ্টির পরেও তিনি নিশ্চয়ই সমর্থ হইলেন না, অর্থাৎ বিত্তোপার্জ্জনক্ষম লোকের অভাবে সেই ব্রহ্ম উপযুক্তরূপে নিজের কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলেন না; তখন কর্ম্ম-সাধনের উপযোগী বিত্ত-উপার্জ্জনের নিমিত্ত বৈশ্যজাতির সৃষ্টি করিলেন। এই বৈশ্যজাতি কে?—যাহারা এই দেবজাতিবিশেষ এক একটি গণক্রমে অর্থাৎ সংঘরূপে অভিহিত হইয়া থাকে; কেননা, বৈশ্যজাতি প্রায়ই দলবদ্ধ; দেখিতে পাওয়া যায়—অধিকাংশ স্থলে দলবদ্ধ ব্যক্তিরাই ধন উপার্জ্জনে সমর্থ হয়; কিন্তু এক এক ব্যক্তি সমর্থ হয় না; বসু—অষ্টসংখ্যকগণ, সেইরূপ রুদ্র—একাদশ, আদিত্য—দ্বাদশ, বিশ্বেদেব—ত্রয়োদশ. বিশ্বেদেব অর্থ—বিশ্বানাম্নী স্ত্রীর সন্তান, অথবা সমস্ত দেবতা, আর মরুদ্গণ—সপ্তসপ্ত—উনপঞ্চাশৎসংখ্যক (বায়ুসমষ্টি), [ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন] ॥ ৪৯ ॥ ১২ ॥

স নৈব ব্যভবৎ, স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণম্—ইয়ং বৈ পূষেয়ং হীদং সর্ব্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ [পুনশ্চ] নৈব ব্যভবৎ; [অতঃ] সঃ শৌদ্রং বর্ণং (শূদ্রজাতিং) পূষণম্ অসৃজত। ইয়ং (দৃশ্যমানা পৃথিবী) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) পূষা; হি (যস্মাৎ) ইয়ং (পৃথিবী) ইদং সর্ব্বং—যৎ ইদং কিঞ্চ (যৎ কিঞ্চিদপি, তৎ) পুষ্যতি (পুষ্ণাতি) ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ। তিনি তখনও সমর্থ হইলেন না; তখন তিনি শূদ্রজাতি পূষণের সৃষ্টি করিলেন; এই পৃথিবীই 'পূষা' নামে প্রসিদ্ধ; কারণ, এই যাহা কিছু দেখা যায়, এই পৃথিবীই তৎসমস্তকে পোষণ করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সঃ পরিচারকাভাবাৎ পুনরপি নৈব ব্যভবৎ; স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত; শূদ্র এব শৌদ্রঃ, স্বার্থেঽণ্ বৃদ্ধিঃ। কঃ পুনরসৌ শৌদ্রো বর্ণঃ, যঃ সৃষ্টঃ? পূষণং—পুষ্যতীতি পূষা। কঃ পুনরসৌ পূষা? ইতি বিশেষতস্তন্নির্দ্দিশতি—ইয়ং পৃথিবী পূষা। স্বয়মেব নির্ব্বচনমাহ—ইয়ং হি ইদং সর্ব্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ ॥ ৫০ । ১৩ ॥

টীকা। কর্ত্তৃপালয়িতৃধনার্জ্জয়িতৃণাং সৃষ্টত্বাৎ কৃতং বর্ণান্তরসৃষ্ট্যেত্যাশঙ্ক্যাহ—স পরিচারকেতি। শৌদ্রং বর্ণমসৃজতেত্যত্রৌকারো বৃদ্ধিঃ। পূষ্যতীতি পূষেত্যুক্তত্বাৎ প্রশ্নস্যানবকাশত্বমাশঙ্ক্যাহ—বিশেষতস্ত ইতি। পূষণ্শব্দস্যার্থান্তরে প্রসিদ্ধত্বাৎ কথং পৃথিব্যাং বৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বয়মেবেতি ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। তিনি পরিচারকের অভাবে পুনশ্চ অসমর্থই রহিলেন; তিনি শৌদ্রবর্ণ সৃষ্টি করিলেন; এখানে শৌদ্র অর্থ—শূদ্র; স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হওয়ায় উকারবৃদ্ধি—ঔকার হইয়াছে। তিনি যাহাকে সৃষ্টি করিলেন, সেই শূদ্রবর্ণটী কে?- পূষন্—যিনি পোষণ করেন, তিনি পূষা; এই পূষা যে, কে, তাহা বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন—এই পৃথিবী হইতেছে পূষা; নিজেই ইহার যৌগিকার্থ প্রদর্শন করিতেছেন—যেহেতু এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, পৃথিবীই তাহা পোষণ করিয়া থাকে, [সেই হেতু পৃথিবীর নাম পূষা] ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

স নৈব ব্যভবত্তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্ম্মম্, তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যদ্ধর্ম্মস্তস্মাদ্ধর্ম্মাৎ পরং নাস্ত্যথো অবলীয়ান্ বলীয়াংসমাশংসতে ধর্ম্মেণ—যথা রাজ্ঞৈবম্, যো বৈ স ধর্ম্মঃ সত্যং বৈ তৎ, তস্মাৎ সত্যং বদন্তমাহুর্দ্ধর্ম্মং বদতীতি, ধর্ম্মং বা বদন্তং সত্যং বদতীত্যেতদ্ধ্যেবৈতদুভয়ং ভবতি ॥ ৫১ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ [এবং চতুরো বর্ণান্ সৃষ্ট্বাপি] ন এব ব্যভবৎ; তৎ (তস্মাৎ) শ্রেয়োরূপং (প্রকৃষ্টং শ্রেয়াংসং) ধর্ম্মং অত্যসৃজত (অতিশয়েন সৃষ্টবান্); তৎ (পূর্ব্বোক্তং) এতৎ (শ্রেয়োরূপম্) ক্ষত্রস্য (ক্ষত্রিয়জাতেরপি) ক্ষত্রং (রক্ষকং—নিয়ামকং); [কিং তৎ? ইত্যাহ—] যৎ (যঃ) ধর্ম্মঃ; তস্মাৎ (ক্ষত্রিয়স্যাপি নিয়ন্তৃত্বাৎ হেতোঃ) ধর্ম্মাৎ পরং (অধিকং—উৎকৃষ্টং) ন অস্তি। অথ অবলীয়ান্ (অতিশয়েন বলহীনোঽপি) বলীয়াংসং (তদপেক্ষয়া বলাধিকং জনং) যথা রাজ্ঞা (রাজবলেন), এবং (তথা) ধর্ম্মেণ (ধর্ম্মবলেন) আশংসতে (জেতুমিচ্ছতি)। যঃ বৈ (এব) সঃ ধর্ম্মঃ, তৎ বৈ (স এব) সত্যং (অবিতথরূপং); তস্মাৎ (ধর্ম্মস্য সত্যপরত্বাৎ হেতোঃ) সত্যং বদন্তং (সত্যবাদিনং জনং) আহুঃ (কথয়ন্তি) [জনাঃ]— ধর্ম্মং বদতি ইতি; তথা ধর্ম্মং বদন্তং [আহুঃ—] সত্যং বদতি ইতি; এতৎ (যথোক্তং)

উভয়ং হি (নিশ্চয়ে) এতৎ (এষ, ধর্ম্মঃ) এব ভবতি, [নহি একম্ অন্যতঃ অতিরিচ্যতে ইতি ভাবঃ] ॥ ৫১ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ।—তিনি চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াও ক্ষত্রিয়জাতির উগ্রস্বভাব নিবন্ধন অবাধ্যতা শঙ্কায় [স্বকার্য্যে] নিশ্চয়ই সমর্থ হইলেন না; সেই জন্য তিনি একটী কল্যাণকর উৎকৃষ্ট পদার্থ উত্তমরূপে সৃষ্টি করিলেন। তাহা কি? তাহা ধর্ম্ম; তাঁহার সৃষ্ট সেই এই উৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃপদার্থটী ক্ষত্রের ক্ষত্র অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-জাতিরও নিয়ন্তা (শাসনকারী) এবং উগ্র অপেক্ষাও উগ্র, যাহার নাম—ধর্ম্ম; অতএব ক্ষত্রিয়ের নিয়ন্তা বলিয়া ধর্ম্মাপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কিছু নাই; কারণ, জগজ্জীব তাঁহা দ্বারা নিয়মিত—নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইয়া থাকে। সেই নিয়ন্তৃত্ব কি প্রকারে উপপন্ন হয়, তাহা বলা হইতেছে,—অবলীয়ান্ অতিশয় দুর্ব্বল ব্যক্তিও বলীয়ান্‌কে—আপনার অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ পুরুষকেও ধর্ম্মবলে আশংসা করে অর্থাৎ জয় করিতে ইচ্ছা করে,—জগতে গৃহস্থ লোক যেরূপ সর্ব্বাধিক ক্ষমতাপন্ন রাজার সাহায্যে [জয়েচ্ছু হইয়া থাকে], তদ্রূপ; অতএব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালী বলিয়া ধর্ম্মের ক্ষত্রিয় নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥৫১॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সঃ চতুরঃ সৃষ্ট্বাপি বর্ণান্ নৈব ব্যভবৎ, উগ্রত্বাৎ ক্ষত্রস্যানিয়তাশঙ্কয়া; তৎ শ্রেয়োরূপম্ অত্যসৃজত। কিং তৎ? ধর্ম্মম্; তদেতৎ শ্রেয়োরূপং সৃষ্টং ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং ক্ষত্রস্যাপি নিয়ন্তৃ, উগ্রাদপ্যুগ্রং—যদ্ধর্ম্মঃ যো ধর্ম্মঃ; তস্মাৎ ক্ষত্রস্যাপি নিয়ন্তৃত্বাৎ ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি, তেন হি নিয়ম্যন্তে সর্ব্বে। তৎ কথম্—ইত্যুচ্যতে—অথো অপি অবলীয়ান্ দুর্ব্বলতরঃ বলীয়াংসম্ আত্মনো বলবত্তরমপি আশংসতে কাময়তে জেতুং ধর্ম্মেণ বলেন,—যথা লোকে রাজ্ঞা সর্ব্ববলবত্তমেনাপি কুটুম্বিকঃ, এবম্; তস্মাৎ সিদ্ধং ধর্ম্মস্য সর্ব্ববলবত্তরত্বাৎ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বম্।

যো বৈ স ধর্ম্মো ব্যবহারলক্ষণো লৌকিকৈর্ব্যবহ্রিয়মাণঃ, সত্যং বৈ তৎ; সত্যমিতি যথাশাস্ত্রার্থতা; স এবানুষ্ঠীয়মানো ধর্ম্মনামা ভবতি; শাস্ত্রার্থত্বেন জ্ঞায়মানস্তু সত্যং ভবতি। যস্মাদেবম্, তস্মাৎ,—সত্যং যথাশাস্ত্রং বদন্তং ব্যবহারকালে, আহুঃ সমীপস্থা উভয়বিবেকজ্ঞাঃ—ধর্ম্মং বদতীতি,

প্রসিদ্ধং লৌকিকং ন্যায়ং বদতীতি; তথা বিপর্য্যয়েণ ধর্ম্মং বা লৌকিকং ব্যবহারং বদন্তমাহুঃ—সত্যং বদতি, শাস্ত্রাদনপেতং বদতীতি। এতৎ যদুক্তম্ উভয়ং জ্ঞায়মানমনুষ্ঠীয়মানঞ্চ, এতৎ ধর্ম্ম এব ভবতি, তস্মাৎ স ধর্ম্মো জ্ঞানানুষ্ঠানলক্ষণঃ শাস্ত্রজ্ঞান্ ইতরাংশ্চ সর্ব্বানেব নিয়ময়তি; তস্মাৎ স ক্ষত্রস্যাপি ক্ষত্রম্; অতস্তদভিমানোঽবিদ্বাংস্তদ্বিশেষানুষ্ঠানায় ব্রহ্মক্ষত্রবিট্‌শূদ্রনিমিত্তবিশেষমভিমন্যতে; তানি চ নিসর্গত এব কর্ম্মাধিকারনিমিত্তানি ॥ ৫১ ॥ ১৪ ॥

টীকা। তন্নু চাতুর্ব্বর্ণ্যে সৃষ্টে তাবতৈব কর্ম্মানুষ্ঠানসিদ্ধেরলং ধর্ম্মসৃষ্ট্যেত্যত আহ—স নৈব ব্যভবদিতি। অনিয়তাশঙ্কয়া নিয়ামকাভাবে তস্যানিয়তত্বসম্ভাবনয়েতি যাবৎ। তচ্ছব্দঃ স্রষ্টৃব্রহ্মবিষয়ঃ। কুতো ধর্ম্মস্য সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বং, ক্ষত্রস্যৈব তৎপ্রসিদ্ধেরিত্যাহ—তৎ ক্ষত্রমিতি। অনুভবমনুসৃত্য পরিহরতি উগ্রস্য ইত্যাদিনা। তদেবোদাহরতি—যথেতি। রাজ্ঞা স্পর্দ্ধমান ইতি শেষঃ। ধর্ম্মস্যোৎকৃষ্টত্বেন নিয়ন্তৃত্বে সত্যাদভিন্নত্বং হেত্বন্তরমাহ—যো বা ইতি। কথং ধর্ম্মস্য সত্যত্বং, স হি পুরুষধর্ম্মো বচনধর্ম্মঃ সত্যত্বমিত্যবান্তরভেদাদিত্যাশঙ্ক্যাহ স এবোক্ত। যথোক্তে বিবেকে লোকপ্রসিদ্ধিং প্রমাণয়তি—যস্মাদিতি। উভয়শব্দো ধর্ম্মসত্যবিষয়ঃ, ধর্ম্মং বদতীত্যেতদেব বিভজতে—প্রসিদ্ধামিতি। যথা শাস্ত্রানুসারেণ বদন্তং ধর্ম্মং বদতি ইতি বদন্তি, তথা পূর্ব্বোক্ত-বদনবৈপরীত্যেন ধর্ম্মং বদন্তং সত্যং বদতীত্যাহুরিতি যোজনা। ধর্ম্মমেব ব্যাচষ্টে—লৌকিকমিতি। সত্যং বদতীত্যেদেব স্ফুটয়তি—শাস্ত্রাদিতি। কার্য্যকারণভাবেনানয়োরেকত্বমুপসংহরতি—এতদিতি। শাস্ত্রার্থসংশয়ে শিষ্টব্যবহারান্নিশ্চয়ঃ, যথা যব-বরাহাদিশব্দেষু। ধর্ম্মসংশয়ে তু শাস্ত্রার্থবশান্নির্ণয়ঃ, যথা চৈত্যবন্দনাদিব্যুদাসেনাগ্নিহোত্রাদৌ। অতো হেতুহেতুমদ্ভাবাদুভয়োরৈক্যমিতি ভাবঃ। ধর্ম্মস্য সত্যাদভেদে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। তস্য সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বেঽপি প্রকৃতে কিমায়াতং, তদাহ তস্মাৎ স ইতি। তর্হি যথোক্তধর্ম্মবশাদেব কর্ম্মানুষ্ঠানসিদ্ধের্ব্বর্ণাশ্রমাভিমানস্যাকিঞ্চিৎকরত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত ইতি। ধার্ম্মিকত্বাদ্যভিমানো ব্রাহ্মণ্যাদ্যভিমানং পুরোধায়ানুষ্ঠাপকশ্চেত্তদভিমানোঽপি তথৈবাভিমানান্তরং পুরস্কৃত্যানুষ্ঠাপয়েদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তানি চেতি। ন খল্ববিদুষো ধার্ম্মিকস্য ব্রাহ্মণ্যাদিষু নিমিত্তেষু সৎসু কর্ম্মপ্রবৃত্তৌ নিমিত্তান্তরমপেক্ষ্যতে প্রমাণাভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। লোকে যাহার ব্যবহার বা অনুষ্ঠান করিয়া থাকে,—যাহা সেই ব্যবহারাত্মক ধর্ম্ম, তাহাই প্রসিদ্ধ সত্য। সত্য অর্থ—শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য অর্থের যাথার্থ্যবোধ; তাহাই লোকের অনুষ্ঠিত হইয়া ধর্ম্ম নামে পরিচিত হইয়া থাকে, যখন তাহাই আবার শাস্ত্রার্থরূপে জ্ঞানগোচর হয়, তখন 'সত্য'নামে অভিহিত হয়। যেহেতু, এইরূপই ব্যবস্থা, সেই হেতু ব্যবহার সময়ে যে ব্যক্তি যথাশাস্ত্র কথা বলে, সত্য ও ধর্ম্মের

পার্থক্যাভিজ্ঞ সমীপস্থ, লোকেরা তাহাকে বলিয়া থাকেন যে, এ ব্যক্তি ধর্ম্ম বলিতেছে—লোকপ্রসিদ্ধ ন্যায্য (ধর্ম্ম) বলিতেছে ; সেইরূপ এতদ্বিপরীতভাবে যে ব্যক্তি ধর্ম্ম কিংবা লৌকিক ব্যবহার বলিয়া থাকে, তাহাকে বলা হয় যে, এ ব্যক্তি ধর্ম্ম বলিতেছে অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত কথা বলিতেছে। ইহা—জ্ঞায়মান ও অনুষ্ঠীয়মানরূপে যে উভয় তত্ত্ব (ধর্ম্ম ও সত্য) বলা হইল, প্রকৃতপক্ষে ইহা ধর্ম্মই, (ধর্ম্মের অতিরিক্ত নহে)। অতএব জ্ঞানাত্মক ও অনুষ্ঠানাত্মক সেই ধর্ম্মই শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রানভিজ্ঞ সকলকেই সমানভাবে নিয়মিত করিয়া থাকে ; সেই জন্যই উহা ক্ষত্রিয়েরও ক্ষত্র। অতএব ধর্ম্মাভিমানী অবিদ্বান্ পুরুষ ধর্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠানার্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপ নিমিত্তবিশেষে আত্মাভিমান করিয়া থাকে ; কেন না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ত স্বভাবতই কর্ম্মাধিকারের নিমিত্তস্বরূপ অর্থাৎ ঐ সমস্ত বর্ণ ই কর্ম্মাধিকারের প্রয়োজক ॥৫১॥১৪॥

তদেতদ্ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্ শূদ্রঃ তদগ্নিনৈব দেবেষু ব্রহ্মাভবদ্ ব্রাহ্মণো মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যেন বৈশ্যঃ শূদ্রেণ শূদ্রস্তস্মাদগ্নাবেব দেবেষু লোকমিচ্ছন্তে ব্রাহ্মণে মনুষ্যেষ্বেতাভ্যাং হি রূপাভ্যাং ব্রহ্মাভবৎ।

অথ যো হ বা অস্মাল্লোকাৎ স্বং লোকমদৃষ্ট্বা প্রৈতি স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি, যথা বেদো বাহননূক্তোঽন্যদ্বা কর্ম্মাকৃতম্, যদিহ বা অপ্যনেবংবিদ্ মহৎ পুণ্যং কর্ম্ম করোতি তদ্ধাস্যান্ততঃ ক্ষীয়ত এবাত্মানমেব লোকমুপাসীত, স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে। অস্মাদ্ধ্যেবাত্মনো যদ্ যৎ কাময়তে তত্তৎ সৃজতে ॥ ৫২ ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ। তৎ (পূর্ব্বোক্তং) এতৎ (বর্ণচতুষ্টয়ং) ব্রহ্ম, ক্ষত্রং, বিট্ (বৈশ্যঃ) শূদ্রঃ [সৃষ্ট ইতি শেষঃ]। তৎ (স্রষ্টৃ ব্রহ্ম) দেবেষু মধ্যে অগ্নিনা এব (অগ্নিস্বরূপেণৈব) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণঃ) অভবৎ, মনুষ্যেষু ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণস্বরূপেণ ব্রহ্ম) ক্ষত্রিয়েণ (ইন্দ্রাদিনা দেবক্ষত্রিয়েণ) [অধিষ্ঠিতঃ]

ক্ষত্রিয়ঃ [অভবৎ], বৈশ্যেন (বস্বপ্রভৃতিনা অধিষ্ঠিতঃ) বৈশ্যঃ (অভবৎ), শূদ্রেণ (পূষালক্ষণেন অধিষ্ঠিতঃ) শূদ্রঃ [অভবৎ]। তস্মাৎ (হেতোঃ), দেবেষু (দেবানাং মধ্যে) [কর্ম্মফলেচ্ছায়াং] অগ্নৌ এব (অগ্নিসম্বন্ধং কর্ম্মকৃত্বা লোকং (কর্ম্মফলং) ইচ্ছন্তে (প্রার্থয়ন্তে) [কর্ম্মিণঃ] ; তথা মনুষ্যেষু (মনুষ্যাণাং মধ্যে) [কর্ম্মফলেচ্ছায়াং] ব্রাহ্মণে এব (ব্রাহ্মণজাতিলাভেন এব) [লোকং ইচ্ছন্তি] ; হি (যস্মাৎ) ব্রহ্ম (সৃষ্টিকর্ত্তৃ) এতাভ্যাং (ব্রাহ্মণাগ্নিভ্যাং—কর্ম্মকর্ত্রাধিকরণ-রূপাভ্যাম্) অভবৎ (এতয়োরেব উভয়োঃ অবিকৃতম্ অভবদিত্যর্থঃ)।

অথ (পক্ষান্তরে) যঃ হ বৈ (নিশ্চয়ে) স্বং (আত্মানং) লোকং (অবশ্য-দ্রষ্টব্যং) অদৃষ্ট্বা (অহং ব্রহ্মাস্মীতি প্রত্যক্ষম্ অকৃত্বা) অস্মাৎ লোকাৎ বর্ত্তমানদেহগ্রহণরূপাৎ) প্রৈতি (গচ্ছতি—ম্রিয়তে) ; সঃ (আত্মা) অবিদিতঃ (অবিজ্ঞাতঃ সন্) এনং (প্রেতং) ন ভুনক্তি (ন পালয়তি, স ন মুচ্যতে ইত্যর্থঃ) [অত্র দৃষ্টান্তদ্বয়মাহ] যথা [লোকে] বেদঃ অননূক্তঃ (অনধীতঃ), কর্ম্ম (কৃষ্যাদি) বা অকৃতং (অনিষ্পাদিতং সৎ) [ন পালয়তি, তদ্বৎ]। যৎ (যদি) ইহ (সংসারে) বৈ অনেবংবিৎ (আত্মজ্ঞানরহিতঃ) মহৎ পুণ্যং কর্ম্ম অপি (সম্ভাবনায়াং) করোতি (নিষ্পাদয়তি), অস্য (কর্ম্মিণঃ) তৎ (স্বনুষ্ঠিতং কর্ম্ম) হ (নিশ্চয়ে) অন্ততঃ (অন্তে—অবসানে) ক্ষীয়তে (নশ্যতি) এব, [যৎ কৃতকং,তদনিত্যমিতি ভাবঃ]। [অতঃ] আত্মানম্ এব লোকম্ উপাসীত (জানীত) ; সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) আত্মানম্ এব লোকম্ উপাস্তে, অস্য (উপাসিতুঃ) কর্ম্ম ন হ (নৈব) ক্ষীয়তে ; [কর্ম্মাভাবা-দেব, ইতি নিত্যানুবাদোঽয়ং]। [উপাসকঃ] যৎ যৎ (অভীষ্টং) কাময়তে, অস্মাৎ আত্মনঃ এব হি (নিশ্চয়ে) তৎ তৎ সৃজতে (আত্মলাভাদেব তস্য সর্ব্বার্থঃ সম্পদ্যতে ইতি ভাবঃ) ॥১৫॥

মূলানুবাদ। এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সৃষ্ট হইল ; অতএব দেবগণের মধ্যে [ফলকামনা থাকিলে] অগ্নিতেই সেই ফল ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য যাগাদি কর্ম্ম দ্বারা সেই ফল লাভ করিবে, আর মনুষ্যের মধ্যে [ফলেচ্ছা থাকিলে] ব্রাহ্মণে প্রার্থনা করিবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণলাভে যত্নপর হইবে ; কারণ, স্রষ্টা ব্রহ্ম এই উভয়েতেই—কর্ম্মের কর্ত্তারূপে ব্রাহ্মণে, আর কর্ম্মের অধিকরণরূপে অগ্নিতে অবিকৃতভাবে প্রকটিত হইয়াছেন।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি স্বলোককে—দর্শনীয় আত্মাকে দর্শন না করিয়া অর্থাৎ আত্মবিজ্ঞান লাভ না করিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, সেই ব্যক্তি অবিদিত—আত্মজ্ঞানবিহীন হওয়ায় এই আত্মলোক ভোগ করিতে সমর্থ হয় না; যেমন বেদ অপঠিত থাকিয়া—অথবা যেমন অন্য কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি অসম্পাদিত অবস্থায় [কাহাকেও পালন করে না], ইহাও তদ্রূপ। জগতে এবংবিধ জ্ঞানবিহীন কোন লোক যদি মহৎ পুণ্যকর্ম্মও করেন, তাঁহার অনুষ্ঠিত সেই কর্ম্ম পরিণামে নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব আত্মস্বরূপ লোকেরই উপাসনা করিবে; সেই যে ব্যক্তি আত্ম-লোকের উপাসনা করে, তাহার কর্ম্ম ক্ষীণ হয় না, অর্থাৎ কর্ম্ম না থাকায় তাহার আর কর্ম্মক্ষয়ের ভয় থাকে না: সেই ব্যক্তি যাহা যাহা কামনা করে, এই আত্মা হইতেই তৎসমস্ত পাইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদেতচ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টম্—ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্ শূদ্র ইতি; উত্তরার্থ উপসংহারঃ। যত্তৎ স্রষ্টৃ ব্রহ্ম, তদগ্নিনৈব, নান্যেন রূপেণ, দেবেষু ব্রহ্ম ব্রাহ্মণজাতিঃ অভবৎ; ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণস্বরূপেণ মনুষ্যেষু ব্রহ্মাভবৎ; ইতরেষু বর্ণেষু বিকারান্তরং প্রাপ্য; ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়োঽভবৎ ইন্দ্রাদিদেবতা-ধিষ্ঠিতঃ, বৈশ্যেন বৈশ্যঃ, শূদ্রেণ শূদ্রঃ। যস্মাৎ ক্ষত্রাদিষু বিকারাপন্নম্, অগ্নৌ ব্রাহ্মণ এব চাবিকৃতং স্রষ্টৃ ব্রহ্ম, তস্মাদগ্নাবেব দেবেষু দেবানাং মধ্যে লোকং কর্ম্মফলমিচ্ছন্তি, অগ্নিসম্বদ্ধং কর্ম্ম কৃত্বেত্যর্থঃ; তদর্থমেব হি তদ্ব্রহ্ম কর্ম্মাধিকরণত্বেনাগ্নিরূপেণ ব্যবস্থিতম্; তস্মাত্তস্মিন্নগ্নৌ কর্ম্ম কৃত্বা তৎফলং প্রার্থয়ন্ত ইত্যেতদুপপন্নম্। ১

ব্রাহ্মণে মনুষ্যেষু—মনুষ্যাণাং পুনঃ মধ্যে কর্ম্মফলেচ্ছায়াং নাগ্ন্যাদিনিমিত্ত-ক্রিয়াপেক্ষা, কিং তর্হি, জাতিমাত্রস্বরূপপ্রতিলম্ভেনৈব পুরুষার্থসিদ্ধিঃ। যত্র তু দেবাধীনা পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, তত্রৈবাগ্ন্যাদিসম্বন্ধক্রিয়াপেক্ষা; স্মৃতেশ্চ—

"জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।

কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।" ইতি।

পারিব্রাজ্যদর্শনাচ্চ। তস্মাদ্ব্রাহ্মণত্ব এব মনুষ্যেষু লোকং কর্ম্মফলমিচ্ছন্তি। যস্মাদেতাভ্যাং হি ব্রাহ্মণাগ্নিরূপাভ্যাং কর্ম্মকর্ত্রধিকরণরূপাভ্যাং যৎ স্রষ্টৃ ব্রহ্ম সাক্ষাদভবৎ। ২

অত্র তু পরমাত্মলোকমগ্নৌ ব্রাহ্মণে চেচ্ছন্তীতি কেচিৎ। তদসৎ, অবি-

স্যাধিকারে কর্ম্মাধিকারার্থং বর্ণবিভাগস্য প্রস্তুতত্বাৎ, পরেণ চ বিশেষণাৎ। যদি হ্যত্র লোকশব্দেন পর এবাত্মোচ্যেত, পরেণ বিশেষণমনর্থকং স্যাৎ—"স্বং লোকমদৃষ্ট্বা" ইতি; স্বলোকব্যতিরিক্তশ্চেদগ্ন্যাধীনতয়া প্রার্থ্যমানঃ প্রকৃতো লোকঃ, ততঃ স্বম্—ইতি যুক্তং বিশেষণম্, প্রকৃতপরলোকনিবৃত্ত্যর্থত্বাৎ; স্বত্বেন চাব্যভিচারাৎ পরমাত্মলোকস্য; অবিদ্যাকৃতানাঞ্চ স্বত্বব্যভিচারাৎ; ব্রবীতি চ কর্ম্মকৃতানাং ব্যভিচারং "ক্ষীয়ত এব" ইতি।৩

ব্রহ্মণা সৃষ্টা বর্ণাঃ কর্ম্মার্থম্; তচ্চ কর্ম্ম ধর্ম্মাখ্যং সর্ব্বানেব কর্ত্তব্যতয়া নিয়ন্তৃ পুরুষার্থসাধনং চ; তস্মাত্তেনৈব চেৎ কর্ম্মণা স্বো লোকঃ পরমাত্মা-খ্যোঽবিদিতোঽপি প্রাপ্যতে, কিং তস্যৈব পদনীয়ত্বেন ক্রিয়তে? ইত্যত আহ—অথেতি, পূর্ব্বপক্ষবিনিবৃত্ত্যর্থঃ। যঃ কশ্চিৎ হ বৈ অস্মাৎ সাংসারিকাৎ পিণ্ডগ্রহণলক্ষণাদবিদ্যাকামকর্ম্মহেতুকাৎ অগ্ন্যাধীনকর্ম্মাভিমানতয়া বা ব্রাহ্মণ-জাতিমাত্রকর্ম্মাভিমানতয়া বা আগন্তুকাদস্বরূপভূতাৎ লোকাৎ স্বং লোক-মাত্মাখ্যম্ আত্মত্বেনাব্যভিচারিত্বাৎ, অদৃষ্ট্বা—অহং ব্রহ্মাস্মীতি, প্রৈতি ম্রিয়তে; স যদ্যপি স্বো লোকঃ, অবিদিতঃ, অবিদ্যয়া ব্যবহিতোঽস্ব ইবাজ্ঞাতঃ; এনং—সঙ্খ্যাঽপূরণ ইব লৌকিকঃ, আত্মানং—ন ভুনক্তি ন পালয়তি শোকমোহ-ভয়াদিদোষাপনয়েন; যথা চ লোকে বেদোঽননূক্তঃ অনধীতঃ কর্ম্মাদ্যববোধ-কত্বেন ন ভুনক্তি; অন্যদ্বা লৌকিকং কৃষ্যাদিকর্ম্ম অকৃতং স্বাত্মনা অনভিব্যঞ্জিতম্ আত্মীয়ফলপ্রদানেন ন ভুনক্তি, এবমাত্মা স্বো লোকঃ স্বেনৈব নিত্যাত্মস্বরূ-পেণানভিব্যঞ্জিতোঽবিদ্যাদিপ্রহাণেন ন ভুনক্ত্যেব। ৪

নন্বু কিং স্বলোকদর্শননিমিত্ত-পরিপালনেন?—কর্ম্মণঃ ফলপ্রাপ্তিধ্রৌব্যাৎ, ইষ্টফলনিমিত্তস্য চ কর্ম্মণো বাহুল্যাৎ, তন্নিমিত্তং পালনমক্ষয়ং ভবিষ্যতি? তন্ন; কৃতস্য ক্ষয়বত্ত্বাৎ, ইত্যেতদাহ—যৎ ইহ বৈ সংসারেঽদ্ভুতবৎ কশ্চিন্মহাত্মাপি অনেবংবিৎ স্বং লোকং যথোক্তেন বিধিনা অবিদ্বান্ মহৎ বহু অশ্বমেধাদি পুণ্যং কর্ম্ম ইষ্টফলমেব নৈরন্তর্য্যেণ করোতি—অনেনৈবা-নন্ত্যং মম ভবিষ্যতীতি, তৎ কর্ম্ম হ অস্যাবিদ্যাবতঃ অবিদ্যাজনিতকামহেতুত্বাৎ স্বপ্নদর্শনবিভ্রমোদ্ভূত-বিভূতিবৎ অন্ততঃ অন্তে ফলোপভোগস্য ক্ষীয়ত এব; তৎ-কারণয়োরবিদ্যা-কাময়োশ্চলত্বাৎ কৃতক্ষয়ধ্রৌব্যোপপত্তিঃ। তস্মান্ন পুণ্যকর্ম্মফল-পালনানন্ত্যাশা অস্ত্যেব। অত আত্মানমেব স্বং লোকম্—আত্মানমিতি স্বং লোকমিত্যস্মিন্নর্থে, স্বং লোকমিতি প্রকৃতত্বাদিহ চ স্বশব্দস্যাপ্রয়োগাদুপাসীত।৫

স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে, তস্য কিম্ ?—ইত্যুচ্যতে—ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে, কর্ম্মাভাবাদেব -ইতি নিত্যানুবাদঃ। যথা অবিদুষঃ কর্ম্মক্ষয়লক্ষণং সংসারদুঃখং সন্ততমেব; ন তথা তদস্য বিদুষ ইত্যর্থঃ; "মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন" ইতি যদ্বৎ। ৬

স্বাত্মলোকোপাসকস্য বিদুষো বিদ্যাসংযোগাৎ কর্ম্মৈব ন ক্ষীয়তে, ইত্যপরে বর্ণয়ন্তি; লোকশব্দার্থঞ্চ কর্ম্মসমবায়িনং দ্বিধা পরিকল্পয়ন্তি কিল—একো ব্যাকৃতাবস্থঃ কর্ম্মাশ্রয়ো লোকো হৈরণ্যগর্ভাখ্যঃ, তং কর্ম্মসমবায়িনং লোকং ব্যাকৃতং পরিচ্ছিন্নং য উপাস্তে তস্য কিল পরিচ্ছিন্নকর্ম্মাত্মদর্শিনঃ কর্ম্ম ক্ষীয়তে। তমেব কর্ম্মসমবায়িনং লোকমব্যাকৃতাবস্থং কারণরূপমাপাদ্য যস্তূপাস্তে, তস্যাপরিচ্ছিন্নকর্ম্মাত্মদর্শিত্বাৎ তস্য চ কর্ম্ম ন ক্ষীয়ত ইতি ॥ ৭

ভবতীয়ং শোভনা কল্পনা, ন তু শ্রৌতী, স্বলোকশব্দেন প্রকৃতস্য পরমাত্মনোঽভিহিতত্বাৎ. স্বং লোকমিতি প্রস্তুত্য স্বশব্দং বিহায়াত্মশব্দপ্রক্ষেপেণ পুনস্তস্যৈব প্রতিনির্দ্দেশাৎ—আত্মানমেব লোকমুপাসীতেতি; তত্র কর্ম্মসমবায়িলোককল্পনায়া অনবসর এব। ৮

পরেণ চ কেবলবিদ্যাবিষয়েণ বিশেষণাৎ—"কিং প্রজয়া করিষ্যাম, যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোকঃ—ইতি; পুত্রকর্ম্মাপরবিদ্যাকৃতেভ্যো হি লোকেভ্যো বিশিনষ্টি—অয়মাত্মা নো লোক ইতি। "ন হাস্য কেনচন কর্ম্মণা লোকো মীয়তে, এষোঽস্য পরমো লোকঃ" ইতি চ। তৈঃ সবিশেষণৈরস্যৈকবাক্যতা যুক্তা, ইহাপি স্বং লোকমিতি বিশেষণদর্শনাৎ। ৯

অস্মাৎ কাময়ত ইত্যযুক্তমিতি চেৎ; ইহ স্বো লোকঃ পরমাত্মা, তদুপাসনাৎ স এব ভবতীতি স্থিতে, যদ্ যৎ কাময়তে, তত্তদস্মাদাত্মনঃ সৃজতে ইতি তদাত্মপ্রাপ্তিব্যতিরেকেণ ফলবচনমযুক্তমিতি চেৎ; ন; স্বলোকোপাসনস্তুতিপরত্বাৎ। স্বস্মাদেব লোকাৎ সর্ব্বমিষ্টং সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ, নান্যতঃ প্রার্থনীয়ম্, আপ্তকামত্বাৎ। "আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশা" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরে যথা; সর্ব্বাত্মভাবপ্রদর্শনার্থো বা পূর্ব্ববৎ। ১০

যদি হি পর এবাত্মা সম্পদ্যতে, তদা যুক্তঃ "অস্মাদ্ধ্যেবাত্মনঃ" ইত্যাত্মশব্দপ্রয়োগঃ—স্বস্মাদেব প্রকৃতাদাত্মনো লোকাদিত্যেবমর্থঃ; অন্যথা অব্যাকৃতাবস্থাৎ কর্ম্মণো লোকাদিতি সবিশেষণমবক্ষ্যৎ, প্রকৃতপরমাত্মলোকব্যাবৃত্তয়ে ব্যাকৃতাবস্থাব্যাবৃত্তয়ে চ। ন হ্যস্মিন্ প্রকৃতে বিশেষিতে অশ্রুতান্তরালাবস্থা প্রতিপত্তুং শক্যতে ॥৫২ ॥ ১৫ ॥

টীকা। পুনরুক্তিবৈয়র্থ্যমাশঙ্ক্যোক্তম্—উত্তরার্থ ইতি। পূর্ব্বত্র দেবেষু দর্শিতস্য বর্ণবিভাগস্য মনুষ্যেষূত্তরগ্রন্থেন যোজনার্থ ইতি যাবৎ। সৃষ্টবর্ণচতুষ্টয়নিবিষ্টমবান্তরবিভাগমভিধাতুমারভতে—যৎ তদিতি। নাম্নেন দেবান্তররূপেণ ক্ষত্রাদিবিকাররূপেণেতি যাবৎ। বিকারান্তরমগ্নিব্রাহ্মণলক্ষণম্। ক্ষত্রিয়েণেত্যত্র বিবক্ষিতমর্থমাহ ইন্দ্রাদিদেবতাধিষ্ঠিত ইতি। বৈশ্যেনেতি বস্বাদ্যধিষ্ঠিতত্বমুচ্যতে। শূদ্রেণেতি পূষাধিষ্ঠিতত্বম্। অগ্ন্যাদিভাবমাপন্নস্য ক্ষত্রাদিভাবো ন তু ক্ষত্রাদিভাবমাপন্নস্যাগ্ন্যাদিভাবঃ, ইত্যেতাবন্মাত্রেণ ব্রহ্মণো বিকৃতত্বাবিকৃতত্বমগ্নিব্রাহ্মণস্তুত্যর্থমুক্তমিত্যভিপ্রেত্য তস্মাদিত্যাদি ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। যথোক্তপ্রার্থনায়া ন্যায্যত্বং সাধয়তি—তদর্থমেবেতি। কর্ম্মফলদানার্থমিতি যাবৎ।১

মনুষ্যাণাং মধ্যে কমপি মনুষ্যমবলম্ব্য কর্ম্মফলভোগাপেক্ষায়ামধিকরণসম্প্রদানভাবেনাবস্থিতাগ্নীন্দ্রাদিনিমিত্তক্রিয়াপেক্ষা নাস্তি, কিন্তু ব্রাহ্মণজাতিপ্রাপ্তিমাত্রেণ তৎসম্বন্ধং জপ্যাদিকর্ম্মাবশ্যম্ভাবীতি তন্মাত্রেণ পুরুষার্থঃ সিধ্যতীতি প্রতীকগ্রহণপূর্ব্বকমাহ—মনুষ্যাণামিতি। কুত্র তর্হি যথোক্তক্রিয়াপেক্ষেতি, তত্রাহ—যত্র ত্বিতি। দেবানাং মধ্যেঽগ্নিসংবন্ধমেব কর্ম্ম কৃত্বা পুরুষার্থলাভঃ, মনুষ্যাণাং মধ্যে তু ব্রাহ্মণ্যপ্রযুক্তজপ্যাদিমাত্রেণ তৎপ্রাপ্তিরিত্যত্র প্রমাণমাহ—স্মৃতেশ্চেতি। জপ্যগ্রহণং জাতিমাত্রপ্রযুক্তকর্ম্মোপলক্ষণার্থম্। অন্যদগ্নিসংবন্ধং কর্ম্ম। কোঽয়ং ব্রাহ্মণো নাম? তত্রাহ—মৈত্র ইতি। সর্ব্বেষু ভূতেষভয়প্রদো বিশিষ্টজাতিমানিতি যাবৎ। নন্ বথোক্তস্মৃতেব্রাহ্মণ্যপ্রতিলম্ভমাত্রাদভ্যুদয়লাভেঽপি কুতস্ততো নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিস্তত্রাহ—পারিব্রাজ্যেতি। ব্রাহ্মণা ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যাং চরন্তীতি ব্রাহ্মণস্য পারিব্রাজ্যং শ্রূয়তে, তচ্চ সংন্যাসাদ্ব্রহ্মণঃ স্থানমিতি ব্রহ্মলোকসাধনং গম্যতে। অতশ্চ ব্রাহ্মণজাতিনিমিত্তং লোকমিচ্ছন্তীতি যুক্তমিত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণে মনুষ্যেষ্বিত্যস্যার্থমুপসংহরতি তস্মাদিতি। হেতুবাক্যমাদায় ব্যাচষ্টে যস্মাদিতি। হিশব্দার্থো যস্মাদিত্যুক্তঃ, যৎ স্রষ্টৃ ব্রহ্ম, তদেতাভ্যাং যস্মাৎ সাক্ষাদভবৎ, তস্মাদগ্নাবেবেত্যাদি যুক্তমিতি যোজনা।২

অগ্নৌ হুত্বা ব্রাহ্মণে চ দত্ত্বা পরমাত্মলক্ষণং লোকমাপ্তুমিচ্ছন্তীতি ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চব্যাখ্যানমনুবদতি—অত্রেতি। সপ্তমী তস্মাদিত্যাদিবাক্যবিষয়া। প্রক্রমালোচনায়াং কর্ম্মফলমিহ লোকশব্দার্থো ন পরমাত্মা, প্রক্রমভঙ্গপ্রসঙ্গাদিতি দূষয়তি—তদসদিতি। কর্ম্মাধিকারার্থং কর্ম্মসু প্রবৃত্তিসিদ্ধ্যর্থমিতি যাবৎ। বাক্যশেষগতবিশেষণবশাদপি কর্ম্মফলস্যৈবাত্র লোকশব্দবাচ্যত্বমিত্যাহ—পরেণ চেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি—যদি হেতি। পরপক্ষে স্বমিতি বিশেষণং ব্যাবর্ত্ত্যাভাবান্ন ঘটতে চেৎ, ত্বৎপক্ষেঽপি কথং তদুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বলোকেতি। পরশব্দোঽনাত্মবিষয়ঃ। নন্ প্রকৃতে বাক্যে লোকশব্দেন পরমাত্মা নোচ্যতে চেৎ, উত্তরবাক্যেঽপি তেন নাসাবুচ্যেত, বিশেষাভাবাদিত্যাশঙ্ক্য বিশেষণসামর্থ্যান্নৈবমিত্যাহ—স্বমেব চেতি। কর্ম্মফলবিষয়ত্বেনাপি বিশেষণস্য নেতুং শক্যত্বান্ন বিশেষসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অবিদিতেতি। তেষাং স্বরূপব্যভিচারে বাক্যশেষং প্রমাণয়তি—ব্রবীতি চেতি।৩

উত্তরবাক্যব্যাবর্ত্ত্যং পূর্ব্বপক্ষমাহ—ব্রহ্মণেতি। তৎপুনরচেতনমকিঞ্চিৎকরমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তচ্চেতি। সর্ব্বৈরেব বর্ণৈঃ স্বস্য কর্ত্তব্যতয়া তান্ প্রতি নিয়ন্তৃ ভূদ্বেতি যোজনা। তস্য পুমর্থোপায়ত্বপ্রসিদ্ধিমাদায় ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। অবিদিতোঽপীতি চ্ছেদঃ। দেবতাগুণকর্ম্ম মুক্তিহেতুরিতি পক্ষং প্রতিক্ষেপ্তুমুত্তরং বাক্যমুত্থাপয়তি—অত আহেতি। জ্ঞানাদেব মুক্তির্ন কর্ম্মণে ত্যাগমপ্রসিদ্ধমিতি নিপাতয়োরর্থঃ। তত্র নিমিত্তমুপাদানং চেতি দ্বয়ং সঙ্ক্ষিপতি· অবিদ্যেতি। নিমিত্তং বিবৃণোতি—অগ্ন্যধীনেতি। আত্মাখ্যস্য লোকস্য সত্ত্বে হেতুমাহ—আত্মত্বেনেতি। অহং ব্রহ্মাস্মীত্যদৃষ্টৈতি সম্বন্ধঃ। যঃ পরমাত্মানমবিদিত্বৈব ম্রিয়তে, তমেনং পরমাত্মা ন পালয়তীতি যোজনা। পরমাত্মনঃ স্বরূপত্বাদবিদিতস্যাপি পালয়িতৃত্বং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—স যদ্যপীতি। লোকশব্দাদুপরিষ্টাত্তথাপীতি দ্রষ্টব্যম্। অবিদিত ইত্যস্য ব্যাখ্যানমবিদ্যয়েত্যাদি। পরমাত্মাখ্যো লোকো নাজ্ঞাতো ভুনক্তীত্যত্র কর্ম্মফলভূতং লোকং বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ততয়া দর্শয়তি—অন্য ইবেতি। অজ্ঞাতস্যাপালয়িতৃত্বে সাধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। যথা লৌকিকো দশমো দশমোঽস্মীত্যজ্ঞাতো ন শোকাদিনিবর্ত্তনেনাত্মানং ভুনক্তি, তথা পরমাত্মাঽপীত্যর্থঃ। তত্রৈব শ্রুত্যুক্তং দৃষ্টান্তদ্বয়ং ব্যাচষ্টে- যথা চেত্যাদিনা। অবিদ্যাদীত্যাদিশব্দেন তদুত্থং সর্ব্বং সংগৃহ্যতে ।৪

যদিহেত্যাদিবাক্যাপোহ্যং চোদ্যমুত্থাপয়তি—নন্বিতি। নন্বনিষ্টফলনিমিত্তস্যাপি কর্ম্মণঃ ফলপ্রাপ্তিধ্রৌব্যাৎ কথং কর্ম্মণা মোক্ষঃ সেৎস্যতি, তত্রাহ—ইহেতি। বাহুল্যমশ্বমেধাদিকর্ম্মণো মহত্তরত্বং, তদ্ধি দুরিতমভিভূয় মোক্ষমেব সম্পাদয়িষ্যতীত্যর্থঃ। যৎ কৃতকং তদনিত্যমিতি ন্যায়মাশ্রিত্য পরিহরতি—তস্যেত্যাদিনা। সপ্তম্যর্থঃ সংসার ইতি নিপাতার্থং সূচয়তি—অদ্ভুতবদিতি। অনেবম্বিত্ত্বং ব্যাকরোতি—স্বং লোকমিতি। যথোক্তো বিধিরন্বয়ব্যতিরেকাদিঃ। পুণ্যকর্ম্মচ্ছিদ্রেষু দুরিতপ্রসক্তিং নিবারয়তি—নৈরন্তর্য্যেণেতি। তথা পুণ্যং সঞ্চিন্বতোঽভিপ্রায়মাহ—অনেনেতি। প্রক্রান্তযচ্ছব্দাপেক্ষিতং কথয়তি—তৎ কর্ম্মেতি। প্রাগুক্তন্যায়দ্যোতী হেতি নিপাতঃ। কারণরূপেণ কার্য্যস্য ধ্রুবত্বমাশঙ্ক্যাহ -তৎকারণয়োরিতি।৫

মুক্তেরনিত্যত্বদোষসমাধিস্তর্হি কেন প্রকারেণ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত ইতি। আত্মশব্দার্থমাহ—স্বং লোকমিতি। তদেব স্ফুটয়তি—আত্মানমিতীতি। আত্মশব্দস্য প্রকৃতস্বলোকবিষয়ত্বে হেত্বন্তরমাহ—ইহ চেতি। প্রয়োগে তু পুনরুক্তিভয়াদর্থান্তরবিষয়ত্বমপি স্যাদিত্যর্থঃ।৫

বিদ্যাফলমাকাঙ্ক্ষাদ্বারা নিক্ষিপতি—স য ইতি। কর্ম্মফলস্য ক্ষয়িত্বমুক্ত্বা কর্ম্মণোঽক্ষয়ত্বং বদতো ব্যাহতিমাশঙ্ক্যাহ—কর্ম্মেতি। বাক্যস্য বিবক্ষিতমর্থং বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তেন ব্যাচষ্টে—যথেতি। অবিদুষ ইতি চ্ছেদঃ। কর্ম্মক্ষয়েঽপি বা বিদুষো দুঃখাভাবে দৃষ্টান্তমাহ—মিথিলায়ামিতি।৬

আত্মানমিত্যাদি কেবলজ্ঞানান্মুক্তিরিত্যেবংপরতয়া ব্যাখ্যাতং সম্প্রতি তত্র ভর্তৃপ্রপঞ্চব্যাখ্যামুত্থাপয়তি—অন্যাস্ত্বিতি। আত্মলোকোপাসকস্য কর্ম্মাভাবে কথং তদক্ষয়ত্বাচো-

যুক্তিরিত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মাভাবস্যাসিদ্ধিমভিসন্ধায় কর্ম্মসাধ্যং লোকং ব্যাকৃতাব্যাকৃতরূপেণ ভিনত্তি—লোকশব্দার্থং চেতি। উৎপ্রেক্ষিকী কল্পনা, ন তু শ্রৌতীতি বক্তুং কিলেত্যুক্তম্। তত্রাদ্যং লোকশব্দার্থমনূদ্য তদুপাসকস্য দোষমাহ—এক ইতি। পরিচ্ছিন্নঃ কর্ম্মাত্মা. তৎসাধ্যো ব্যাকৃতাবস্থো লোকস্তস্মিন্নহংগ্রহোপাসকস্যেতি যাবৎ। কিলশব্দস্তু পূর্ব্ববৎ। দ্বিতীয়ং লোকশব্দার্থমনূদ্য তদুপাসকস্য লাভং দর্শয়তি—তমেবেতি। যথা কুণ্ডলাদেরন্তর্ব্বহিরন্বেষণে সুবর্ণাতিরিক্তরূপানুপলম্ভাত্তদ্রূপেণাস্য নিত্যত্বং, তথা কর্ম্মসাধ্যং হিরণ্যগর্ভাদিলোকং কার্য্যত্বাদব্যাকৃতং কারণমেবেত্যঙ্গীকৃত্য যস্তস্মিন্নহংবুদ্ধ্যোপাস্তে, তস্যাপরিচ্ছিন্নকর্ম্মসাধ্যলোকাত্মোপাসকত্বাদব্রহ্মবিত্ত্বং কর্ম্মিত্বং চ ঘটতে, তস্য খল্বাত্মৈব কর্ম্ম, তেন তস্য তন্ন ক্ষীয়তে। যঃ পুনরদ্বৈতাবস্থামুপাস্তে, তস্যাত্মৈব কর্ম্ম ভবতীতি হি ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চৈরুক্তমিত্যর্থঃ।৭

আত্মানমিত্যাদিসমুচ্চয়পরমিতি প্রাপ্তং পক্ষং প্রত্যাহ—ভবতীতি। শ্রৌতত্বাভাবে হেতুমাহ—স্বলোকেতি। স্বং লোকমদৃষ্ট্বেত্যত্র স্বলোকশব্দেন পরস্য প্রকৃতস্যাত্মানমেবেত্যত্র প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপরিহারার্থমুক্তত্বান্নাত্র লোকদ্বৈবিধ্যকল্পনা যুক্তেত্যর্থঃ। লোকশব্দেনাত্র পরমাত্মপরিগ্রহে হেত্বন্তরমাহ—স্বং লোকমিতীতি। যথা লোকস্য স্বশব্দার্থো বিশেষণং, তথাত্মানমিত্যত্র স্বশব্দপর্য্যায়াত্মশব্দার্থস্তস্য বিশেষণং দৃশ্যতে, ন চ কর্ম্মফলস্য মুখ্যমাত্মত্বমতো লোকশব্দোঽত্র পরমাত্মৈবেত্যর্থঃ। প্রকরণাদ্বিশেষণাচ্চ সিদ্ধমর্থং দর্শয়তি—তত্রেতি।৮

পরস্যৈব লোকশব্দার্থত্বে হেত্বন্তরমাহ—পরেণেতি। উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি—পূর্ব্বেতি। অথ পরেষু বাক্যেষু পরমাত্মা লোকশব্দার্থঃ, প্রকৃতে তু কর্ম্মফলমিতি ব্যবস্থেতি চেৎ, নৈবমেকবাক্যত্বসম্ভবে তদ্ভেদস্যান্যায্যত্বাদিত্যাহ—তৈত্তিরীতি। একবাক্যত্বসম্ভাবনামেব দর্শয়তি—ইহাপীতি। যথোত্তরত্রাত্মাদিশব্দেন লোকো বিশেষিতস্তথাত্মানমিত্যত্রাপ্যাত্মশব্দেন বিশেষ্যতে। পূর্ব্ববাক্যে চ স্বং লোকমদৃষ্ট্বেতি স্বশব্দেনাত্মবাচিনা তস্য বিশেষণং দৃশ্যতে। তথা চ পূর্ব্বাপরালোচনায়ামেকবাক্যত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ।৯

প্রকরণেন পরস্য লোকশব্দার্থত্বমযুক্তং লিঙ্গবিরোধাদিতি চোদয়তি—অস্মাদিতি। তদেব বিবৃণোতি—ইহেত্যাদিনা। অর্থবাদস্থং লিঙ্গং ন প্রকরণাদ্বলবদিতি মত্বা সমাধত্তে—নেত্যাদিনা। স্তুতিমেব স্পষ্টয়তি—অস্মাদেবেতি। লোকাজ্জাতাদিতি শেষঃ। যথা ছান্দোগ্যে স্তুত্যর্থমাত্মনঃ স্রষ্টৃত্বমুচ্যতে, তথাত্রাপ্যাত্মলোকং স্তোতুমেতৎফলবচনমিত্যাহ—আত্মাত ইতি। ভবতু বা, মা বা ভূৎ, অস্মাদ্ধ্যেবেত্যাদিরর্থবাদঃ, তথাপি তস্য সর্ব্বাত্মত্বপ্রদর্শনার্থত্বাদযুক্তমত্র লোকশব্দেন পরমাত্মগ্রহণমিত্যাহ—অর্ব্বাত্মেতি। তস্মাৎ তৎসর্ব্বমভবদিতি বাক্যং দৃষ্টান্তয়তি—পূর্ব্ববদিতি।১০

কিঞ্চ, আত্মশব্দস্য ত্রিধাপরিচ্ছেদশূন্যার্থবাচিতায়া যচ্চাপ্নোতীত্যাদিন্যায়েন সিদ্ধত্বাত্তৎসমানাধিকরণলোকশব্দস্যাপি তদর্থত্বাৎ পরস্যৈবাত্র লোকত্বমিত্যাহ—যদি হীতি। কিং চ, যদি লোকশব্দেন পরং হিত্বার্থান্তরমুচ্যতে, তদা সবিশেষণং বাক্যং স্যাৎ, অন্যথা স্বং লোকমিতি প্রকৃতপরমাত্মলোকস্য ত্বৎপক্ষেঽনন্তরোক্তব্রহ্মলোকস্য চ ব্যাবৃত্ত্যযোগাৎ। ন চাত্র

সবিশেষণং বাক্যং দৃষ্টম্, অতঃ স্বং লোকমিতি প্রকৃতঃ পরমাত্মৈবাত্রাপি লোক ইত্যাহ—অস্যেত্থেতি। বিশেষণং বিনৈবাত্মাদিত্যত্র পরাপরাভ্যামর্থান্তরং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হ্যীতি। স্বং লোকমিতি প্রকৃতে পরমাত্মস্যাত্মানমেবেতি বিশেষিতে চাব্যাকৃতাখ্যা পরাপরাভ্যামন্তরালাবস্থা ন প্রতিপত্তুং শক্যতে, তস্যাঃ কৃতত্বাভাবাদিত্যর্থঃ ॥১৫॥৫২॥

ভাষ্যানুবাদ। এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্ট হইল; মনুষ্যের মধ্যেও এই বর্ণ-বিভাগের প্রয়োজন হইবে; এই জন্য পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টির এখানে উপসংহার বা পুনরুল্লেখ করা হইল। সেই যে সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্ম, তিনি দেবগণের মধ্যে অগ্নিরূপেই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি হইয়াছিলেন, অন্য কোনরূপে নহে; মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণরূপেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন; অপরাপর বর্ণের মধ্যে তিনি রূপান্তর অবলম্বন করিয়া প্রকটিত হইয়াছিলেন (১)।

ক্ষত্রিয়রূপে অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রভৃতি দৈব ক্ষত্রিয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া ক্ষত্রিয় এবং দৈব-বৈশ্যাধিষ্ঠিতরূপে বৈশ্য ও শূদ্র-পূষাধিষ্ঠিত হইয়া শূদ্ররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন। যেহেতু, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ে বিকারাপন্ন, কেবল অগ্নি ও ব্রাহ্মণেই অবিকৃত; সেই হেতু দেবগণের মধ্যে কর্ম্মফল পাইতে হইলে অগ্নিতেই তাহা ইচ্ছা করিয়া থাকেন; [বুঝিতে হইবে,] অগ্নিসম্পর্কিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়া [ফল পাইতে ইচ্ছা করেন); কারণ, ইহার জন্যই ব্রহ্ম যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধিকরণস্বরূপ অগ্নিরূপে অবস্থিত হইয়াছেন; অতএব সেই অগ্নিতে কর্ম্মসম্পাদন করিয়া যে, কর্ম্মের উপযুক্ত ফল পাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, ইহা সঙ্গতই বটে। ১

আবার মনুষ্যের মধ্যে কর্ম্মফললাভের অভিলাষ থাকিলে ব্রাহ্মণেতে তাহা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, সেখানে আর অগ্নিপ্রভৃতি সাধনসাপেক্ষ ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না; পরন্তু, কেবল জাতিমাত্রলাভে (ব্রাহ্মণ্যলাভেই) পুরুষের অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে; পরন্তু যেখানে পুরুষার্থসিদ্ধি

(১) তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম দেবগণের মধ্যে প্রথমে অগ্নিরূপে প্রকটিত হইলেন, তাহার পর সেই অগ্নিরূপে থাকিয়াই দৈব ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির সৃষ্টি করিলেন; আবার মনুষ্যের মধ্যে তিনি প্রথমেই ব্রাহ্মণরূপে প্রকটিত হইলেন; শেষে সেই ব্রাহ্মণরূপে থাকিয়াই মানবীয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদির সৃষ্টি করিলেন; কাজেই অগ্নি ও ব্রাহ্মণকে অবিকৃত ভাবে ব্রহ্ম-সৃষ্ট বলা হইল, আর অপরাপর ক্ষত্রিয়াদি-সৃষ্টিতে অগ্নি ও ব্রাহ্মণরূপ বিকারের সাহায্য অপেক্ষিত থাকায় ক্ষত্রিয়াদি-সৃষ্টিকে বিকারান্তর দ্বারা সৃষ্ট বলা হইল।

অর্থাৎ পুরুষের অভীষ্টফলসিদ্ধি দেবতার অধীন,—দেবতার অনুগ্রহে পাইতে হয়, কেবল সেখানেই অগ্নিপ্রভৃতি নিমিত্তাধীন ক্রিয়ার অপেক্ষা, (অন্যত্র নহে)। যেহেতু, স্মৃতিশাস্ত্রও বলিয়াছেন—'ব্রাহ্মণ একমাত্র জপের দ্বারা (স্বজাত্যুচিত কর্ম্ম দ্বারাই) সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, ইহাতে আর সংশয় নাই; অন্য (অগ্নিসম্বন্ধ যজ্ঞাদি) কর্ম্ম করুক আর না-ই করুক, যিনি মৈত্র—সর্ব্বভূতে অনুরক্ত—অভয় প্রদান করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন' ইতি। পারিব্রাজ্যদর্শনও ইহার অন্য কারণ (১)। যেহেতু, স্রষ্টা ব্রহ্ম, কর্ম্মের কর্ত্তা ব্রাহ্মণ ও কর্ম্মের অধিকরণ অগ্নি, এই উভয়রূপেই প্রকটিত হইয়াছেন; সেই হেতু মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য-বিষয়েই লোক অর্থাৎ কর্ম্মফল পাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ২

এ স্থলে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন যে, 'লোক' অর্থ পরমাত্মা;—অগ্নিতে ও ব্রাহ্মণে সেই পরমাত্ম-লোক লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন; কিন্তু সে রূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না; কেন না, যতদিন জীব অবিদ্যার অধিকারে থাকে, ততদিনই তাহার কর্ম্মেতে অধিকার, বর্ণবিভাগ সেই কর্ম্মানুষ্ঠানেরই উপযোগী; এই জন্যই এখানে বর্ণবিভাগ বলা হইয়াছে; এবং পরবর্ত্তী বাক্যেও ইহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। এখানে 'লোক' শব্দে যদি পরমাত্মাই উক্ত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 'স্বং লোকম্ অদৃষ্ট্বা' এইরূপে বিশেষ করিয়া বলিবার কোনই আবশ্যক হইত না। পক্ষান্তরে, এখানে যদি স্ব-লোকাতিরিক্ত অন্য কোনও প্রার্থনীয় লোকের প্রস্তাব থাকিত—যাহা অগ্নির অধীন, তাহা হইলেই সেই প্রস্তাবিত 'লোকে'র ব্যাবৃত্তির জন্য এখানে 'স্ব'-বিশেষণের সার্থকতা হইতে পারিত; [কিন্তু সেরূপ ত কোনও প্রসঙ্গ

(১) তাৎপর্য্য—এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল এই যে, ভাল, ব্রাহ্মণ্যলাভই যদি মানুষের প্রধান প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলেও উহা হইতে কেবল অভ্যুদয় স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তি মাত্র হইতে পারে, কিন্তু জীবের প্রকৃত লক্ষ্য যে নিঃশ্রেয়স—মুক্তি, তাহা সিদ্ধ হইবে কিসে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণা বুথায় অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সংসারাশ্রম হইতে উত্থিত হইয়া ভিক্ষাচর্য্য (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিবেন', এই শ্রুতিতে ব্রাহ্মণের পারিব্রাজ্য বা সন্ন্যাস গ্রহণের বিধান রহিয়াছে; সন্ন্যাসাশ্রম ব্রহ্মলাভেরই উপযুক্ত স্থান; কাজেই ব্রাহ্মণ্যকেও ব্রহ্মলাভের সাধন বলিতে পারা যায়। সুতরাং ব্রাহ্মণ্যকেই জীবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভের প্রধানতম উপায় বলিতে হইবে। এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনের জন্যই ভাষ্যকার 'পারিব্রাজ্যদর্শনাচ্চ' এই হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন।

নাই]; কারণ, পরমাত্মা যে, সকলেরই 'স্ব,' এ কথার কোথাও ব্যভিচার নাই; আর অবিদ্যাকৃত বস্তুমাত্রেতেই স্বত্বের (আত্মভাবের) ব্যভিচার রহিয়াছে, অর্থাৎ আবিদ্যক কোন বস্তুই 'স্ব' (আত্মা) হইতে পারে না; বিশেষতঃ শ্রুতি নিজেই কর্ম্মজন্য বস্তুমাত্রের স্বত্ব-ব্যভিচার বলিবেন, যথা—ক্ষীয়তে এব' (নিশ্চয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়) ইতি। ৩

ব্রহ্ম যে কর্ম্মসম্পাদনের জন্য চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই কর্ম্মের নাম ধর্ম্ম; কর্ত্তব্যরূপে বিহিত সেই কর্ম্ম সর্ব্ববর্ণেরই নিয়ন্তা এবং পুরুষার্থসিদ্ধিরও উপায়; যদি স্ব-লোক পরমাত্মাকে না জানিলেও সেই কর্ম্ম দ্বারাই পাওয়া যায়, তাহা হইলে, তাহাকে জানিয়া ফল কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি। উক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরাসার্থ 'অথ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যে কোন ব্যক্তি, স্বলোককে—আত্মারূপে অব্যভিচারী পরমাত্মাকে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'রূপে না জানিয়া অবিদ্যা ও তন্মূলক কাম ও কর্ম্মপ্রসূত এবং কর্ম্মফল অগ্নিসাধ্য কর্ম্মাধীন বলিয়াই হউক, আর শুদ্ধ ব্রাহ্মণ-জাত্যুচিত কর্ম্মাভিমানমূলক বলিয়াই হউক নিশ্চয়ই আগন্তুক [অতএব] অনাত্মভূত এই সাংসারিক দেহগ্রহণাত্মক লোক হইতে (এই জন্মমরণ-প্রবাহাত্মক সংসার হইতে) প্রয়াণ করে—মৃত হয়, সে ব্যক্তি যদিও বস্তুগত্যা স্ব-লোকই বটে, তথাপি অবিদিত অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা আবৃত থাকায় দশমত্ব-সংখ্যার অপরিপূরণে সাধারণ লোকের ন্যায় (১) অ-স্বর মত অবিজ্ঞাত থাকায় এই আত্মাকে ভোগ করে না, অর্থাৎ শোকমোহভয়াদি দোষ অপনীত করিয়া রক্ষা করে না, জগতে বেদ অননূক্ত—অনধীত থাকিলে যেমন কর্ম্মাদি বিষয়ে বোধোৎপাদন করত পালন করে না, অথবা লোকপ্রসিদ্ধ অন্যান্য কৃষ্যাদিকর্ম্ম যেরূপ নিজে সম্পাদিত না হইলে স্বীয় ফলপ্রদান দ্বারা পালন করে না; তদ্রূপ আত্মা প্রকৃতপক্ষে স্বলোক হইলেও স্বীয় নিত্য আত্মস্বরূপে প্রকটিত করিতে না পারিলে নিশ্চয়ই অবিদ্যাদি দোষাপনয়ন দ্বারা রক্ষা করে না। ৪

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, স্ব-লোকদর্শনে এই পরিপালনের প্রয়োজন কি? কর্ম্ম হইতে উপযুক্ত ফলপ্রাপ্তি যখন ধ্রুব, এবং অভীষ্টফলসাধন কর্ম্মও যখন

(১) তাৎপর্য্য—সংখ্যার অপরিপূরণ কথার অর্থ এই—"দশমঃ ত্বমসি" এই লৌকিক বাক্যে যেমন অজ্ঞানদোষে নিজে দশম হইয়াও সংখ্যার পরিপূরণ না হওয়ায় আপনাকে 'দশম' বলিয়া বুঝিতে পারে নাই, এখানেও তদ্রূপ নিজে সর্ব্বদাই 'স্ব' (আত্মা) হইয়াও অজ্ঞান দোষে তাহা বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে 'স্ব' হইতে ভিন্ন (অ-স্ব) বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

প্রভূত পরিমাণে রহিয়াছে, তখন তদনুষ্ঠানের ফলেই আত্মার অক্ষয়ত্ব-পালন সম্ভবপর হইবে। না,—তাহা হইতে পারে না; কারণ, জন্য পদার্থমাত্রেরই ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী; এই কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যে, এই সংসারে যদি কোন অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষ 'স্ব'-লোক আত্মাকে না জানিয়া, এবংবিধ-জ্ঞানহীন অবস্থায় শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে অবিচ্ছেদে ইষ্টফলসাধক বহু অশ্বমেধাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে,—ইহার সাহায্যেই আমার অক্ষয় ফললাভ হইবে মনে করিয়া নিরন্তর অনুষ্ঠান করে, অবিদ্বানের সেই কর্ম্মগুলি অবিদ্যামূলক কামনার বশে অনুষ্ঠিত হওয়ায় ভ্রান্তিময় স্বপ্নদর্শনোত্থিত ঐশ্বর্য্যের ন্যায় ফলোপভোগের অন্তে অর্থাৎ তদুপযুক্ত ফলভোগ শেষ হইয়া গেলে পর, নিশ্চয়ই তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; কারণ, সেই কর্ম্মানুষ্ঠানের মূলীভূত কারণ অবিদ্যা ও কাম, উভয়ই চঞ্চল অর্থাৎ অচিরস্থায়ী; কাজেই কর্ম্মজনিত ফলের অনিত্যতাসিদ্ধান্তই উপপন্ন হইতেছে; অতএব নিশ্চয়ই পুণ্যকর্ম্মের ফলে অনন্তকাল পরিপালনের আশা কখনও হইতে পারে না (১)। অতএব আত্মাকেরই—স্বলোকেরই উপাসনা করিবে; প্রথমে 'স্ব'-লোকের প্রস্তাব থাকায় এখানে 'স্ব' শব্দ না থাকিলেও 'আত্মানম্' পদে স্বলোক অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। ৫

সেই যে লোক আত্মারই উপাসনা করে, তাহার কি ফল হয়, তাহা বলিতেছেন—নিশ্চয়ই তাহার কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না; কারণ, তাহার কোন কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে না, যাহার ক্ষয় হইবে; 'কর্ম্ম ক্ষয় হয় না' কথাটি সিদ্ধ পদার্থেরই অনুবাদ বা পুনরুল্লেখমাত্র। অবিদ্বানের সম্বন্ধে কর্ম্মের ফল ক্ষয়াত্মক সংসার-দুঃখ যেরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে, ইহাঁর (বিদ্বানের) সম্বন্ধে সেরূপ দুঃখ কখনওথাকে না (সম্ভবপরও হয় না); যেমন [জনক বলিয়াছিলেন—] 'মিথিলা দেশ ভস্মীভূত হইলেও আমার কিছু দগ্ধ হয় না', ইহাও তেমনি। ৬

(১) তাৎপর্য্য -বেদান্তশাস্ত্রে এইরূপ একটি নিয়ম আছে যে, 'যৎ কৃতকং, তদনিত্যম্' অর্থাৎ যাহা যাহা ক্রিয়াজন্য - কোন প্রকার ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন, তাহা যত বড়ই হউক, বা যত দীর্ঘকালস্থায়ীই হউক, নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে তাহাকে ক্ষয় পাইতেই হইবে। এ নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম নাই। বিশেষতঃ যে যে বস্তু অবিদ্যা দ্বারা সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধেও উৎপাদিত, কস্মিন্‌কালেও তাহার নিত্যতা হইতে পারে না, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বিবিধ পদার্থ। এখানেও পুণ্যফল যখন ক্রিয়াজন্য, বিশেষতঃ মোহময় অবিদ্যা ও অবিদ্যা-মূলক কামনার ফল, তখন তাহার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী।

অপর সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, স্বাত্মলোকোপাসক বিদ্বানের বিদ্যা-প্রভাবে তদনুষ্ঠিত কোন কর্ম্মেরই ক্ষয় হয় না; এবং উপাসনার কর্ম্মস্বরূপ 'লোক' শব্দেরও তাহারা দুই প্রকার অর্থ কল্পনা করিয়া থাকেন —একটী অর্থ হইতেছে —কর্ম্মফলের ভোগভূমি অভিব্যক্তাবস্থ (ব্যাকৃতাবস্থ) হৈরণ্যগর্ভ লোক (হিরণ্যগর্ভসম্পর্কিত স্থান)। যিনি সেই পরিচ্ছিন্ন অনাত্মলোকের উপাসনা করেন, কেবল সেই পরিচ্ছিন্নাত্মদর্শীর অনুষ্ঠিত কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। [অপর অর্থ হইতেছে এই যে,] যে ব্যক্তি কর্ম্মফলাত্মক সেই হিরণ্যগর্ভ লোককেই অব্যাকৃতাবস্থ-কারণরূপে পরিকল্পিত করিয়া উপাসনা করে; অপরিচ্ছিন্ন কর্ম্ম-ফলে আত্মদর্শন করায় সেই বিদ্বানের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কখনই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ৭

হাঁ, এরূপ কল্পনা শুনিতে সুন্দর বটে, কিন্তু শ্রুত্যনুসারিণী হইতেছে না; যেহেতু, এখানে 'স্ব-লোক' শব্দে পরমাত্মাই অভিহিত হইয়াছেন; কারণ, প্রথমে "স্বং লোকম্" এইরূপ প্রস্তাব করিয়া তাহারই প্রতিনির্দ্দেশ স্থলে 'স্ব'শব্দ পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্ম-শব্দ যোগ করিয়া 'আত্মানম্ এব লোকম্ উপাসীত' বলা হইয়াছে; সুতরাং এখানে কর্ম্মসম্পর্কিত লোককল্পনার অবসরই নাই। ৮

বিশেষতঃ পরবর্ত্তী শুদ্ধ বিদ্যাবিষয়ক—'আমরা সন্তান দ্বারা কি করিব, যাহা দ্বারা আমাদের এই আত্ম-লোক লাভ হইবে না' এই বাক্যে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করাতেও [ঐরূপ কল্পনা সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ,] এখানে "অয়মাত্মা নো লোকঃ" এই বাক্যে পুত্র, কর্ম্ম ও অপরবিদ্যালব্ধ লোক সমূহ হইতে এই আত্ম-লোকের বিশেষত্ব জ্ঞাপন করা হইয়াছে; তাহার পর 'কোন কর্ম্ম দ্বারাই ইহার (আত্মোপাসকের) লোক (গন্তব্য স্থান) ব্যাহত হয় না; ইহাই ইহার পরম লোক অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গন্তব্য স্থান; এখানেও সেইরূপ অর্থেই 'লোক' শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। অতএব এখানেও 'স্বং লোকম্' এইরূপ বিশেষণ সন্নিবিষ্ট থাকায় পূর্ব্বোক্ত বিশেষণযুক্ত বাক্যগুলির সহিত ইহার একবাক্যতা করাই সমীচীন। ৯

যদি বল, তাহা হইলেও "অস্মাৎ কাময়তে" এইরূপ ফলনির্দ্দেশ করা সঙ্গত হয় না; কারণ, এখানে 'স্ব-লোক' অর্থ পরমাত্মা; তাহার উপাসনায় তৎস্বরূপপ্রাপ্তি যখন শাস্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্ত, তখন 'যাহা যাহা কামনা করেন, তৎ-সমস্ত এই আত্মা হইতেই সম্পন্ন হয়' এইরূপে সেই উপাসিত আত্মার অতিরিক্ত স্বতন্ত্র ফলের প্রাপ্তি-কথনও যুক্তিসঙ্গত হয় না। না, এ আপত্তিও সঙ্গত হয়

না; যেহেতু, ইহা স্ব-লোকোপাসনার স্তুতিপ্রকাশক মাত্র,(প্রকৃত-ফলপ্রকাশক নহে), ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, তাহার যাহা কিছু অভীষ্ট, তৎসমস্ত স্ব-লোক হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এতদতিরিক্ত আর কিছুই তাহার প্রার্থনীয় নাই; কারণ, তিনি আপ্তকাম; [সুতরাং অন্যত্র তাঁহার কিছুই প্রার্থনীয় থাকিতে পারে না], যেমন অন্য শ্রুতিতে আছে—'আত্মা হইতে প্রাণ, আত্মা হইতে দিক্‌সমূহ' ইত্যাদি। অথবা পূর্ব্বে যেমন সর্ব্বাত্মভাব-জ্ঞাপনের জন্য "তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ" বলা হইয়াছে, তেমনি এখানেও সর্ব্বাত্মভাবপ্রদর্শনের জন্যই ঐরূপ ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে। ১০

প্রকৃত পক্ষে উপাসক যদি পরমাত্মাই হইয়া যান, তাহা হইলে "অস্মাদ্ধি এব" এই বাক্যে 'প্রস্তাবিত স্বস্বরূপ আত্ম-লোক হইতে' এইরূপ অর্থলাভের জন্য এখানে 'আত্ম'-শব্দের প্রয়োগ করা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে; নচেৎ পরমাত্ম-লোকের নিষেধার্থ এবং ব্যক্তাবস্থার ব্যাবৃত্তির জন্য, 'অব্যাকৃতাবস্থ—যাহা এখনও অভিব্যক্ত হয় নাই, সেই অব্যক্ত কর্ম্মলোক হইতে' এইরূপেই বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক হইত; কিন্তু এখানে প্রস্তাবিত বিষয়টিই বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং উভয়ের মধ্যবর্ত্তী একটা অশ্রুত অবস্থা অবধারণ করা যাইতে পারে না॥ ৫২ ॥ ১৫ ॥

আভাষ-ভাষ্যম্। অথো অয়ং বা আত্মা। অত্রাবিদ্বান্ বর্ণাশ্রমাদ্যভিমানো ধর্ম্মেণ নিয়ম্যমানো দেবাদিকর্ম্মকর্ত্তব্যতয়া পশুবৎ পরতন্ত্র ইত্যুক্তম্। কানি পুনস্তানি কর্ম্মাণি?—যৎকর্ত্তব্যতয়া পশুবৎ পরতন্ত্রো ভবতি; কে বা তে দেবাদয়ঃ?—যেষাং কর্ম্মভিঃ পশুবদুপকরোতি—ইতি, তদুভয়ং প্রপঞ্চয়তি—

আভাস-ভাষ্যানুবাদ। "অথো অয়ং বা আত্মা" ইত্যাদি। বর্ণাশ্রমাদিকৃত অভিমানসম্পন্ন অবিদ্বান্ পুরুষ ধর্ম্ম দ্বারা নিয়মিত হইয়া দেবতা প্রভৃতির কর্ম্মসম্পাদনে পরাধীন (বাধ্য) থাকেন, এইজন্য পশুর ন্যায় পরতন্ত্র; এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই সমস্ত কর্ম্ম কি কি, যাহার অনুষ্ঠানের জন্য অবিদ্বান্ পুরুষ পশুবৎ পরাধীন হইয়া থাকেন; আর এই দেবাদিই বা কে কে, অবিদ্বানেরা বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা যাহাদের উপকার সাধন করিয়া থাকেন; এখন এই উভয় বিষয় বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন—

অথো অয়ং বা আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং লোকঃ স যজ্জুহোতি যদ্‌যজতে তেন দেবানাং লোকোঽথ যদনুব্রূতে

তেন ঋষীণামথ যৎ পিতৃভ্যো নিপৃণাতি যৎ প্রজামিচ্ছতে তেন পিতৄণামথ যন্মনুষ্যান্‌ বাসয়তে যদেভ্যোঽশনং দদাতি তেন মনুষ্যাণাং অথ যৎ পশুভ্যস্তৃণোদকং বিন্দতি তেন পশূনাং যদস্য গৃহেষু শ্বাপদা বয়াꣳস্যাপিপীলিকাভ্য উপজীবন্তি তেন তেষাং লোকো যথাহ বৈ স্বায় লোকায়ারিষ্টিমিচ্ছেদেবꣳ হৈবংবিদে সর্ব্বাণি ভূতান্যরিষ্টিমিচ্ছন্তি, তদ্বা এতদ্বিদিতং মীমাꣳসিতম্‌ ॥ ৩ ॥ ১৬ ॥

সরলার্থঃ। অথো (বাক্যারম্ভে) অয়ং (প্রকৃতঃ) আত্মা (কর্ম্মাধিকৃতঃ অবিদ্বান্‌ পুরুষঃ) সর্ব্বেষাং ভূতানাং (দেবাদি-পিপীলিকান্তানাং) লোকঃ (লোক্যতে ভুজ্যতে ইতি লোকঃ—ভোগ্যঃ); সঃ (অবিদ্বান্‌) যৎ জুহোতি (হোমং করোতি), যৎ যজতে, তেন (হোম যাগলক্ষণেন-কর্ম্মণা) দেবানাং লোকঃ (ভোগ্যঃ); অথ যৎ অনুব্রূতে (অহরহঃ বেদাদীন্‌ পঠতি), তেন ঋষীণাং লোকঃ (ভোগ্যঃ); অথ যৎ পিতৃভ্যঃ নিপৃণাতি (পিণ্ডোদকাদি প্রযচ্ছতি), যচ্চ প্রজাম্‌ ইচ্ছতে (অপত্যমুৎপাদয়তি), তেন (কর্ম্মণা) পিতৄণাং [লোকঃ], অথ যৎ মনুষ্যান্‌ বাসয়তে জলাসনাদিদানেন গৃহে স্থাপয়তি), যৎ চ এভ্যঃ (মনুষ্যেভ্যঃ) অশনং (অন্নং) দদাতি, তেন (কর্ম্মণা) মনুষ্যাণাং [লোকঃ]; অথ যৎ পশুভ্যঃ তৃণোদকং বিন্দতি, (পশূন্‌ তৃণোদকং গ্রাহয়তি), তেন পশূনাং [লোকঃ]; অস্য (অবিদুষঃ) গৃহেষু যৎ আ পিপীলিকাভ্যঃ (পিপীলিকাপর্য্যন্তং) শ্বাপদাঃ (জন্তবঃ) বয়াংসি (পক্ষিণঃ) চ উপজীবন্তি, তেন তেষাং লোকঃ; যথা স্বায় (স্বকীয়ায়) লোকায় (শরীরায়) অরিষ্টিং (অবিনাশং) ইচ্ছেৎ (কাময়েৎ) [জনঃ], এবং (পূর্ব্ববদেব) হ (নিশ্চয়ে) এবংবিদে (যথোক্তজ্ঞানশালিনে) সর্ব্বাণি ভূতানি অরিষ্টিং (অবিনাশং) ইচ্ছন্তি (কাময়ন্তে); তৎ এতৎ (আত্মতত্ত্বং) বিদিতং (বিশেষেণ জ্ঞাতং সৎ) মীমাংসিতং (কর্ত্তব্যতয়া বিচারিতং) [ভবতীতি শেষঃ]। ৩ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ। কর্ম্মাধিকারী এই আত্মা (অবিদ্বান্‌ পুরুষ) সর্ব্বভূতের (দেবাদি প্রাণীর) লোক অর্থাৎ ভোগ্য; সেই অবিদ্বান্‌ যে হোম করে, এবং যাগ করে, তাহা দ্বারা সে দেবগণের ভোগ্য হয়, আর সে

যে, অহরহঃ অধ্যয়ন করে, তাহা দ্বারা ঋষিগণের, আর সে যে, পিতৃগণের উদ্দেশ্যে জলপিণ্ড প্রদান করে, তাহা দ্বারা পিতৃগণের, এবং সে যে, [অভ্যাগত] মনুষ্যগণকে বাস করায় ও অন্নদান করে, তাহা দ্বারা মনুষ্যগণের, এবং পশুগণকে যে, তৃণ ও জল প্রদান করে, তাহা দ্বারা পশুগণের, আর গৃহে যে, পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বাপদ ও পক্ষিগণ জীবিকা লাভ করিয়া থাকে, তাহা দ্বারা তাহাদের লোক (ভোগ্য) হয়; লোকে যেমন স্বীয় শরীরের জন্য অরিষ্টি (অনিষ্টাভাব বা অবিনাশ) ইচ্ছা করিয়া থাকে, তেমনি দেবতা প্রভৃতিও, যে লোক আপনাকে দেবাদির ঋণগ্রস্ত বলিয়া মনে করে, তাহারও অরিষ্টি কামনা করিয়া থাকেন; সেই এই বিষয়টী [পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রকরণে] বিদিত (বিহিত) এবং [অবদানপ্রকরণে] মীমাংসিতও (বিচারিতও) হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অথো ইত্যয়ং বাক্যোপন্যাসার্থঃ। অয়ং যঃ প্রকৃতো গৃহী কর্ম্মাধিকৃতোঽবিদ্বান্ শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতাদিবিশিষ্টঃ পিণ্ড আত্মেত্যুচ্যতে সর্ব্বেষাং দেবাদীনাং পিপীলিকান্তানাং ভূতানাং লোকো ভোগ্য আত্মেত্যর্থঃ, সর্ব্বেষাং বর্ণাশ্রমাদিবিহিতৈঃ কর্ম্মভিরুপকারিত্বাৎ। কৈঃ পুনঃ কর্ম্মবিশেষৈরুপকুর্ব্বন্ কেষাং ভূতবিশেষাণাং লোকঃ—ইত্যুচ্যতে—স গৃহী যৎ জুহোতি যৎ যজতে,—যাগো দেবতামুদ্দিশ্য স্বত্বপরিত্যাগঃ, স এবাসেচনাবধিকো হোমঃ, তেন হোমযাগলক্ষণেন কর্ম্মণাবশ্যকর্ত্তব্যত্বেন দেবানাং পশুবৎ পরতন্ত্রত্বেন প্রতিবদ্ধ ইতি লোকঃ; অথ যদনুব্রূতে স্বাধ্যায়-মধীতে অহরহঃ, তেন ঋষীণাং লোকঃ; অথ যৎ পিতৃভ্যো নিপৃণাতি প্রযচ্ছতি পিণ্ডোদকাদি; যচ্চ প্রজামিচ্ছতে প্রজার্থমুদ্যমং করোতি - ইচ্ছা চোৎ-পত্ত্যুপলক্ষণার্থা, প্রজাঞ্চোৎপাদয়তীত্যর্থঃ, তেন কর্ম্মণাবশ্যকর্ত্তব্যত্বেন পিতৄণাং লোকঃ পিতৄণাং ভোগ্যত্বেন পরতন্ত্রো লোকঃ; অথ যৎ মনুষ্যান্ বাসয়তে ভূম্যুদকাদিদানেন গৃহে, যচ্চ তেভ্যো বসদ্ভ্যোঽবসদ্ভ্যো বা অর্থিভ্যো-ঽশনং দদাতি, তেন মনুষ্যাণাম্; অথ যৎ পশুভ্যস্তৃণোদকং বিন্দতি লম্ভয়তি, তেন পশূনাম্; যদস্য গৃহেষু শ্বাপদা বয়াংসি চ পিপীলিকাভিঃ সহ কণবলি-ভাণ্ডক্ষালনাদি উপজীবন্তি, তেন তেষাং লোকঃ। ১

যস্মাদয়মেতানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নুপকরোতি দেবাদিভ্যঃ, তস্মাদ্ যথা হ বৈ লোকে স্বায় লোকায় স্বস্মৈ দেহায় অরিষ্টিমবিনাশং স্বস্বভাবাপ্রচ্যুতিমিচ্ছেৎ —স্বভাবাপ্রচ্যুতিভয়াৎ পোষণরক্ষণাদিভিঃ সর্ব্বতঃ পরিপালয়েৎ; এবং হ এবংবিদে—সর্ব্বভূতভোগ্যোঽহম্, অনেন প্রকারেণ ময়াবশ্যম্ ঋণিবৎ প্রতিকর্ত্তব্যম্—ইত্যেবমাত্মানং পরিকল্পিতবতে, সর্ব্বাণি ভূতানি দেবাদীনি যথোক্তানি, অরিষ্টিমবিনাশমিচ্ছন্তি স্বত্বাপ্রচ্যুত্যৈ সর্ব্বতঃ সংরক্ষন্তি—কুটুম্বিন ইব পশূন্—"তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ম্" ইত্যুক্তম্। তদ্বৈ এতৎ তদেতদ্ যথোক্তানাং কর্ম্মণামৃণবদবশ্যকর্ত্তব্যত্বং পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রকরণে বিদিতং কর্ত্তব্যতয়া মীমাংসিতং বিচারিতঞ্চ অবদানপ্রকরণে ॥ ৫৩ ॥ ১৬ ॥

টীকা। কণ্ডিকান্তরমবতার্য্য বৃত্তমনূদ্যাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং তাৎপর্য্যমাহ—অথো ইত্যাদিনা। অত্রেত্যবিদ্যাবস্থা পূর্ব্বগ্রন্থো বা গৃহ্যতে। অপি-পর্য্যায়স্যাথো-শব্দস্যাসঙ্গতিমাশঙ্ক্য ব্যাকরোতি—অথো ইতীতি। পরস্যাপি প্রকৃতস্যাত্মতো বিশিনষ্টি—গৃহীতি। গৃহিত্বে হেতুরবিদ্বানিত্যাদি। ইতরপর্য্যুদাসার্থং কর্ম্মাধিকৃত ইত্যুক্তম্। কথমুক্তস্যাত্মনঃ সর্ব্বভোগ্যতেত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বেষামিতি।

তদেব প্রশ্নদ্বারা প্রকটয়তি—কৈঃ পুনরিতি। যজতিজুহোত্যোস্ত্যাগার্থত্বেনাবিশেষাৎ পুনরুক্তিমাশঙ্ক্য যজতি-চোদনা দ্রব্যদেবতাক্রিয়াসমুদায়ে কৃতার্থত্বাদিতি ন্যায়েনাহ—যাগ ইতি। আসেচনং প্রক্ষেপঃ। উক্তঞ্চ জুহোতিরাসেচনাধিকঃ স্যাদিতি। ১

যথোক্ত হোমাদিভির্দেবাদীন্ প্রত্যুপকুর্ব্বতো গৃহিণো বিদ্যয়া প্রতিবন্ধসম্ভবাত্তদুপকারিত্বব্যাবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মাদিতি। পূর্ব্বেষামথশব্দানামভিপ্রেতমর্থমনূদ্য সমনন্তরবাক্যমবতার্য্য তদর্থমাহ—তস্মাদিতি। দেবাদীনাং কর্ম্মাধিকারিণি কর্ত্তৃত্বাদিপরিপালনমেব পরিরক্ষণমিতি বিবক্ষিত্বা পূর্ব্বোক্তং স্মারয়তি—তস্মাদিতি। যথোক্তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ যদ্যপি দেবাদীন্ প্রত্যুপকরোতি, তথাপি ন তৎকর্ত্তৃত্বমাবশ্যকং, মানাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্বা ইতি। ভূতযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো দেবযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞশ্চেত্যেবং পঞ্চ মহাযজ্ঞাঃ। ননু শ্রুতমপি বিচারং বিনা নানুষ্ঠেয়ং, ন হি রুদ্ররোদনাদি শ্রুতমিত্যেবানুষ্ঠীয়তে, তত্রাহ মীমাংসিতমিতি। তদেতদবদয়তে যদ্ যজতে স যদগ্নৌ জুহোতীত্যাদ্যবদানপ্রকরণম্। ঋণং হ বাব জায়তে জায়মানো যোঽস্তীত্যাদিনার্থবাদেনেতি শেষঃ ॥ ৫৩ ॥ ১৬

ভাষ্যানুবাদ। 'অথো' শব্দ বাক্যারম্ভসূচক। গৃহাশ্রমস্থ কর্ম্মাধিকারী শরীরেন্দ্রিয়াদিসমষ্টিভূত যে অবিদ্বান্ দেহাপণ্ড 'আত্মা' শব্দে অভিহিত হয়, সেই আত্মাই দেবতা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের লোক অর্থাৎ ভোগ্য; কারণ, বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বভূতেরই উপকার সাধন করিয়া থাকে। কি কি বিশেষ কর্ম্ম দ্বারা উপকার সাধন করিয়া কোন কোন

ভূতবিশেষের লোক হয়, তাহা বলিতেছেন—সেই গৃহস্থ যে,হোম করিয়া থাকে, এবং যাগ করিয়া থাকে, সেই হোম ও যাগাত্মক কর্ম্ম তাহার অবশ্য-কর্ত্তব্য; গৃহী ঐ কর্ম্ম দ্বারাই দেবগণের নিকট পশুর ন্যায় পরাধীনভাবে আবদ্ধ থাকে; এই জন্য সে দেবগণের লোক বা ভোগ্য হয়; যাগ অর্থ—দেবতা উদ্দেশ্যে স্বত্বত্যাগ (দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বীয় দ্রব্য ত্যাগ করা), যখন তাহাতেই আবার আসেচনের (জলীয় দ্রব্যভাগের) আধিক্য থাকে, তখন তাহার নাম হয় হোম। [গৃহস্থ] নিরন্তর যে, পাঠ করে—প্রত্যহ যে, বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তাহা দ্বারা সে ঋষিগণের লোক জয় করে; আর যে,পিতৃ-লোকের উদ্দেশ্যে জলপিণ্ডাদি প্রদান করে, এবং সন্তান ইচ্ছা করে, অর্থাৎ সন্তান লাভের জন্য চেষ্টা করে,—এখানে 'ইচ্ছা' পদে উৎপত্তি পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে, [সুতরাং অর্থ হইতেছে—] সন্তান উৎপাদন করে; সন্তানোৎপাদন গৃহীর অবশ্যকর্ত্তব্য; এইজন্য ইহা দ্বারা পিতৃগণের লোক, অর্থাৎ পিতৃগণের ভোগ্যরূপ পরতন্ত্র (পরাধীন) থাকে; আর যে, মনুষ্যগণকে উপযুক্ত স্থান ও জলাদি প্রদানপূর্ব্বক গৃহে বাস করায়, এবং গৃহে বাস করুক বা না করুক, প্রার্থনাকারী মনুষ্যগণকে যে, অন্ন প্রদান করে, তাহা দ্বারা মনুষ্য-গণের [লোক] হয়; আর যে, পশুগণকে ঘাস জল দিয়া থাকে, তদ্দ্বারা পশুগণের [লোক] হয়; এবং ইহার (গৃহীর) গৃহে যে, শ্বাপদ ও পক্ষিগণ পিপীলিকাপ্রভৃতির সঙ্গে কণা, বলি (১) ও ভাণ্ডপ্রক্ষালনাদি ভোগ করিয়া থাকে, তাহা দ্বারা তাহাদের লোক (ভোগ্য) হয়। ১

যেহেতু, এই অবিদ্বান্ গৃহস্থ কর্ম্মাচরণ দ্বারা দেবতাপ্রভৃতির উপকারসাধন করিয়া থাকে, সেই হেতু জগতে যেমন স্ব-লোকের জন্য—স্বীয় দেহের জন্য অরিষ্টি—অবিনাশ অর্থাৎ অস্তিত্বরক্ষার ইচ্ছা করিয়া থাকে, অস্তিত্ব বিলোপের ভয়ে রক্ষা ও পোষণাদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে দেহের পরিপালন করিয়া থাকে, তেমনি যিনি উক্তপ্রকার জ্ঞানবান্—'আমি সর্ব্বভূতের ভোগ্য, ঋণীর ন্যায় আমাকেও এই সমস্ত কর্ত্তব্য-কর্ম্মসম্পাদন দ্বারা ঋণপরিশোধের করিতে হইবে,' এইরূপে আপনাকে ঋণগ্রস্ত মনে করে; পূর্ব্বকথিত দেবাদি সমস্ত ভূতই তাঁহার অরিষ্টি—অবিনাশ ইচ্ছা করিয়া থাকে, অর্থাৎ গৃহস্থগণ যেরূপ পশুরক্ষা করিয়া থাকে, ঠিক তেমনি দেবগণও তাহার অস্তিত্ববিলোপ-নিবৃত্তির জন্য সর্ব্বতো-

---

(১) তাৎপর্য্য এখানে 'বলি' অর্থে—পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত 'ভূতযজ্ঞ' বুঝিতে হইবে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ 'পঞ্চমহাযজ্ঞ' কথার টিপ্পনীতে দেখিতে হইবে।

ভাবে রক্ষা করিয়া থাকে; এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, সেই হেতু দেবগণের ইহা প্রিয় নয় [যে, মানবগণ মুক্তিলাভ করে]; সেই এই বিষয়টি অর্থাৎ ঋণ-পরিশোধের ন্যায় যথোক্তপ্রকার কর্ম্মসমূহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা 'পঞ্চমহাযজ্ঞ'-প্রকরণে বিজ্ঞাত হইয়াছে, এবং অবদানপ্রকরণে মীমাংসিত (২) অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে বিচারিত বা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥ ১৬ ॥

আভাসভাষ্যম্। আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ। ব্রহ্মবিদ্যাংশ্চেৎ তস্মাৎ পশুভাবাৎ কর্ত্তব্যতাবন্ধনরূপাৎ প্রতিমুচ্যতে, কেনায়ং কারিতঃ কর্ম্মবন্ধনাধিকারেঽবশ ইব প্রবর্ত্ততে, ন পুনস্তদ্বিমোক্ষণোপায়ে বিদ্যাধিকার-ইতি। ননূক্তম্ দেবা রক্ষন্তীতি। বাঢ়ম্; কর্ম্মাধিকার-স্বগোচরারূঢ়ানেব তেঽপি রক্ষন্তি, অন্যথা অকৃতাভ্যাগম-কৃতনাশপ্রসঙ্গাৎ; ন তু সামান্যং পুরুষমাত্রং বিশিষ্টাধিকারানারূঢ়ম্; তস্মাদ্ভবিতব্যম্ তেন, যেন প্রেরিতোঽবশ এব বহির্ম্মুখো ভবতি স্বস্মাল্লোকাৎ। ২

নম্বু অবিদ্যা সা; অবিদ্যাবান্ হি বহির্ম্মুখীভূতঃ প্রবর্ত্ততে;—সাপি নৈব প্রবর্ত্তিকা; বস্তুস্বরূপাবরণাত্মিকা হি সা, প্রবর্ত্তকবীজত্বন্তু প্রতিপদ্যতে অন্ধত্বমিব গর্ত্তাদিপতনপ্রবৃত্তিহেতুঃ। এবং তর্হি উচ্যতাং—কিং তৎ, যৎ প্রবৃত্তিহেতুরিতি। তদিহাভিধীয়তে—এষণা কামঃ সঃ, স্বাভাবিকাযামবিদ্যায়াং বর্ত্তমানা বালাঃ পরাচঃ কামাননুযন্তি—ইতি কাঠকশ্রুতৌ, স্মৃতৌ চ—"কাম এষঃ ক্রোধ এষঃ" ইত্যাদি, মানবে চ—"সর্ব্বা প্রবৃত্তিঃ কামহেতুকৈব" ইতি; স এবোঽর্থঃ সবিস্তরঃ প্রদর্শ্যতে ইহ আ অধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ।

---

(২) তাৎপর্য্য—'পঞ্চমহাযজ্ঞ' ও 'অবদানপ্রকরণে'র বিবরণ এইরূপ—"পাঠো হোমশ্চাতিথীনাং সপর্য্যা তর্পণং বলিঃ। এতে পঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মযজ্ঞাদিনামকাঃ।" "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥ (মনু), অর্থাৎ (১) বেদাদি শাস্ত্রপাঠ—ব্রহ্মযজ্ঞ, (২) হোম—দেবতা উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ—দৈবযজ্ঞ, (৩) ভূতবলি—ভূতযজ্ঞ, (৪) পিতৃগণ উদ্দেশে জলপিণ্ডাদিদান—পিতৃযজ্ঞ, আর (৫) অতিথিপূজার নাম—নৃযজ্ঞ। 'পঞ্চমহাযজ্ঞ' নামে প্রসিদ্ধ এই যজ্ঞগুলি গৃহস্থের প্রত্যহ পালনীয়। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ভূতযজ্ঞকে ভূতবলি ও বৈশ্বদেবযাগও বলা হয়। ইহার লক্ষণ এইরূপ—'আপ্যায়নায় ভূতানাং কুর্য্যাদুৎসর্গমাদরাৎ। শ্বভ্যশ্চ শ্বপচেভ্যশ্চ বয়োভ্যশ্চাবপেদ্ভুবি ॥ বৈশ্বদেবং হি নামৈতৎ সায়ং প্রাতরুদাহৃতম্ ॥' ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, গৃহস্থ মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে আহারের পূর্ব্বে প্রথমে দেবতা উদ্দেশে এবং কুকুর, চণ্ডাল ও পক্ষীপ্রভৃতির উদ্দেশে খাদ্যদ্রব্যের অগ্রভাগ ভূমিতে দান করিয়া অবশেষে আপনি ভোজন করিবে।

টীকা। বাক্যান্তরমাদায় ব্যাখ্যাতুং পাতনিকাং করোতি—আত্মৈবেত্যাদিনা। কর্ম্মৈব বন্ধনং, তত্রাধিকারোঽনুষ্ঠানং, তস্মিন্নিতি যাবৎ। বিদ্যাধিকারস্তদুপায়ে শ্রবণাদৌ প্রবৃত্তিস্তত্রেত্যর্থঃ। যথোক্তাধিকারিণো দেবাদিভী রক্ষণং প্রবৃত্তিমার্গে নিয়মেন প্রবর্ত্তকমিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। উক্তমঙ্গীকরোতি—বাঢ়মিতি। তর্হি প্রবর্ত্তকান্তরং ন বক্তব্যং, তত্রাহ—কর্ম্মাধিকারেতি। কর্ম্মস্বধিকারেণ স্বগোচরত্বং প্রাপ্তানেব দেবাদয়োঽপি রক্ষন্তি, ন সর্ব্বাশ্রমসাধারণং ব্রহ্মচারিণম্, অতোঽস্য কর্ম্মমার্গে প্রবৃত্তৌ দেবাদিরক্ষণস্যাহেতুত্বাৎ ব্রহ্মচারিণো নিবৃত্তিং ত্যক্ত্বা প্রবৃত্তিপক্ষপাতে কারণং বাচ্যমিত্যর্থঃ। মনুষ্যমাত্রং কর্ম্মণ্যেব তে বলাৎ প্রবর্ত্তয়ন্তি, তেষামচিন্ত্যশক্তিত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্যথেতি। স্বগোচরান্নাচানেবেত্যেবকারস্য ব্যাবর্ত্ত্যং কীর্ত্তয়তি—ন হীতি। বিশিষ্টাধিকারো গৃহস্থানুষ্ঠেয়কর্ম্মসু গৃহস্থত্বেন স্বামিত্বং, তেন দেবগোচরতামপ্রাপ্তমিত্যর্থঃ। দেবাদিরক্ষণস্যাকারণত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি।

প্রত্যগবিদ্যা যথোক্তাধিকারিণো নিয়মেন প্রবৃত্ত্যনুরাগে হেতুরিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। তদেব স্ফুটয়তি। অবিদ্যাবানিতি। তস্যাঃ স্বরূপেণ প্রবর্ত্তকত্বং দূষয়তি—আপীতি। অবিদ্যায়াস্তর্হি প্রবৃত্ত্যন্বয়ব্যতিরেকৌ কথমিত্যাশঙ্ক্য কারণকারণত্বেনেত্যাহ—প্রবর্ত্তকেতি। সত্যমস্মিন্ কারণেঽকারণমেবাবিদ্যা প্রবৃত্তেরিতি চেত্তত্রাহ—এবং তর্হীতি। উত্তরবাক্যমুত্তরত্বেনাবতার্য্য তস্মিন্বিবক্ষিতং প্রবর্ত্তকং সঙ্ক্ষিপতি—তদিহ্যত্তিধীয়ত ইতি। তত্রার্থতঃ শ্রুত্যন্তরং সংবাদয়তি—স্বাভাবিকামিতি। তত্রৈব ভগবতঃ সম্মতিমাহ—স্মৃতৌ চেতি। 'অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ম্' ইত্যাদিপ্রশ্নস্যোত্তরম্—

'কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ' ইত্যাদি।

'অকামতঃ ক্রিয়া কাচিদ্ দৃশ্যতে নেহ কস্যচিৎ।

যদ্যদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্'

ইতি বাক্যমাশ্রিত্যাহ—মানবে চেতি। দর্শিতমিতি শেষঃ। উক্তেঽর্থে তৃতীয়াধ্যায়শেষমপি প্রমাণয়তি—স এষোঽর্থ ইতি।

আভাস-ভাষ্যানুবাদ। "আত্মৈবেদম্ অগ্র আসীৎ" ইত্যাদি। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি যদি কর্ত্তব্যতা-বন্ধনস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত পশুভাব হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে, তিনি কেন কাহার প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া যেন অবশেরই মত কর্ম্মবন্ধনাধিকারে প্রবৃত্ত হন? এবং কেনই বা আত্মবিমোক্ষের জন্য তদুপায় বিদ্যাধিকারে প্রবৃত্ত না হয়? ভাল, এখন আবার এ আপত্তি কেন? পূর্ব্বেই ত বলা হইয়াছে যে, দেবতারা তাহাদিগকে রক্ষা করেন; হাঁ, এ কথা বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু যাহারা দেবতাদিগের অধিকারভুক্ত কর্ম্মাধিকারে অবস্থিত, দেবতারা কেবল তাহাদিগকেই রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা কর্ম্মে বিশিষ্টাধিকার লাভ করে নাই, তাদৃশ সাধারণ পুরুষদিগকে ত আর রক্ষা করেন না; ইহা না

বলিলে কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগমনামক দুইটি দোষ উপস্থিত হয় (১)। অতএব অবশ্যই সেরূপ কিছু আছে, পুরুষ যাহার প্রেরণায় অবশ হইয়াই যেন স্ব-লোক হইতে (আত্মা হইতে) বহির্মুখ হইয়া থাকে। ১

ভাল, সে পদার্থটী ত অবিদ্যা; কেন না, অবিদ্যাসম্পন্ন পুরুষই বহির্মুখ হইয়া প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু অবিদ্যাও প্রবৃত্তির কারণ নহে; পরন্তু তাহা কেবল বস্তুর স্বরূপটি মাত্র আবরণ করিয়া রাখে; সেইজন্যই উহা প্রবৃত্তির বীজভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেমন অন্ধত্ব ধর্ম্ম, গর্ত্তপ্রভৃতিতে পতনের কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহাও তেমনি। তাহা হইলে, বল—প্রবৃত্তির মূলকারণভূত সেই বস্তুটি কি? হাঁ, তাহা বলা হইতেছে—সেই বস্তুটি হইতেছে এষণা—কাম; কঠোপনিষদে আছে—'স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যাধিকারে বর্ত্তমান বালকগণ, অর্থাৎ বালকের ন্যায় চঞ্চলচিত্ত পুরুষগণ বাহ্য বিষয়ের অনুসরণ করিয়া থাকে;' স্মৃতিতেও (ভগবদ্গীতাতেও) আছে—'ইহা হইতেছে—কাম এবং ইহাই ক্রোধ, (২) ইত্যাদি। মনুসংহিতাতেও আছে—'কামই সর্ব্বপ্রবৃত্তির হেতু বা প্রযোজক'। এখানেও অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত সেই বিষয়ই বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করা হইতেছে।

আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব, সোঽকাময়ত—জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়ে-

---

(১) তাৎপর্য্য—'কৃতনাশ' ও 'অকৃতাভ্যাগম' দুই প্রকার দোষ। কৃতনাশ অর্থ—যাহা করা হইয়াছে, অথচ ফল না দিয়াই নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ না হওয়া; আর অকৃতাভ্যাগম অর্থ—যাহা করা হয় নাই, তাহার প্রাপ্তি, অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়াও আকস্মিক ভাবে ফলপ্রাপ্তি। কৃতকর্ম্মের নাশ হইলে লোকের কর্ম্মানুষ্ঠানে উৎসাহ থাকে না; আর অকৃতাভ্যাগম হইলে জগতের বৈচিত্র্য লোপ পায়, এবং কর্ম্মফলেও অনিচ্ছা জন্মিতে পারে।

(২) তাৎপর্য্য—অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—মানুষ কাহার প্রেরণায় পরিচালিত হইয়া অনিচ্ছায়ও পাপাচরণ করে? তদুত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন—"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।" হে অর্জ্জুন, [তুমি যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ইহা হইতেছে কাম (অভিলাষ), ইহাই ক্রোধ; রজোগুণ ইহার উৎপাদক, ইহার ভোগশক্তি অতি প্রবল, ইহা অতিশয় পাপকর। ইহাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিবে।' অভিপ্রায় এই যে, কাম ও ক্রোধ একই পদার্থ, কাম যখন অপর কাহারো দ্বারা প্রতিহত হয়, তখনই ক্রোধরূপে আবির্ভূত হয়; সুতরাং উভয়কে এক বলা অসঙ্গত হয় না।

ত্যে তাবান্ বৈ কামো নেচ্ছংশ্চনাতো ভূয়ো বিন্দেৎ, তস্মাদপ্যেতর্হ্যেকাকী কাময়তে—জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়েতি, স যাবদপ্যেতেষামেকৈকং ন প্রাপ্নোত্যকৃৎস্ন এব তাবন্মন্যতে, তস্যো কৃৎস্নতা—মন এবাস্যাত্মা বাগ্ জায়া প্রাণঃ প্রজা চক্ষুর্ম্মানুষং বিত্তং চক্ষুষা হি তদ্বিন্দতে শ্রোত্রং দৈবং শ্রোত্রেণ হি তচ্ছৃণোত্যাত্মৈবাস্য কর্ম্মাত্মনা হি কর্ম্ম করোতি, স এষ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞঃ পাঙ্‌ক্তঃ পশুঃ পাঙ্‌ক্তঃ পুরুষঃ পাঙ্‌ক্তমিদং সর্ব্বং যাদদং কিঞ্চ, তদিদং সর্ব্বমাপ্নোতি য এবং বেদ ॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥

সম্বন্ধার্থঃ—অগ্রে (পত্নীপরিগ্রহাৎ পূর্ব্বং) ইদং (অয়ং দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্টঃ) আত্মা একঃ (অসহায়ঃ) এব আসীৎ, (নান্যৎ জায়াদিকং কিঞ্চিৎ); সঃ (একাকী) অকাময়ত (কামিতবান্)— মে (মম) জায়া (পত্নী) স্যাৎ, অথ (জায়াসম্বন্ধানন্তরম্) প্রজায়েয় (পৈত্র-ঋণ-শোধনার্থং প্রজারূপেণ উৎপন্নো ভবেয়ম্); অথ (অনন্তরং) বিত্তং (ধনং) মে স্যাৎ, অথ (বিত্তলাভানন্তরং) [দেবানাং ঋণশোধনার্থং] কর্ম্ম (ধর্ম্মাদিসাধনং) কুর্ব্বীয় (কুর্য্যাম্) ইতি। এতাবান্ (এতৎপরিমাণঃ পুত্র-বিত্ত-লোকরূপঃ) এব (অবধারণে) কামঃ (নাতো ন্যূনঃ, নাপ্যধিকঃ), বৈ (প্রসিদ্ধৌ); ইচ্ছন্ (অভিলষন্) চ ন (অপি) [জনঃ] অতঃ (যথোক্তলক্ষণাৎ কামাৎ) ভূয়ঃ (অধিকং) ন বিন্দেৎ (ন লভেত); তস্মাৎ (সৃষ্টিরক্ষায়াঃ এবং ব্যবস্থাত এব হেতোঃ) এতর্হি (ইদানীং) অপি একাকী (অসহায়ঃ জনঃ) কাময়তে —জায়া মে স্যাৎ, অথ প্রজায়েয়; অথ বিত্তং মে স্যাৎ, অথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয় ইতি। সঃ (একাকী পুরুষঃ) যাবৎ এতেষাং (যথোক্তানাং কামানাং) একৈকং (অন্যতমং) অপি ন প্রাপ্নোতি, তাবৎ অকৃৎস্নঃ (অপূর্ণঃ) এব [অহমস্মীতি] মন্যতে; [অর্থাৎ সর্ব্বসম্পত্তৌ তস্য কৃৎস্নতা ভবতীতি মন্তব্যম্]। [যথোক্তকামসম্পত্ত্যা কৃৎস্নতাং সম্পাদয়িতুমক্ষমস্যাপি প্রকারান্তরেণ কার্য্যকরণসংঘাতমেব প্রবিভজ্য কৃৎস্নতাং সম্পাদয়িতুম্ আহ—] তস্য (অকৃৎস্নত্বাভিমানিনঃ) উ (বিতর্কে) কৃৎস্নতা [উচ্যতে—] মনঃ (অন্তঃকরণং) এব

অস্য অকৃৎস্নত্বাভিমানিনঃ) আত্মা (আত্মা ইব), বাক্ (শব্দঃ) জায়া (পত্নী), প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্তিঃ) প্রজা (সন্ততিঃ), চক্ষুঃ মানুষং বিত্তং, হি (যস্মাৎ) চক্ষুষা (করণেন) তৎ (বিত্তং) বিন্দতে; শ্রোত্রং দৈবং (দিব্যং বিত্তং), হি (যস্মাৎ) শ্রোত্রেণ (শ্রবণেন্দ্রিয়েণ) তং (দৈবং বিত্তং) শৃণোতি, আত্মা (স্বশরীরং) এব অস্য কর্ম্ম; হি (যস্মাৎ) আত্মনা (শরীরেণ) কর্ম্ম করোতি (সম্পাদয়তি); সঃ এষঃ যজ্ঞঃ পাঙ্‌ক্তঃ (পঞ্চভিঃ নির্বৃত্তঃ); পশুঃ (যজ্ঞীয়ঃ) পাঙ্‌ক্তঃ, পুরুষঃ (যজ্ঞকর্ত্তা) পাঙ্‌ক্তঃ, ইদং (দৃশ্যমানং) সর্ব্বং পাঙ্‌ক্তং,—যৎ ইদং কিঞ্চ (যৎকিঞ্চিদিদং), যঃ এবং বেদ (বেত্তি), [সঃ] ইদং সর্ব্বং আপ্নোতি (প্রাপ্নোতি); [বিদ্যাফলমেতদিতি ভাবঃ) ॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥৪॥

মূলানুবাদ। অগ্রে (পত্নীগ্রহণের পূর্ব্বে) এই আত্মা (দেহাভিমানী জীব) একই ছিলেন; তিনি কামনা করিলেন—আমার জায়া (পত্নী) হউক, আমি সন্তানরূপে প্রাদুর্ভূত হইব; আমার বিত্ত হউক, আমি কর্ম্ম (ধর্ম্মাদিসাধন ক্রিয়া) করিব, ইতি। জগতে এতৎ-পরিমাণ কামই প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ এতদতিরিক্ত আর কোনরূপ কাম্য বিষয় নাই; ইচ্ছা করিলেও কেহ ইহার অধিক কিছু লাভ করে না; সেই হেতু বর্ত্তমান সময়েও একাকী লোক কামনা করিয়া থাকে—আমার জায়া হউক, আমি সন্তানরূপে জন্মিব; আমার বিত্ত হউক, আমি কর্ম্ম করিব ইতি। সে যতক্ষণ উক্ত কাম্য বিষয়ের মধ্যে এক একটিও প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সে নিশ্চয়ই আপনাকে অকৃৎস্ন (অপূর্ণ) বলিয়া মনে করে; [বুঝিতে হইবে যে, উক্ত কামের প্রাপ্তিতেই আপনার পূর্ণতা বোধ করে]; তাহার পূর্ণতা [এইরূপেও সম্ভাবিত হয়—] সর্ব্বার্থবিচারক্ষম মনই ইহার আত্মা, বাক্ (শব্দ) ইহার জায়া, প্রাণ তাহার প্রজা (সন্তান), চক্ষু মানুষ সম্পদ্; কারণ, চক্ষু দ্বারা মনুষ্যসম্পাদিত বিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া থাকে; শ্রবণেন্দ্রিয় তাহার দৈব সম্পদ, কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই দৈব সম্পদের তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া থাকে; ইহার দেহই কর্ম্ম (কর্ম্মসাধন), কেন না, দেহ দ্বারাই কর্ম্ম সম্পাদন

করিয়া থাকে। সেই এই যজ্ঞ হইতেছে পাঙ্‌ক্ত; অর্থ মনঃ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি পদার্থে নিষ্পন্ন, যজ্ঞীয় পশুও পাঙ্‌ক্ত, যজ্ঞকর্ত্তা পুরুষও পাঙ্‌ক্ত; অধিক কি, এই যাহা কিছু, তৎসমস্তই পাঙ্‌ক্ত (মনঃ প্রভৃতি পঞ্চাবয়বসম্পন্ন); যে ব্যক্তি এই পাঙ্‌ক্ত তত্ত্ব জানেন, তিনি ইহার সমস্তই প্রাপ্ত হন॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আত্মৈবেদমগ্র আসাৎ। আত্মৈব—স্বাভাবিকোঽবিদ্বান্ কার্য্যকরণসংঘাতলক্ষণো বর্ণী অগ্রে প্রাক্ দারসম্বন্ধাৎ আত্মেত্যভিধীয়তে; তস্মাদাত্মনঃ পৃথগ্‌ভূতং কাম্যমানং জায়াদিভেদরূপং নাসাৎ; স এবৈক আসীৎ—জায়াদ্যেষণাবীজভূতাবিদ্যাবানেক এবাসীৎ। স্বাভাবিক্যা স্বাত্মনি কর্ত্ত্রাদিকারকক্রিয়াফলাত্মকতাধ্যারোপলক্ষণয়াঽবিদ্যাবাসনয়া বাসিতঃ সঃ অকাময়ত কামিতবান্। কথম্? জায়া কর্ম্মাধিকারহেতুভূতা, মে মম কর্ত্তুঃ স্যাৎ; তয়া বিনা অহমনধিকৃত এব কর্ম্মণি; অতঃ কর্ম্মাধিকারসম্পত্তয়ে ভবেজ্জায়া; অথাহং প্রজায়েয়—প্রজারূপেণাহমেবোৎপদ্যেয়; অথ বিত্তং মে স্যাৎ—কর্ম্মসাধনং গবাদিলক্ষণম্; অথাহমভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স-সাধনং কর্ম্ম কুর্ব্বীয়, যেনাহমনৃণী ভূত্বা দেবাদীনাং লোকান্ প্রাপ্নুয়াম্, তৎকর্ম্ম কুর্ব্বীয়, কাম্যানি চ পুত্রবিত্তস্বর্গাদিসাধনানি। ১

এতাবান্ বৈ কাম এতাবদ্বিষয়পরিচ্ছিন্ন ইত্যর্থঃ; এতাবানেব হি কাময়িতব্যো বিষয়ঃ—যদুত জায়াপুত্রবিত্তকর্ম্মাণি সাধনলক্ষণৈষণা, লোকাশ্চ ত্রয়ঃ—মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি—ফলভূতাঃ সাধনৈষণায়াশ্চাস্যাঃ; তদর্থা হি জায়াপুত্রবিত্তকর্ম্মলক্ষণা সাধনৈষণা; তস্মাৎ সা একৈব এষণা যা লোকৈষণা; সা একৈব সতী এষণা সাধনাপেক্ষেতি দ্বিধা; অতোঽবধারয়িষ্যতি "উভে হ্যেতে এষণে এব" ইতি। ২

ফলার্থত্বাৎ সর্ব্বারম্ভস্য লোকৈষণা অর্থপ্রাপ্তা উক্তৈবেতি—এতাবান্ বৈ এতাবানেব কাম ইত্যবধ্রিয়তে। ভোজনেঽভিহিতে তৃপ্তির্ন হি পৃথগভিধেয়া, তদর্থত্বাদ্ভোজনস্য। তে এতে এষণে সাধ্যসাধনলক্ষণে কামঃ, যেন প্রযুক্তোঽবিদ্বান্ অবশ এব কোশকারবদাত্মানং বেষ্টয়তি—কর্ম্মমার্গ এবাত্মানং প্রণিদধদ্ বহির্ম্মুখীভূতো ন স্বং লোকং প্রতিজানাতি। তথা চ তৈত্তিরীয়কে—"অগ্নিমুগ্ধো হৈব ধূমতান্তঃ স্বং লোকং ন প্রতিজানাতি" ইতি। ৩

কথং পুনরেতাবত্ত্বমবধার্য্যতে কামানাম্, অনন্তত্বাদ্ অনন্তা হি কামাঃ—ইত্যেতদাশঙ্ক্য হেতুমাহ—যস্মাৎ ন ইচ্ছন্-চন—ইচ্ছন্নপি, অতঃ অস্মাৎ ফল-সাধনলক্ষণাৎ ভূয়ঃ অধিকতরং ন বিন্দেৎ ন লভেত ; ন হি লোকে ফল-সাধন-ব্যতিরিক্তং দৃষ্টমদৃষ্টং বা লব্ধব্যমস্তি। লব্ধব্যবিষয়ো হি কামঃ, তস্য চৈতদ্ব্যতিরেকেণাভাবাদ্ যুক্তং বক্তুম্—এতাবান্ বৈ কাম ইতি'। এতদুক্তং ভবতি—দৃষ্টার্থমদৃষ্টার্থং বা সাধ্যসাধনলক্ষণমবিদ্যাবৎপুরুষাধিকার-বিষয়ম্ এষণাদ্বয়ং কামঃ ; অতোঽস্মাদ্বিদ্বান্ ব্যুত্থাতব্যমিতি। ৪

যস্মাদেবমবিদ্বান্ আত্মকামী পূর্ব্বং কাময়ামাস, তথা পূর্ব্বতরোঽপি। এষা লোকস্থিতিঃ ; প্রজাপতেশ্চৈবমেষ সর্গ আসীৎ—সোঽবিভেদবিদ্যয়া,ততঃ কাম-প্রযুক্ত একাক্যরমমাণঃ অরত্যপঘাতায় স্ত্রিয়মৈচ্ছৎ, তাং সমভবৎ, ততঃ সর্গোঽয়মাসীদিতি হ্যুক্তম্ ; তস্মাৎ তৎসৃষ্টৌ এতর্হি এতস্মিন্নপি কালে একাকী সন্ প্রাক্দারক্রিয়াতঃ কাময়তে—জায়া মে স্যাৎ অথ প্রজায়েয় ; অথ বিত্তং মে স্যাৎ, অথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়—ইত্যুক্তার্থং বাক্যম্। সঃ—এবং কাময়মানঃ সম্পাদয়ংশ্চ জায়াদীন্, যাবৎ সঃ এতেষাং যথোক্তানাং জায়াদীনাং একৈকমপি ন প্রাপ্নোতি অকৃৎস্নঃ অসম্পূর্ণোঽহমিত্যেব তাবদাত্মানং মন্যতে ; পারিশেষ্যাৎ সমস্তানেবৈতান্ সম্পাদয়তি যদা, তদা তস্য কৃৎস্নতা। ৫

যদা তু ন শক্নোতি কৃৎস্নতাং সম্পাদয়িতুম্ তদা অস্য কৃৎস্নত্বসম্পা-দনায়াহ—তস্যো তস্য অকৃৎস্নত্বাভিমানিনঃ কৃৎস্নতেয়মেবং ভবতি। কথম্? অয়ং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতঃ প্রবিভজ্যতে—তত্র মনোঽনুবৃত্তি হি ইতরৎ সর্ব্বং কার্য্যকরণজাতমিতি মনঃ প্রধানত্বাদাত্মেব আত্মা,—যথা জায়াদীনাং কুটুম্ব-পতিরাত্মেব, তদনুকারিত্বাজ্জায়াদিচতুষ্টয়স্য ; এবমিহাপি মন আত্মা পরি-কল্প্যতে কৃৎস্নতায়ৈ। তথা বাক্ জায়া, মনোঽনুবৃত্তিত্বসামান্যাদ্বাচঃ। বাগিতি শব্দশ্চোদনাদিলক্ষণো মনসা শ্রোত্রদ্বারেণ গৃহ্যতেঽবধার্য্যতে প্রযুজ্যতে চেতি মনসো জায়েব বাক্। ৬

তাভ্যাঞ্চ বাঙ্মনসাভ্যাং জায়াপতিস্থানীয়াভ্যাং প্রসূয়তে প্রাণঃ কর্ম্মার্থম্—ইতি প্রাণঃ প্রজেব। তত্র প্রাণচেষ্টাদিলক্ষণং কর্ম্ম চক্ষুর্দৃষ্টবিত্তসাধ্যং ভবতীতি চক্ষুর্মানুষং বিত্তম্। তৎ দ্বিবিধং বিত্তং—মানুষম্ ইতরচ্চ ; অতো বিশিনষ্টি ইতরবিত্তনিবৃত্ত্যর্থং মানুষমিতি। গবাদি হি মনুষ্যসম্বন্ধি বিত্তং চক্ষুগ্রাহ্যং কর্ম্মসাধনম্ ; তস্মাৎ তৎস্থানীয়ম্; তেন সম্বন্ধাচ্চক্ষুর্মানুষং বিত্তম্।

চক্ষুষা হি যস্মাৎ তন্মানুষং বিত্তং বিন্দতে গবাদ্যুপলভত ইত্যর্থঃ। কিং পুনরিতরদ্বিত্তম্? শ্রোত্রং দৈবম্—দেববিষয়ত্বাদ্বিজ্ঞানস্য, বিজ্ঞানং দৈবং বিত্তম্; তদিহ শ্রোত্রমেব সম্পত্তিবিষয়ম্; কস্মাৎ? শ্রোত্রেণ হি যস্মাৎ তদ্দৈবং বিত্তং বিজ্ঞানং শৃণোতি; অতঃ শ্রোত্রাধীনত্বাদ্বিজ্ঞানস্য শ্রোত্রমেব তদিতি। ৭

কিং পুনরেতৈরাত্মাদিবিত্তান্তৈরিহ নির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ম্ম? ইত্যুচ্যতে— আত্মৈব—আত্মেতি শরীরমুচ্যতে। কথং পুনরাত্মা কর্ম্মস্থানীয়ঃ? অস্য কর্ম্মহেতুত্বাৎ। কথং কর্ম্মহেতুত্বম্? আত্মনা হি শরীরেণ যতঃ কর্ম্ম করোতি তস্য অকৃৎস্নত্বাভিমানিনঃ এবং কৃৎস্নতা সম্পন্না—যথা বাহ্যা জায়াদিলক্ষণা, এবম্। তস্মাৎ স এষ পাঙ্‌ক্তঃ পঞ্চভির্নির্বৃত্তঃ পাঙ্‌ক্তঃ যজ্ঞঃ দর্শনমাত্রনির্বৃত্তোঽকর্ম্মিণোঽপি। ৮

কথং পুনরস্য পঞ্চত্বসম্পত্তিমাত্রেণ যজ্ঞত্বম্? উচ্যতে—যস্মাদ্বাহ্যোঽপি যজ্ঞঃ পশুপুরুষসাধ্যঃ, স চ পশুঃ পুরুষশ্চ পাঙ্‌ক্ত এব, যথোক্তমন-আদিপঞ্চত্বযোগাৎ; তদাহ—পাঙ্‌ক্তঃ পশুর্গবাদিঃ; পাঙ্‌ক্ত পুরুষঃ পশুত্বে অধিকৃতত্বেনাস্য বিশেষঃ পুরুষস্যেতি পৃথক্‌পুরুষগ্রহণম্। কিং বহুনা পাঙ্‌ক্তমিদং সর্ব্বং কর্ম্মসাধনং ফলঞ্চ, যদিদং কিঞ্চ যৎকিঞ্চিদিদং সর্ব্বম্ এবং পাঙ্‌ক্তং যজ্ঞমাত্মানং যঃ সম্পাদয়তি স তদিদং সর্ব্বং জগদাত্মত্বেনাপ্নোতি য এবং বেদ ॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥

টীকা। এবং তাৎপর্য্যমুক্ত্বা প্রতীকমাদায় পদানি ব্যাকরোতি—আত্মৈবেত্যাদিনা। বর্ণী দ্বিজত্বদ্যোতকো ব্রহ্মচারীতি যাবৎ। কথং তর্হি হেত্বভাবে তস্য কামিত্বমপি স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—জায়াদীতি। সশব্দং ব্যাকুর্ব্বন্নুত্তরবাক্যমাদায়াবশিষ্টং ব্যাচষ্টে—স্বাস্ত্যাবিত্যেতি।

কামনাপ্রকারং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কথমিতি। কর্ম্মাধিকারহেতুত্বং তস্যাঃ সাধয়তি—তয়েতি। প্রজাং প্রতি জায়ায়া হেতুত্বদ্যোতকোঽথশব্দঃ। প্রজায়া মানুষবিত্তান্তর্ভাবমভ্যুপেত্য দ্বিতীয়োঽথশব্দঃ। তৃতীয়স্তু বিত্তস্য কর্ম্মানুষ্ঠানহেতুত্ববিবক্ষয়েতি বিভাগঃ। কর্ম্মানুষ্ঠানফলমাহ—যেনেতি। ১

তৎ কিং নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মণামেবানুষ্ঠানং, নেত্যাহ—কাম্যানি চেতি। ক্রিয়াপদমনুক্রষ্টুং চশব্দঃ। কামশব্দস্য যথাশ্রুতমর্থং গৃহীত্বৈতাবানিত্যাদিবাক্যাভিপ্রায়মাহ—সাধনলক্ষণেতি। অস্যাঃ সাধনৈষণায়াঃ ফলভূতা ইতি সম্বন্ধঃ। দ্বয়োরেষণাত্বমুক্ত্বা

লোকৈষণাং পরিশিনষ্টি—তদর্থা হীতি। কথং তর্হি সাধনৈষণোক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—নৈকৈকেবেতি। এতেন বাক্যশেষোঽপ্যনুগুণীভবতীত্যাহ—অত ইতি। ২

সাধনবৎ ফলমপি কামমাত্রং চেৎ, কথং তর্হি শ্রুত্যা সাধনমাত্রমভিধায়ৈতাবানবধ্রিয়তে, তত্রাহ—ফলার্থত্বাদিতি। উক্তে সাধনে সাধ্যমার্থিকমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—ভোজন ইতি। সাধনোক্তৌ সাধ্যস্যার্থাদুক্তেরেতাবানিতি দ্বয়োরনুবাদেঽপি কথমেষণাত্বে কামশব্দস্তত্র প্রযুজ্যতে, ন হি তৌ পর্য্যায়ৌ, ন চ তদবাচ্যত্বে তয়োরনর্থকতেত্যাশঙ্ক্য পর্য্যায়ত্বমেষণাকামশব্দয়োরুপেত্যাহ—ত্তে এতে ইতি। বেষ্টনমেব স্পষ্টয়তি—কর্ম্মমার্গ ইতি। অগ্নিমুগ্ধোঽগ্নিরেব হোমাদিদ্বারেণ মম শ্রেয়ঃসাধনং নাত্মজ্ঞানমিত্যভিমানবান্ ধূমতান্তো ধূমেন গ্লানিমাপন্নো ধূমতা বা মমান্তে দেহাবসানে ভবতীতি মন্যমানস্তে ধূমমভিসম্ভবন্তীতি শ্রুতেঃ। স্বং লোকমাত্মানম্। ৩

বাক্যান্তরমুত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—কথমিত্যাদিনা। তস্মাদেতাবত্ত্বমবধার্য্যতে তেষামিতি শেষঃ। উক্তমেবার্থং লোকদৃষ্টমবষ্টভ্য স্পষ্টয়তি—ন হীতি। লব্ধব্যান্তরাভাবেঽপি কাময়িতব্যান্তরং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—লব্ধব্যেতি। এতদ্ব্যতিরেকেন সাধ্যসাধনাতিরেকেণেতি যাবৎ। তয়োর্দ্বয়োরপি কামত্ববিধায়িশ্রুতেরভিপ্রায়মাহ—এতদুক্তমিতি। কামস্যানর্থত্বাৎ সাধ্যসাধনয়োশ্চ তাবন্মাত্রত্বাৎ সর্গাদৌ পুমর্থতাবিশ্বাসং ত্যক্ত্বা স্বপ্নলাভতুল্যাভ্যস্তিস্বত্যোঽপ্যেষণাভ্যো ব্যুত্থানং সংন্যাসাত্মকং কৃত্বা কাঙ্ক্ষিতমোক্ষহেতুং জ্ঞানমুদ্দিশ্য শ্রবণাদ্যাবর্ত্তয়েদিত্যর্থঃ। ৪

তস্মাদপীত্যাদি ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। প্রাকৃতস্থিতিরেষা ন বুদ্ধিপূর্ব্বকারিণামিদং বৃত্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রজাপতেশ্চেতি। তত্র হেতুত্বেন পূর্ব্বোক্তং স্মারয়তি—সোঽবিভেত্যাদিনা। তত্রৈব কার্য্যলিঙ্গকমনুমানং সূচয়তি—তস্মাদিতি। স যাবদিত্যাদিবাক্যমাদায় ব্যাচষ্টে—স এবমিতি। পূর্ব্বঃ স শব্দো বাক্যপ্রদর্শনার্থঃ। দ্বিতীয়স্তু ব্যাখ্যানমধ্যপাতীত্যবিরোধঃ। অর্থসিদ্ধমর্থমাহ—পারিশেষ্যাদিতি। ৫

তস্তো কৃৎস্নতেত্তেত্যেতদবতার্য্য ব্যাকরোতি—যদেত্যাদিনা। অকৃৎস্নত্বাভিমানিনো বিরুদ্ধং কৃৎস্নত্বমিত্যাহ—কথমিতি। বিরোধমন্তরেণ কার্ৎস্ন্যার্থং বিভাগং দর্শয়তি—অয়মিতি। বিভাগে প্রস্তুতে মনসো যজমানত্বকল্পনায়াং নিমিত্তমাহ—তত্রেতি। উক্তমেব ব্যনক্তি—যথেতি। তথা মনসো যজমানত্বকল্পনাবদিত্যর্থঃ। বাচি জায়াত্বকল্পনায়াং নিমিত্তমাহ—মন ইতি। বাচো মনোঽনুবৃত্তিত্বং স্বরূপকথনপুরঃসরং স্ফোরয়তি—বাগিতীতি। ৬

প্রাণস্তু প্রজাত্বকল্পনাং সাধয়তি—তাভ্যাং চেতি। কথং পুনশ্চক্ষুর্মানুষং বিত্তমিত্যুচ্যতে, পশুহিরণ্যাদি তথেত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি। আত্মাদিত্রয়ে সিদ্ধে সতীতি যাবৎ। আদিপদেন কায়চেষ্টা গৃহ্যতে। মানুষমিতি বিশেষণস্তার্থবত্ত্বং সমর্থয়তে—তদ্বিবিধমিতি। সম্প্রতি চক্ষুষো মানুষবিত্তত্বং প্রপঞ্চয়তি—গবাদীতি। তৎপদপরামৃষ্টমেবার্থং ব্যাচষ্টে—তেন সম্বন্ধাদিতি। তৎস্থানীয়ং মানুষবিত্তস্থানীয়ং তেন মানুষেণ বিত্তেনেত্যেতৎ। সম্বন্ধমেব সাধয়তি—চক্ষুষা হীতি। তস্মাচ্চক্ষুর্মানুষং বিত্তমিতি।

আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্তরবাক্যমুপাদত্তে—কিং পুনরিতি। তদ্ব্যাচষ্টে—দেবেতি। তত্র হেতুমাহ—কস্মাদিত্যাদিনা। ৭

যজমানাদিনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ম্ম প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি—কিং পুনরিত্যাদিনা। ইহেতি সম্পত্তিপক্ষোক্তিঃ। শরীরস্য কর্ম্মত্বমপ্রসিদ্ধমিতি শঙ্কিত্বা পরিহরতি—কথং পুনরিতি। অস্তেতি যজমানোক্তেঃ। হিশব্দার্থো যত ইত্যনূদ্যতে। তস্মো কৃৎস্নতেত্যুক্তমুপসংহরতি—তস্মৈতি। উক্তরীত্যা কৃৎস্নত্বে সিদ্ধে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ৮

অস্তেতি দর্শনোক্তিঃ। পশোঃ পুরুষস্য চ পাঙ্‌ক্তত্বং তচ্ছব্দার্থঃ. পুরুষস্য পশুত্বাবিশেষাৎ পৃথগ্‌ গ্রহণমযুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পশুত্বেঽপীতি। ন কেবলং পশুপুরুষয়োরেব পাঙ্‌ক্তত্বং, কিং তু সর্ব্বস্যেত্যাহ—কিং বহুনেতি। তস্মাদাধ্যাত্মিকস্য দর্শনস্য যজ্ঞত্বং পঞ্চত্বযোগাদবিরুদ্ধমিতি শেষঃ। সম্পত্তিফলং ব্যাকরোতি—এবমিতি। ব্যাখ্যাতার্থং বাক্যমনুবদন্ ব্রাহ্মণমুপসংহরতি—য এবং বেদেতি। সাধ্যং সাধনং চ পাঙ্‌ক্তং স্বাত্মানং জ্ঞাত্বা তচ্চাত্মত্বেনানুসন্ধধানস্য তদাপ্তিরেব ফলং, তৎক্রতুন্যায়াদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ ১৭

ইতি বৃহদারণ্যকভাষ্যটীকায়াং প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থং ব্রাহ্মণম্। ১৪।

ভাষ্যানুবাদ। "আত্মৈব ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি। আত্মাই—স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যাসম্পন্ন দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতবিশিষ্ট ব্রাহ্মণাদি বর্ণই অগ্রে—পত্নীগ্রহণের পূর্ব্বে আত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকে; অতএব বুঝিতে হইবে যে, আত্মা হইতে পৃথক্‌ভূত কাম্যমান অর্থাৎ প্রার্থনাযোগ্য জায়াদি অপর কোনও ভিন্ন পদার্থ ছিল না; কেবল এক মাত্র তিনিই ছিলেন—জায়াদি-কামনার বীজস্বরূপ-অবিদ্যাসম্পন্ন একই বস্তু ছিল। যাহা দ্বারা কর্তৃত্বপ্রভৃতি কারকত্ব, ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলের আরোপ হইয়া থাকে, সেই স্বাভাবিক অবিদ্যাসংস্কারে বাসিত অর্থাৎ দৃঢ়তার অবিদ্যাসংস্কারাপন্ন তিনি কামনা করিয়াছিলেন,—কি প্রকার? আমি কর্ত্তা, আমার কর্ম্মাধিকারপ্রযোজক জায়া (পত্নী) হউক; তাহার অভাবে কোন বৈধ কর্ম্মেই আমার অধিকার নাই; অতএব কর্ম্মাধিকার লাভার্থ আমার জায়া হউক; (১) আমি তাহাতে সন্তান রূপে জন্মিব, অর্থাৎ আমিই সন্তানরূপে উৎপন্ন হইব; অতঃপর আমার বিত্ত—কর্ম্ম-

(১) তাৎপর্য্য "অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেৎ তু ক্ষণমাত্রমপি দ্বিজঃ। আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।" এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে জানা যায় যে, মনুষ্যকে অবশ্যই কোন একটি আশ্রম গ্রহণ করিয়া থাকিতে হইবে। তন্মধ্যে কেহ যদি ব্রহ্মচর্য্যের সময় অতীত হইবার পর আটচল্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যে পত্নীরহিত হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকেন, তাহা হইলে, তাহাকে রণ্ডাশ্রমী বলে; তাহার কোন বৈদিক কর্ম্মে অধিকার থাকে না; সেই অধিকার সূচনার জন্যই আদিপুরুষ "জায়া মে স্যাৎ—কর্ম্ম কুর্ব্বীয়" এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

সম্পাদনের উপায়ভূত গবাদি পশু হউক, অনন্তর আমি অভ্যুদয় (স্বর্গাদি) ও মুক্তির উপায়স্বরূপ কর্ম্ম করিব, যাহা দ্বারা আমি ঋণবিমুক্ত হইয়া দেবতা প্রভৃতির লোক (বাসস্থান) লাভ করিতে পারি, আমি সেই কর্ম্ম করিব, এবং পুত্র বিত্ত ও স্বর্গাদিলাভের উপায় স্বরূপ কাম্য কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিব। ১

কাম অর্থাৎ প্রার্থনীয় বিষয় এতাবৎই এইপর্য্যন্তই অর্থাৎ এ সমস্ত বিষয়ই পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ; এই পরিমাণ বিষয়ই কাময়িতব্য বা প্রার্থনীয়—জায়া, পুত্র বিত্ত এবং বিত্তসাধ্য কর্ম্ম, সাধনাত্মক এই ত্রিবিধ এষণা (কামনা), এবং পূর্ব্বোক্ত সাধনৈষণার ফলস্বরূপ ত্রিবিধ লোক—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক; এই ত্রিবিধ লোকপ্রাপ্তিই জায়া, পুত্র, বিত্ত ও কর্ম্মস্বরূপ সাধনৈষণার উদ্দেশ্য; অতএব সেই যে লোকৈষণা একমাত্র তাহাই প্রকৃত এষণা; এষণা একই বটে, কেবল সাধন বা সিদ্ধির উপায়ানুসারেই তাহার দ্বৈবিধ্য কল্পিত হইয়া থাকে মাত্র; এই জন্যই পরে অবধারণ করিয়া বলিবেন যে, 'এই উভয় এষণাই [এক]' ইতি।

আরম্ভমাত্রই ফলার্থ, অর্থাৎ ফলোদ্দেশ্যেই কার্য্যারম্ভ হইয়া থাকে; সুতরাং লোকৈষণাও ফলেফলে উক্তই হইয়াছে; কাজেই অবধারণ করা হইতেছে যে, 'কাম এই পরিমাণই বটে'; ভোজনের কথা বলিলে যেমন পৃথক্ করিয়া আর তৃপ্তির কথা বলিতে হয় না; কারণ, তৃপ্তিলাভই ভোজনের উদ্দেশ্য; [তেমনি এখানেও পুত্রৈষণা ও বিত্তৈষণার কথা বলাতেই লোকৈষণার কথাও বুঝিয়া লইতে হইবে। ২) সাধ্য ও সাধনাত্মক এই উভয় প্রকার এষণাই কাম, অবিদ্বান্ পুরুষ ইহা দ্বারা প্রেরিত হইয়াই যেন অবশভাবে কোশকার কীটের ন্যায় আপনাকে বেষ্টিত (আবদ্ধ) করিয়া থাকে—কেবলই কর্ম্মমার্গে মনোনিবেশ করত বহির্ম্মুখী হইয়া স্ব-লোক আত্মাকে জানে না। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও এইরূপ কথাই

---

(২) তাৎপর্য্য—জগতে তিন প্রকার কামনা দেখিতে পাওয়া যায়,—এক পুত্রৈষণা, দ্বিতীয় বিত্তৈষণা, তৃতীয় লোকৈষণা;—পুত্রকামনা, বিত্তকামনা এবং ঐহিক ও পারলৌকিক অভ্যুদয়কামনা। এখানে শ্রুতির মধ্যে কেবল পুত্রৈষণা ও বিত্তৈষণা, এই দ্বিবিধ এষণারই উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু লোকৈষণার উল্লেখ নাই; এই জন্য ভাষ্যকার বলিলেন যে, লোকৈষণা যখন কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে, ফলোদ্দেশ ব্যতীত যখন আদৌ কর্ম্ম প্রবৃত্তিই হইতে পারে না, তখন এই দ্বিবিধ এষণা দ্বারাই লোকৈষণাও তৎফলরূপে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

আছে—'অগ্নি দ্বারা বিমোহিত এবং ধূম দ্বারা ক্লান্ত হইয়া [অবিদ্বান্ পুরুষ] স্বলোক দেখিতে পায় না' ইতি। ৩

[আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি], কামনার বিষয় যখন অনন্ত, তখন কামনাও নিশ্চয়ই অনন্ত; সুতরাং এষণার [কামের] 'এতাবত্ত্ব' (নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ) অবধারিত হইতেছে কি প্রকারে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার হেতু বলিতেছেন যেহেতু, ইচ্ছা করিলেও ইহার অধিক—ফল ও সাধনাত্মক কামের অধিকতর কোন কাম লাভ করিতে পারে না; কেন না, জগতে ঐহিক বা পারলৌকিক যে কোন প্রকার লব্ধব্য (প্রাপ্য) বিষয় আছে, তাহার কিছুই ফল ও সাধনের অতিরিক্ত নহে; কাম হইতে লব্ধব্য ফল ও সাধন ব্যতীত কোন বিষয়ের যখন অস্তিত্বই নাই, তখন "এতাবান্ বৈ কামঃ" এইরূপ নির্দ্ধারণ করা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। এই কথা বলা হইতেছে যে, অবিদ্বান্ পুরুষের অধিকারভুক্ত সাধ্য (ফল) ও সাধনাত্মক যে, দ্বিবিধ এষণা (কামনা), তাহার নাম কাম; ইহার প্রয়োজন ঐহিকও হইতে পারে, পারলৌকিকও হইতে পারে; ইহা হইতে—উক্ত দ্বিবিধ এষণাত্মক কাম হইতে ব্যুত্থান করিতে হইবে অর্থাৎ উক্ত দ্বিবিধ কামনা ত্যাগ করিতে হইবে। ৪

যেহেতু, এবংবিধ আত্মকামী প্রথমোৎপন্ন অবিদ্বান্ পুরুষ কামনা করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষও সেইরূপই [করিয়াছিলেন]; কারণ, ইহাই হইতেছে লোকরক্ষার উপায় বা ব্যবস্থা; পূর্ব্বোক্ত প্রজাপতির সৃষ্টিও ঠিক এইরূপই হইয়াছিল; যথা—তিনি অবিদ্যা বা অজ্ঞান বশতঃ ভীত হইলেন; তাহার পর কামযুক্ত বা ভোগাভিলাষী হইয়া একাকী অবস্থায় প্রীতিলাভ করিতে না পারিয়া সেই অপ্রীতি অপনয়নের ইচ্ছায় স্ত্রী পাইতে ইচ্ছা করিলেন; সেই স্ত্রীতে উপগত হইলেন; তাহা হইতেই এই সৃষ্টি হইল; এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সেই কারণেই তাঁহার সৃষ্ট এই জগতে এখনও—বর্ত্তমান সময়েও দারপরিগ্রহের পূর্ব্বে একাকী থাকিয়া লোকে কামনা করিয়া থাকে—'আমার জায়া হউক, আমি সন্তানরূপে জন্মিব, আমার বিত্ত হউক, আমি ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিব', ইহার অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সেই পুরুষ এইরূপ কামনা করিয়া এবং জায়া প্রভৃতি সমস্ত কাম্য বিষয় সম্পাদন করিতে যাইয়া যতক্ষণ উক্ত জায়াদির এক একটী বিষয়ও প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সে আপনাকে অকৃৎস্নই—'আমি অসম্পূর্ণ আছি' এইরূপই মনে করিয়া থাকে।

ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, যখন সে ইহার সমস্তগুলি সম্পাদন করিতে পারে, তখনই তাহার পূর্ণতা হয়। ৫

যখন কিছুতেই আর কৃৎস্নতা (পূর্ণতা) সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না, সেই অবস্থায় তাহার পূর্ণতা-সম্পাদনার্থ বলিতেছেন—অকৃৎস্নত্বাভিমানী সেই পুরুষের এই প্রকারে কৃৎস্নতা লাভ হইয়া থাকে; কি প্রকারে? [তাহার পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য] এই দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টিকেই বিভক্ত করা হইয়া থাকে; তন্মধ্যে দৈহিক সমস্ত অংশই মনের অনুগত; এই কারণে মনই তাহাদের মধ্যে প্রধান; প্রধানত্ব নিবন্ধন মন হইতেছে আত্মা—আত্মার ন্যায়,—গৃহস্বামী যেরূপ জায়াপুত্রাদির আত্মতুল্য; কারণ, জায়া-পুত্রাদি সকলেই যেরূপ তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও পূর্ণতা-সম্পাদনের নিমিত্ত মনকে আত্মারূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে। বাক্য সাধারণতঃ মনেরই অনুগামী, এই জন্য বাক্য হইতেছে জায়ার তুল্য; এখানে বাক্ অর্থ—বিধিনিষেধাত্মক শব্দ, মন শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা তাহা গ্রহণ করে, অবধারণ করে, এবং প্রয়োগও করে; এই কারণে বাক্ মনের জায়াস্থানীয়। ৬

জায়া ও পতিস্থানীয় সেই বাক্ ও মন দ্বারা কর্ম্মের জন্য প্রাণ প্রেরিত হইয়া থাকে; এই জন্য প্রাণ হইতেছে প্রজাস্থানীয়; সেই প্রাণের চেষ্টা বা ব্যাপারাত্মক কর্ম্ম সাধারণতঃ চক্ষু-গ্রাহ্য বিত্ত দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে; এই জন্য চক্ষু হইতেছে মানুষ বিত্ত; তাহা আবার দ্বিবিধ,—মানুষ-সম্বন্ধী ও তদ্ভিন্ন; এই জন্য অপর বিত্তের নিষেধার্থ বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—'মানুষ বিত্ত' ইতি; কারণ, মনুষ্যসম্বন্ধী গবাদি বিত্ত হইতেছে চক্ষুগ্রাহ্য এবং কর্ম্মনিষ্পাদনের উপায়স্বরূপ; সেই হেতু গবাদি বিত্তের সহিত সম্বন্ধ থাকায় চক্ষু হইতেছে—গবাদিস্থানপাতী মানুষ বিত্ত; কারণ, চক্ষুর সাহায্যেই মনুষ্য-বিত্ত গবাদি পশুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভাল, অপর বিত্তটি কি? শ্রোত্র হইতেছে—দৈব বিত্ত; কারণ, দেবতাই প্রধানতঃ শ্রোত্রবিজ্ঞানের বিষয়; এই জন্য ঐ বিজ্ঞান হইতেছে—দৈব বিত্ত। জগতে শ্রোত্রই সম্পত্তি বিষয়ে প্রধান; কারণ? যেহেতু, শ্রোত্র দ্বারাই সেই দৈব বিত্ত শ্রবণ করিয়া থাকে; অতএব দেবতা-বিজ্ঞান শ্রোত্রাধীন বলিয়া শ্রোত্রই সেই দৈব বিত্ত। ৭

এই আত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া বিত্ত পর্য্যন্ত যাহা উক্ত হইল, ইহা দ্বারা এখানে কোন্ কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে হইবে? তাহা বলিতেছেন—আত্মাই—এখানে 'আত্মা' শব্দে শরীর অভিহিত হইতেছে; আত্মা কর্ম্ম-

স্থানীয় হয় কি প্রকারে? যেহেতু, এই আত্মাই কর্ম্মনিষ্পত্তির হেতু; কর্ম্ম-নিষ্পত্তিরই বা হেতু হয় কি প্রকারে? যেহেতু আত্মা শরীর দ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকে। বাহ্য জগতে জায়াদি দ্বারা যেরূপ কৃৎস্নতা সম্পাদিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই অকৃৎস্নতাভিমানীরও এইরূপেই কৃৎস্নতা সম্পন্ন হয়। অতএব ইহা হইতেছে—কর্ম্মানুষ্ঠানরহিত পুরুষেরও কেবল জ্ঞানমাত্র-সম্পাদিত পাঙ্ক্ত—উক্ত পাঁচটি বিষয় দ্বারা সম্পাদিত—পাঙ্ক্ত যজ্ঞ। ৮

ভাল কথা, কেবল পঞ্চত্বসম্পাদন দ্বারাই ইহার যজ্ঞত্ব হইল কি প্রকারে? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু, লোকপ্রসিদ্ধ যজ্ঞও, যে পশু ও পুরুষ দ্বারা নিষ্পাদন করিতে হয়, সেই পশু ও পুরুষ ত নিশ্চয়ই পাঙ্ক্ত; কারণ, উক্ত মনঃপ্রভৃতি পাঁচটি পদার্থের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ আছে। তাহাই বলিয়া দিতেছেন যে, গবাদি পশুও পাঙ্ক্ত (উক্ত পঞ্চাবয়বসম্পন্ন) এবং পুরুষও পাঙ্ক্ত; পুরুষে পশুত্বধর্ম্ম থাকিলেও তাহার কর্ম্মাধিকাররূপ বিশেষত্ব আছে; এই জন্য পৃথক্‌ভাবে পুরুষের উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিক কি, কর্ম্মসাধন ও কর্ম্মফল সমস্তই—এই যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই পাঙ্ক্ত। যে ব্যক্তি এইরূপ জানে—আপনাতে এই পাঙ্ক্ত যজ্ঞ সম্পাদন করে, সে দৃশ্যমান সমস্ত জগৎকেই আত্মস্বরূপে লাভ করে ॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥১॥৪॥

যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাজনয়ৎ পিতা। একমস্য সাধারণং দ্বে দেবানভাজয়ৎ ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুত পশুভ্য একং প্রাযচ্ছৎ তস্মিন্‌ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন। কস্মাত্তানি ন ক্ষীয়ন্তেঽদ্যমানানি সর্ব্বদা যো বৈতামক্ষিতিং বেদ সোঽন্নমত্তি প্রতীকেন। স দেবানপিগচ্ছতি স ঊর্জ্জমুপজীবতীতি শ্লোকাঃ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ। পিতা (জগৎকারণম্‌ ঈশ্বরঃ) মেধয়া (জ্ঞানেন) তপসা (কর্ম্মণা) যৎ (যানি) সপ্ত অন্নানি (জীবভোগ্যানি) অজনয়ৎ; অস্য (অন্নস যস্য) একং (অন্নং) সাধারণং (সর্ব্বভোগ্যং), দ্বে (অন্নে) দেবান্‌ অভাজয়ৎ (প্রাপিতবান্‌), ত্রীণি (অন্নানি) আত্মনে (স্বস্মৈ) অকুরুত (কৃতবান্‌), একং (অন্নং) পশুভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ (দত্তবান্‌); তস্মিন্‌ (একস্মিন্‌ অন্নে) সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং (স্থিতং)। [কিং তৎ সর্ব্বম্‌ ? ইত্যাহ—] যৎ চ (অপি) প্রাণিতি (প্রাণান্‌ ধারয়তি), যৎ চ ন (প্রাণান্‌ ন ধারয়তি), তানি (অন্নানি) সর্ব্বদা অদ্যমানানি (ভোজ্যমানানি) [অপি] কস্মাৎ (হেতোঃ) ন ক্ষীয়ন্তে (ন ক্ষয়ং যান্তি) ? যো বা এতাং অক্ষিতিং (অন্নানামক্ষয়ং) বেদ (জানাতি), সঃ (বেত্তা) প্রতীকেন (উপাসনাবিশেষেণ) অন্নং অত্তি (ভক্ষয়তি); সঃ দেবান্‌ অপ্যেতি (প্রাপ্নোতি), সঃ ঊর্জ্জং (উৎকর্ষং) উপজীবতি, ইতি (অস্মিন্‌ বিষয়ে) শ্লোকাঃ (বক্ষ্যমাণা মন্ত্রাঃ) [সন্তীত্যর্থঃ] ॥৫৫॥১॥

মূলানুবাদ। পিতা অর্থাৎ আদিকর্ত্তা, মেধা ও তপস্যা দ্বারা প্রথমে যে সপ্তবিধ অন্নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার একটী অন্ন সর্ব্বসাধারণের জন্য দিয়াছিলেন, দুইটী অন্ন দেবগণের জন্য দিয়াছিলেন, তিনটী অন্ন নিজের ভোগ্য করিয়াছিলেন, আর পশুগণের উদ্দেশ্যে একটী অন্ন দিয়াছিলেন। যাহারা প্রাণধারণ করে, আর যাহারা করে না, অর্থাৎ যাহারা চেতন ও যাহারা অচেনত, সকলেই সেই অন্নে

প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ অন্নাশ্রিত। সর্ব্বদা জীবভক্ষ্য হইয়াও সেই সমুদয় ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না কেন, যে ব্যক্তি এই অক্ষয়-রহস্য জানেন, তিনি অংশ-ক্রমে অন্ন ভোগ করিয়া থাকেন; তিনি দেবত্ব লাভ করেন, তিনি তেজস্বি-জীবন প্রাপ্ত হন; এ বিষয়ে এই সমস্ত শ্লোক অর্থাৎ সংক্ষিপ্তা-র্থক মন্ত্র আছে ॥৫৫॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া। অবিদ্যা প্রস্তুতা; তত্রাবিদ্বান্ অন্যাং দেবতামুপাস্তে—অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি; স বর্ণাশ্রমা-ভিমানঃ কর্ম্মকর্ত্তব্যতয়া নিয়তো জুহোত্যাদিকর্ম্মভিঃ কামপ্রযুক্তো দেবাদীনা-মুপকুর্ব্বন্ সর্ব্বেষাং ভূতানাং লোক ইত্যুক্তম্। যথা চ স্বকর্ম্মভিরেকৈকেন সর্ব্বৈর্ভূতৈরসৌ লোকো ভোজ্যত্বেন সৃষ্টঃ, এবমসাবপি জুহোত্যাদি-পাঙ্ক্ত-কর্ম্মভিঃ সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বঞ্চ জগৎ আত্মভোজ্যত্বেনাসৃজত। এবমেকৈকঃ স্বকর্ম্ম-বিদ্যানুরূপেণ সর্ব্বস্য জগতো ভোক্তা ভোজ্যঞ্চ, সর্ব্বস্য সর্ব্বঃ কর্ত্তা কার্য্যঞ্চেত্যর্থঃ; এতদেব চ বিদ্যাপ্রকরণে মধুবিদ্যায়াং বক্ষ্যামঃ,—সর্ব্বং সর্ব্বস্য কার্য্যং মধ্বিতি আত্মৈকত্ববিজ্ঞানার্থম্। যদসৌ জুহোতীত্যাদিনা পাঙ্ক্তেন কাম্যেন কর্ম্মণা আত্মভোজ্যত্বেন জগদসৃজত বিজ্ঞানেন চ, তৎ জগৎ সর্ব্বং সপ্তধা প্রবিভজ্যমানং কার্য্য-কারণত্বেন সপ্তান্নান্যুচ্যন্তে, ভোজ্যত্বাৎ; তেনাসৌ পিতা তেষামন্নানাম্। এতেষামন্নানাং সবিনিয়োগানাং সূত্রভূতাঃ সঙ্ক্ষেপতঃ প্রকাশকত্বাদিমে মন্ত্রাঃ ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমবতার্য্য সঙ্গতিং বক্তুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—যৎ সপ্তান্নানীত্যা-দিনা। তত্রেত্যতিক্রান্তব্রাহ্মণোক্তিঃ। উপাস্তিশব্দিতং ভেদদর্শনমবিদ্যাকার্য্যমনেনানূদ্য ন স বেদেতি তদ্ধেতুরবিদ্যা পূর্ব্বত্র প্রস্তুতেতি যোজনা। অথো অয়মিত্যত্রোক্তমনুবদতি—স বর্ণাশ্রমাভিমান ইতি। আত্মৈবেদমগ্র আসীদিত্যাদাবুক্তং স্মারয়তি কাম-প্রযুক্ত ইতি। বৃত্তমনূদ্যোত্তরগ্রন্থমবতারয়িতুমপেক্ষিতং পূরয়তি—যথা চেতি। গৃহিণো জগতশ্চ পরস্পরং স্বকর্ম্মোপার্জিতত্বমেষ্টব্যম্, অন্যথাঽন্যোন্যমুপকারকত্বাযোগাদিত্যর্থঃ। নন্বু সূত্রস্যৈব জগৎকর্ত্তৃত্বং জ্ঞানক্রিয়াতিশয়বত্ত্বাৎ, নেতরেষাম্, তদভাবাৎ; অত আহ—এবমিতি। পূর্ব্বকল্পীয়বিহিতপ্রতিবিদ্ধজ্ঞানকর্ম্মানুষ্ঠাতা সর্ব্বো জন্তুরত্তরসর্গস্য পিতৃত্বেনাত্র বিবক্ষিতঃ, ন তু প্রজাপতিরেবেত্যুক্তমর্থং সঙ্ক্ষিপ্যাহ—সর্ব্বস্যেতি। সর্ব্বস্য মিথোহেতু-হেতুমত্ত্বে প্রমাণমাহ—এতদেবেতি। সর্ব্বস্যান্যোন্যকার্য্যকারণত্বোক্ত্যা কল্পিতত্ববচনং স্বত্রোপযুজ্যতে, তত্রাহ আত্মৈকত্বেতি। এবং ভূমিকাং কৃত্বোত্তরব্রাহ্মণতাৎপর্য্যমাহ—যদসাবিতি। উচ্যন্তে ধ্যানার্থমিতি শেষঃ। অন্নত্বে হেতুঃ—ভোজ্যত্বাদিতি। তেন

জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং জনকত্বেনেতি যাবৎ। ব্রাহ্মণমবতার্য্য মন্ত্রমবতারয়তি—এতেশ্লোকা-মিতি॥ ৫৫। ১॥

ভাষ্যানুবাদ। "যৎ সপ্ত অন্নানি মেধয়া" ইত্যাদি। অবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে; তাহাতে বলা হইয়াছে যে, অবিদ্বান্ পুরুষ 'আমি অন্য, এবং আমার উপাস্য অন্য' ইত্যাকারে আত্মাতিরিক্ত দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে; বর্ণাশ্রমাভিমানী এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্মনিরত ও কামনাবান্ সেই অবিদ্বান্ পুরুষ হোমাদি কর্ম্ম দ্বারা দেবগণের উপকার সাধন করত সর্ব্বভূতের ভোগ্য হয়। সমস্ত ভূতবর্গ এক একটী করিয়া নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা এই লোককে যেমন ভোজ্যরূপে সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনি তিনি নিজেও আবার পূর্ব্বোক্ত হোমাদি পাঙ্‌ক্ত কর্ম্ম দ্বারা সমস্ত ভূত ও সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপে প্রত্যেকেই স্বীয় বিদ্যা ও কর্ম্মানুসারে সর্ব্বজগতের ভোক্তাও বটে, ভোজ্যও বটে, এবং কর্ত্তাও বটে, কার্য্যও বটে; বিদ্যাপ্রকরণে মধুবিদ্যার প্রসঙ্গে (২য় অধ্যায়ে, ৫ম ব্রাহ্মণে) আমরা বলিব যে, কার্য্যমাত্রই কারণের মধুস্বরূপ; কারণ, তাহা দ্বারা আত্মৈকত্বজ্ঞানের সুবিধা হইতে পারে। তিনি পাঙ্‌ক্ত (পঞ্চাত্মক) হোমাদি কাম্যকর্ম্ম ও বিজ্ঞান দ্বারা আপনার ভোজ্যরূপে যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সমস্ত জগৎও কার্য্য-কারণভাবে বিভক্ত হইয়া সপ্ত অন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে; কারণ, ইহাও জীবের ভোজ্য বা ভোগার্হ; এইরূপে বিভাগ করাতেই তিনি সেই অন্ন-সমূহের পিতা নামে কথিত হন। সূত্রাকারে সংক্ষেপতঃ উক্ত অন্নসমূহ ও তাহাদের বিনিয়োগ প্রকাশ করিতেছে বলিয়া উক্ত বাক্যগুলি শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্রপদবাচ্য॥ ৫৫॥১॥

যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাজনয়ৎ পিতেতি, মেধয়া হি তপসাজনয়ৎ পিতা একমস্য সাধারণমিতীদমেবাস্য তৎ সাধারণ-মন্নং যদিদমদ্যতে। স য এতদুপাস্তে ন স পাপ্মনো ব্যাবর্ত্ততে, মিশ্রংহ্যেতৎ।

দ্বে দেবানভাজয়দিতি হুতঞ্চ প্রহুতঞ্চ তস্মা-দ্দেবেভ্যো জুহ্বতি চ প্র চ জুহ্বত্যথো আহুর্দ্দর্শপূর্ণমাসাবিতি। তস্মান্নেষ্টিযাজুকঃ স্যাৎ, পশুভ্য একং প্রাযচ্ছদিতি তৎ পয়ঃ। পয়ো হ্যেবাগ্রে মনুষ্যাশ্চ পশবশ্চোপজীবন্তি, তস্মাৎ

কুমারং জাতং ঘৃতং বৈ বাগ্রে প্রতিলেহয়ন্তি স্তনং বানু-ধাপয়ন্ত্যথ বৎসং জাতমাহুরতৃণাদ ইতি, তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতি-ষ্ঠিতম্—যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ নেতি, পয়সি হীদꣳ সর্ব্বং প্রতি-ষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন।

তদ্‌যদিদমাহুঃ সংবৎসরং পয়সা জুহ্বদপ পুনর্ম্মৃত্যুং জয়তীতি, ন তথা বিদ্যাদযদহরেব জুহোতি তদহঃ পুনর্ম্মৃত্যুমপজয়ত্যেবং বিদ্বান্ সর্ব্বꣳ হি দেবেভ্যোঽন্নাদ্যং প্রযচ্ছতি।

কস্মাত্তানি ন ক্ষীয়ন্তেঽদ্যমানানি সর্ব্বদেতি; পুরুষো বা অক্ষিতিঃ, স হীদমন্নং পুনঃ পুনর্জ্জনয়তে।

যো বৈতামক্ষিতিং বেদেতি, পুরুষো বা অক্ষিতিঃ, স হীদমন্নং ধিয়া ধিয়া জনয়তে কর্ম্মভির্যদ্ধৈতন্ন কুর্য্যাৎ ক্ষীয়েত হ; সোঽন্নমত্তি প্রতীকেনেতি, মুখং প্রতীকং মুখেনেত্যেতৎ স দেবানপিগচ্ছতি স ঊর্জ্জমুপজীবতীতি প্রশংসা ৫৬ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ। [মন্ত্রার্থস্য দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ শ্রুতিঃ স্বয়মেব তদর্থমাহ—'যৎ' ইত্যাদি। 'যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাজনয়ৎ পিতা-ইতি' ইতি প্রতীকম্। [অস্যায়মর্থঃ—হি-শব্দঃ প্রসিদ্ধিসূচকঃ;] পিতা মেধয়া (জ্ঞানেন) তপসা (কর্ম্মণা চ) যৎ অজনয়ৎ (সৃষ্টবান্) [সপ্ত অন্নানি ইতি] হি প্রসিদ্ধম্। 'একম্ অস্য সাধারণম্ ইতি' ইতি; [অস্যায়মর্থঃ—] অস্য (পিতুঃ) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) এব তৎ সাধারণম্ (সর্ব্বভোগ্যং) অন্নম্,—যৎ ইদং (লোক-প্রসিদ্ধং অন্নম্) অদ্যতে (ভুজ্যতে) [সর্ব্বৈঃ জনৈঃ]; সঃ যঃ (জনঃ) এতৎ (সাধারণম্ অন্নম্) উপাস্তে (অন্নভোগপরায়ণঃ ভবতি), সঃ পাপ্মনঃ (পাপাৎ) ন ব্যাবর্ত্ততে (মুচ্যতে); হি (যস্মাৎ) এতৎ (অন্নম্) মিশ্রং (পুণ্য-পাপ-সমন্বিতম্)। 'দ্বে দেবান্ অভাজয়ৎ-ইতি' ইতি; [কিং তৎ দ্বয়ম্? ইত্যাহ—] হুতং (অগ্নৌ প্রক্ষিপ্তং) চ, প্রহুতং (হোমানন্তরবলিসমর্পণং) চ; তস্মাৎ (যস্মাৎ পিত্রা এব তদন্নদ্বয়ং দেবেভ্যঃ প্রদত্তং, তস্মাৎ হেতোঃ) দেবেভ্যঃ জুহ্বতি (হোমং কুর্ব্বন্তি), প্রজুহ্বতি (বলিম্ অর্পয়ন্তি) চ। অন্যে আহুঃ (কথয়ন্তি)—দর্শ-পূর্ণমাসৌ (দর্শঃ পূর্ণমাসশ্চ যাগৌ যে

অগ্নে) ইতি; তস্মাৎ (হেতোঃ) ইষ্টিযাজুকঃ (কাম্যযাগশীলঃ) ন স্যাৎ (ন ভবেৎ), [অপিতু দর্শপূর্ণমাসপর এব স্যাদিতি ভাবঃ]। 'পশুভ্যঃ একং প্রাযচ্ছৎ-ইতি' ইতি—[কিং তদেকম্?] তৎ (একং অন্নং) পয়ঃ (দুগ্ধং); হি (যস্মাৎ) মনুষ্যাঃ চ পশবঃ চ অগ্রে (প্রথমং) পয়ঃ এব উপজীবন্তি (পিবন্তি), [নতু অন্যৎ]; তস্মাৎ (হেতোঃ) জাতং (ভূমিষ্ঠং) কুমারং (শিশুং) অগ্রে ঘৃতং বা (বিকল্পে) প্রতিলেহয়ন্তি, স্তনং বা অনুধাপয়ন্তি (পায়য়ন্তি); অথ (তস্মাৎ) জাতং বৎসং (শিশুং) অতৃণাদঃ (ন তৃণভোক্তা) ইতি আহুঃ (কথয়ন্তি) [জনাঃ]। তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি, যচ্চ ন-ইতি' ইতি—হি (যস্মাৎ) যৎ চ প্রাণিতি (প্রাণধারণং করোতি), যৎ চ (অপি) ন [প্রাণিতি], ইদং সর্ব্বং পয়সি (দুগ্ধে) প্রতিষ্ঠিতম্; তৎ (তস্মাৎ) যৎ ইদং আহুঃ—সংবৎসরং [ব্যাপ্য] পয়সা (দুগ্ধেন) জুহ্বৎ (হোমং কুর্ব্বন্) পুনর্মৃত্যুং (পুনর্ম্মরণং) অপজয়তি (মৃত্যুম্ অতিক্রামতীত্যর্থঃ) ইতি'; তথা ন বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ)—যদহঃ (যস্মিন্ অহনি) এব জুহোতি, তদহঃ (তস্মিন্ অহনি—সদ্য এব) মৃত্যুং পুনঃ অপজয়তি—এবং বিদ্বান্ (জানন্) হি (নিশ্চয়ে) দেবেভ্যঃ সর্ব্বং অন্নাদ্যং (অদনীয়ম্ অন্নং) প্রযচ্ছতি (দদাতি, যথোক্তবিজ্ঞানমেব দেবেভ্যঃ সর্ব্বান্নদানমিতি ভাবঃ)। 'কস্মাৎ তানি ন ক্ষীয়ন্তে অদ্যমানানি সর্ব্বদা—ইতি' ইতি—পুরুষঃ (আত্মা) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) অক্ষিতিঃ (অক্ষয়হেতুঃ), সঃ (পুরুষঃ) হি (নিশ্চয়ে) ইদম্ অন্নং পুনঃ পুনঃ জনয়তি (উৎপাদয়তি), [তস্মাৎ ন ক্ষীয়তে ইতি ভাবঃ]। 'যো বা এতাম্ অক্ষিতিং বেদ—ইতি,—পুরুষো বা অক্ষিতিঃ; সঃ (পুরুষঃ) হি ধিয়া ধিয়া (জ্ঞানেন) কর্ম্মভিঃ ইদং অন্নং জনয়তে; যৎ (যদি) হ (প্রসিদ্ধৌ) এতৎ (জ্ঞান-কর্ম্মানুষ্ঠানং) ন কুর্য্যাৎ, [তদা] ক্ষীয়েত [অন্নম্], হ-শব্দঃ (অবধারণার্থঃ)। 'সঃ অন্নম্ অত্তি প্রতীকেন-ইতি' ইতি—মুখং (প্রধানং) প্রতীকং (প্রতীক-শব্দার্থঃ, তেন) মুখেন [অন্নম্ অত্তি] ইত্যেতৎ। সঃ দেবান্ অপিগচ্ছতি, সঃ ঊর্জ্জম্ উপজীবতি' ইতি (এতৎ) প্রশংসা (অন্নবিজ্ঞানস্য স্তুতিরিত্যর্থঃ) ॥৫৫॥২॥

মূলানুবাদ। [পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ—লোকের হৃদয়ঙ্গম না হইতে পারে, এই আশঙ্কায় শ্রুতি নিজেই তাহার অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—] "যৎ + + + পিতা-ইতি" ইহার

অর্থ এই—পিতা আদিকর্ত্তা মেধা দ্বারা (বিজ্ঞানের সাহায্যে) এবং তপস্যা দ্বারা অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম দ্বারা উৎপাদন করিয়াছিলেন। 'একম্ + + + ইতি,' ইহার অর্থ—তাঁহার সৃষ্ট অন্নের মধ্যে ইহা সাধারণ—সর্ব্বভোজ্য অন্ন,—যাহা সাধারণতঃ লোকে ভক্ষণ করিয়া থাকে; যে ব্যক্তি এই সাধারণ অন্নের উপাসনা করে, অর্থাৎ ইহাতেই অনুরক্ত থাকে; সে ব্যক্তি কখনই পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না; কারণ, ঐ অন্ন হইতেছে পাপ-মিশ্রিত। "দ্বে + + + অভাজয়দিতি,' ইহার অর্থ—হুত ও প্রহুত, [এই দুইটী অন্ন দেবগণকে দিয়াছিলেন; হুত অর্থ—অগ্নিতে ঘৃতাদি ত্যাগ করা, আর প্রহুত অর্থ—হোমের পর উপহার প্রদান করা]; সেই কারণেই দেবতা উদ্দেশ্যে হোমও করিয়া থাকে, এবং প্রহোম (হোমের পরবর্ত্তী বলিসমর্পণ) করিয়া থাকে; আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ঐ দুইটী অন্ন—দর্শ ও পূর্ণমাস নামক দুইটি যাগ; সেইহেতু কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে তৎপর হইবে না, (পরন্তু নিত্যকর্ম্মেই মন দিবে)। "পশুভ্যঃ + + + প্রাযচ্ছৎ ইতি", ইহার অর্থ—লোকপ্রসিদ্ধ দুগ্ধ; কারণ, অন্যান্য দ্রব্য ভক্ষণ করিবার অগ্রে [শিশু] মনুষ্য ও পশুগণ দুগ্ধই পান করিয়া থাকে; এইজন্য নবশিশু জন্মিলে পর প্রথমেই ঘৃত পান করায়, অথবা স্তন্যপান করায়; এই কারণেই নবজাত গবাদি বৎসকে 'অতৃণাদ' (তৃণভোক্তা নয়) বলা হইয়া থাকে। "তস্মিন্ + + + যচ্চ নেতি", ইহার অর্থ—যাহারা প্রাণন—শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করে, আর যাহারা শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করে না (স্থাবর পদার্থ), সে সমুদয়ই এই দুগ্ধরূপ অন্নে প্রতিষ্ঠিত; অতএব, কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন, একবৎসর কাল দুগ্ধ দ্বারা হোম করিলে পুনর্ম্মৃত্যু জয় করে, অর্থাৎ সে দেবত্ব লাভ করে, এরূপ বুঝিবে না; পরন্তু যেই দিন হোম করে, ঠিক সেই দিনই পুনর্ম্মরণ জয় করে, [তাহাকে আর সংবৎসর অপেক্ষা করিতে হয় না]; যিনি এইরূপ জানেন, তিনি সমস্ত অন্নই দেবগণের উদ্দেশ্যে প্রদান করেন। "কস্মাৎ + + + সর্ব্বদেতি"; [ইহার উত্তর—] পুরুষ (ভোক্তা) হইতেছে

—অক্ষিতি—ক্ষয় না হইবার কারণ; কেন না, পুরুষই জ্ঞান দ্বারা পুনঃ পুনঃ এই অন্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। যো বা + + + বেদেতি", ইহার অর্থ—এই যে, পুরুষই অক্ষিতি অর্থাৎ অক্ষয়ের হেতু; কারণ, পুরুষই জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা পুনঃ পুনঃ এই অন্ন সমুৎপাদন করিয়া থাকে; পুরুষ যদি এইরূপ না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ক্ষয় হইয়া যাইত। "সঃ + + + প্রতীকেনেতি"—মুখই প্রতীক; সেই মুখ দ্বারা (অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন)। "সঃ + + + জীবতীতি", ইহা বিদ্যার প্রশংসা মাত্র ৫৬ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যৎ সপ্তান্নানি—যৎ অজনয়দিতি-ক্রিয়া-বিশেষণম্; মেধয়া প্রজ্ঞয়া বিজ্ঞানেন তপসা চ কর্ম্মণা; জ্ঞানকর্ম্মণী এব হি মেধাতপঃ-শব্দবাচ্যে, তয়োঃ প্রকৃতত্বাৎ; নেতরে মেধা-তপসী, অপ্রকরণাৎ; পাঙ্‌ক্তং হি কর্ম্ম জায়াদিসাধনম্; "য এবং বেদ"ইতি চানন্তরমেব জ্ঞানং প্রকৃতম্; তস্মান্ন প্রসিদ্ধয়োর্ম্মেধাতপসোরাশঙ্কা কার্য্যা; অতো যানি সপ্তান্নানি জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং জনিতবান্ পিতা, তানি প্রকাশয়িষ্যাম ইতি বাক্যশেষঃ। তত্র মন্ত্রাণামর্থস্তিরোহিতত্বাৎ প্রায়েণ দুর্ব্বিজ্ঞেয়ো ভবতীতি তদর্থব্যাখ্যানায় ব্রাহ্মণং প্রবর্ত্ততে। তত্র যৎ, সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাজনয়ৎ পিতেতি, অস্য কোঽর্থঃ? উচ্যতে—ইতি, হি-শব্দেনৈব ব্যাচষ্টে প্রসিদ্ধার্থাবদ্যোতকেন; প্রসিদ্ধো হ্যস্য মন্ত্রস্যার্থ ইত্যর্থঃ; যদজনয়দিতি চ অনুবাদস্বরূপেণ মন্ত্রেণ প্রসিদ্ধার্থ তৈব প্রকাশিতা; অতো ব্রাহ্মণমবিশঙ্কয়ৈবাহ—মেধয়া হি তপসাজনয়ৎ পিতেতি। ১

নম্বু কথং প্রসিদ্ধতা অস্যার্থস্যেতি? উচ্যতে—জায়াদিকর্ম্মান্তানাং লোকফলসাধনানাং পিতৃত্বং তাবৎ প্রত্যক্ষমেব; অভিহিতঞ্চ—"জায়া মে স্যাৎ" ইত্যাদিনা। তত্র চ দৈবং বিত্তং বিদ্যা কর্ম্ম পুত্রশ্চ ফলভূতানাং লোকানাং সাধনং স্রষ্টৃত্বং প্রতীত্যভিহিতম্; বক্ষ্যমাণঞ্চ প্রসিদ্ধমেব। তস্মাদ্ যুক্তং বক্তুং—মেধয়েত্যাদি। ২

এষণা হি ফলবিষয়া প্রসিদ্ধৈব চ লোকে; এষণা চ জায়াদীত্যুক্তম্ "এতাবান্ বৈ কামঃ" ইত্যনেন; ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ে চ সর্ব্বৈকত্বাৎ কামানুপপত্তেঃ। এতেন অশাস্ত্রীয়প্রজ্ঞা-তপোভ্যাং স্বাভাবিকাভ্যাং জগৎস্রষ্টৃত্বমুক্তমেব ভবতি; স্থাবরান্তস্য চানিষ্টফলস্য কর্ম্মবিজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ। বিবক্ষিতস্তু শাস্ত্রীয় এব সাধ্য-সাধনভাবঃ, ব্রহ্মবিদ্যাবিধিৎসয়া তদ্বৈরাগ্যস্য বিবক্ষিতত্বাৎ—সর্ব্বো

ত্রয়ং ব্যক্তাব্যক্তলক্ষণঃ সংসারোঽশুদ্ধোঽনিত্যঃ সাধ্যসাধনরূপো দুঃখোঽবিদ্যাবিষয় ইত্যেতস্মাদ্বিরক্তস্য ব্রহ্মবিদ্যারব্ধব্যেতি ।৩

তত্রান্নানাং বিভাগেন বিনিয়োগ উচ্যতে একমস্য সাধারণমিতি মন্ত্রপদম্; তস্য ব্যাখ্যানম্—ইদমেবাস্য তৎ সাধারণমন্নমিত্যুক্তম্; অস্য ভোক্তৃসমুদায়স্য; কিং তৎ? যদিদমদ্যতে ভুজ্যতে সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিরহন্যহনি, তৎ সাধারণং সর্ব্বভোক্তৃর্থমকল্পয়ৎ পিতা সৃষ্ট্বা অন্নম্; স য এতৎ সাধারণং সর্ব্বপ্রাণভৃৎস্থিতিকরং ভুজ্যমানমন্নম্ উপাস্তে—তৎপরো ভবতীত্যর্থঃ; উপাসনং হি নাম তাৎপর্য্যং দৃষ্টং লোকে—'গুরুমুপাস্তে' 'রাজানমুপাস্তে' ইত্যাদৌ, তস্মাচ্ছরীরস্থিত্যর্থান্নোপভোগপ্রধানঃ, নাদৃষ্টার্থকর্ম্মপ্রধান ইত্যর্থঃ। স এবম্ভূতো ন পাপ্মনোঽধর্ম্মাদ্ ব্যাবর্ত্ততে ন বিমুচ্যত ইত্যেতৎ। তথাচ মন্ত্রবর্ণঃ—"মোঘমন্নং বিন্দতে" ইত্যাদিঃ; স্মৃতিরপি—"নাত্মার্থং পাচয়েদন্নম্।" "অপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।" "অন্নাদে ভ্রূণহা মার্ষ্টি" ইত্যাদিঃ। ৪

কস্মাৎ পুনঃ পাপ্মনো ন ব্যাবর্ত্ততে? মিশ্রং হ্যেতৎ—সর্ব্বেষাং হি স্বং তদপ্রবিভক্তং, যৎ প্রাণিভির্ভুজ্যতে, সর্ব্বভোজ্যত্বাদেব যো মুখে প্রক্ষিপ্যমাণোঽপি গ্রাসঃ পরস্য পীড়াকরো দৃশ্যতে—মমেদং স্যাদিতি হি সর্ব্বেষাং তত্রাশা প্রতিবদ্ধা; তস্মান্ন পরম্ অপীড়য়িত্বা গ্রসিতুমপি শক্যতে; "দুষ্কৃতং হি মনুষ্যাণাম্"ইত্যাদি স্মরণাচ্চ ।৫

গৃহিণা বৈশ্বদেবাখ্যমন্নং যদহন্যহনি নির্ব্বপ্যত ইতি কেচিৎ। তন্ন, সর্ব্বভোক্তৃসাধারণত্বং বৈশ্বদেবাখ্যস্যান্নস্য ন সর্ব্বপ্রাণভৃদ্ভুজ্যমানান্নবৎ প্রত্যক্ষম্; নাপি 'যদিদমদ্যতে' ইতি তদ্বিষয়ং বচনমনুকূলম্। সর্ব্বপ্রাণভৃদ্ভুজ্যমানান্নান্তঃপাতিত্বাচ্চ বৈশ্বদেবাখ্যস্য যুক্তং শ্বচাণ্ডালাদ্যাগুস্য অন্নস্য গ্রহণম্, বৈশ্বদেবব্যতিরেকেণাপি শ্বচাণ্ডালাদ্যাদ্যান্নদর্শনাৎ, তত্র যুক্তং যদিদমদ্যত ইতি বচনম্। ৬

যদি হি তন্ন গৃহ্যেত, সাধারণশব্দেন পিত্রা অসৃষ্টত্বাবিনির্মুক্তত্বে স্তুতস্য প্রসজ্যেয়াতাম্। ইষ্যতে হি তৎস্রষ্টৃত্বং তদ্বিনিযুক্তত্বঞ্চ সর্ব্বস্যান্নজাতস্য। ন চ বৈশ্বদেবাখ্যং শাস্ত্রোক্তং কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ পাপ্মনোঽবিনিবৃত্তির্যুক্তা; ন চ তস্য প্রতিষেধোঽস্তি। ন চ মৎস্যবন্ধনাদিকর্ম্মবৎ স্বভাবজুগুপ্সিতমেতৎ, শিষ্টনির্ব্বর্ত্ত্যত্বাৎ, অকরণে চ প্রত্যবায়শ্রবণাৎ; ইতরত্র চ প্রত্যবায়োপপত্তেঃ; "অহমন্নমন্নমদন্তমদ্মি" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ ।৭

যে দেবানভাজয়দিতি মন্ত্রপদম্। যে যেঽন্নে সৃষ্ট্বা দেবানভাজয়ৎ, কে

তে কে? ইতি, উচ্যতে,—হুতঞ্চ প্রহুতঞ্চ। হুতমিত্যগ্নৌ হবনম্, প্রহুতং হুত্বা বলিহরণম্। যস্মাদ্ দ্বে এতে অন্নে হুত-প্রহুতে দেবানভাজয়ৎ পিতা, তস্মাদেতর্হ্যপি গৃহিণঃ কালে দেবেভ্যো জুহ্বতি দেবেভ্য ইদমন্নমস্মাভির্দীয়মানমিতি মন্বানাঃ জুহ্বতি, প্রজুহ্বতি চ—হুত্বা বলিহরণঞ্চ কুর্ব্বত ইত্যর্থঃ। অথো অপ্যন্যে আহুঃ—দ্বে অন্নে পিত্রা দেবেভ্যঃ প্রত্তে ন হুত-প্রহুতে, কিং তর্হি? দর্শপূর্ণমাসাবিতি। দ্বিত্বশ্রবণাবিশেষাদত্যন্তপ্রসিদ্ধত্বাচ্চ হুত-প্রহুতে ইতি প্রথমঃ পক্ষঃ। ৮

যদ্যপি দ্বিত্বং হুতপ্রহুতয়োঃ সম্ভবতি, তথাপি শ্রৌতয়োরেব তু দর্শপূর্ণমাসয়োর্দ্দেবান্নত্বং প্রসিদ্ধতরম্, মন্ত্রপ্রকাশিতত্বাৎ। গুণপ্রধানপ্রাপ্তৌ চ প্রধানে প্রথমতরাবগতিঃ; দর্শপূর্ণমাসয়োশ্চ প্রাধান্যং হুত-প্রহুতাপেক্ষয়া; তস্মাৎ তয়োরেব গ্রহণং যুক্তম্—দ্বে দেবানভাজয়দিতি। যস্মাদ্দেবার্থমেতে পিত্রা প্রকৢপ্তে দর্শপূর্ণমাসাখ্যে অন্নে, তস্মাৎ তয়োর্দ্দেবার্থত্বাবিঘাতায় ন *ইষ্টিযাজুকঃ ইষ্টিযজনশীলঃ। ইষ্টিশব্দেন কিল কাম্যা ইষ্টয়ঃ*; শাতপথী ইয়ং প্রসিদ্ধিঃ; তাচ্ছীল্যপ্রত্যয়প্রয়োগাৎ *কাম্যেষ্টিযজনপ্রধানো ন স্যাদিত্যর্থঃ।* ৯

পশুভ্য একং প্রাযচ্ছদিতি—যৎ পশুভ্য একং প্রাযচ্ছৎ পিতা, কিং পুনস্তদন্নম্? তৎ পয়ঃ। কথং পুনরবগম্যতে পশবোঽস্যান্নস্য স্বামিনঃ? ইতি অত আহ—পয়ো হি অগ্রে প্রথমং যস্মাৎ মনুষ্যাশ্চ পশবশ্চ পয় এবোপজীবন্তীতি, উচিতং হি তেষাং তদন্নম্, অন্যথা কথং তদেবাগ্রে নিয়মেনোপজীবেয়ুঃ। ১০

কথমগ্রে তদেবোপজীবন্তীত্যুচ্যতে—মনুষ্যাশ্চ পশবশ্চ যস্মাৎ তেনৈবান্নেন বর্ত্তন্তে অদ্যত্বেঽপি, যথা পিত্রা আদৌ বিনিয়োগঃ কৃতঃ, তথা; তস্মাৎ কুমারং বালং জাতং ঘৃতং বা ত্রৈবর্ণিকা জাতকর্ম্মণি জাতরূপসংযুক্তং প্রতিলেহয়ন্তি প্রাশয়ন্তি; স্তনং বা অনুধাপয়ন্তি পশ্চাৎ পায়য়ন্তি যথাসম্ভবমন্যেষাম্ স্তনমেবাগ্রে ধাপয়ন্তি মনুষ্যেভ্যোঽন্যেষাং পশূনাম্। অথ বৎসং জাতমাহুঃ—কিয়ৎ প্রমাণো বৎসঃ?—ইত্যেবং পৃষ্টাঃ সন্তঃ—অতৃণাদ ইতি—নাদ্যাপি তৃণমত্তি, অতীব বালঃ পয়সৈবাদ্যাপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। ১১

যচ্চাগ্রে জাতকর্ম্মাদৌ ঘৃতমুপজীবন্তি, যচ্চেতরে পয় এব, তৎ সর্ব্বথাপি পয় এবোপজীবন্তি; ঘৃতস্যাপি পয়োবিকারত্বাৎ পয়স্ত্বমেব। কস্মাৎ পুনঃ সপ্তমং সৎ পশ্বন্নং চতুর্থত্বেন ব্যাখ্যায়তে? কর্ম্মসাধনত্বাৎ; কর্ম্ম হি পয়ঃসাধনাশ্রয়মগ্নিহোত্রাদি; তচ্চ কর্ম্ম সাধনং বিত্তসাধ্যং বক্ষ্যমাণস্যান্নত্রয়স্য সাধ্যস্য, যথা দর্শপূর্ণমাসৌ পূর্ব্বোক্তাবন্নে; অতঃ কর্ম্মপক্ষত্বাৎ কর্ম্মণা সহ পিণ্ডীকৃত্যোপদেশঃ;

সাধনত্বাবিশেষাদর্থসম্বন্ধাদানন্তর্য্যমকারণমিতি চ ; ব্যাখ্যানে প্রতিপত্তি-সৌকর্য্যাচ্চ—সুখং হি নৈরন্তর্য্যেণ ব্যাখ্যাতুং শক্যান্তেঽন্নানি, ব্যাখ্যাতানি চ সুখং প্রতীয়ন্তে।১২

'তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন' ইতি, অস্য কোঽর্থ ইত্যুচ্যতে—তস্মিন্ পশ্বন্নে পয়সি, সর্ব্বমধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবলক্ষণং কৃৎস্নং জগৎ প্রতিষ্ঠিতম্—যচ্চ প্রাণিতি প্রাণচেষ্টাবৎ, যচ্চ ন—স্থাবরং শৈলাদি। তত্র হি-শব্দেনৈব প্রসিদ্ধাবদ্যোতকেন ব্যাখ্যাতম্। কথং পয়োন্নস্য সর্ব্বপ্রতিষ্ঠাত্বম্? কারণত্বোপপত্তেঃ; কারণত্বঞ্চ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মসবায়িত্বম্; অগ্নিহোত্রাহুতিবিপরিণামাত্মকঞ্চ জগৎ কৃৎস্নমিতি শ্রুতিস্মৃতিবাদাঃ শতশো ব্যবস্থিতাঃ; অতো যুক্তমেব হি-শব্দেন ব্যাখ্যানম্॥ ১৩

যত্তদ্ব্রাহ্মণান্তরেষ্বিদমাহুঃ—সংবৎসরং পয়সা জুহ্বদপ পুনর্মৃত্যুং জয়তীতি; সংবৎসরেণ কিল ত্রীণি ষষ্টিশতান্যাহুতীনাং সপ্ত চ শতানি বিংশতিশ্চেতি যাজুষ্মতীরিষ্টকা অভিসম্পদ্যমানাঃ সংবৎসরস্য চাহোরাত্রাণি, সংবৎসরমগ্নিং প্রজাপতিমাপ্নুবন্তি; এবং কৃত্বা সংবৎসরং জুহ্বদপজয়তি পুনর্মৃত্যুম্—ইতঃ প্রেত্য দেবেষু সম্ভূতঃ পুনর্ন ম্রিয়তে ইত্যর্থঃ—ইত্যেবং ব্রাহ্মণবাদা আহুঃ। ১৪

ন তথা বিদ্যাৎ ন তথা দ্রষ্টব্যম্, যদহরেব জুহোতি, তদহঃ পুনর্মৃত্যুমপজয়তি, ন সংবৎসরাভ্যাসমপেক্ষতে; এবং বিদ্বান্ সন্—যদুক্তং—পয়সি হীদং সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং পয়আহুতিবিপরিণামাত্মকত্বাৎ সর্ব্বস্যেতি; তৎ—একেনৈবাহ্না জগদাত্মত্বং প্রতিপদ্যতে, তদুচ্যতে—অপজয়তি পুনর্মৃত্যুং পুনর্ম্মরণম্. সকৃৎ মৃত্বা বিদ্বান্ শরীরেণ বিযুজ্য সর্ব্বাত্মা ভবতি, ন পুনর্মরণায় পরিচ্ছিন্নং শরীরং গৃহ্লাতীত্যর্থঃ। ১৫

কঃ পুনর্হেতুঃ, সর্ব্বাত্মাপ্ত্যা মৃত্যুমপজয়তীতি? উচ্যতে—সর্ব্বং সমস্তং হি যস্মাৎ দেবেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽন্নাদ্যমন্নমেব তদাদ্যঞ্চ সায়ং প্রাতরাহুতিপ্রক্ষেপেণ প্রযচ্ছতি; তদ্যুক্তং সর্ব্বমাহুতিময়মাত্মানং কৃত্বা সর্ব্বদেবান্নরূপেণ সর্ব্বৈর্দেবৈরেকাত্মভাবং গত্বা সর্ব্বদেবময়ো ভূত্বা পুনর্ন ম্রিয়ত ইতি। অথৈতদপ্যুক্তং ব্রাহ্মণেন—"ব্রহ্ম বৈ স্বয়ম্ভু তপোঽতপ্যত, তদৈক্ষত, ন বৈ তপস্যানন্ত্যমস্তি, হন্তাহং ভূতেষ্বাত্মানং জুহবানি ভূতানি চাত্মনীতি, তৎ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাত্মানং হুত্বা ভূতানি চাত্মনি সর্ব্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্য্যৈৎ" ইতি॥ ১৬

কস্মাত্তানি ন ক্ষীয়ন্তেঽদ্যমানানি সর্ব্বদেতি। যদা পিত্রান্নানি সৃষ্ট্বা সপ্ত পৃথক্‌ পৃথগ্‌ভোক্তৃভ্যঃ প্রত্তানি, তদাপ্রভৃত্যেব তৈর্ভোক্তৃভিরদ্যমানানি তন্নিমিত্তত্বাত্তেষাং স্থিতেঃ—সর্ব্বদা নৈরন্তর্য্যেণ; কৃতক্ষয়োপপত্তেশ্চ যুক্তস্তেষাং ক্ষয়ঃ; ন চ তানি ক্ষীয়মাণানি, জগতোঽবিভ্রষ্টরূপেণৈবাবস্থানদর্শনাৎ; ভবিতব্যঞ্চান্নক্ষয়কারণেন; তস্মাৎ কস্মাৎ পুনস্তানি ন ক্ষীয়ন্তে ইতি প্রশ্নঃ। ১৭

তস্যেদং প্রতিবচনম্—পুরুষো বা অক্ষিতিঃ। যথাসৌ পূর্ব্বমন্নানাং স্রষ্টাসীৎ পিতা মেধয়া জায়াদিসম্বন্ধেন চ পাঙ্‌ক্তকর্ম্মণা ভোক্তা চ, তথা যেভ্যো দত্তান্যন্নানি, তেঽপি তেষামন্নানাং ভোক্তারোঽপি সন্তঃ পিতর এব—মেধয়া তপসা চ যতো জনয়ন্তি তান্যন্নানি। তদেতদভিধীয়তে পুরুষো বৈ যাঽন্নানাং ভোক্তা, সঃ অক্ষিতিরক্ষয়হেতুঃ। কথমস্যাক্ষিতিত্বমিত্যুচ্যতে—স হি যস্মাদিদং ভুজ্যমানং সপ্তবিধং কার্য্যকরণলক্ষণং ক্রিয়াফলাত্মকং পুনঃ পুনর্ভূয়োভূয়ো জনয়তে উৎপাদয়তি, ধিয়া ধিয়া তত্তৎকালভাবিন্যা তয়া তয়া প্রজ্ঞয়া, কর্ম্মভিশ্চ বাঙ্মনঃকায়চেষ্টিতৈঃ; যদ্‌ যদি হ—যদ্যেতৎ সপ্তবিধমন্নমুক্তং ক্ষণমাত্রমপি ন কুর্য্যাৎ প্রজ্ঞয়া কর্ম্মভিশ্চ, ততো বিচ্ছিদ্যেত ভুজ্যমানত্বাৎ সাতত্যেন ক্ষীয়েত হ। তস্মাদ্‌যথৈবায়ং পুরুষো ভোক্তা অন্নানাং নৈরন্তর্য্যেণ যথাপ্রজ্ঞং যথাকর্ম্ম চ করোত্যপি; তস্মাৎ পুরুষোঽক্ষিতিঃ, সাতত্যেন কর্ত্তৃত্বাৎ; তস্মাদ্ভুজ্যমানান্যপি অন্নানি ন ক্ষীয়ন্ত ইত্যর্থঃ। ১৮

অতঃ প্রজ্ঞাক্রিয়ালক্ষণপ্রবন্ধারূঢ়ঃ সর্ব্বো লোকঃ সাধ্যসাধনলক্ষণঃ ক্রিয়াফলাত্মকঃ সংহতানেকপ্রাণিকর্ম্মবাসনাসন্তানাবষ্টব্ধত্বাৎ ক্ষণিকোঽশুদ্ধোঽসারো নদীস্রোতঃ-প্রদীপসন্তানকল্পঃ কদলীস্তম্ভবদসারঃ ফেনমায়ামরীচ্যম্ভঃস্বপ্নাদিসমঃ তদাত্মগতদৃষ্টীনামবিকীর্য্যমাণোঽনিত্যঃ সারবানিব লক্ষ্যতে; তদেতদ্বৈরাগ্যার্থমুচ্যতে—ধিয়া ধিয়া জনয়তে কর্ম্মভির্যদ্‌ হৈতন্ন কুর্য্যাৎ, ক্ষীয়েত হেতি—বিরক্তানাং হি অস্মাদ্‌ ব্রহ্মবিদ্যা আরব্ধব্যা চতুর্থপ্রমুখেনেতি। ১৯

যো বৈ তামক্ষিতিং বেদেতি। বক্ষ্যমাণান্যপি ত্রীণ্যন্নান্যস্মিন্নবসরে ব্যাখ্যাতান্যেবেতি কৃত্বা তেষাং যাথাত্ম্যবিজ্ঞানফলমুপসংহ্রিয়তে—যো বৈ এতামক্ষিতিমক্ষয়হেতুং যথোক্তং বেদ—পুরুষো বা অক্ষিতিঃ, স হীদমন্নং ধিয়া ধিয়া জনয়তে কর্ম্মভিঃ, যদ্ধৈতন্ন কুর্য্যাৎ ক্ষীয়েত হেতি—সোঽন্নমত্তি প্রতীকেনেত্যস্যার্থ উচ্যতে—মুখং মুখ্যত্বং প্রাধান্যমিত্যেতৎ, প্রাধান্যেনৈবান্নানাং পিতুঃ পুরুষস্যাক্ষিতিত্বং যো বেদ, সোঽন্নমত্তি, নায়ং প্রতিগুণভূতঃ সন্‌,

যথা অজ্ঞঃ, ন তথা বিদ্বান্ অন্নানামাত্মভূতো ভোক্তৈব ভবতি, ন ভোজ্যতামাপদ্যতে। স দেবান্ অপিগচ্ছতি স ঊর্জ্জমুপজীবতি—দেবানপিগচ্ছতি দেবাত্মভাবং প্রতিপদ্যতে, ঊর্জ্জমমৃতঞ্চোপজীবতীতি যদুক্তং, সা প্রশংসা, নাপূর্ব্বার্থোঽন্যোঽস্তি ॥ ৫৬ ॥ ২ ॥

টীকা। তত্রাদ্যমন্ত্রভাগমাদায় ব্যাচষ্টে—যৎসপ্তান্নানীতি। অজনয়দিতি ক্রিয়ায়া বিশেষণং—যদিতি পদম্। তথা চ তদযুক্তং পিতৃত্বাদিতি শেষঃ। গ্রন্থার্থধারণশক্তির্মেধা, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপঃ, তে কস্মাদত্র ন গৃহ্যেতে, তত্রাহ—জ্ঞানকর্ম্মণী ইতি। তয়োঃ প্রকৃতত্বং প্রকটয়তি—প্রাগুক্তং হীতি। ইতরয়োরপ্রকৃতত্বং হেতুকৃতমনূদ্য ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। জ্ঞানকর্ম্মণোঃ প্রকৃতত্বমুক্তং হেতুমাদায় বাক্যং পূরয়তি—অত ইতি। যৎসপ্তান্নানীত্যাদিমন্ত্রভাগং ব্যাখ্যায় ব্রাহ্মণবাক্যসমুদায়তাৎপর্য্যমাহ—তত্রেতি। মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকো গ্রন্থঃ সপ্তম্যর্থঃ। মেধয়া হীত্যাদিব্রাহ্মণমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্থাপয়তি—তত্র যদিতি। প্রকৃতমন্ত্রসমুদায়ঃ সপ্তম্যা পরামৃশ্যতে। ব্যাখ্যানমেব সংগৃহ্ণাতি—প্রসিদ্ধো হীতি। ন কেবলং হিশব্দাৎ মন্ত্রস্য প্রসিদ্ধার্থত্বং, কিন্তু মন্ত্রস্বরূপালোচনায়ামপি তৎসিধ্যতীত্যাহ—যদিতি। মন্ত্রার্থস্য প্রসিদ্ধত্বে মন্ত্রস্যানুগুণত্বং হেতুকৃত্য ফলিতমাহ অত ইতি। ১

তৎপ্রসিদ্ধিমুপপাদয়িতুং পৃচ্ছতি—নন্বিতি। সাধ্যসাধনাত্মকে জগতি যৎ পিতৃত্বমবিদ্যাবতো ভাবি, তৎ প্রত্যক্ষত্বাৎ প্রসিদ্ধম্ অনুভূয়তে হি জায়াদি সম্পাদয়ন্নবিদ্বানিত্যাহ—উচ্যত ইতি। শ্রুত্যা চ প্রাগুক্তত্বাৎ প্রসিদ্ধমেবেত্যাহ—অভিহিতং চেতি। যচ্চ মেধাতপোভ্যাং স্রষ্টৃত্বং মন্ত্রব্রাহ্মণয়োরুক্তং, তদপি প্রসিদ্ধমেব, বিদ্যাকর্ম্মপুত্রাণামভাবে লোকত্রয়োৎপত্ত্যনুপপত্তেরিত্যাহ—তত্র চেতি। পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থঃ সপ্তম্যর্থঃ। পুত্রেণৈবায়ং লোকো জয্য ইত্যাদৌ বক্ষ্যমাণত্বাচ্চাস্যার্থস্য প্রসিদ্ধতেত্যাহ—বক্ষ্যমাণং চেতি। মন্ত্রার্থস্যেত্থং প্রসিদ্ধত্বে মন্ত্রস্য প্রসিদ্ধার্থবিষয়ং ব্রাহ্মণমুপপন্নমিত্যুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ২

প্রকারান্তরেণ মন্ত্রার্থস্য প্রসিদ্ধত্বমাহ—এষণা হীতি। ফলবিষয়ত্বং তস্যাঃ স্বানুভবসিদ্ধমিতি বক্তুং হি-শব্দঃ। তস্যা লোকপ্রসিদ্ধত্বেঽপি কথং মন্ত্রার্থস্য প্রসিদ্ধত্বমত আহ—এষণা চেতি। জায়াদ্যাত্মকস্য কামস্য সংসারারম্ভকত্বমোক্ষেঽপি কামঃ সংসারমারভেত কামত্বাবিশেষাদিত্যতিপ্রসঙ্গমাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মবিদ্যেতি। তস্যা বিষয়ো মোক্ষঃ। তস্মিন্নদ্বিতীয়ত্বাদ্রাগাদিপরিপন্থিনি কামাপরপর্য্যায়ো রাগো নাবকল্পতে। ন হি মিথ্যাজ্ঞাননিদানো রাগঃ সম্যগ্জ্ঞানাধিগম্যে মোক্ষে সম্ভবতি। শ্রদ্ধা তু তত্র ভবতি তত্ত্ববোধাধীনতয়া সংসারবিরোধিনী, তন্ন সংসারানুবন্ধিনী ভাবিত্যর্থঃ। শাস্ত্রীয়স্য জায়াদেঃ সংসারহেতুত্বে কর্ম্মাদেরশাস্ত্রীয়স্য কথং তদ্ধেতুত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এতেনেতি। অবিদ্যোত্থস্য কামস্য সংসারহেতুত্বোপদর্শনেনেতি যাবৎ। স্বাভাবিকাত্যামবিদ্যাধীনকামপ্রযুক্তাত্যামিত্যর্থঃ।

ইতশ্চ তয়োঃ সংসৃষ্টপ্রযোজকত্বমেষ্টব্যমিত্যাহ—স্থাবরান্তস্যেতি। যৎ সপ্তান্না-

নীত্যাদিমন্ত্রপদস্য মেধয়া হীত্যাদিব্রাহ্মণস্য চাক্ষরোত্থমর্থমুক্ত্বা তাৎপর্য্যমাহ—বিবক্ষিতত্বমিতি। শাস্ত্রপরবশস্য শাস্ত্রবশাদেব সাধ্যসাধনভাবাদশাস্ত্রীয়াদ্বৈমুখ্যসম্ভবান্ন তস্যাত্র বিবক্ষিতত্বমিত্যর্থঃ। শাস্ত্রীয়স্য সাধ্যসাধনভাবস্য বিবক্ষিতত্বে হেতুমাহ—ব্রহ্মেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি—সর্ব্বো হীতি। দুঃখয়তীতি দুঃখস্য হেতুরিতি যাবৎ। প্রকৃতমন্ত্রব্রাহ্মণব্যাখ্যাসমাপ্তাবিতিশব্দো বিবক্ষিতার্থপ্রদর্শনসমাপ্তৌ বা। ৩

মন্ত্রব্রাহ্মণয়োঃ শ্রুত্যর্থাভ্যামর্থমুক্ত্বা সমনন্তরগ্রন্থমবতারয়তি—তত্রেতি। সপ্তবিধেঽন্নে সৃষ্টে সতীতি যাবৎ। ব্যাখ্যানমেব বিবৃণোতি—অস্যেত্যাদিনা।

সাধারণমন্নমসাধারণীকুর্ব্বতো দোষং দর্শয়তি—স য ইতি। তৎপরো ভবতীত্যুক্তং বিবৃণোতি—উপাসনং হীতি। ব্রাহ্মণোক্তেঽর্থে মন্ত্রং প্রমাণয়তি—তথা চেতি। মোঘং বিফলং দেবাদ্যনুপভোগ্যমন্নং যদি জ্ঞানদুর্ব্বলো লভতে, তদা স বধ এব তস্যেতি সাধারণান্নস্যাসাধারণীকরণং নিন্দিতমিত্যর্থঃ। তত্রৈব স্মৃতীরুদাহরতি—স্মৃতিরপীতি। ‘ন বৃথা ঘাতয়েৎ পশুম্। ন চৈকঃ স্বয়মশ্নীয়াদ্বিধিবর্জ্জং ন নির্ব্বপেৎ’ ইতি পাদত্রয়ং দ্রষ্টব্যম্। ‘ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ। তৈর্দত্তান্’ ইতি শেষঃ। ‘অনেনা অভিশংসতি। স্তেনঃ প্রমুক্তো রাজনি যাবন্নানৃতসঙ্করঃ’ ইত্যুত্তরং পাদত্রয়ম্। তত্রাদ্যপাদস্যার্থো ভ্রূণহা শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণঘাতকঃ। যথাহুঃ—‘বরিষ্ঠব্রহ্মহা চৈব ভ্রূণহেত্যভিধীয়তে’ ইতি। স্বস্যান্নভক্ষকে স্বপাপং মার্ষ্টি শোধয়তীত্যন্নদাতুঃ পাপক্ষয়োক্তেরিতরস্যাসাধারণীকৃত্য ভুঞ্জানস্য পাপিত্বেতি।

"অদত্ত্বা তু য এতেভ্যঃ পূর্ব্বং ভুঙ্‌ক্তেঽবিচক্ষণঃ।
স ভুঞ্জানো ন জানাতি শ্বগৃধ্রৈর্জ্জগ্ধিমাত্মনঃ ॥"

ইত্যাদিবাক্যমাদিশব্দার্থঃ। ৪

আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং হেতুমবতার্য্য ব্যাকরোতি—কস্মাদিত্যাদিনা। সর্ব্বতোঽন্যৎ সাধয়তি—যো মুখ্য ইতি। পরস্য স্বমার্জ্জারাদেরিতি যাবৎ। পীড়াকরত্বে হেতুমাহ—মমেদমিতি। প্রাগুক্তদৃষ্টফলমাচষ্টে—তস্মাদিতি। সাধারণমন্নমসাধারণীকুর্ব্বাণস্য পাপানিবৃত্তিরিত্যত্র হেত্বন্তরমাহ—দুষ্কৃতং হীতি। যদা হি মনুষ্যাণাং দুষ্কৃতমন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি, তদা তদসাধারণীকুর্ব্বতো মহত্তরং পাপং ভবতীত্যর্থঃ। ৫

একমস্যেত্যাদিমন্ত্রব্রাহ্মণয়োঃ স্বপক্ষার্থমুক্ত্বা ভর্তৃপ্রপঞ্চপক্ষমাহ—গৃহিণেতি। যদন্নং গৃহিণা প্রত্যহমগ্নৌ বৈশ্বদেবাখ্যং নির্ব্বর্ত্ত্যতে, তৎ সাধারণমিতি ভর্তৃপ্রপঞ্চৈরুক্তমিত্যর্থঃ। সাধারণপদাস্বপক্ষেন যুক্তমিদং ব্যাখ্যানমিতি দূষয়তি—তস্মেতি। বৈশ্বদেবস্য সাধারণত্বমপ্রামাণিকমিত্যুক্তমিদানীং তস্য প্রত্যক্ষত্বাদিমমা পরামর্শশ্চ ন যুক্তিমানিত্যাহ—নাপীতি। ইতশ্চ সাধারণশব্দেন সর্ব্বপ্রাণান্নং গ্রাহ্যমিত্যাহ—সর্ব্বৈরিতি। বৈশ্বদেবগ্রহেঽপীতরগ্রহঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—বৈশ্বদেবেতি। যত্ত্ পরপক্ষে যদিদমদ্যত ইতি বচো নানুকূলমিতি, তন্নাস্মৎপক্ষেঽস্তীত্যাহ—তত্রেতি। প্রত্যক্ষং সাধারণান্নং সপ্তম্যর্থঃ। ৬

বিপক্ষে দোষমাহ—যদি হীতি। প্রসঙ্গস্যেষ্টত্বং নিরাচষ্টে—ইষ্যতে হীতি। পরপক্ষে বাক্যশেষবিরোধং দোষান্তরমাহ—ন চেতি। শ্লেষাদিতুল্যত্বং তস্য ব্যাবর্ত্তয়তি—

ন চ তস্যেতি। অনিষিদ্ধস্যাপি তস্য স্বভাবজুগুপ্সিতত্বাত্তদনুষ্ঠায়িনঃ পাপানিবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ —ন চেতি।

'অবশ্যং যাতি তির্য্যক্ত্বং জগ্ধ্বা চৈবাহুতং হবিঃ।'

ইত্যকরণে বৈশ্বদেবস্য প্রত্যবায়শ্রবণাচ্চ তদনুষ্ঠায়িনো ন পাপ্মলেশোঽস্তীত্যাহ—অকরণে চেতি। সর্ব্বসাধারণান্নগ্রহে তু তৎপরস্য নিন্দাবচনমুপপদ্যতে, তেন তদেব গ্রাহ্যমিত্যাহ—ইতরত্রেতি। তত্রৈব শ্রুত্যন্তরং সংবাদয়তি—অহমিতি। অর্থিভ্যোঽবিভজ্যান্নমদত্ত্বা স্বয়মেব ভুঞ্জানং নরমহমন্নমেব ভক্ষয়ামি তমনর্থভাজং করোমীত্যর্থঃ। ৭

মন্ত্রান্তরমাদায়াকাঙ্ক্ষাদ্বারা ব্রাহ্মণমুখাপ্য ব্যাচষ্টে—দ্বে দেবানিত্যাদিনা। হুতপ্রহুতয়োর্দ্দেবান্নত্বে সম্প্রতিতনমনুষ্ঠানমনুকূলয়তি যস্মাদিতি। পক্ষান্তরমুপন্যস্য ব্যাকরোতি—অথো ইতি। যদি দর্শপূর্ণমাসৌ দেবান্নে, কথং তর্হি হুতপ্রহুতে ইতি পক্ষস্য প্রাপ্তিস্তত্রাহ—দ্বিত্বেতি। ৮

তর্হি দ্বে দেবানিতি শ্রুতদ্বিত্বস্য হুতপ্রহুতয়োরপি সম্ভবাৎ প্রথমপক্ষস্য পূর্ব্বপক্ষত্বমত আহ—যদ্যপীতি। প্রসিদ্ধতরত্বে হেতুমাহ—মন্ত্রেতি। 'অগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামগ্নিরিদং হবিরজুষত' ইত্যাদিমন্ত্রেষু দর্শপূর্ণমাসয়োর্দ্দেবান্নত্বস্য প্রাতিপদত্বাদিতি যাবৎ। ইতশ্চ দর্শপূর্ণমাসয়োরেব দেবান্নত্বমিতি বক্তুং সামান্যন্যায়মাহ—গুণেতি। গুণপ্রধানয়োরেকত্র সাধারণশব্দাৎ প্রাপ্তৌ সত্যাং প্রথমতরা প্রধানে ভবত্যবগতিগৌণমুখ্যয়োর্মুখ্যে কার্য্যসংপ্রত্যয় ইতি ন্যায়াদিত্যর্থঃ অস্ত্বেবং, প্রস্তুতে কিং জাতং, তদাহ দর্শপূর্ণমাসয়োশ্চেতি। তয়োর্নিরপেক্ষশ্রুতিদৃষ্টতয়া সাপেক্ষস্মৃতিসিদ্ধহুতাদ্যপেক্ষয়া প্রাধান্যং সিদ্ধং, তথা চ প্রধানয়োস্তয়োরিতরয়োশ্চ গুণয়োরেকত্র প্রাপ্তৌ প্রধানয়োরেব দ্বে দেবানিতি মন্ত্রেণ গ্রহো যুক্তিমানিত্যর্থঃ।

দর্শপূর্ণমাসয়োর্দ্দেবান্নত্বে সমনন্তরনিষেধবাক্যমনুকূলয়তি—যস্মাদিতি। ইষ্টিযজনশীলো ন স্যাদিতি সম্বন্ধঃ। নন্ব তদ্যজনশীলত্বাভাবে কুতো দর্শপূর্ণমাসয়োর্দ্দেবার্থত্বং, ন হি তাবন্নিষ্পন্নৌ তদর্থাবিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইষ্টিশব্দেনেতি। কিং পুনরস্মিন্ বাক্যে কাম্যেষ্টিবিষয়ত্বমিষ্টিশব্দস্যেত্যত্র নিয়ামকং, তত্র কিলশব্দসূচিতাং পাঠকপ্রসিদ্ধিমাহ—শাতপথীতি। কাম্যেষ্টীনামনুষ্ঠাননিষেধে স্বর্গকামবাক্যবিরোধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তাচ্ছীল্যেতি। তত্র বিহিতস্তোকঞ্ প্রত্যয়স্তাত্র প্রয়োগাৎ কাম্যেষ্টিযজনপ্রধানত্বমিহ নিষিধ্যতে, তচ্চ দেবপ্রধানয়োর্দর্শপূর্ণমাসয়োরনন্যান্নত্বৈত্বসিদ্ধার্থং ন তু তাঃ স্বতো নিষিধ্যন্তে তন্ন স্বর্গকামবাক্যবিরোধোঽস্তীত্যর্থঃ। ৯

পশ্বন্নবিষয়ং মন্ত্রপদমাদায় প্রশ্নপূর্ব্বকং তদর্থং কথয়তি—পশুভ্য ইতি। পশূনাং পয়োঽন্নমিত্যেতদুপপাদয়িতুং পৃচ্ছতি—কথং পুনরিতি। পয়ো হীতি প্রতীকমুপাদায় ব্যাকরোতি—অগ্র ইতি। 'পশবো দ্বিপাদশ্চতুষ্পাদশ্চ' ইতি শ্রুতিমাশ্রিত্য মনুষ্যাশ্চেত্যুক্তম্। উচিতং হীত্যত্র হিশব্দস্তস্মাদর্থে, যস্মাদিত্যুপক্রমাৎ। ঔচিত্যং ব্যতিরেকদ্বারা সাধয়তি—অন্যথেতি। ১০

নিয়মেন প্রথমং পশূনাং তদুপজীবনমসম্প্রতিপন্নমিতি শঙ্কতে—কথমিতি। মনুষ্য-

বিষয়ে বা প্রশ্নস্তদিতরপশুবিষয়ে বেতি পৃচ্ছতি—উচ্যত ইতি। তত্রাদ্যমনুত্তবাবষ্টম্ভেন প্রত্যাচষ্টে—মনুষ্যাংশ্চেতি। চকারো মনুষ্যমাত্রসংগ্রহার্থঃ। তেনৈব পয়সৈবেতি যাবৎ। ঘৃতং বেতি বাশব্দো বক্ষ্যমাণবিকল্পদ্যোতকঃ। জাতরূপং হেম, ত্রৈবর্ণিকেভ্যোঽন্যেষাং জাতকর্ম্মাভাবাদ্ যোগ্যতামনতিক্রম্য স্তনমেব জাতং কুমারং প্রথমং পায়য়ন্তীত্যাহ—যথাসম্ভবমিতি। যদ্বা তেষাং জাতকর্ম্মানধিকৃতানাং জাতং কুমারং ঘৃতং বা স্তনং বা প্রথমং পায়য়ন্তীতি যাবৎ। পশুবিষয়ং প্রশ্নং পশবশ্চেতি সূচিতসমাধানং প্রত্যাহ—স্তনমেবেতি। পশূনাং জাতং বৎসমিতি সম্বন্ধঃ। পশূনাং পয়োঽন্নমিত্যত্র লোকপ্রসিদ্ধিং প্রমাণয়তি—অথেতি। দ্বিপাৎপশ্বধিকারবিচ্ছেদার্থোঽথশব্দঃ। প্রতিবচনং ব্যাচষ্টে—মাদ্যাপীতি। ১১

নন্বেবামগ্রে ঘৃতোপজীবিত্বমুপলভ্যতে, পয়স্তে নোপজীবন্তি, ঘৃতপয়সোর্ভেদাৎ অতঃ পশ্বন্নং পয়সো ভাগাসিদ্ধমত আহ—যচ্চেতি। নন্ন ঘৃতমুপজীবন্তোঽপি পয় এবোপজীবন্ত্যযুক্তং, তন্তেদন্তোক্তত্বাৎ, তত্রাহ—ঘৃতস্যাপীতি। মন্ত্রপাঠক্রমমতিক্রম্য পশ্বন্নে ব্যাখ্যাতে প্রত্যবতিষ্ঠতে—কস্মাদিতি। দ্বে দেবানভাজয়দিতি ব্যাখ্যাতে সাধনে সাধনত্বাবিশেষাৎপয়োঽপি বুদ্ধিস্থমিত্যর্থক্রমমাশ্রিত্য পরিহরতি—কর্ম্মেতি। তদেব স্পষ্টয়তি—কর্ম হীতি। যদ্যপি পয়োরূপং সাধনমাশ্রিত্য কর্ম্ম প্রবৃত্তং, তথাপি দর্শপূর্ণমাসানন্তর্য্যং কথং পয়সঃ সিধ্যতি, তত্রাহ—তচ্চেতি। বিত্তেন পয়সা সাধ্যং কর্ম্মান্নত্রয়স্য সাধনমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। পূর্ব্বোক্তৌ দর্শপূর্ণমাসৌ দ্বে দেবান্নে বক্ষ্যমাণস্যান্নত্রয়স্য যথা সাধনং, তথা পয়সোঽপ্যগ্নিহোত্রাদিদ্বারা তৎসাধনত্বাৎ কর্ম্মকোটিনিবিষ্টত্বাত্তদ্ব্যাখ্যানানন্তর্য্যং পয়োব্যাখ্যানস্য যুক্তমিত্যর্থঃ।

পাঠক্রমস্তর্হি কথমিত্যাশঙ্ক্যার্থক্রমেণ তদ্বাধমভিপ্রেত্যাহ—সাধনত্বেতি। আনন্তর্য্যং পাঠক্রমঃ। অকারণত্বমবিবক্ষিতত্বম্। পাঠক্রমাদর্থক্রমস্য বলীয়স্ত্বাত্তেনেতরস্য বাধ্যত্বমিত্যেতৎ প্রথমে তন্ত্রে স্থিতমিত্যভিপ্রেত্যাহ—ইতি চেতি। পশ্বন্নস্য চতুর্থত্বেন ব্যাখ্যানে হেত্বন্তরমাহ—ব্যাখ্যান ইতি। ব্যাখ্যানসৌকর্য্যং সাধয়তি—সুখং হীতি। প্রতিপত্তিসৌকর্য্যং প্রকটয়তি—ব্যাখ্যাতানীতি। চত্বারি সাধনানি, ত্রীণি সাধ্যানীতি বিভজ্যোক্তৌ বক্তৃশ্রোত্রোঃ সৌকর্য্যেণ ধীর্ভবতি, ততশ্চ পাঠক্রমাতিক্রমঃ শ্রেয়ানিত্যর্থঃ। ১২

পশ্বন্নস্য সর্ব্বাধিষ্ঠানবিষয়ং মন্ত্রমবতার্য্য প্রশ্নপূর্ব্বকং তদীয়ং ব্রাহ্মণং ব্যাচষ্টে—তস্মিন্নিত্যাদিনা। মন্ত্রাচ্ছেদো ব্রাহ্মণেন প্রতিভাতীত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি। পয়সি হীতি ব্রাহ্মণে হি-শব্দস্য প্রসিদ্ধাবদ্যোতকত্বমস্তি। তেন চ হেতুনা হি-শব্দেন তস্মিন্নিত্যাদিকং মন্ত্রপদং ব্যাখ্যাতমিতি যোজনা।

মন্ত্রার্থস্য লোকপ্রসিদ্ধ্যভাবাৎ প্রসিদ্ধাবদ্যোতিনা হিশব্দেন ব্যাখ্যানং যুক্তমিতি শঙ্কতে—কথমিতি। কার্য্যং কারণে প্রতিষ্ঠিতমিতি ন্যায়েন বৈদিকীং প্রসিদ্ধিমাদায় সমাধত্তে—কারণত্বেতি। পয়সো দ্রবদ্রব্যমাত্রস্য কুতঃ সর্ব্বজগৎকারণত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কারণত্বং চেতি। তৎসমবায়িত্বেঽপি কুতো জগতঃ কারণত্বেত্যাশঙ্ক্যাহ—অগ্নি-

হোত্রাদীতি। 'তে বা এতে আহুতী হুতে উৎক্রামতস্তে অন্তরিক্ষমাবিশতঃ' ইত্যাদয়ঃ শ্রুতিবাদা দ্যুপর্জন্যব্রীহ্যাদিক্রমেণাগ্নিহোত্রাহুত্যোর্গর্ভাকারপ্রাপ্তিং দর্শয়ন্তি।—

'অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥'

ইত্যাদয়ঃ স্মৃতিবাদাঃ। পয়সি হীত্যাদি ব্রাহ্মণমুপসংহরতি—অত ইতি। পয়সঃ সর্ব্বজগদাধারত্বস্য শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধত্বাদিতি যাবৎ। ১৩

সর্ব্বং পয়সি প্রতিষ্ঠিতমিতি বিধিৎসিতদর্শনস্তুতয়ে শাখান্তরীয়মতং নিন্দিতুমুত্থাপয়তি—যত্তুদিতি। ন কেবলেন কর্ম্মণা মৃত্যুজয়ঃ কিন্তু দর্শনসহিতেনেতি দর্শয়িতুমগ্নিহোত্রাহুতিষু সংখ্যাং কথয়তি—সংবৎসরেণেতি। উক্তাহুতিসংখ্যায়াং সম্বৎসরাবচ্ছিন্নায়ামগ্নিহোত্রবিদাং সম্প্রতিপত্ত্যর্থং কিলেত্যুক্তম্। ননু প্রত্যহং সায়ং প্রাতশ্চেত্যাহুতী দ্বে বিদ্যেতে, তৎ কথমাহুতীনাং ষষ্ট্যধিকানি ত্রীণি শতানি সম্বৎসরেণ ভবন্তি, তত্রাহ—সপ্ত চেতি। প্রত্যেকমহোরাত্রাবচ্ছিন্নাহুতিপ্রয়োগাণামেকস্মিন্ সম্বৎসরে পূর্ব্বোক্তা সংখ্যা, তত্রৈব প্রয়োগার্দ্ধানাং বিংশত্যধিকা সপ্তশতরূপা সংখ্যেতি সিদ্ধমিত্যর্থঃ। আহুতীনাং সংখ্যামুক্তা তাসু যাজুষ্মতীনামিষ্টকানাং দৃষ্টিমাহ যাজুষ্মতীরিতি। তাসামপি ষষ্ট্যধিকানি ত্রীণি শতানি সংখ্যয়া ভবন্তি, তথা চ প্রত্যহমাহুতীরভিনিষ্পদ্যমানাঃ সংখ্যাসামান্যেন যাজুষ্মতীরিষ্টকাশ্চিন্তয়েদিত্যর্থঃ। আহুতিময়ীনামিষ্টকানাং সম্বৎসরাবয়বাহোরাত্রেষু সংখ্যাসামান্যেনৈব দৃষ্টিমাচষ্টে—সংবৎসরস্যেতি। তান্যপি ষষ্ট্যধিকানি ত্রীণি শতানি প্রসিদ্ধানি, তথা চ তেষু যথোক্তেষ্টকাদৃষ্টিঃ শ্লিষ্টেত্যর্থঃ। চিতোঽগ্নৌ সম্বৎসরাত্মপ্রজাপতিদৃষ্টিমাহ—সংবৎসরমিতি। যঃ সংবৎসরঃ প্রজাপতিস্তং চিত্যমগ্নিং বিদ্বাংসঃ সম্পাদয়ন্তি। অহোরাত্রেষ্টকাদ্বারা তয়োঃ সংখ্যাসামান্যাদিত্যর্থঃ।

দৃষ্টিমনূদ্য ফলং দর্শয়তি—এবমিতি। উক্তসংখ্যাসামান্যেনাগ্নিহোত্রাহুতীরগ্ন্যবয়বভূতযাজুষ্মতীসংজ্ঞকেষ্টকাঃ সম্পাদ্য তদ্রূপেণাহুতীর্ধ্যায়ন্নাহুতিময়ীশ্চেষ্টকাঃ সংবৎসরাবয়বাহোরাত্রাণি তেনৈব সম্পাদ্য পুরুষনাড়ীষু সংখ্যাসামান্যেন তন্নাড়ীস্তান্যেবাহোরাত্রাণ্যাপাদ্য তদ্রূপেণাহুতীরিষ্টকা নাড়ীশ্চানুসন্দধানো নাড্যহোরাত্রযাজুষ্মতীদ্বারা পুরুষসম্বৎসরচিত্যানাং সমত্বমাপাদ্যাহমগ্নিঃ সম্বৎসরাত্মা প্রজাপতিরেবেতি ধ্যায়ন্নগ্নিহোত্রং পয়সা সম্বৎসরং জুহ্বদ্বিদ্যয়া সহিতহোমবশাৎ প্রজাপতিং সম্বৎসরাত্মকং প্রাপ্য মৃত্যুমপজয়তীত্যর্থঃ। ১৪

একীয়মতমুপসংহৃত্য তন্নিন্দাপূর্ব্বকং মতান্তরমাহ—ইত্যেবমিত্যাদিনা। এবং বিদ্বানিত্যুক্তং ব্যক্তীকরোতি—যদুক্তমিতি। তত্রৈব বিদ্বানেকাহোরাত্রাবচ্ছিন্নাহুতিমাত্রেণ জগদ্রূপং প্রজাপতিং প্রাপ্য মৃত্যুমপজয়তীত্যাহ—তদেকেনেতি। উক্তেঽর্থে শ্রুতিমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—তদুচ্যত ইতি। ১৫

সর্ব্বং হীত্যাদিহেতুবাক্যমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্থাপ্য ব্যাকরোতি—কঃ পুনরিত্যাদিনা। যথোক্তদর্শনবশাদেকয়ৈবাহুত্যা মৃত্যুমপজয়তীত্যত্র ব্রাহ্মণান্তরং সংবাদয়তি—অথেতি। যথা সংবৎসরমিত্যাদ্যুক্তং, তথা যদহরেবেত্যাদ্যপি ব্রাহ্মণান্তরে সূচিতমিত্যর্থঃ। ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভভাবী জীবঃ স্বয়ম্ভূঃ, পরস্তৈব তদাত্মনাবস্থানায় তপোঽতপ্যত কর্ম্মানুতিষ্ঠৎ। যৎ কৃতকং

তদনিত্যমিতি ন্যায়েন কর্ম্মনিন্দাপ্রকারমাহ—তদৈক্ষতেতি। কর্ম্মসহায়ভূতামুপাসনামুপদিশতি—স্বং স্বমিতি। উপাসনামনূদ্য সমুচ্চয়ফলং কথয়তি—তৎ সর্ব্বেষ্বিতি। শ্রেষ্ঠত্বেঽপি রাজকুমারবদস্বাতন্ত্র্যমাশঙ্ক্যাহ—স্বারাজ্যমিতি অধিষ্ঠায় পালয়িতৃত্বমাধিপত্যম্। ১৬

পদদ্বয়ে ব্যাখ্যাতে প্রশ্নরূপং মন্ত্রপদমাদত্তে—কস্মাদিতি। ননু চত্বার্য্যন্নানি ব্যাখ্যাতানি, ত্রীণি ব্যাচিখ্যাসিতানি, তেষব্যাখ্যাতেষু কস্মাদিত্যাদিপ্রশ্নঃ কস্মাদিত্যাশঙ্ক্য সাধনেষূক্তেষু সাধ্যানামপি তেষামর্থাদুক্তত্বমস্তীত্যভিপ্রেত্য প্রশ্নপ্রবৃত্তিং মন্বানো ব্যাচষ্টে—যদেতি। সর্ব্বদেত্যস্য ব্যাখ্যা নৈরন্তর্য্যেণেতি। অন্নানাং সদা ভোক্তৃভিরদ্যমানত্বে হেতুমাহ—তস্মিমিত্তস্মাদিতি। ভোক্তৄণাং স্থিতেরন্ননিমিত্তত্বাত্তৈঃ সদাদ্যমানানি তানি যবপূর্ণকুসূলবদ্বস্তি ক্ষীণানীত্যর্থঃ। কিঞ্চ জ্ঞানকর্ম্মফলত্বাদন্নানাং যৎ কৃতকং তদনিত্যমিতি ন্যায়েন ক্ষয়ঃ সম্ভবতীত্যাহ—ক্রতেতি। অস্তু তর্হি তেষাং ক্ষয়ো নেত্যাহ—ন চেতি। ভবতু তর্হি স্বভাবাদেব সপ্তান্নাত্মকস্য জগতোঽক্ষীণত্বং, নেত্যাহ—ভবিতব্যং চেতি। স্বভাববাদস্যাতিপ্রসঙ্গিত্বাদিত্যর্থঃ। প্রশ্নং নিগময়তি—তস্মাদিতি। ১৭

প্রতিবচনমাদায় ব্যাচষ্টে—তস্যেত্যাদিনা। তেষাং পিতৃত্বে হেতুমাহ—মেধয়েতি। ভোগকালেঽপি বিহিতপ্রতিষিদ্ধজ্ঞানকর্ম্মসম্ভবাৎ প্রবাহরূপেণান্নাক্ষয়ঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। তত্র প্রতিজ্ঞাভাগমুপাদায়াক্ষরাণি ব্যাচষ্টে তদেতদিতি। হেতুভাগমুত্থাপ্য বিভজতে—কথমিত্যাদিনা। তস্মাত্তদক্ষয়ঃ সম্ভবতি প্রবাহাত্মনেতি শেষঃ। উক্তহেতুং ব্যতিরেকদ্বারোপপাদয়িতুং যদ্ধৈতদিত্যাদি বাক্যং, তদ্ব্যাচষ্টে—যদ্দিতি। অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধং হেতুং নিগময়তি—তস্মাদিতি। তথা যথাপ্রক্রান্তমিতি পঠিতব্যম্। সাধ্যং নিগময়তি—তস্মাদিতি। অক্ষয়হেতৌ সিদ্ধে ফলিতমাহ—তস্মাদদ্যমানানীতি। ১৮

ধিয়া ধিয়েত্যাদিশ্রুতেঃ স হীদমিত্যত্রোক্তং পরিহারং প্রপঞ্চয়ন্ত্যাঃ সপ্তবিধান্নস্য কার্য্যত্বাৎ প্রতিক্ষণধ্বংসিত্বেঽপি পুনঃ পুনঃ ক্রিয়মাণত্বাৎ প্রবাহাত্মনা তদচলং মন্দাঃ পশ্যন্তীত্যস্মিন্নর্থে তাৎপর্য্যমাহ—অত ইতি। প্রজ্ঞাক্রিয়াভ্যাং হেতুভ্যাং লক্ষ্যতে ব্যাবর্ত্ত্যতে নিষ্পাদ্যতে যঃ প্রবন্ধঃ সমুদায়স্তদারূঢ়স্তদাত্মকঃ সর্ব্বো লোকশ্চেতনাচেতনাত্মকো দ্বৈতপ্রপঞ্চঃ সাধ্যত্বেন সাধনত্বেন চ বর্ত্তমানো জ্ঞানকর্ম্মফলভূতঃ ক্ষণিকোঽপি নিত্য ইব লক্ষ্যতে। তত্র হেতুঃ—সংহতেতি। সংহতানাং মিথঃ সহায়ত্বেন স্থিতানামনেকেষাং প্রাণিনামনন্তানি কর্ম্মাণি বাসনাশ্চ তৎসন্তানেনাবষ্টব্ধত্বাদ্দৃঢ়ীকৃতত্বাদিতি যাবৎ। প্রাতীতিকমেব সংসারস্য স্থৈর্য্যং ন তাত্ত্বিকমিতি বক্তুং বিশিনষ্টি—নদীতি। অসারোঽপি সারবত্তাতীত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—কদলীতি। অশুদ্ধোঽপি শুদ্ধবত্তাতীত্যত্রোদাহরণমাহ—মায়েত্যাদিনা। অনেকোদাহরণং সংসারস্যানেকরূপত্বদ্যোতনার্থম্। কেষাং পুনরেব সংসারোঽস্তথা ভাতীত্যপেক্ষায়াং সংসারায় পরাগ্দৃশামিতি ন্যায়েনাহ—তদাত্মেতি। কিমিতি প্রতিক্ষণপ্রধ্বংসি জগদিতি প্রত্যোচ্যতে, তত্রাহ—তদেতদিতি। বৈরাগ্যমপি হ্যত্রোপযুজ্যতে, তত্রাহ—বিরক্তানাং হীতি। ইতি বৈরাগ্যার্থবদিতি শেষঃ। ১৯

পুরুষোঽন্নানামক্ষয়হেতুরিত্যুপপাদ্য তজ্জ্ঞানমনূদ্য তৎফলমাহ—যো বৈতামিত্যা-

দিনা। যথোক্তমন্ত্রবদতি—পুরুষ ইতি। ফলবিষয়ং মন্ত্রপদমুপাদায় তদীয়ং ব্রাহ্মণমবতার্য্য ব্যাকরোতি—সোঽন্নমিত্যাদিনা। যথোক্তোপাসনবতো যথোক্তং ফলম্। প্রাধান্যেনৈব সোঽন্নমত্তীতি সম্বন্ধঃ। বিদুষোঽন্নং প্রতি গুণত্বাভাবে হেতুমাহ—অন্নানামিতি। উক্তমর্থং প্রতিগৃহ্লাতি—স্তোকৈরেবেতি। প্রশস্তিসিদ্ধয়ে প্রপঞ্চয়তি—স দেবানিত্যাদিনা॥ ৫৬॥ ২।

ভাষ্যানুবাদ। 'যৎ সপ্ত অন্নানি' ইত্যাদি। 'যৎ'পদটি 'অজনয়ৎ' ক্রিয়ার বিশেষণ; 'মেধা' অর্থ—জ্ঞান, এবং 'তপঃ' অর্থ—কর্ম্ম; এখানে জ্ঞান ও কর্ম্মেরই প্রসঙ্গ চলিতেছে; এইজন্য জ্ঞান ও কর্ম্মই মেধা ও তপঃ শব্দের অর্থ; কিন্তু অন্যপ্রকার মেধা ও তপস্যা অর্থ নহে; কারণ, এখানে তাহাদের কোনই প্রসঙ্গ নাই। জায়াদি-লাভের উপায়স্বরূপ পাঙ্ক্ত কর্ম্ম [পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে], এবং পরেই "য এবং বেদ" বলিয়া জ্ঞানের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে; অতএব এখানে লোকপ্রসিদ্ধ মেধা ও তপস্যার আশঙ্কা করা উচিত হয় না। অতএব, পিতা জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা যে সপ্ত প্রকার অন্ন উৎপাদন করিয়াছেন, 'সে সমুদয় প্রকাশ করিব' এইরূপ বাক্য-শেষ-পূরণ করিয়া লইতে হইবে।

উক্ত মন্ত্রসমূহের অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে; এই জন্য সহজে সাধারণের বুদ্ধিগম্য হয় না; এই কারণে ব্রাহ্মণ (উপনিষদের অংশ) নিজেই সেই মন্ত্রার্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইতেছেন (১)।

তন্মধ্যে "যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাঽজনয়ৎ পিতা" এই মন্ত্রের অর্থ কি? বলা হইতেছে— প্রসিদ্ধার্থ-প্রতিপাদক হি-শব্দেই উত্তর-প্রদানের কথা বলিয়া দিতেছেন; অভিপ্রায় এই যে, উক্ত মন্ত্র-সমূহের অর্থ ত প্রসিদ্ধই আছে। আর "যৎ অজনয়ৎ" (তিনি যে উৎপাদন করিয়াছিলেন). এই বাক্যটিও অনুবাদাকারে প্রযুক্ত হইয়াছে; প্রসিদ্ধের পুনরুল্লেখকে অনুবাদ বলে];

(১) বেদ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত;—(২) মন্ত্র, (২) ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগের অধিকাংশই কর্ম্মবিধায়ক ও কর্ম্মে বিনিযুক্ত; আর ব্রাহ্মণভাগের অধিকাংশই মন্ত্রার্থ প্রকাশনে ও জ্ঞানোপদেশে প্রযুক্ত। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেরাই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; এইজন্য বেদেরও যে অংশ মন্ত্রের রহস্য প্রকাশ করিয়াছে, সে অংশকে 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এখানেও এই দ্বিতীয় শ্রুতিতে প্রথমোক্ত মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা রহিয়াছে; এইজন্য ভাষ্যকার ইহাকে 'ব্রাহ্মণ' শব্দে উল্লিখিত করিয়াছেন।

সুতরাং তাহা দ্বারাও ইহার প্রসিদ্ধত্বই প্রকাশ করা হইয়াছে (২); এই কারণে উক্ত ব্রাহ্মণ-শ্রুতি নিঃশঙ্ক-ভাবেই বলিয়াছেন—"মেধয়া হি তপসা অজনয়ৎ পিতা" ইতি। ১

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, এ কথাটী প্রসিদ্ধার্থক কিসে? হাঁ, বলা হইতেছে —জায়া হইতে কর্ম্মপর্য্যন্ত যে সমস্ত লোক-ফলের সাধন উক্ত হইয়াছে, পুরুষই সে সমুদায়ের প্রত্যক্ষসিদ্ধ পিতা, 'আমার জায়া হউক' ইত্যাদি বাক্যেও সে কথাই অভিহিত হইয়াছে; আর দৈব বিত্ত বিদ্যা, কর্ম্ম ও পুত্র যে, ফলস্বরূপ লোক-সমূহের সৃষ্টি-সাধন, এ কথাও বলা হইয়াছে; এবং পরেও যাহা বলা হইবে, তাহাও প্রসিদ্ধ আছে; অতএব "মেধয়া" ইত্যাদি কথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে। ২

ফলের উদ্দেশ্যেই যে এষণা বা কামনার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহাও জগতে সুপ্রসিদ্ধ; আর জায়া প্রভৃতি বিষয়ই যে, এষণা বা এষণার বিষয়, এ কথাও "এতাবান্ বৈ কামঃ" এই বাক্যেই অভিহিত হইয়াছে, কেননা, ব্রহ্মবিদ্যা-লাভে সর্ব্বত্র একত্ব অর্থাৎ একাত্মভাব হইয়া যায়; সুতরাং সেখানে আর কোন প্রকার কামনা হইতে পারে না; ইহা দ্বারা এ কথাও বলা হইল যে, স্বভাবসিদ্ধ অশাস্ত্রীয় জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা জগৎসৃষ্টি হইয়া থাকে; কেননা, স্থাবরত্বপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত যে সকল অনিষ্ট ফল, কর্ম্ম-বিজ্ঞানই তাহার নিদান। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু শাস্ত্রোক্ত সাধ্য সাধনভাবই অর্থাৎ শাস্ত্রেতে যে যে কর্ম্ম ও বিজ্ঞানকে যে যে ফলের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেইরূপ কার্য্য-কারণভাবই শ্রুতির অভিপ্রেত, (কিন্তু অশাস্ত্রীয় সাধ্যসাধনভাব নহে); কারণ, ব্রহ্মবিদ্যার বিধান করাই যখন শ্রুতির অভিপ্রেত, তখন অশাস্ত্রীয় বিষয়ে বৈরাগ্য-সমুৎপাদন করাও তাহার অবশ্যই অভিপ্রেত; অতএব বুঝিতে হইবে যে, ব্যক্তাব্যক্তময় এই সমস্ত সংসারই অশুদ্ধ, অনিত্য, সাধ্য-সাধনভাবাপন্ন দুঃখময় এবং অবিদ্যার অধিকারভুক্ত; এইরূপ জ্ঞানবশতঃ যাহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার জন্য

(২) তাৎপর্য্য—প্রসিদ্ধ বিষয়ের প্রকাশক বাক্যকে 'অনুবাদ' বলে। আলোচ্য স্থলে কেবল সপ্তপ্রকার অন্নের উৎপাদন মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কি প্রকারে বা কখন, তাহার বিশেষ কোন কথা নাই; কাজেই ইহাকে একপ্রকার সিদ্ধবৎ নির্দ্দেশ বলা যাইতে পারে; এই জন্যই ভাষ্যকার এই কথাটীকে অনুবাদের তুল্য বলিয়াছেন।

ব্রহ্মবিদ্যা নিরূপণ করা আবশ্যক; [কাজেই বলিতে হইবে যে, ব্রহ্মবিদ্যার জন্য বৈরাগ্য সমুৎপাদন করাই শ্রুতির অভিপ্রেত]। ৩

তন্মধ্যে এখন প্রথমতঃ অন্নসমূহের বিভাগক্রমে বিনিয়োগ বলা হইতেছে,—"একমস্য সাধারণম্" এইটুকু হইল মন্ত্র-পদ (মন্ত্রাক্ষর), তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ—এই মন্ত্রে 'ইহাই সামান্যতঃ ভোক্তৃগণের সাধারণ অন্ন' এইরূপ অর্থ কথিত হইয়াছে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, সেই অন্নটী কি? [উত্তর—] সমস্ত প্রাণীরা প্রত্যহ এই যাহা ভক্ষণ করে, পিতা অন্ন সৃষ্টির পর ইহাকেই সাধারণ—সর্ব্বভোক্তার ভোগ্যরূপে নিরূপিত করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি, সর্ব্বপ্রাণীর স্থিতির হেতুভূত এই সাধারণ অন্নের উপাসনা করে, অর্থাৎ এই অন্নেই একনিষ্ঠ হয়, এবংভূত সেই লোক পাপ—অধর্ম্ম হইতে ব্যাবৃত্ত হয় না—পাপমুক্ত হয় না। জগতে তৎপরতা বা একনিষ্ঠা অর্থেও 'উপাসনা' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন—'গুরুর উপাসনা করে' 'রাজার উপাসনা করে' ইত্যাদি। অতএব বুঝিতে হইবে যে, শরীর-পোষণ করাই যাহার অন্নভক্ষণের উদ্দেশ্য, কিন্তু অদৃষ্টজনক (পুণ্যোৎপাদক) কর্ম্মানুষ্ঠানে যাহার মনোযোগ নাই; এতাদৃশ লোকই পাপবিমুক্ত হয় না]। এতদনুরূপ মন্ত্রও আছে—'মোঘ—বিফল অন্ন লাভ করে' ইত্যাদি। স্মৃতি শাস্ত্রেও আছে—'কেবল আপনার জন্য অন্ন পাক করাইবে না', 'যে লোক ইহাদের (দেবগণের) উদ্দেশ্যে দান না করিয়া ভোজন করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই চোর,' 'ভ্রূণহা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণঘাতক (১) ব্যক্তিও তদীয় অন্নভক্ষক লাভ করিয়া পাপশুদ্ধি লাভ করে' ইত্যাদি। ৪

ভাল, পাপবিমুক্ত হয় না কেন? যেহেতু, ইহা হইতেছে পাপমিশ্রিত; কারণ প্রাণিগণ যাহা ভোজন করিয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে তাহা সর্ব্বসাধারণের অবিভক্ত সম্পত্তি; সেই কারণেই ইহা মিশ্র বা অবিভক্ত ধন। দেখিতে পাওয়া যায়, যখনই কেহ একটি গ্রাস মুখমধ্যে নিক্ষেপ করে, অমনই তাহা অপরের পীড়াজনক হইয়া থাকে; কারণ, ঐ গ্রাসটি হইতেছে সর্ব্বভোজ্য অর্থাৎ সকলেরই ভোজনের যোগ্য; সেই গ্রাসের উপর

(১) তাৎপর্য্য—এখানে 'ভ্রূণহা' শব্দে শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণহত্যাকারী বুঝিতে হইবে; শাস্ত্র বলিতেছেন—"বরিষ্ঠ-ব্রহ্মহা চৈব ভ্রূণহেত্যভিধীয়তে" অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে হত্যা করে, সে 'ভ্রূণহা' বলিয়া আখ্যাত হয়।

সকলেরই 'ইহা আমার হউক' এইরূপ আশা হইয়া থাকে; অতএব পরপীড়া সমুৎপাদন না করিয়া একটী গ্রাসও গলাধঃকরণ করা যায় না। স্মৃতি-শাস্ত্রেও আছে—'মনুষ্যগণের পাপ [অন্নাশ্রিত]' ইত্যাদি। ৫

কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, গৃহস্থগণ প্রত্যহ যে, বৈশ্বদেব যাগে অন্ন প্রদান করিয়া থাকে; [ইহা হইতেছে সেই অন্ন]; বস্তুতঃ সে অর্থ ঠিক নহে; কারণ, 'বৈশ্বদেব' যজ্ঞে যে অন্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে, সর্ব্বপ্রাণিভোজ্য অন্নের ন্যায় তাহাতেও যে, সমস্ত ভোক্তার সাধারণ স্বত্ব আছে, ইহা ত প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না; তাহার পর "যৎ ইদম্‌ অদ্যতে" বাক্যটিও ঐরূপ অর্থের পক্ষে অনুকূল হইতেছে না (২); বিশেষতঃ বৈশ্বদেব-যজ্ঞীয় অন্নও যখন সর্ব্বপ্রাণীর ভুজ্যমান অন্নেরই অন্তর্গত, তখন কুক্কুর ও চাণ্ডালাদির ভক্ষণযোগ্য অন্নেরই গ্রহণ করা উচিত; পক্ষান্তরে, বৈশ্বদেবযজ্ঞাঙ্গ অন্ন ছাড়াও কুক্কুর ও চণ্ডালাদির ভক্ষণীয় অন্নের সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষবোধক 'ইদম্‌' শব্দের প্রয়োগ যুক্তিযুক্তই হয়। ৬

পক্ষান্তরে, এখানে সাধারণ অন্নবোধক অন্ন-শব্দে যদি সর্ব্বপ্রাণিভোজ্য অন্ন গ্রহণ না করা হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থ হয় এই যে, পিতা ইহার সৃষ্টিও করেন নাই, এবং কাহারো জন্য বিনিয়োগও করেন নাই; অথচ অন্নমাত্রই যে, তাঁহার সৃষ্ট এবং প্রাণিবিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট, ইহা সকলেরই অনুমোদিত। বিশেষতঃ শাস্ত্রোক্ত বৈশ্বদেবনামক কর্ম্মানুষ্ঠাতার পাপস্পর্শ হওয়াও যুক্তিসঙ্গত হয় না। আর বৈশ্বদেব যাগের যে, কোথাও নিষেধ আছে, তাহাও নহে; এবং মৎস্য-হিংসাদি কার্য্যের ন্যায় ইহা যে, স্বভাবতই নিন্দিত, তাহাও নহে; কারণ, শিষ্ট লোকেরা ইহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; পক্ষান্তরে, বৈশ্বদেব-যাগের অকরণে প্রত্যবায়েরও উল্লেখ আছে; অথচ অন্নশব্দের সর্ব্বসাধারণ অন্ন অর্থ করিলে 'যে লোক অতিথিগণকে অন্ন না দিয়া নিজে অন্ন ভক্ষণ করে, আমি

(২) তাৎপর্য্য—'ইদম্‌' শব্দে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষগম্য বিষয় বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু বৈশ্বদেব যজ্ঞে যে, সকল প্রাণীই অন্ন ভক্ষণ করে, ইহা ত প্রত্যক্ষ হয় না; কাজেই শ্রুতির "যৎ ইদম্‌ অদ্যতে" এই 'ইদম্‌' শব্দের অর্থ সঙ্গত হয় না, এই জন্য ভাষ্যকার বলিলেন যে, এ পক্ষে "যদিদমদ্যতে" বাক্যটিও অনুকূল হইতেছে না।

তাহাকে ভক্ষণ করি' এই মন্ত্রবচনানুসারে অত্রত্য প্রত্যবায়োক্তিও সুসঙ্গত হয়; অতএব অন্ন শব্দের সাধারণ অন্ন অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন। ৭

'দ্বে দেবান্ অভাজয়ৎ' ইতি মন্ত্র,—যে দুইটি অন্ন সৃষ্টি করিয়া দেবগণের ভোগে বিনিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই দুইটি অন্ন কি কি, তাহা বলা হইতেছে—তাহা হুত ও প্রহুত; হুত অর্থ—অগ্নিতে হোম করা, আর প্রহুত অর্থ—হোমানন্তর বলি বা উপহার প্রদান করা। যেহেতু, পিতা এই দুইটি অন্নদান করিয়াছিলেন; সেই হেতু এখনও গৃহস্থগণ উপযুক্ত সময়ে দেবগণের উদ্দেশ্যে হোম করিয়া থাকে,—'আমরা এই অন্ন দেবগণের উদ্দেশ্যে প্রদান করিতেছি' মনে করিয়া আহুতি দিয়া থাকে, এবং হোমশেষে বলিপ্রদান করিয়া থাকে। অপরে বলেন, পিতা যে, দেবগণের উদ্দেশে দুইটি অন্ন দিয়াছিলেন, তাহা হুত ও প্রহুত নহে, তবে কি? না, সে দুইটি হইতেছে দর্শ ও পূর্ণমাস নামক দুইটি যাগ। [যে অন্নে এই] দ্বিত্ব-শ্রুতির কিছুমাত্র বিশেষ না থাকায়ও [বুঝিতে হইবে,] হুত ও প্রহুতের উল্লেখ প্রাথমিক অর্থাৎ আপাত উত্তরমাত্র (কিন্তু ইহা প্রকৃত উত্তর নহে)। ৮

যদিও হুত-প্রহুত সম্বন্ধেও দ্বিত্বশ্রুতির উপপত্তি সম্ভবপর হয় সত্য, তথাপি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ দর্শ ও পূর্ণমাস যাগেরই দেবান্নত্ব অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ; কারণ, মন্ত্রেই ঐরূপ অর্থ প্রকাশিত আছে। আর মুখ্য ও গৌণ, উভয়ের প্রাপ্তিসম্ভাবনাস্থলে প্রথমেই মুখ্যার্থের প্রতীতি হইয়া থাকে; এবং হুত ও প্রহুত অপেক্ষা দর্শ ও পূর্ণমাস যাগের প্রাধান্যও আছে; অতএব "দ্বে দেবান্ অভাজয়ৎ" মন্ত্রে তদুভয়ের গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত হয়। যেহেতু, পিতা এই দর্শ-পূর্ণমাস নামক অন্ন দুইটি দেবতাগণের উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই হেতু যাহাতে সেই দুইটি অন্নের দেবভোগ্যত্ব ব্যাহত না হয়, তজ্জন্য লোকে ইষ্টিযাজুক অর্থাৎ কাম্যযাগানুষ্ঠানে তৎপর হইবে না।—ইষ্টি শব্দের অর্থ কাম্য (ফলাভিলাষে অনুষ্ঠেয়) যাগ; শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপই প্রসিদ্ধি আছে। যজ্ ধাতুর উত্তর 'তাচ্ছীল্য' প্রত্যয় ('উকঞ্') থাকায় বুঝিতে হইবে যে, কাম্য যজ্ঞানুষ্ঠানকে প্রধান কর্ত্তব্য মনে করিবে না। ৯

"পশুভ্য একং প্রায়চ্ছৎ" ইতি।—পিতা পশুগণের উদ্দেশ্যে যে অন্ন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই অন্নটি কি? সেই অন্ন—পয়স্ (দুগ্ধ)। ভাল, পশুগণ যে, এই অন্নের স্বামী বা অধিকারী, ইহা কিসে জানা

যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু, মনুষ্য ও পশুগণ অগ্রে—ভূমিষ্ঠ হইবার পর প্রথমেই দুগ্ধ ভক্ষণ করিয়া থাকে; এই দুগ্ধরূপ অন্নই তাহাদের অভ্যস্ত বা ন্যায্য, নচেৎ প্রথমেই সকলে তাহা উপজীব্য (ভক্ষণীয়) করিবে কেন? । ১০

অগ্রে যে, তাহাই ভক্ষণ করে কেন, তাহা বলা হইতেছে—যেহেতু, পিতা প্রথমে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, মনুষ্য ও পশুগণ আজও ঠিক সেই রূপেই সেই অন্ন দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকে; সেই হেতু ত্রৈবর্ণিকগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) জাতকর্ম্মের সময় (১) নবজাত বালককে সুবর্ণসংযুক্ত ঘৃত লেহন করাইয়া থাকে ভক্ষণ করাইয়া থাকে; যাহাদের জাতকর্ম্মে অধিকার নাই, তাহারাও যথাসম্ভব ঘৃত-প্রাশনের পরে বা অগ্রে স্তনপান করাইয়া থাকে; মনুষ্যেতর প্রাণিগণ অগ্রেই স্তনপান করাইয়া থাকে। এই কারণেই নবজাত পশুবৎসকে লক্ষ্য করিয়া 'এই বৎসটির বয়স কত?' জিজ্ঞাসা করিলে, তদুত্তরে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিরা বলিয়া থাকে যে, এটি 'অতৃণাদ' 'এখনও তৃণ ভক্ষণ করে না, অর্থাৎ অতীব শিশু কেবল দুগ্ধ দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেছে'। ১১

প্রথমে যে, জাতকর্ম্ম-সময়ে ঘৃত ভক্ষণ করে, এবং অপর সকলে যে, দুগ্ধ পান করে, ইহার দ্বারা তাহারা সর্ব্বতোভাবে দুগ্ধসেবনই করিয়া থাকে; কারণ, ঘৃত ত দুগ্ধেরই বিকার বা পরিণতি; সুতরাং উহাও দুগ্ধেরই অন্তর্ভূত। ভাল, পশুর অন্ন হইতেছে সপ্তম, তবে তাহাকে চতুর্থরূপে ব্যাখ্যা করা হইতেছে কেন? [উত্তর—] যেহেতু, ইহা কর্ম্মসাধন অর্থাৎ কর্ম্মনিষ্পত্তির সহায়; অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মগুলি সাধারণতঃ দুগ্ধরূপ সাধনসাপেক্ষ; সেই কর্ম্মও আবার বিত্তসাধ্য এবং পরবর্ত্তী ত্রিবিধ অন্নের সাধন, অর্থাৎ বিত্ত দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়, এবং সেই কর্ম্ম দ্বারা আবার বক্ষ্যমাণ তিন প্রকার অন্ন সমুৎপাদন করিতে হয়; উদাহরণ যথা—পূর্ব্বোক্ত দর্শ-পূর্ণমাস নামক দুইটি অন্ন; অতএব কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ থাকায় কর্ম্মের সঙ্গে মিশাইয়া একত্রে উপদেশ করা হইয়াছে; বিশেষতঃ ঘৃত ও দুগ্ধের কর্ম্মসাধনত্ব যখন তুল্য, কিছুমাত্র বিশেষ নাই, এবং অর্থগত সান্নিধ্য অপেক্ষা পাঠলব্ধ আনন্তর্য্য বা সান্নিধ্য যখন অকারণ অর্থাৎ

(১) তাৎপর্য্য—'জাতকর্ম্ম' দশবিধসংস্কারের অন্যতম সংস্কার। পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র, পিতাকে এই সংস্কার সম্পাদন করিতে হয়। এই সংস্কারে সদ্যোজাত শিশুকে প্রথমেই স্বর্ণপাত্রস্থ ঘৃত লেহন করাইতে হয়, পরে স্তনপান করাইতে হয়, ঘৃত ভোজনের পূর্ব্বে শিশুকে আর কিছুই খাইতে দিবে না।

উপেক্ষণীয়। ব্যাখ্যা-সৌকর্য্যও ঐরূপ ক্রমলঙ্ঘনের অপর কারণ,—যাহার সঙ্গে যাহার পৌর্ব্বাপর্য্য আছে, পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে সে সমুদয়ের ব্যাখ্যা করিতেও সুবিধা হয়, কোন কষ্ট হয় না, এবং ঐরূপে ব্যাখ্যা করিলে বুঝিবার পক্ষেও বিশেষ সাহায্য হয়। ১২

"তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি, যচ্চ ন" এই অংশের অর্থ কি, তাহা বলা হইতেছে—যাহা প্রাণধারণ করে, অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসাদি প্রাণ-চেষ্টা করে, এবং যাহা প্রাণ ধারণের চেষ্টা করে না স্থাবর—পর্ব্বতপ্রভৃতি, অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবতাত্মক সেই নিখিল জগৎই তাহাতে—দুগ্ধে প্রতিষ্ঠিত বা আশ্রিত; যাহা বলা হইল, তাহা যে, লোকপ্রসিদ্ধ, প্রসিদ্ধিজ্ঞাপক হি-শব্দে ইহা সূচিত হইয়াছে। ভাল, পয়ঃ-দ্রব্যটি সর্ব্বজগতের আশ্রয় হয় কিরূপে? যে হেতু, উহা কারণ; এখানে কারণ অর্থ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মনিষ্পাদক; এই নিখিল জগৎই যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে প্রদত্ত আহুতির পরিণাম বা ফল স্বরূপ, ইহা শত শত শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের স্থিরতর সিদ্ধান্ত। অতএব হি-শব্দ দ্বারা উক্তপ্রকার প্রসিদ্ধিখ্যাপন করা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। ১৩

অপরাপর ব্রাহ্মণেও এই কথা বলিয়া থাকেন—সংবৎসরকাল দুগ্ধ দ্বারা হোম করিলে পুনর্ম্মরণ জয় করে; অভিপ্রায় এই যে, এক বৎসরে অগ্নিহোত্রযাগের আহুতি হয়—তিন শত ষাট্, [আবার সায়ংকালের আহুতি ধরিলে সমষ্টি সংখ্যা হয়—] সাত শত কুড়ি। [যাজুষ্মতী যাগের আহুতি-সংখ্যাও এতত্তুল্য; সুতরাং] সংবৎসরের দিন ও রাত্রি মিলিত হইয়া যাজুষ্মতী ইষ্টিস্বরূপ (যাগস্থানীয়) নিষ্পন্ন হয়; তাহারা সংবৎসরাত্মক অগ্নিসংজ্ঞক প্রজাপতিত্ব প্রাপ্ত হয়; এই প্রকার চিন্তাপূর্ব্বক এক বৎসর হোম করিলে পুনর্মৃত্যুকে জয় করে, অর্থাৎ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া দেবলোকে জন্ম ধারণ করিয়া—পুনর্ব্বার আর মরে না, বেদের ব্রাহ্মণসমূহ এই প্রকার বলিয়া থাকেন। ১৪

কিন্তু এইরূপ বুঝিবে না অর্থাৎ এরূপ মনে করিবে না যে, যে দিনে হোম করে, ঠিক সেই দিনই পুনর্ম্মরণ জয় করে, আর সংবৎসরব্যাপী হোমের অপেক্ষা করে না; এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া জ্ঞানবান্ পুরুষ পুনর্ম্মরণ জয় করে, পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, এই সমস্ত জগৎই আহুতির পরিণামস্বরূপ; সুতরাং সমস্ত জগৎই আহুতি-সাধন পয়েতে অবস্থিত (দুগ্ধাশ্রিত); অতএব এক দিনেই অর্থাৎ একদিনমাত্র হোমেই সর্ব্বজগদাত্মভাব লাভ করিয়া থাকে,

'পুনর্ম্মরণ জয় করে' কথায় তাহাই বলা হইতেছে; অর্থাৎ বিদ্বান্ পুরুষ একবার মরিয়া—শরীরবিমুক্ত হইয়া সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার মৃত্যু লাভ করিবার জন্য আর পরিচ্ছিন্ন (মনুষ্যাদি শরীর) গ্রহণ করে না। ১৫

সর্ব্বাত্মভাবপ্রাপ্তিতে যে, মৃত্যুকে জয় করে, তাহার হেতু কি? বলিতেছি—যেহেতু, সে লোক সায়ং ও প্রাতঃকালীন আহুতি-সমর্পণ দ্বারা সমস্ত দেবতার উদ্দেশ্যে সমস্ত অন্নান্ত অর্থাৎ ভক্ষণীয় দ্রব্য প্রদান করে; অতএব ইহা যুক্তিযুক্তই বটে যে, সমস্ত দেবতার অন্নরূপে আপনাকে আহুতিময় করিয়া—সমস্ত দেবতার সঙ্গে একাত্মভাব বা অভিন্নভাব প্রাপ্ত হইয়া—নিজে সর্ব্বদেবময় হইয়া পুনর্ব্বার আর মৃত্যু লাভ করে না। স্বয়ং ব্রাহ্মণও এ কথা বলিয়াছেন—'স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তপস্যা করিয়াছিলেন; তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তপস্যাতে অনন্ত ফল লাভ হয় না; আমি ভূতগণের উদ্দেশ্যে আপনাকে এবং ভূতসমূহকেও আমাতে আহুতি প্রদান করি; অতএব আপনাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আপনাতে আহুত করিয়া সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠত্বরূপ স্বারাজ্য আধিপত্য লাভ করিব' ইতি। ১৬

'সর্ব্বদা ভক্ষিত হইয়াও সেই অন্নসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না কেন?' এ কথার অর্থ এইরূপ—পিতা যে সময়ে সপ্তপ্রকার অন্ন সৃষ্টি করিয়া বিভিন্ন প্রাণীর উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন অন্ন প্রদান করিলেন, সেই সময় হইতেই সেই সমস্ত ভোক্তৃ-গণকর্তৃক অন্নসমূহ নিরন্তর ভক্ষিত হইতেছে; অতএব ক্ষয়ের কারণ বিদ্যমান থাকায় সে সমুদায়ের ক্ষয় হওয়াই উচিত; অথচ সে সমস্ত অন্ন আজও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে না; কারণ, আজও অন্ন-জগতের অক্ষুণ্ণরূপে অবস্থিতি দেখা যাইতেছে; অতএব, ইহা ক্ষয় না হইবার একটা কারণ অবশ্যই থাকিবে; এইজন্য জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, কি কারণে সে সমুদয় অন্নের ক্ষয় হইতেছে না? ১৭

ইহার প্রত্যুত্তর এই—"পুরুষঃ অক্ষিতিঃ",—এই পিতা প্রথমে যেমন জ্ঞান ও পত্নীসাপেক্ষ পাঙ্ক্ত কর্ম্ম দ্বারা উক্ত অন্ন সমূহের সৃষ্টি ও ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তেমনি তিনি যাহাদের উদ্দেশ্যে অন্নপ্রদান করিয়াছেন, তাহারাও নিশ্চয়ই সেই সমুদয় অন্নের ভোক্তা ও পিতা (স্রষ্টা) বটে; কারণ, তাহারাও স্বীয় জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা সেই সমুদয় অন্ন উৎপাদন করিতেছে। সেই এই কথাই বলা হইতেছে যে, পুরুষ—যিনি অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, সেই ভোক্তাই অক্ষিতি অর্থাৎ অন্নক্ষয় না হইবার কারণ। ভাল কথা, এই পুরুষই অক্ষয়ের হেতু হয় কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু, এই পুরুষ (জীবগণ)

কর্ম্মের ফলস্বরূপ কার্য্যকরণাত্মক এই দৃশ্যমান সপ্তপ্রকার অন্ন ভোজন করত সেই পুরুষই আবার বিবিধ বুদ্ধি দ্বারা—সময়োচিত বিশেষ বিশেষ জ্ঞান দ্বারা, এবং কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ বাক্য, মন ও শরীরের চেষ্টার সাহায্যে বারংবার উৎপাদন করিয়া থাকে; জ্ঞান ও কর্ম্মের সাহায্যে যদি ক্ষণকালও যথোক্ত এই সপ্তপ্রকার অন্ন সমুৎপাদন না করিত, তাহা হইলে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হইত, অর্থাৎ নিরন্তর ভক্ষিত হইয়া নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হইত। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই পুরুষ (প্রাণিগণ) যেমন সর্ব্বদা অন্ন ভক্ষণ করে, তেমনি যথাযোগ্য জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা ইহার সৃষ্টিও করে; সেই জন্যই পুরুষ 'অক্ষিত' অর্থাৎ নিরন্তর অন্ন সমুৎপাদন করে বলিয়াই অন্নক্ষয় না হইবার কারণ; এই হেতুই সর্ব্বদা ভক্ষিত হইয়াও অন্নসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে না। ১৮

অতএব বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞান ও ক্রিয়াপ্রবাহানুগত, কার্য্য-কারণাত্মক ও ক্রিয়াফলস্বরূপ এবং সমষ্টিভূত বহুপ্রাণীর কর্ম্মজন্য বাসনা হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া ক্ষণিক, অশুদ্ধ, অসত্য, নদী-স্রোতঃ ও জলপ্রবাহের তুল্য, কদলীস্তম্ভের ন্যায় অসার (সত্যতারহিত) জলের ফেনা, মায়াময় মরীচিকা ও স্বপ্নাদি সদৃশ, কিন্তু তথাপি, সংসারাসক্ত ভ্রান্ত লোকদিগের নিকট অবিকৃতভাবে অবস্থিত নিত্য সারবানের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে; লোকের হৃদয়ে বৈরাগ্যসমুৎপাদনার্থ "ধিয়া ধিয়া জনয়তে" কথায় এই তত্ত্বই জ্ঞাপন করা হইতেছে। এইরূপে বিষয়-বিরক্ত লোকদিগের জন্য চতুর্থ অন্ন হইতেই ব্রহ্মবিদ্যার প্রস্তাবনা আরম্ভ করা সঙ্গত হইয়াছে। ১৯

"যো বা এতামক্ষিতিং বেদ" ইতি। যথোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারাই অপর অন্নত্রয়েরও ব্যাখ্যা নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে; এইরূপ মনে করিয়া শ্রুতি সেই অন্নত্রয়ের তত্ত্ববিজ্ঞানের কথা না বলিয়া কেবল ফলের মাত্র উপসংহার করিতেছেন,—যে ব্যক্তি এই অক্ষিতি অর্থাৎ অন্নক্ষয় না হইবার যথোক্ত কারণ অবগত হন, পুরুষই এই অন্নসমূহের অক্ষিতি, পুরুষই স্বীয় জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা পুনঃ পুনঃ এই অন্নসৃষ্টি করিয়া থাকে; পুরুষ যদি সৃষ্টি না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অন্নের ক্ষয় হইয়া যাইত—এই রহস্য জানেন, তিনি প্রতীক দ্বারা অন্নভক্ষণ করেন। এ কথার অর্থ বলা হইতেছে—মুখ অর্থ—মুখ্য—প্রাধান্য; যে লোক অন্নস্রষ্টা পুরুষকেই অক্ষয়ের প্রধান হেতু বলিয়া জানেন, তিনি অন্ন ভোগ করেন, কখনই অন্নের অধীন হন না, অর্থাৎ যথোক্ত বিদ্যাসম্পন্ন পুরুষ অন্নসমূহের আত্মভূত হইয়া অন্নসমূহের ভোক্তাই হন, কিন্তু কখনও অন্ন

লোকের ন্যায় ভোজ্যতা প্রাপ্ত হন না। তিনি দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন এবং উত্তম জীবিকা লাভ করেন,' একথার অর্থ—দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন—দেবভাব প্রাপ্ত হন; ঊর্জ্জ—অমৃত ভোগ করেন; ইহা কেবল প্রশংসামাত্র; কারণ, তাহার পক্ষে কিছুই অপূর্ব্ব—অভিনব ভোগ্য নাই॥ ৫৬॥ ২॥

ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুতেতি মনো বাচং প্রাণং তান্যাত্মনেঽকুরুতান্যত্রমনা অভূবং নাদর্শমন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষমিতি মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি।

কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধী-র্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব, তস্মাদপি পৃষ্ঠত উপস্পৃষ্টো মনসা বিজানাতি, যঃ কশ্চ শব্দো বাগেব সা।

এষা হ্যন্তমায়ত্তৈষা হি ন, প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানোঽন ইত্যেতৎ সর্ব্বং প্রাণ এবৈতন্ময়ো বা অয়মাত্মা বাঙ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ॥ ৫৭॥ ৩॥

অন্বয়ার্থঃ—"ত্রীনি আত্মনে অকুরুত" ইতি, [ইদং প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—] মনঃ বাচং প্রাণং—তানি (ত্রীনি অন্নানি) আত্মার্থং (আত্মনঃ ভোগায়) অকুরুত (অজনয়ৎ) [পিতা ইতি শেষঃ]। [মনসোঽস্তিত্বে লিঙ্গমাহ] অন্যত্রমনাঃ (বিষয়ান্তরাসক্তচেতাঃ) অভূবম্, [অতএব] ন অদর্শং (ন দৃষ্টবান্ অস্মি); অন্যত্রমনা অভূবং, ন অশ্রৌষং (ন শ্রুতবান্ অস্মি); [কুত এতৎ?] হি (যস্মাৎ) মনসা এব পশ্যতি, মনসা এব শৃণোতি। [মনসঃ স্বরূপমাহ] কামঃ (স্ত্রীসম্ভোগাভিলাষঃ), সংকল্পঃ (নীল-পীতাদিভেদবিকল্পনম্), বিচিকিৎসা (সংশয়জ্ঞানং), শ্রদ্ধা (শাস্ত্রোক্তকর্ম্মাদিষু আস্তিক্যবুদ্ধিঃ), অশ্রদ্ধা (তত্রাসত্যতাবুদ্ধিঃ), ধৃতিঃ (দেহাদীনামবসাদে উত্তম্ভনং ধারণমিতি যাবৎ), অধৃতিঃ (তদ্বিপর্য্যয়ঃ), হ্রীঃ (লজ্জা), ধীঃ (জ্ঞানং), ভীঃ (ভয়ং), এতৎ সর্ব্বং মন এব (মনসঃ অন্তঃকরণস্য এতে ধর্ম্মা ইত্যর্থঃ), তস্মাৎ (মনসঃ সত্ত্বাৎ) (হেতোঃ) পৃষ্ঠতঃ (চক্ষুরগোচরে) উপস্পৃষ্টঃ [অপি সন্] বিজানাতি (বিশেষেণ অবগচ্ছতি—যস্যায়ং স্পর্শ ইতি)। বাচঃ সত্ত্বাবং প্রমাণয়তি—] যঃ কশ্চ (যঃ কশ্চিৎ) শব্দঃ (ধ্বনিঃ), সা (সঃ)

বাক্ এব; [অতঃ বাচঃ কার্য্যম্ উচ্যতে—] এষা (বাক্) হি (এব) অন্তং (বাচ্যাভিধাননির্ণয়ং) আয়ত্তা (অনুগতা—বক্তব্য প্রকাশিকা), হি (যস্মাৎ) এষা বাক্ পুনঃ ন [অন্য প্রকাশ্যা]। [অথেদানীং প্রাণসম্ভাবং সাধয়তি—] প্রাণঃ (মুখনাসিকাদিস্থানবর্ত্তী বায়ুবিশেষঃ) অপানঃ (অধোগামী), ব্যানঃ (সর্ব্বদেহবর্ত্তী), উদানঃ (উৎক্রমণহেতুঃ), সমানঃ (রসরুধিরাদি-পরিণামহেতুঃ), অনঃ (প্রাণানাং চেষ্টাসামান্যং) ইতি এতৎ সর্ব্বং প্রাণ এব, (ন প্রাণাদতিরিচ্যতে ইতি ভাবঃ)। অয়ং (দৃশ্যমানঃ) আত্মা (দেহপিণ্ডঃ) এতন্ময়ঃ (এভিঃ অন্নৈরারব্ধঃ) বাঙ্ময়ঃ, মনোময়ঃ প্রাণময় ইত্যর্থঃ॥ ৫৭॥৩॥

মূলানুবাদ। "ত্রীণি আত্মনে অকুরুত" এই বাক্যের অর্থ বলিতেছেন [আদিকর্ত্তা] মনঃ, বাক্ ও প্রাণ, এই তিনটী অন্ন আত্মার জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন; [লোকে বলিয়া থাকে—] 'আমার মন অন্য বিষয়ে ছিল, তাই শুনিতে পাই নাই', [ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে,] মন দ্বারাই দর্শন করে, এবং মন দ্বারাই শ্রবণ করে। তাহার পর, কাম (ভোগাভিলাষ), সঙ্কল্প (ভাল মন্দ চিন্তা) বিচিকিৎসা (সংশয়), শ্রদ্ধা (শাস্ত্রে ও আচার্য্য-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস), অশ্রদ্ধা (শ্রদ্ধার বিপরীত), ধৃতি (ধৈর্য্য), অধৃতি (ধৈর্য্যের বিপরীত), হ্রী (লজ্জা), ধী (বুদ্ধিবৃত্তি) ও ভী (ভয়), এ সমস্ত মনই (মনেরই ধর্ম্ম); সেই কারণেই পশ্চাদ্ভাগে কেহ স্পর্শ করিলেও বুঝিতে পারে যে, [ইহা-দিগের স্পর্শ]। যে কোনও রকম শব্দ, তাহা বাক-ই (বাক্যের অতিরিক্ত নহে), এই বাক্ অন্তের অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ের প্রকাশনে পর্য্যাপ্ত, কিন্তু ইহা অপরের প্রকাশ্য নহে। তাহার পর, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান ও অন—এ সমস্তও প্রাণই; আত্মাও এতন্ময়, বাঙ্ময়, মনোময় ও প্রাণময় অর্থাৎ বাক্ মন ও প্রাণই তাহার বিশেষ্য সাধন॥ ৫৭॥ ৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পাঙ্ক্তস্য কর্ম্মণঃ ফলভূতানি যানি ত্রীণ্যন্না-ন্যুপক্ষিপ্তানি, তানি কার্য্যত্বাৎ বিস্তীর্ণবিষয়ত্বাচ্চ পূর্ব্বভ্যোঽন্নেভ্যঃ পৃথগুৎ-কৃষ্টানি; তেষাং ব্যাখ্যানার্থ উত্তরো গ্রন্থ আ ব্রাহ্মণপরিসমাপ্তেঃ। ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুতেতি। কোঽস্যার্থঃ? ইত্যুচ্যতেঃ—মনঃ বাক্ প্রাণঃ, এতানি

ত্রীণ্যন্নানি ; তানি মনো বাচং প্রাণঞ্চ আত্মনে আত্মার্থমকুরুত কৃতবান্ সৃষ্ট্বা আদৌ পিতা। ১

তেষাং মনসোঽস্তিত্বং স্বরূপঞ্চ প্রতি সংশয় ইত্যত আহ—অস্তি তাবৎ মনঃ শ্রোত্রাদিবাহ্যকরণব্যতিরিক্তম্; যত এবং প্রসিদ্ধম্—বাহ্যকরণ-বিষয়াত্মসম্বন্ধে সত্যপি অভিমুখীভূতং বিষয়ং ন গৃহ্লাতি, কিং দৃষ্টবানসীদং রূপম্? ইত্যুক্তো বদতি—অন্যত্র মে গতং মন আসীৎ, সোঽহমন্যত্রমনা আসং নাদর্শম্, তথেদং শ্রুতবানসি মদীয়ং বচঃ? ইত্যুক্তঃ অন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষং ন শ্রুতবানস্মীতি। তস্মাদ্ যস্যাসন্নিধৌ রূপাদিগ্রহণ-সমর্থস্যাপি সতশ্চক্ষুরাদেঃ স্বস্ববিষয়সম্বন্ধে রূপশব্দাদিজ্ঞানং ন ভবতি, যস্য চ ভাবে ভবতি, তদন্যদস্তি মনো নামান্তঃকরণং সর্ব্বকরণবিষয়োপযোগীত্য-বগম্যতে। তস্মাৎ সর্ব্বো হি লোকো মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি, তদ্ব্যগ্রত্বে দর্শনাদ্যভাবাৎ। ২

অস্তিত্বে সিদ্ধে মনসঃ স্বরূপার্থমিদমুচ্যতে—কামঃ স্ত্রীব্যতিকরাভিলা-ষাদিঃ, সঙ্কল্পঃ প্রত্যুপস্থিতবিষয়বিকল্পনং শুক্লনীলাদিভেদেন, বিচিকিৎসা সংশয়জ্ঞানম্, শ্রদ্ধা অদৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু আস্তিক্যবুদ্ধির্দেবতাদিষু চ, অশ্রদ্ধা তদ্বিপরীতা বুদ্ধিঃ, ধৃতিঃ ধারণং—দেহাদ্যবসাদে উত্তম্ভনম্, অধৃতিঃ তদ্বিপর্য্যয়ঃ, হ্রীঃ লজ্জা, ধীঃ প্রজ্ঞা, ভীঃ ভয়ম্, ইত্যেতৎ এবমাদিকং সর্ব্বং মন এব—মনসোঽন্তঃকরণস্য রূপাণ্যেতানি। মনোঽস্তিত্বং প্রত্যন্যচ্চ কারণমুচ্যতে—তস্মান্মনো নামাস্ত্যন্তঃকরণম্, যস্মাৎ চক্ষুষো হ্যগোচরে পৃষ্ঠতোঽপ্যুপস্পৃষ্টঃ কেনচিৎ হস্তস্যায়ং স্পর্শঃ জানোরয়মিতি বিবেকেন প্রতিপদ্যতে; যদি বিবেককৃন্মনো নাম নাস্তি, তর্হি ত্বঙ্মাত্রেণ কুতো বিবেকপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ; যত্তদ্বিবেকপ্রতিপত্তিকারণম্, তন্মনঃ। ৩

অস্তি তাবন্মনঃ, স্বরূপঞ্চ তস্যাধিগতম্। ত্রীণ্যন্নানীহ ফলভূতানি কর্ম্মণাং মনোবাক্প্রাণাখ্যানি অধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবঞ্চ ব্যাচিখ্যাসিতানি। তত্রা-ধ্যাত্মিকানাং বাঙ্মনঃপ্রাণানাং মনো ব্যাখ্যাতম্। অথেদানীং বাগ্বক্তব্যে-ত্যারভ্যতঃ—যঃ কশ্চিল্লোকে শব্দো ধ্বনিস্তাল্বাদিব্যঙ্গ্যঃ প্রাণিভির্বর্ণাদিলক্ষণঃ ইতরো বা বাদিত্রমেঘাদিনিমিত্তঃ, সর্ব্বো ধ্বনির্বাগেব সা। ইদং তাবদ্বাচঃ স্বরূপমুক্তম্। ৪

অথ তস্যাঃ কার্য্যমুচ্যতে—এষা বাক্ হি যস্মাদ্ অন্তমভিধেয়াবসানমভিধেয়-নির্ণয়ম্ আয়ত্তা অনুগতা, এষা পুনঃ স্বয়ন্নাভিধেয়বৎ প্রকাশ্যা অভিধেয়প্রকা-

শিকৈব প্রকাশাত্মকত্বাৎ প্রদীপাদিবৎ; ন হি প্রদীপাদিপ্রকাশঃ প্রকাশান্তরেণ প্রকাশ্যতে, তদ্বদ্বাক্ প্রকাশিকৈব স্বয়ং, ন প্রকাশ্যা-ইত্যনবস্থাং শ্রুতিঃ পরিহরতি এষা হি ন প্রকাশ্যা, প্রকাশকত্বমেব বাচঃ কার্য্যমিত্যর্থঃ। ৫

অথ প্রাণ উচ্যতে—প্রাণো মুখনাসিকাসঞ্চার্য্যা হৃদয়বৃত্তিঃ প্রণয়নাৎ প্রাণঃ; অপনয়নান্মূত্রপুরীষাদেরপানোঽধোবৃত্তিঃ আ নাভিস্থানঃ; ব্যানো ব্যায়মনকর্ম্মা ব্যানঃ—প্রাণাপানয়োঃ সন্ধির্বীর্য্যবৎকর্ম্মহেতুশ্চ; উদানঃ উৎকর্ষোর্দ্ধগমনাদিহেতুরাপাদতলমস্তকস্থান ঊর্দ্ধবৃত্তিঃ; সমানঃ সমং নয়নাদ্ভুক্তস্য পীতস্য চ কোষ্ঠস্থানোঽন্নপক্তা, অন ইত্যেষাং বৃত্তিবিশেষাণাং সামান্যভূতা সামান্যদেহচেষ্টাসম্বন্ধিনী বৃত্তিঃ, এবং যথোক্তং প্রাণাদিবৃত্তিজাতমেতৎ সর্ব্বং প্রাণ এব। প্রাণ ইতি বৃত্তিমানাধ্যাত্মিকোঽন উক্তঃ; কর্ম্ম চাস্য বৃত্তিভেদপ্রদর্শনেনৈব ব্যাখ্যাতম্। ৬

ব্যাখ্যাতান্যাধ্যাত্মিকানি মনোবাক্প্রাণাখ্যান্যন্নানি; এতন্ময় এতদ্বিকারঃ প্রাজাপত্যৈরেতৈর্ব্বাঙ্মনঃপ্রাণৈরারব্ধঃ। কোঽসাবয়ং কার্য্যকারণসঙ্ঘাতঃ? আত্মা পিণ্ড আত্মস্বরূপত্বেনাভিমতোঽবিবেকিভিরবিশেষণৈতন্ময় ইত্যুক্তস্য বিশেষেণ বাঙ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময় ইতি স্ফুটীকরণম্ ॥ ৫৭ ॥ ৩ ॥

টীকা। সাধনাত্মকমন্ত্রচতুষ্টয়মন্নাক্ষয়কারণমক্ষিতিত্বগুণপ্রক্ষেপেণ পুরুষোপাসনস্য ফলং চোক্তমিদানীমা ব্রাহ্মণসমাপ্তেরুত্তরগ্রন্থস্য তাৎপর্য্যমাহ—পাঙ্ক্তস্যেত্যাদিনা। ব্রাহ্মণশেষস্য তাৎপর্য্যমুক্ত্বা মন্ত্রভেদমনূদ্যাকাঙ্ক্ষাদ্বারা ব্রাহ্মণমুত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—ত্রীণীত্যাদিনা। জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং সপ্তান্নানি সৃষ্ট্বা চত্বারি ভোক্তৃভ্যো বিভজ্য ত্রীণ্যাত্মার্থং কল্পাদৌ পিতা কল্পিতবানিত্যর্থঃ। ১

অন্যত্রেত্যাদি বাক্যমুপাদত্তে—তেষামিতি। ষষ্ঠী নির্দ্ধারণার্থা। তত্র মনসোঽস্তিত্বমাদৌ সাধয়তি—অস্তি তাবদিতি। আত্মেন্দ্রিয়ার্থসান্নিধ্যে সত্যপি কদাচিদেবার্থধীর্জ্জায়মানা হেত্বন্তরমাক্ষিপতি ন চাদৃষ্টাদি তদিতি যুক্তং, তস্য দৃষ্টসম্পাদিত্বাত্তস্মাদর্থাদিসান্নিধ্যে জ্ঞানকাদাচিৎকত্বানুপপত্তির্মনঃসাধিকেত্যর্থঃ। লোকপ্রসিদ্ধিরপি তত্র প্রমাণমিত্যাহ—যস্ত ইতি। অতোঽস্তি বাহ্যকরণাদ্ব্যতিরিক্তং বিষয়গ্রাহি করণমিতি শেষঃ। তামেব প্রসিদ্ধিমুদাহরণনিষ্ঠতয়োদাহরতি—কিং দৃষ্টবানিত্যাদিনা। তত্রৈবান্বয়ব্যতিরেকাবুপন্যস্যতি—তস্মাদিতি। যথোক্তার্থাপত্তিলোকপ্রসিদ্ধিবশাদিতি যাবৎ। বিমতমাত্মাদ্ব্যতিরিক্তাপেক্ষং তস্মিন্ সত্যপি কাদাচিৎকত্বাদ্ঘটবদিত্যনুমানং তচ্ছব্দার্থঃ। তস্মাদনুমানাদন্যদস্তি মনো নামেতি সম্বন্ধঃ। রূপাদিগ্রহণসমর্থস্যাপি সত ইতি প্রমাতোচ্যতে। অন্তঃকরণস্য চক্ষুরাদিভ্যো বৈলক্ষণ্যমাহ—সর্ব্বোতি। সমনন্তরবাক্যং ফলিতার্থবিষয়ত্বেনাদত্তে—তস্মাদিতি। তচ্ছব্দেনোক্তং হেতুং স্পষ্টয়তি—তদ্ব্যগ্রত্ব ইতি। ২

কামাদিবাক্যমবতার্য্য ব্যাকুর্ব্বন্ মনসঃ স্বরূপং প্রতি সংশয়ং নিরস্যতি—অস্তিত্ব ইতি।

অশ্রদ্ধাদিবদকামাদিরপি বিবক্ষিতোঽত্রেতি মত্বা মনোবুদ্ধ্যোরেকত্বমুপেত্যোপসংহরতি—ইত্যেতদিতি। দ্বৈতপ্রবৃত্ত্যুন্মুখং মনো ভোক্তৃকর্ম্মবশান্নানার্থাকারেণ বিবর্ত্তত ইত্যভিপ্রেত্যানন্তরবাক্যমবতারয়তি—মনোঽস্তিত্বমিতি। তদেবাস্তঃকারণং স্ফোরয়তি—যস্মাদিতি। তস্মাদস্তি বিবেককারণমন্তঃকরণমিতি সম্বন্ধঃ। চক্ষুরসম্প্রয়োগাত্তেন স্পর্শবিশেষাদর্শনেঽপি সম্প্রযুক্তয়া ত্বচা বিনাপি মনোবিশেষদর্শনং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদীতি। ত্বঙ্মাত্রস্য স্পর্শমাত্রগ্রাহিত্বেন বিবেচকত্বাযোগাদিত্যর্থঃ। বিবেচকে কারণান্তরে সত্যপি কুতো মনঃসিদ্ধিস্তত্রাহ—যস্মাদিতি। ৩

বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—অস্তি তাবদিতি। উত্তরগ্রন্থমবতারয়িতুং ভূমিকাং করোতি—ত্রীণীতি। এবং ভূমিকামারচয্যাধ্যাত্মিকবাগ্ব্যাখ্যানার্থং যঃ কশ্চেত্যাদি বাক্যমাদায় ব্যাকরোতি—অথেত্যাদিনা। শব্দপর্য্যায়ো ধ্বনির্দ্বিবিধো বর্ণাত্মকোঽবর্ণাত্মকশ্চ। তত্রাদ্যো ব্যবহর্ত্তৃভিস্তাল্বাদিস্থানব্যঙ্গ্যো দ্বিতীয়ো মেঘাদিকৃতঃ। স সর্ব্বোঽপি প্রকৃতা বাগেবেত্যর্থঃ। প্রকাশকমাত্রং বাগিত্যুক্তা তত্র প্রমাণমাহ—ইদং তাবদিতি। তস্মাদভিধেয়নির্ণায়কত্বান্নাসাবপলাপার্হেতি শেষঃ। ৪

বাচোঽপি প্রকাশ্যত্বাৎ কথং প্রকাশকমাত্রং বাগিত্যুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এষেতি। দৃষ্টান্তং সমর্থয়তে—ন হীতি। প্রকাশান্তরেণ সজাতীয়েনেতি শেষঃ। প্রকাশিকাপি বাক্যপ্রকাশ্যা চেত্তত্রাপি প্রকাশকান্তরমেষ্টব্যমিত্যনবস্থা স্যাত্তন্নিরাসার্থমেষা হি নেতি শ্রুতিঃ প্রকাশকমাত্রং বাগিত্যাহ। স্বপরনির্ব্বাহকত্বশব্দঃ। তস্মাৎ প্রকাশকত্বং কার্য্যং যত্র দৃশ্যতে, তত্র বাচঃ স্বরূপমনুগতমেবেত্যাহ—তদ্বদিত্যাদিনা। ৫

আধ্যাত্মিকপ্রাণবিষয়ং বাক্যমবতার্য্য ব্যাকরোতি—অথেতি। মুখাদৌ সঞ্চার্য্যা সঞ্চরণার্হা হৃদয়সম্বন্ধিনী যা বায়ুবৃত্তিঃ, তত্র প্রাণশব্দপ্রবৃত্তৌ নিমিত্তমাহ—প্রণয়নাদিতি। পুরতো নিঃসরণাদিতি যাবৎ। হৃদয়াদধোদেশে বৃত্তিরস্যেত্যধোবৃত্তিরানাভিস্থানো হৃদয়াদারভ্য নাভিপর্য্যন্তং বর্ত্তমান ইতি যাবৎ। ব্যায়মনং প্রাণাপানয়োর্নিয়মনং কর্ম্মাস্যেতি তথোক্তঃ। বীর্য্যবৎকর্ম্মারণ্যামগ্ন্যুৎপাদনাদি। উৎকর্ষো দেহে পুষ্টিঃ। আদিপদেনোৎক্রান্তিরুক্তা। প্রাণশব্দেনানশব্দস্য পুনরুক্তিমাশঙ্ক্যাহ— অন ইত্যেষামিতি।

তথাপি তৃতীয়স্য প্রাণশব্দস্য তাভ্যাং পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রাণ ইতীতি। সাধারণাসাধারণবৃত্তিমান্ প্রাণ ইত্যপৌনরুক্ত্যমিত্যর্থঃ। মনসো দর্শনাদিবদ্বাচোঽভিধেয়প্রকাশনবচ্চ প্রাণস্যাপি কার্য্যং বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কর্ম্ম চেতি। ৬

এতন্ময় ইত্যত্র ময়টৌ বিকারার্থত্বং বৃত্তসঙ্কীর্ত্তনপূর্ব্বকং কথয়তি ব্যাখ্যাতানীতি। আধ্যাত্মিকানাং বাগাদীনামনারব্ধকত্বং বারয়তি প্রাজাপত্যানীতি। আরব্ধস্বরূপং প্রশ্নপূর্ব্বকমনন্তরবাক্যেন নির্দ্ধারয়তি—কোঽসাবিতি। কার্য্যকরণসঙ্ঘাতে কথমাত্মশব্দপ্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—আত্মস্বরূপত্বেনেতি। বাঙ্ময় ইত্যাদিবাক্যস্য পূর্ব্বেণ পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্যাহ—অবিশেষেণেতি। ৫৭। ৩।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে পাঙ্ক্ত কর্ম্মের ফল স্বরূপ যে তিনটি অন্ন উল্লিখিত হইয়াছে, সেগুলি নিজে কর্ম্মজন্য এবং তাহাদের বিষয়ও

(কার্য্যও) বিস্তীর্ণ (বহু), এইজন্য পূর্ব্ববর্ত্তী অন্নসমূহ অপেক্ষা স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট; সেই অন্নত্রয়ের ব্যাখ্যার জন্য পরবর্ত্তী সমগ্র ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে।

"ত্রীণি আত্মনে অকুরুত" এই শ্রুতির অর্থ কি, তাহা বলা হইতেছে—মনঃ, বাক্ ও প্রাণ, এই তিনটি অন্ন; পিতা প্রথমে মনঃ, বাক্ ও প্রাণ এই তিনটি অন্ন সৃষ্টি করিয়া আপনার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন। ১

তন্মধ্যে মনের অস্তিত্ব ও স্বরূপ বিষয়ে লোকের সংশয় আছে; এইজন্য বলিতেছেন—শ্রোত্রাদি বহিরিন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত মন-নামে একটি বস্তু নিশ্চয়ই আছে; যেহেতু, এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধি আছে যে, বহিরিন্দ্রিয় ও বাহ্য বিষয়ের সহিত আত্মার সম্বন্ধ সংঘটিত হইলেও ইন্দ্রিয়গণ সে বিষয়ের গ্রহণ করে না; যেমন—'তুমি কি এই রূপটি দর্শন করিয়াছ?' এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া লোকে বলিয়া থাকে যে, আমার মন অন্য বিষয়ে সন্নিবিষ্ট ছিল, বিষয়ান্তরে নিবিষ্টচিত্ত থাকায় আমি ইহা দেখি নাই; সেইরূপ, 'তুমি কি আমার উচ্চারিত এই শব্দ শুনিয়াছ?' জিজ্ঞাসা করিলে লোকে বলিয়া থাকে,—'আমার মন অন্য বিষয়ে ছিল, তাই [তোমার শব্দ] শুনিতে পাই নাই।' অতএব বুঝাইতেছে যে, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় রূপপ্রভৃতি বিষয়-গ্রহণে সমর্থ হইলেও এবং নিজ নিজ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিলেও যাহার অসন্নিধানে রূপ ও শব্দাদি বিষয়ে জ্ঞান হয় না; অথচ যাহার সন্নিধান থাকিলে রূপ ও শব্দাদি বিষয়ে জ্ঞান হয়, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রাহিকাশক্তির সহায়ভূত মনঃ নামে একটি স্বতন্ত্র অন্তঃকরণ আছে। অতএব, মনের ব্যগ্রতাবস্থায় যখন দর্শনাদি ব্যাপার নিষ্পন্ন হয় না, তখন মনের সাহায্যেই যে, সকল লোকে দর্শন ও শ্রবণ করিয়া থাকে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ২

এইরূপে মনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল, এখন তাহার স্বরূপবিজ্ঞানার্থ এই কথা বলা হইতেছে—কাম—স্ত্রীসমালিঙ্গনাদির অভিলাষ, সংকল্প—সম্মুখে উপস্থিত বিষয়-বিষয়ে বিকল্পনা অর্থাৎ ইহা শুক্ল বা নীল—ইত্যাদি বিতর্ক, বিচিকিৎসা—সংশয়াত্মক জ্ঞান, শ্রদ্ধা—অদৃষ্টার্থ—পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্মে এবং দেবতা প্রভৃতি বিষয়ে আস্তিক্যবুদ্ধি (সত্যতাজ্ঞান—বিশ্বাস), অশ্রদ্ধা—শ্রদ্ধার বিপরীত, ধৃতি—ধারণ করা অর্থাৎ দেহাদির অবসন্নতাদশায় উত্তম্ভন—উত্তেজনা করা; অধৃতি—ধৃতির বিপরীত, হ্রী—লজ্জা, ধী—প্রজ্ঞা অর্থাৎ বোধ-শক্তি, ভী—ভয়, এ সমস্ত মনই, অর্থাৎ এ সমস্তই অন্তঃকরণ মনের স্বরূপ।

মনের অস্তিত্ববিষয়ে আরও কারণ বলা হইতেছে—যেহেতু চক্ষুর অগোচরে অর্থাৎ যে স্থান চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না, সেরূপ স্থানেও যদি কেহ স্পর্শ করে, তাহা হইলেও কেবল মনের সাহায্যেই বিস্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারা যায় যে, এটি হস্তের স্পর্শ, কিংবা এটি জানুদেশের স্পর্শ; ইহা হইতেও মনোনামক অন্তঃকরণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। যদি অনুভবগত পার্থক্য বোধের উপায়স্বরূপ মন না থাকিত, তাহা হইলে শুধু ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে কখনই ঐরূপ বিবেকবোধ হইত না; অতএব বুঝিতে হইবে যে, যাহা দ্বারা ঐরূপ স্পর্শবিবেক নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাই মন। ৩

মনের অস্তিত্ব সাধিত হইল, এবং তাহার স্বরূপও নিরূপিত হইল; অতঃপর কর্ম্মের ফলস্বরূপ অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবাত্মক মনঃ, বাক্ ও প্রাণনামক অন্নত্রয়ের ব্যাখ্যা করিতে হইবে; তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক বাক্, মনঃ ও প্রাণ-নামক অন্নত্রয়ের মধ্যে মনের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহার পর এখন বাক্-নামক অন্নের স্বরূপাদি বলা আবশ্যক; এতদর্থে পরবর্ত্তী বাক্যের অবতারণা করা হইতেছে।—জগতে যে কোন প্রকার শব্দ—প্রাণিগণের কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতি স্থানে অভিব্যঙ্গ্য অকারাদি বর্ণাত্মক ধ্বনি, অথবা বাদ্যযন্ত্র ও মেঘাদি-সমুত্থিত অন্য প্রকার ধ্বনি, (১) সে সমস্ত ধ্বনি বাক্ই অর্থাৎ বাক্ হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে। ৪

অতঃপর তাহার কার্য্য বলা হইতেছে—যেহেতু এই বাক্ অন্তের—অভিধেয়াবসানের অর্থাৎ বাচ্যার্থ নির্ণয়ের অনুগত; অভিধেয় বা বাচ্যার্থ যেমন বাক্যের প্রকাশ্য, এই বাক্ কিন্তু সেরূপ কাহারো প্রকাশ্য নহে, পরন্তু বাক্যার্থেরই প্রকাশিকা; কারণ, বাক্ হইতেছে—প্রদীপাদির ন্যায় প্রকাশ-স্বভাব; প্রদীপ প্রভৃতি প্রকাশ বা আলোকপদার্থ কখনও অপর প্রকাশ দ্বারা

(১) তাৎপর্য্য—শব্দ সাধারণতঃ দুইপ্রকার, বর্ণ ও ধ্বনি; তন্মধ্যে বর্ণাত্মক শব্দগুলি কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতি স্থানে আভ্যন্তরীণ বায়ুর প্রেরণা দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে; যে বর্ণ যে স্থানের স্পর্শে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাকে সেই নামে অভিহিত করা হয়; যেমন—'অ', কবর্গ, 'হ' ও বিসর্গ, ইহারা কণ্ঠের সাহায্যে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া কণ্ঠ্যবর্ণ। বর্ণ উচ্চারণের স্থান আটটি, যথা,—'অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা। জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠৌ চ তালু চ।" এতদতিরিক্ত আর একপ্রকার শব্দ আছে, তাহার নাম ধ্বনি, ধ্বনি-শব্দ সাধারণতঃ আঘাতমাত্রের ফল; মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য বস্তুর পরস্পর আঘাতে এই ধ্বনির সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাই বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"শব্দো ধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ মৃদঙ্গাদিভবো ধ্বনিঃ" ইত্যাদি।

প্রকাশিত হয় না, তেমনি এই বাক্ও অপরেরই প্রকাশক হয়, কিন্তু নিজে কাহারও প্রকাশ্য হয় না। এইরূপে শ্রুতি নিজেই আশঙ্কিত অনবস্থা দোষের পরিহার করিয়া বলিতেছেন—নিশ্চয়ই এই বাক্ প্রকাশ্য নহে; পরকে প্রকাশিত করাই ইহার কার্য্য (২)। ৫

অতঃপর প্রাণের কথা বলা হইতেছে—প্রাণ অর্থ—মুখ ও নাসিকা-প্রদেশে সঞ্চরণশীল হৃদয়স্থ বায়ুবৃত্তি বা বায়ুর ব্যাপারবিশেষ; সম্মুখদিকে নিঃসরণ করে বলিয়া—প্রাণনামে অভিহিত হয়; অপান অর্থ—অধোদেশগামী বায়ুবৃত্তিবিশেষ, মলমূত্রাদি অপনয়ন করে বলিয়া অপান নামে অভিহিত হয়; হৃদয় হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত ইহার প্রচারস্থান। তাহার নাম ব্যান, বিশেষরূপে সংযমন করা যাহার কার্য্য; ব্যান বায়ু প্রাণ ও অপানের সন্ধি-স্থানীয় এবং বীর্য্যসাধ্য কর্ম্মের নিষ্পাদক; উদান—উত্তমরূপে উর্দ্ধগমনাদি কার্য্য নিষ্পাদনের হেতুস্বরূপ—উর্দ্ধগামী, পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ইহার অবস্থিতির স্থান; সমান—ভুক্ত ও পীত অন্নরসাদির সমীকরণ করে, ইহা কোষ্ঠে (জঠরে) অবস্থান করে, এবং ভুক্ত বস্তুর পরিপাক করে; অন অর্থ—বায়ুর বৃত্তিবিশেষ; উক্ত প্রাণ প্রভৃতির যে, সর্ব্বপ্রকার দৈহিক চেষ্টা-সম্পর্কিত সাধারণ ব্যাপার, তাহার নাম অন; এই যে সমস্ত প্রাণাদি বৃত্তির কথা বলা হইল, ফলতঃ এ সমস্ত প্রাণই (প্রাণাতিরিক্ত নহে)। প্রাণ শব্দে প্রাণনাদি বৃত্তিবিশিষ্ট আধ্যাত্মিক অন অর্থাৎ সাধারণ বায়ুবৃত্তি উক্ত হইল; প্রানণাদি বিশেষ বিশেষ বৃত্তিপ্রদর্শনেই ইহার কার্য্যও প্রদর্শিত হইল (১)। ৬

---

(২) তাৎপর্য্য—শব্দসম্বন্ধে অনবস্থাদোষের আশঙ্কা এইরূপে হইতে পারে—শব্দ যদি স্বপ্রকাশ না হইত, তাহা হইলে শব্দ যেরূপ অর্থ প্রকাশ করে, তদ্রূপ শব্দ-প্রকাশের জন্যও অপর প্রকাশকের আবশ্যক হইত; আবার সেই তৃতীয় প্রকাশকের প্রকাশের জন্যও অপর প্রকাশকের আবশ্যক হইত, এইরূপে চিরকাল প্রকাশকের অপেক্ষা থাকিয়া যাইত; ফলে কোন শব্দই অর্থপ্রকাশনে সমর্থ হইত না, এইজন্য শব্দকে স্বপ্রকাশ বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার বলিয়া দিলেন যে, 'বাক্ প্রকাশি-কৈব, স্বয়ং ন প্রকাশ্যা' ইতি।

(১) তাৎপর্য্য—প্রাণ পদার্থটা কি; এ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে; তন্মধ্যে যে দুইটি প্রধান ও বিচারসহ, তাহারই উল্লেখ করিতেছি—সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন—"সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ" অর্থাৎ প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান, এই যে পাঁচটি বায়ুভেদ, ইহারা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে; পরন্তু মন,বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ করণনিচয়ের সাধারণ ব্যাপার মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, অন্তঃকরণ প্রভৃতি প্রতিনিয়তই নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন

এইরূপ মন, বাক্ ও প্রাণ-নামক অন্নত্রয় বর্ণিত হইল। 'এতন্ময়' অর্থ—প্রজাপতিসম্পর্কিত এই সমস্ত বাক্, মন ও প্রাণ দ্বারা ইহা নির্ম্মিত; এই দেহেন্দ্রিয় সমষ্টিভূত সেই বস্তুটি কি? তাহা আত্মা; আত্মা অর্থ এখানে দেহ-পিণ্ড; অবিবেকী লোকেরা অজ্ঞানবশতঃ এই দেহপিণ্ডকেই আত্মা বলিয়া মনে করে; এইজন্য ইহাকে 'আত্মা' বলা হইল। 'এতন্ময়' শব্দে যাহার সামান্যাকারে উল্লেখ করা হইয়াছে, 'বাঙ্ময়', 'মনোময়' ও 'প্রাণময়' শব্দে তাহাকেই বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়া পরিস্ফুট করা হইল ॥ ৩৭ ॥ ৩ ॥

আভাসভাষ্যম্। তেষামেব প্রাজাপত্যানামন্নানামাধিভৌতিকো বিস্তারোঽভিধীয়তে—

আভাসভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর উক্ত প্রাজাপত্য অন্নসমূহের আধিভৌতিক বিস্তার বর্ণিত হইতেছে—

ত্রয়ো লোকা এত এব, বাগেবায়ং লোকো মনোঽন্তরিক্ষ লোকঃ প্রাণোঽসৌ লোকঃ ॥ ৩৮ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ার্থ।—এতে (বাঙ্-মনঃ-প্রাণাঃ) এব ত্রয়ঃ লোকাঃ (ভূর্ভুবঃ-স্বর্নামানঃ), নৈতেভ্যো ব্যতিরিক্তাস্তে ইতি ভাবঃ)। [তত্র বিশেষমাহ—] বাক্ এব অয়ং (দৃশ্যমানঃ) লোকঃ (ভূঃ), মনঃ অন্তরিক্ষলোকঃ, তথা প্রাণঃ অসৌ লোকঃ (স্বর্লোকঃ)। [উক্তমন্নত্রয়মেবং চিন্তনীয়ম্ ইতি ভাবঃ] ॥৩৮॥৪॥

মূলানুবাদ।—এই যে, অন্নত্রয় উক্ত হইল, ইহারাই ত্রিলোকস্বরূপ; বাক্ই এই ভূলোক, মনই অন্তরিক্ষলোক (ভুবর্লোক),

---

করিয়া থাকে, তাহাদের সেই বিশেষ বিশেষ কার্য্যের সাধারণ ফল হইতেছে—এই প্রাণাদি ভেদ; যেমন একটা খাঁচার মধ্যে কতকগুলি পাখী থাকিলে, সে পাখীগুলি নিজের প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে থাকিলে, স্বতই খাঁচাটি নড়িতে থাকে, কিন্তু কোন পাখীই খাঁচা নাড়িতে যত্ন করে না, ইহাও তেমনি বটে। বৈদান্তিকগণ এ কথায় সম্মত হন না; তাঁহারা বলেন—প্রাণ একটি স্বতন্ত্র পদার্থ; ইহা পঞ্চভূতের সমষ্টীকৃত রজোভাগ হইতে উৎপন্ন। "পঞ্চবৃত্তির্মনোবৎ ব্যপদিশ্যতে" (ব্রহ্মসূত্র ২।৪।১১). অর্থাৎ অন্তঃকরণ যেমন স্বরূপতঃ এক হইলেও বৃত্তি বা ব্যাপারভেদে তিনপ্রকার—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তেমনই প্রাণ বস্তুত: এক হইলেও কার্য্যভেদে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত হয় মাত্র।

ভাষ্যকার এখানে 'ব্যান' বায়ুকে বীর্য্যসাধ্য কার্য্য নিষ্পাদনের সহায় এবং প্রাণ ও অপান-বায়ুর সন্ধিস্বরূপ বলিয়াছেন। এ কথা ছান্দোগ্যোপনিষদে আরও স্পষ্টাক্ষরে কথিত হইয়াছে। যথা—"অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ,স ব্যানঃ" ইত্যাদি। (ছান্দোগ্য ১।৩।৩—৫) সেখানে দ্রষ্টব্য।

আর প্রাণ হইতেছে—স্বর্লোক, অর্থাৎ এই ত্রিলোকই উক্ত ত্রিবিধ অন্নময় ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। ত্রয়ো লোকাঃ ভূর্ভুবঃস্বরিত্যাখ্যাঃ ; এত এব বাঙ্মনঃপ্রাণাঃ ; তত্র বিশেষঃ—বাগেবায়ং লোকঃ, মনঃ—অন্তরিক্ষলোকঃ, প্রাণোঽসৌ লোকঃ ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

টীকা। বাগাদীনামাধ্যাত্মিকবিভূতিপ্রদর্শনানন্তরমাধিভৌতিকবিভূতিপ্রদর্শনার্থমুত্তরগ্রন্থমবতারয়তি—ত্রেষামেবেতি। তত্রেত্যুক্তং সামান্যং পরামৃশতি। ৫৮। ৪।

ভাষ্যানুবাদ। ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ নামক লোকত্রয়ও ইহারাই—বাক্, মনঃ ও প্রাণস্বরূপই ; তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, বাক্ হইতেছে—এই পৃথিবীলোক, মন হইতেছে—অন্তরিক্ষলোক, আর প্রাণ হইতেছে—স্বর্লোক ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

ত্রয়ো বেদা এত এব, বাগেবর্গ্বেদো মনো যজুর্ব্বেদঃ প্রাণঃ সামবেদঃ ॥ ৯ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। এতে (বাঙ্মনঃপ্রাণাঃ) এব ত্রয়ঃ বেদাঃ (ঋগ্যজুঃসামাখ্যাঃ)। [তত্রায়ং বিশেষঃ—] বাক্ এব ঋগ্বেদঃ, মনঃ যজুর্ব্বেদঃ, প্রাণঃ সামবেদঃ ; [অথর্ব্ববেদস্য বেদত্রয়ান্তর্গতত্বাৎ বেদস্য ত্রিত্বমিতি ভাবঃ] ॥৫৯॥ ৫॥

মূলানুবাদ। ইহারাই বেদত্রয়, তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, বাক্‌ই ঋগ্বেদস্বরূপ, মনই যজুর্ব্বেদস্বরূপ, এবং প্রাণই সামবেদস্বরূপ ॥ ৫৯ ॥ ৫ ॥

দেবাঃ পিতরো মনুষ্যা এত এব; বাগেব দেবা মনঃ পিতরঃ প্রাণো মনুষ্যাঃ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ। এতে এব দেবাঃ পিতরঃ মনুষ্যাঃ। [তত্র] বাক্ এব দেবাঃ, মনঃ পিতরঃ, প্রাণঃ মনুষ্যা ইতি ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ। এই অন্নত্রয়ই দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণ ; তন্মধ্যে বাক্ দেবগণস্বরূপ, মন পিতৃগণস্বরূপ এবং প্রাণ মনুষ্যগণস্বরূপ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। ০ ॥

টীকা। ০ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। ০ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

পিতা মাতা প্রজৈত এব, মন এব পিতা বাঙ্‌ মাতা, প্রাণঃ প্রজা ॥ ৬১ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ।—এতে এব পিতা, মাতা, প্রজা (সন্ততিশ্চ); [তত্র] মনঃ এব পিতা, বাক্‌ মাতা, প্রাণঃ প্রজা ইতি ॥ ৬১ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ। এই অন্নত্রয়ই পিতা, মাতা ও সন্তানস্বরূপ, তন্মধ্যে মনই পিতা, বাক্‌ই মাতা, এবং প্রাণই সন্তানস্বরূপ ॥ ৬১ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। তথা ত্রয়ো বেদা ইত্যাদীনি বাক্যানি ঋজ্বর্থানি ॥ ৫৯-৬১ ॥ ৫—৭ ॥

টীকা। ত্রিলোকীবাক্যবদুত্তরং বাক্যং বিজ্ঞাতাদিবাক্যাৎ প্রাক্তনং নেতব্যমিত্যাহ—তথেতি ॥ ৫৯—৬১ ॥ ৫—৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেইরূপ বেদত্রয়ও; এই "ত্রয়ো বেদাঃ" ইত্যাদি তিনটি শ্রুতির অর্থ সরল; [সুতরাং ব্যাখ্যার আবশ্যক নাই] ॥ ৫৯-৬১ ॥ ৫-৭ ॥

বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্যমবিজ্ঞাতমেত এব, যৎ কিঞ্চ বিজ্ঞাতং বাচস্তদ্রূপম্, বাগ্‌হি বিজ্ঞাতা, বাগেনং তদ্‌ভূত্বাবতি ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। তথা এতে এব বিজ্ঞাতং (বিশেষেণ জ্ঞাতং), বিজিজ্ঞাস্যং, অবিজ্ঞাতং (চ); [তত্রায়ং বিশেষঃ—] যৎ কিঞ্চ বিজ্ঞাতং, তৎ বাচঃ (বচনস্য) রূপম্; হি (যস্মাৎ) বাক্‌ বিজ্ঞাতা (প্রকাশকরূপত্বাদিত্যাশয়ঃ)। [বাগ্‌বিজ্ঞানফলমুচ্যতে] বাক্‌ তৎ (বিজ্ঞাতং) ভূত্বা এনং (বাগ্‌বিভূতিবিদং) অবতি (পালয়তি) ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ। বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্য এবং অবিজ্ঞাতও ইহারাই; যাহা কিছু বিজ্ঞাত, তৎসমস্তই বাক্যের রূপ; কারণ, বাক্‌ নিজেই বিজ্ঞাতা; [যে লোক বাক্যের এইরূপ বিভূতি জানেন,] বাক্‌ নিজে সেই বিজ্ঞাতস্বরূপ হইয়া তাহাকে পালন করিয়া থাকে ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্যমবিজ্ঞাতমেত এব; তত্র বিশেষঃ—যৎকিঞ্চ বিজ্ঞাতং বিস্পষ্টং জ্ঞাতং, বাচস্তদ্রূপম্; তত্র স্বয়মেব হেতুমাহ—বাগ্‌ হি বিজ্ঞাতা, প্রকাশাত্মকত্বাৎ; কথমবিজ্ঞাতা ভবেৎ, যা অন্যানপি বিজ্ঞাপয়তি; বাচৈব সম্রাড়্‌ বন্ধুঃ প্রজ্ঞায়ত ইতি হি বক্ষ্যতি। বাগ্বিশেষবিদ ইদং ফলমুচ্যতে—বাগেবৈনং যথোক্তবাগ্বিভূতিবিদং তদ্বিজ্ঞাতং ভূত্বা অবতি পালয়তি। বিজ্ঞাতরূপেণৈবাস্যান্নং ভোজ্যতাং প্রতিপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

টীকা। বিজ্ঞাতাদিবাক্যমাদায় তদ্গতং বিশেষং দর্শয়তি—বিজ্ঞাতমিতি। বিজ্ঞাতং সর্ব্বং বাচো রূপমিতি প্রতিজ্ঞাতোঽর্থঃ সপ্তম্যর্থঃ। প্রকাশকত্বেঽপি কথং বাচো বিজ্ঞাতত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কথমিতি। প্রকাশাত্মকত্বমেব কুতো বাচঃ সিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বাচেতি। বাগ্‌বিশেষত্ববিভূতিঃ। ৬২। ৮।

ভাষ্যানুবাদ।—আর যে, বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্য এবং অবিজ্ঞাত, তাহাও এই অন্নত্রয়ই বটে; তাহাতে বিশেষ এই যে,যাহা কিছু বিজ্ঞাত,অর্থাৎ বেশ উত্তমরূপে জ্ঞাত, তাহা বাক্যের রূপ; শ্রুতি নিজেই সে সম্বন্ধে হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—যেহেতু বাক্‌ই বিজ্ঞাতা; কারণ, বাক্‌ নিজেই প্রকাশাত্মক; যাহা অন্য পদার্থ বিজ্ঞাপিত করিয়া দেয়, সে নিজে অবিজ্ঞাত থাকিবে কিরূপে? অভিপ্রায় এই যে. যে বাক্‌ (শব্দ) নিজে অবিজ্ঞাত থাকে, সে কখনই অপরকে বিজ্ঞাপিত বা প্রকাশিত করিতে পারে না। ইহার পরেও বলিবেন যে, ‘হে সম্রাট্‌, বাক্যেই বন্ধু জানা যায়’ ইতি। যথোক্ত প্রকার বাক্যমহিমাভিজ্ঞ ব্যক্তির এইরূপ ফল বলা হইতেছে—বাক্‌ নিজেই স্বীয় বিভূতিস্বরূপ হইয়া উক্তপ্রকার বাগ্‌বিভূতিজ্ঞ লোককে রক্ষা করিয়া থাকেন,—অন্ন ইহার পরিজ্ঞাতভাবে ভোজনীয় হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, যে যে অন্ন-ভোজন করিতে হইবে, তাহা তিনি জানিতে পারেন ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

যৎ কিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্যং মনসস্তদ্রূপং, মনো হি বিজিজ্ঞাস্যং মন এনং তদ্‌ভূত্বাবতি ॥ ৬৩ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ। যৎ কিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্যং, তৎ মনসঃ রূপম্‌; হি (যস্মাৎ) মনঃ বিজিজ্ঞাস্যং (জিজ্ঞাসা মনোধর্ম্ম ইত্যর্থঃ), ততশ্চ মনঃ তৎ (বিজিজ্ঞাস্যং) ভূত্বা, এনং (মনোবিভূতিবিদং) অবতি (রক্ষতি) ॥ ৬৩ ৯ ॥

মূলানুবাদ। যাহা কিছু বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্য, তাহা মনেরই রূপ: যেহেতু, মনই বিজিজ্ঞাস্য; মনই বিজিজ্ঞাস্যরূপ ধারণ করিয়া ইহাকে (মনের মহিমাভিজ্ঞকে) রক্ষা করেন ॥ ৬৩ ॥ ৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্‌।—তথা যৎ কিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্যং, বিস্পষ্টং জ্ঞাতুমিষ্টং বিজিজ্ঞাস্যম্‌, তৎ সর্ব্বং মনসো রূপম্‌; মনঃ হি যস্মাৎ সন্দিহ্যমানাকারত্বাদ্বিজিজ্ঞাস্যম্‌। পূর্ব্ববন্মনোবিভূতিবিদঃ ফলং—মন এনং তদ্বিজিজ্ঞাস্যং ভূত্বাবতি বিজিজ্ঞাস্য-স্বরূপেণৈবান্নত্বমাপদ্যতে ॥ ৬৩ ॥ ৯ ॥

টীকা। সন্দিহ্যমানাকারত্বাৎ সকল্পবিকল্পাত্মকত্বাদিতি যাবৎ। তস্মাৎ সর্ব্বং বিজি-

জ্ঞাস্যং মনোরূপমিতি সম্বন্ধঃ। পূর্ব্ববত্তাগ্ বিভূতিবিদো যথা ফলমুক্তং, তদ্বদিতি যাবৎ। ৬৩। ৯।

ভাষ্যানুবাদ। সেইরূপ যাহা কিছু বিজিজ্ঞাস্য—বিস্পষ্টরূপে জানিতে অভীষ্ট, সে সমস্তই মনের রূপ; কেননা, সন্দিহ্যমান আকারেই মন প্রকটিত হয়, অর্থাৎ সংশয় করাই মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; এই জন্য মনই বিজিজ্ঞাস্যরূপে পরিগৃহীত। পূর্ব্বের ন্যায়, মনের বিভূতিজ্ঞ ব্যক্তিরও ফল এই যে, মন নিজেই সেই বিজিজ্ঞাস্য বস্তুস্বরূপ হইয়া ইহাকে (মনের বিভূতিজ্ঞকে) রক্ষা করিয়া থাকে, অর্থাৎ বিজিজ্ঞাস্যরূপেই তাহার অন্নভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥ ৯ ॥

যৎ কিঞ্চাবিজ্ঞাতং প্রাণস্য তদ্রূপং, প্রাণো হ্যবিজ্ঞাতঃ প্রাণ এনং তদ্ভূত্বাঽবতি ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ। যৎ কিঞ্চ অবিজ্ঞাতং (জ্ঞানাবিষয়ীভূতম্), তৎ (তৎসর্ব্বং) প্রাণস্য রূপম্; হি (যতঃ) প্রাণঃ অবিজ্ঞাতঃ। প্রাণঃ তৎ (অবিজ্ঞাতং) ভূত্বা এনং (প্রাণবিভূতিবিদং) অবতি (রক্ষতি) ॥৬৪॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ। যাহা কিছু অবিজ্ঞাত বস্তু, তৎসমস্তই প্রাণের রূপ; যেহেতু, প্রাণই স্বরূপতঃ অবিজ্ঞাত। প্রাণই সেই অবিজ্ঞাত রূপ ধারণ করিয়া প্রাণবিভূতিজ্ঞ লোককে রক্ষা করিয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথা যৎ কিঞ্চ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানাগোচরং ন চ সন্দিহ্যমানং, প্রাণস্য তদ্রূপং প্রাণো হ্যবিজ্ঞাতঃ; অবিজ্ঞাতরূপো হি যস্মাৎ প্রাণোঽনিরুক্তশ্রুতেৰ্বিজ্ঞাতবিজিজ্ঞাস্যবিজ্ঞাতভেদেন বাঙ্মনঃপ্রাণবিভাগে স্থিতে ত্রয়ো লোকা ইত্যাদয়ো বাচনিকা এব। সর্ব্বত্র বিজ্ঞাতাদিরূপদর্শনাদ্বচনাদেব তস্য নিয়মঃ স্মর্ত্তব্যঃ। প্রাণ এনং তদ্ভূত্বা অবত্যি অবিজ্ঞাতরূপেণৈবাস্য প্রাণোঽন্নং ভবতীত্যর্থঃ। শিষ্যপুত্রাদিভিঃ সন্দিহ্যমানাবিজ্ঞাতোপকারকা আচার্য্যপিত্রাদয়ো দৃশ্যন্তে; তথা মনঃপ্রাণয়োরপি সন্দিহ্যমানাবিজ্ঞাতয়োরন্নত্বোপপত্তিঃ ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

টীকা। অনিরুক্তশ্রুতেরবিজ্ঞাতরূপো যস্মাৎ প্রাণস্তস্মাদবিজ্ঞাতং সর্ব্বং প্রাণস্য রূপমিতি যোজনা। বিজ্ঞাতাদিরূপাতিরেকেণ লোকবেদাদ্যভাবাদ্বিজ্ঞাতাদিরূপত্বাভিধানেনৈব বাগাদীনাং লোকাদ্যাত্মত্বে সিদ্ধে কিমর্থং ত্রয়ো লোকা ইত্যাদিবাক্যমিত্যাশঙ্ক্য তথৈব ধ্যানার্থমিত্যাহ—বিজ্ঞাতেতি। ভূরাদিষ্বেকৈকত্র বিজ্ঞাতাদিত্রয়দৃষ্টের্ব্বাগাদেশ্চ ব্যবস্থিতত্বাৎ কুতো বিজ্ঞাতাদের্ব্বাগাদ্যাত্মকত্বং নিয়ন্তুং শক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বত্রেতি।

প্রাণবিভূতিবিদঃ সম্প্রতি ফলং কথয়তি -প্রাণ ইতি। লোকে বিজ্ঞাতস্যৈব ভোজ্যত্বোপলম্ভাদবিজ্ঞাতাদিরূপেণ প্রাণাদের্ভোজ্যত্বোপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—শিষ্যেতি। শিষ্যৈরবিবেকিভিঃ সন্দিহ্যমানোপকারা অপি গুরবস্তেষাং ভোজ্যতামাপদ্যমানা দৃশ্যন্তে, পুত্রাদিভিশ্চাতিবালৈরবিজ্ঞাতোপকারাঃ পিত্রাদয়স্তেষাং ভোজ্যত্বমাপদ্যন্তে, তথা প্রকৃতেঽপি সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥ ১০ ।

ভাষ্যানুবাদ ঃ সেইপ্রকার, যাহা কিছু অবিজ্ঞাত অর্থাৎ বিজ্ঞানের অগোচর, সন্দেহাস্পদ ও নহে, তাহাই প্রাণের রূপ ; কারণ শ্রুতিতে প্রাণকে অনিরুক্ত বলায় [বুঝা যাইতেছে যে,] প্রাণ স্বরূপতঃ অবিজ্ঞাতই বটে। বাক্, মন ও প্রাণের যথাক্রমে বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্য ও অবিজ্ঞাতভেদে বিভাগ স্থিরতর থাকিতেও যে, আবার "ত্রয়ো লোকাঃ" ইত্যাদি বিভাগ, তাহা কেবল বাচনিক অর্থাৎ লোকাদিরূপে ধ্যানের প্রয়োজন আছে বলিয়াই স্বয়ং শ্রুতি ঐরূপ উপদেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সকল স্থলে বিজ্ঞাতাদিভাব স্বাভাবিক দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব এই শ্রুতিবাক্যানুসারেই লোকাদি-দৃষ্টিতেও ধ্যানের অবশ্যকর্ত্তব্যতা বুঝিতে হইবে। 'প্রাণ তাহা হইয়া ইহাকে রক্ষা করে' কথার অর্থ এই—প্রাণ যে, বিদ্বানের অন্নস্বরূপ হইয়া থাকে, তাহা তাহার বিজ্ঞাতরূপ নহে ; পরন্তু সম্পূর্ণ অবিজ্ঞাত, অর্থাৎ প্রাণ যে, তাহার পোষণ করিতেছে, ইহা তাহার অবিজ্ঞাত থাকে। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, আচার্য্য ও পিতা প্রভৃতি হিতৈষী লোকেরা যে উপকারসাধন করেন, শিষ্য ও পুত্র প্রভৃতি সে উপকার বুঝিতে পারে না, অথবা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দিহান থাকে ; সেইরূপ মন ও প্রাণ অবিজ্ঞাত বা সন্দেহাস্পদ থাকিলেও তাহাদের অন্নভাবপ্রাপ্তি বিরুদ্ধ হয় না ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

আভাস-ভাষ্যম্। ব্যাখ্যাতো বাঙ্মনঃপ্রাণানামাধিভৌতিকো বিস্তারঃ, অথায়মাধিদৈবিকার্থ আরম্ভঃ—

আভাস-ভাষ্যানুবাদ।—বাক্, মন ও প্রাণের আধিভৌতিক বিস্তার বা মহিমা বর্ণিত হইল, অতঃপর আধিদৈবিক বিস্তারপ্রদর্শনার্থ পরবর্ত্তী শ্রুতি আরব্ধ হইতেছে—

তস্যৈ বাচঃ পৃথিবী শরীরং জ্যোতীরূপময়মগ্নিস্তদ্যাবত্যেব বাক্ তাবতী পৃথিবী তাবানয়মগ্নিঃ ॥ ৬৫ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। তস্যৈ (তস্যাঃ প্রজাপতেরন্নভূতায়াঃ) বাচঃ [ইয়ং অপ্রকাশাত্মিকা] পৃথিবী শরীরং (বাহ্যভূতঃ আধারঃ), অয়ম্ অগ্নিঃ ;

জ্যোতীরূপং (প্রকাশাত্মকং করণস্বরূপং চ শরীরং), তৎ (তস্মাৎ হেতোঃ) যাবতী (যৎপরিমাণা) এব বাক্, পৃথিবী [অপি] তাবতী, অয়ং অগ্নিশ্চ তাবান্ । [দ্বিরূপা হি প্রজাপতেঃ বাক্—কার্য্যং করণঞ্চ ; তত্র কার্য্যং আধারঃ অপ্রকাশাত্মকঃ, করণঞ্চ আশ্রিতং প্রকাশাত্মকঞ্চেতি ভাবঃ] ॥ ৬৫ ॥ ১১ ।

মূলানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত বাকের আশ্রয়ভূত শরীর হইতেছে পৃথিবী, আর জ্যোতির্ম্ময় করণস্বরূপ শরীর হইতেছে—এই অগ্নি ; অতএব বাক্ যেপরিমাণ, পৃথিবীও সেই পরিমাণ, এবং অগ্নিও তত্তুল্য-পরিমাণ ॥ ৬৫ ॥ ১১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ । তস্যৈতস্যা বাচঃ প্রজাপতেরন্নত্বেন প্রস্তুতায়াঃ পৃথিবী শরীরং বাহ্য আধারঃ, জ্যোতীরূপং প্রকাশাত্মকং করণং পৃথিব্যা আধেয়ভূতম্ অয়ং পার্থিবোঽগ্নিঃ। দ্বিরূপা হি প্রজাপতের্ব্বাক্ কার্য্যমাধারো-ঽপ্রকাশঃ, করণঞ্চাধেয়ং প্রকাশঃ, তদুভয়ং পৃথিব্যগ্নী বাগেব প্রজাপতেঃ। তৎ তত্র যাবৎ পরিমাণৈবাধ্যাত্মাধিভূতভেদভিন্না সতী বাগ্ভবতি, তত্র সর্ব্বত্রাধারত্বেন পৃথিবী ব্যবস্থিতা তাবত্যেব ভবতি কার্য্যভূতা; তাবানয়-মগ্নিরাধেয়ঃ করণরূপঃ—জ্যোতীরূপেণ পৃথিবীমনুপ্রবিষ্টঃ তাবানেব ভবতি ; সমানমুত্তরম্ ॥ ৬৫ ॥ ১১ ॥

টীকা। বৃত্তমনূদ্য তস্যৈ বাচঃ পৃথিবীত্যাদ্যবতারয়তি—ব্যাখ্যাত ইতি। আধি-দৈবিকার্থস্তদ্বিভূতিপ্রদর্শনার্থ ইতি যাবৎ। সমনন্তরসন্দর্ভস্য তাৎপর্য্যমুক্ত্বা বাক্যাক্ষরাণি যোজয়তি—তস্যা ইতি। কথমাধারাধেয়ভাবো বাচো নির্দিশ্যতে তত্রাহ—দ্বিরূপা হীতি। উক্তমর্থং সঙ্ক্ষিপ্য নিগময়তি—তদুভয়মিতি। অধ্যাত্মমধিভূতং চ যা বাক্য-পরিচ্ছিন্না তস্যাস্তুল্যপরিমাণত্বমাধিদৈবিকবাগংশস্যাদংশাংশিনোশ্চ তাদাত্ম্যাত্তয়া সহ দর্শয়তি—তত্তত্রেতি। তাবানয়মগ্নিরিতি প্রতীকমাদায় ব্যাকরোতি—আধেয় ইতি। সমানমুত্তরমিত্যস্যায়মর্থোঽধ্যাত্মমধিভূতং চ মনঃপ্রাণয়োরাধিদৈবিকমনঃপ্রাণাংশস্যাত্তাদা-ত্ম্যাভিপ্রায়েণ তুল্যপরিমাণত্বমুচ্যতে। তথা চ বাচা সমানং প্রাণাদাবুত্তরবাক্যে কথ্যমানং সমানপরিমাণত্বমিতি ॥ ৬৫ । ১১ ।

ভাষ্যানুবাদ।—সেই প্রজাপতির অন্নরূপে যাহার বর্ণনা করা হইল, এই পৃথিবী হইতেছে সেই বাকের শরীর, বাহিরের আশ্রয় ; আর জ্যোতীরূপ, অর্থাৎ পৃথিবীতে আশ্রিত প্রকাশাত্মক করণস্বরূপ হইতেছে—এই পার্থিব অগ্নি। প্রজাপতির বাক্ সাধারণতঃ দুইপ্রকার—একটী কার্য্যস্বরূপ,

অপরটি করণস্বরূপ ; তন্মধ্যে কার্য্যরূপটি হইতেছে আধার বা আশ্রয় এবং অপ্রকাশাত্মক, আর করণরূপটি হইতেছে আধেয় বা আশ্রিত এবং প্রকাশাত্মক ; সেই পৃথিবী ও অগ্নি উভয়ই প্রজাপতির বাক্‌ভিন্ন আর কিছু নহে। তাহাতেও আবার, বাক্ অধ্যাত্ম ও অধিভূতভাবভেদে বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়া যে-পরিমাণ হয়, সেই সকল স্থানে আধাররূপে অবস্থিত কার্য্যরূপা পৃথিবীও সেই পরিমাণই বটে ; এবং আধেয় অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট এই অগ্নিও সেই পরিমাণই বটে। অন্যান্য অংশের অর্থ পূর্ব্বের মত ॥ ৬৫ ॥ ১১ ॥

অথৈতস্য মনসো দ্যৌঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসাবাদিত্যস্তদ্যাবদেব মনস্তাবতী দ্যৌস্তাবানসাবাদিত্যস্তৌ মিথুনং সমৈতাং ততঃ প্রাণোঽজায়ত স ইন্দ্রঃ স এষোঽসপত্নো দ্বিতীয়ো বৈ সপত্নো নাস্য সপত্নো ভবতি য এবং বেদ ॥ ৬৬ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ—অথ এতস্য (প্রজাপতেরন্নত্বেন কল্পিতস্য) মনসঃ দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ) শরীরং (কার্য্যভূতম্); অসৌ আদিত্যঃ জ্যোতীরূপং (প্রকাশাত্মকং করণভূতম্)। তৎ (তস্মাৎ হেতোঃ) যাবৎ (যৎপরিমাণঃ) এব মনঃ, দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ) [অপি] তাবতী (তাদৃশপরিমাণবিশিষ্টা এব); অসৌ আদিত্যশ্চ তাবান্ (তাদৃশপরিমাণঃ); তৌ (দিবাদিত্যৌ) মিথুনং (পরস্পরসম্বন্ধং) সমৈতাং (প্রাপ্তবন্তৌ); ততঃ (তাভ্যাং মাতাপিতৃরূপাভ্যাং দিবাদিত্যাভ্যাং) প্রাণঃ অজায়ত (উৎপন্নঃ); সঃ (প্রাণঃ) ইন্দ্রঃ (প্রধানঃ); সঃ এষঃ অসপত্নঃ (শত্রুরহিতঃ অদ্বিতীয় ইতি যাবৎ); বৈ (যতঃ) দ্বিতীয়ঃ সপত্নঃ (প্রতিপক্ষঃ) [ভবতি]; যঃ এবং বেদ (জানাতি—উপাস্তে), অস্য (বিদুষঃ) সপত্নঃ (শত্রুঃ) ন হ নৈব ভবতি ॥ ৬৬ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ। প্রজাপতির অন্নরূপে পরিকল্পিত মনের শরীর হইতেছে দ্যুলোক, আর জ্যোতীরূপ বা প্রকাশাত্মক করণ হইয়েছে এই আদিত্য ; অতএব মন যাদৃশ পরিমাণবিশিষ্ট, দ্যুলোকও তাদৃশ পরিমাণ সম্পন্ন, এবং আদিত্যও তত্তুল্যপরিমাণ, তাহারা উভয়ে মিথুনীভূত (সম্মিলিত) হইল, তাহাতে প্রাণ উৎপন্ন হইল ; সেই এই প্রাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং অসপত্ন বা প্রতিপক্ষশূন্য ; কারণ, দ্বিতীয় ব্যক্তিই

সপত্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই তত্ত্ব অবগত হন, তাঁহার কেহ প্রতিপক্ষ হয় না ॥ ৬৬ ॥ ১২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অথৈতস্য প্রাজাপত্যান্নোক্তস্যৈব মনসো দ্যৌর্দ্ব্যলোকঃ শরীরং কার্য্যমাধারঃ, জ্যোতীরূপং করণমাধেয়োঽসাবাদিত্যঃ, তঃ তত্র যাবৎপরিমাণমেবাধ্যাত্মমধিভূতং বা মনস্তাবতী তাবদ্বিস্তারা তাবৎপরিমাণা মনসো জ্যোতীরূপস্য করণস্যাধারত্বেন ব্যবস্থিতা দ্যৌঃ, তাবানসাবাদিত্যো জ্যোতীরূপং করণমাধেয়ম্ তাবগ্ন্যাদিত্যৌ বাঙ্মনসে আধিদৈবিকে মাতাপিতরৌ মিথুনং মৈথুন্যমিতরেতরসংসর্গং সমৈতাং সমগচ্ছেতাং। মনসাদিত্যেন প্রসূতং পিত্রা বাচাগ্নিনা মাত্রা প্রকাশিতং কর্ম্ম করিষ্যামীত্যন্তরা রোদস্যোঃ। ততস্তয়োরেব সঙ্গমনাৎ প্রাণো বায়ুরজায়ত পরিস্পন্দায় কর্ম্মণে। যো, জাতঃ স ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ, ন কেবলমিন্দ্র এব, অসপত্নোঽবিদ্যমানঃ সপত্নো যস্য ; কঃ পুনঃ সপত্নো নামঃ, দ্বিতীয়ো বৈ প্রতিপক্ষত্বেনোপগতস দ্বিতীয়ঃ সপত্ন ইত্যুচ্যতে। তেন দ্বিতীয়ত্বেঽপি সতি বাঙ্মনসে ন সপত্নত্বং ভজেতে ; প্রাণং প্রতি গুণভাবোপগতে এব হি তে অধ্যাত্মমিব। তত্র প্রাসঙ্গিকাসপত্নবিজ্ঞানফলমিদং, নাস্য বিদুষঃ সপত্নঃ প্রতিপক্ষো ভবতি, য এবং যথোক্তং প্রাণমসপত্নং বেদ ॥ ৬৬ ॥ ১২ ।

টীকা। আধিদৈবিকবাগ্বিভূতিব্যাখ্যানানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। মনসো দৈবরূপ্যমুক্ত্বা ব্যাপ্তিমভিধত্তে—তস্যেত্যেতি। মন এবাত্মা বাগ্ জায়া প্রাণঃ প্রজেত্যধ্যাত্মং মন এব পিতা বাঙ্মাতা প্রাণঃ প্রজেত্যধিভূতং চ বাঙ্মনসয়োঃ প্রাণস্য প্রজাত্বমুক্তং, তথাধিদৈবেঽপি তস্য তৎপ্রজাত্বং বাচ্যমিত্যভিপ্রেত্যাহ—তাবিতি। কথমাদিত্যস্য মনসঃ প্রাণং প্রতি পিতৃত্বং বাচো বাঽগ্নের্ম্মাতৃত্বং, তত্রাহ—মনসেতি। সাবিত্রং পাকমাগ্নেয়ং চ প্রকাশমৃতে কার্য্যসিদ্ধ্যদর্শনাত্তয়োঃ সিদ্ধং জনকত্বমিত্যর্থঃ। কর্ম্মশব্দেন কার্য্যমুচ্যতে, তৎকরিষ্যামীতি প্রত্যেকমভিসন্ধিপূর্ব্বকমাদিত্যাগ্নোর্দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরালে সঙ্গতিরাসীদিত্যাহ—কর্ম্মেতি। সঙ্গতিকার্য্যমভিপ্রায়ানুসারি দর্শয়তি—তত ইতি। বায়োরিন্দ্রত্বাসপত্নত্বগুণবিশিষ্টস্যোপাসনমভিপ্রেত্যাহ—যো জাত ইতি। দ্বিতীয়স্য সপত্নত্বে বাগাদেরপি তথাত্বং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রতিপক্ষত্বেনেতি। যথোক্তসপত্নব্যাখ্যানফলমাহ—তেনেতি। অসপত্নগুণকপ্রাণোপাসনে ফলবাক্যং প্রমাণয়তি—তত্রেতি। প্রাণস্যাসপত্নত্বে সিদ্ধে সতীতি যাবৎ। প্রাসঙ্গিকত্বং প্রজোৎপত্তিপ্রসঙ্গাদাগতত্বম্ ॥ ৬৬। ১২।

ভাষ্যানুবাদ।—এই যে, প্রাজাপত্য অন্নরূপে উক্ত মন, দ্যুলোক হইতেছে ইহার শরীর অর্থাৎ কার্য্যস্বরূপ আশ্রয়, আর এই আদিত্য হইতেছে জ্যোতিঃস্বরূপ কারণ। আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক মনের যাহা পরিমাণ,

জ্যোতির্ম্ময় করণস্বরূপ মনের আধাররূপে কল্পিত দ্যুলোকের পরিমাণও ঠিক তদনুরূপ; এবং তদাধেয় দ্যুলোকাশ্রিত প্রকাশময় করণস্বরূপ আদিত্যের পরিমাণও তত্তুল্য; আধিদৈবিক বাক্ ও মনঃস্থানীয় সেই অগ্নি ও আদিত্য মাতাপিতারূপে পরস্পরে সম্বন্ধ লাভ করিল—উভয়ে উপগত হইল; উদ্দেশ্য—আধ্যাত্মিক মন ও আধিদৈবিক আদিত্যরূপী পিতাকর্ত্তৃক উৎপাদিত এবং বাক্স্থানীয় অগ্নিরূপা মাতাকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়া কর্ম্ম সম্পাদন করিব; এইরূপ মনে করিয়া দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে উভয়ে পরস্পর সম্মিলিত হইল। তাহাদেরই সংসর্গের ফলে স্পন্দনাত্মক কর্ম্ম করিবার জন্য প্রাণ-বায়ু উৎপন্ন হইল। যিনি জন্মিলেন, তিনি ইন্দ্র—পরমেশ্বর (পরম ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন), তিনি যে কেবল ইন্দ্রই বটেন, তাহা নহে, পরন্তু অসপত্নও বটে—যাহার সপত্ন নাই; সপত্ন কে? যে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিপক্ষরূপে উপস্থিত হয়, সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি 'সপত্ন' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই হেতু বাক্ ও মনের মধ্যে সদ্বিতীয়ভাব বিদ্যমান থাকিলেও তাহারা সপত্নভাব (প্রতি-পক্ষতা) ভজনা করে না; দেহমধ্যে তাহারা যেরূপ প্রাণের অধীন, অধিদৈবত-ভাবেও তাহারা তদ্রূপ প্রাণের অধীনতা অবলম্বন করিয়া থাকে। এ বিষয়ে প্রসঙ্গাগত এই অসাপত্ন্য-বিজ্ঞানের এইরূপ ফল কথিত হইতেছে যে, যিনি এই প্রকার যথোক্তরূপে প্রাণকে অসপত্ন বলিয়া জানেন, কেহ তাঁহার প্রতিপক্ষ বা শত্রু হয় না ॥ ৬৬ ॥ ১২ ॥

অথৈতস্য প্রাণস্যাপঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসৌ চন্দ্রস্তদ্‌যাবা-নেব প্রাণস্তাবত্য আপস্তাবানসৌ চন্দ্রস্ত এতে সর্ব্ব এব সমাঃ সর্ব্বেঽনন্তাঃ, স যো হৈতানন্তবত উপাস্তেঽন্তবন্তꣳ স লোকং জয়ত্যথ যো হৈতাননন্তানুপাস্তেঽনন্তꣳ স লোকং জয়তি ॥ ৬৭ ॥ ১৩

অন্বয়ার্থঃ—অথ (বাক্যারম্ভে) এতস্য (প্রজাপত্যাত্মভূতস্য) প্রাণস্য আপঃ (জলানি) শরীরং (কার্য্যং); অসৌ (চন্দ্রঃ জ্যোতীরূপং (প্রকাশাত্মক-করণভূতঃ); তৎ প্রাণঃ যাবান্, এবং আপঃ (জলানি) অপি তাবত্যঃ (তৎপরিমাণাঃ), অসৌ চন্দ্রঃ [অপি] তাবান্। তে (পূর্ব্বোক্তাঃ) এতে (বাগাদয়ঃ) সর্ব্বে এব সমাঃ (সদৃশাঃ) সর্ব্বে অনন্তাঃ; সঃ যঃ হ এতান্ অন্তবতঃ (অধ্যাত্মাধিভূতরূপেণ পরিচ্ছিন্নান্ কৃত্বা] উপাস্তে, সঃ (উপাসকঃ)

অন্তবন্তং (পরিচ্ছিন্নং) লোকং (ভোগং) জয়তি (বশীকরোতি); অথ (পক্ষান্তরে) যঃ হ এতান্ অনন্তান্ (অপরিচ্ছিন্নান্) উপাস্তে, সঃ (উপাসকঃ) অনন্তং (অপরিচ্ছিন্নং) লোকং জয়তি ॥ ৬৭ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ।—এইযে প্রজাপতির অন্নস্বরূপ প্রাণ; জল ইহার শরীর এবং চন্দ্র ইহার প্রকাশময় রূপ; এইজন্য, প্রাণের যে রূপ পরিমাণ, জলেরও সেইরূপ পরিমাণ এবং এই চন্দ্রেরও সেইরূপ পরিমাণ; প্রকৃত পক্ষে ইহারা সকলেই সমপরিমান এবং সকলেই অনন্ত বা অপরিচ্ছিন্ন; সেই যে কেহ ইহাদিগকে অন্তবান্ বা পরিচ্ছন্নভাবে উপাসনা করে, তিনিও অন্তবান্ বা পরিচ্ছন্ন লোক (ভোগস্থান) লাভকরেন, আর যে ব্যক্তি এসমস্তকে অনন্ত বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি অনন্ত লোক লাভ করেন ॥ ৬৭ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অথৈতস্য প্রকৃতস্য প্রাজাপত্যান্নস্য প্রাণস্য, ন প্রজোক্তস্যানন্তরনির্দ্দিষ্টস্য, আপঃ শরীরং কার্য্যং করণাধারঃ; পূর্ব্ববজ্জ্যোতীরূপমসৌ চন্দ্রঃ; তত্র যাবানেব প্রাণঃ যাবৎপরিমাণঃ অধ্যাত্মাদিভেদেষু তাবদ্ব্যাপ্তিমত্য আপঃ তাবৎপরিমাণাঃ; তাবানসৌ চন্দ্র অবাধেয়ঃ তাস্বপ্স্বনুপ্রবিষ্টঃ করণভূতঃ অধ্যাত্মমধিভূতঞ্চ তাবদ্ব্যাপ্তিমানেব। তান্যেতানি পিত্রা পাঙ্‌ক্তেন কর্ম্মণা সৃষ্টানি ত্রীণ্যন্নানি বাঙ্মনঃপ্রাণাখ্যানি; অধ্যাত্মমধিভূতঞ্চ জগৎ সমস্তম্ এতৈর্ব্যাপ্তম্; নৈতেভ্যোঽন্যদতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তি কার্য্যাত্মকং করণাত্মকং বা।

সমস্তানি হ্যেতানি প্রজাপতিঃ, ত এতে বাঙ্মনঃপ্রাণাঃ সর্ব্ব এব সমাস্তুল্যা ব্যাপ্তিমন্তঃ যাবৎপ্রাণিগোচরং সাধ্যাত্মাধিভূতং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতাঃ; অতএবানন্তাঃ; যাবৎসংসারভাবিনো হি তে। নহি কার্য্যকরণপ্রত্যাখ্যানেন সংসারোঽবগম্যতে; কার্য্যকরণাত্মকা হি ত ইত্যুক্তম্। স যঃ কশ্চিৎ হ এতান্ প্রজাপতেরাত্মভূতানন্তবতঃ পরিচ্ছিন্নান্ অধ্যাত্মরূপেণ অধিভূতরূপেণ বোপাস্তে, স চ তদুপাসনানুরূপমেব ফলমন্তবন্তং লোকং জয়তি পরিচ্ছিন্ন এব জায়তে, নৈতেষামাত্মভূতো ভবতীত্যর্থঃ। অথ পুনর্যে হৈতাননন্তান্ সর্ব্বাত্মকান্ সর্ব্বপ্রাণ্যাত্মভূতানপরিচ্ছিন্নান্ উপাস্তে, সোঽনন্তমেব লোকং জয়তি ॥ ৬৭ ॥ ১৩ ॥

টীকা। আধিদৈবিকয়োর্ব্বাঙ্মনসয়োর্ব্বিভূতিনির্দ্দেশানন্তর্য্যমথেত্যুক্তম্। নম্বেতচ্ছেত্যে-তচ্ছব্দেন প্রজাস্বেনোক্তস্য প্রাণস্য কিমিতি ন গ্রহণং, তত্রাহ—ন প্রজেতি। অন্নত্রয়স্য সমপ্রধানত্বেন প্রকৃতত্বাদেতচ্ছব্দেন প্রধানপরামর্শোপপত্তৌ নাপ্রধানং পরামৃশ্যত ইত্যর্থঃ।

পূর্ব্ববদ্বাচো মনসশ্চ পৃথিবী দ্যৌশ্চ শরীরং যথা তথেত্যর্থঃ। দৈবরূপো প্রাণস্তোক্তে ব্যাপ্তিমবশিষ্টাং ব্যাচষ্টে—তত্রেতি। তাবানিত্যাদি প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—চন্দ্র ইতি। বাঙ্মনঃপ্রাণানামাধিদৈবিকরূপেণোপাসনং বিধাতুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—তানীতি। এতেভ্যোঽতিরিক্তমধিষ্ঠানমস্তীত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি-কার্য্যাত্মকমিতি। প্রজাপতিরেতেভ্যোঽতিরিক্তোঽস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—সমস্তানীতি। সোপস্করং বৃত্তমনূদ্য বাক্যমাদায় ব্যাচষ্টে—ত এত ইতি। তুল্যাং ব্যাপ্তিমেব ব্যনক্তি—যাবদিতি। তাবদশেষং জগদ্ব্যাপ্যেতি যোজনা। তুল্যব্যাপ্তিমত্ত্বমুপজীব্যাহ—অত এবেতি। তেষাং যাবৎসংসারভাবিত্বমভিব্যনক্তি—ন হীতি। কার্য্যকরণয়োর্যাবৎসংসারভাবিত্বেঽপি প্রাণানাং কিমায়াতমত আহ—কার্য্যেতি। তেষু পরিচ্ছিন্নত্বেন ধ্যানে দোষমাহ—স য ইতি। এবং পাতনিকাং কৃত্বা বিবক্ষিতমুপাসনমুপদিশতি—অথেতি॥ ৬৭। ১৩।

ভাষ্যানুবাদ।—অথ-শব্দের অর্থ আনন্তর্য্য; আর 'এতস্য' পদের অর্থ—প্রাজাপত্য অন্নরূপে বর্ণিত প্রাণ, কিন্তু অব্যবহিতপূর্ব্বে প্রজারূপে উক্ত প্রাণ নহে; সেই প্রাজাপত্য অন্নস্বরূপ প্রাণের জল হইতেছে শরীর—করণের অধিকরণস্বরূপ কার্য্য; পূর্ব্বের এই চন্দ্র হইতেছে তাহার জ্যোতীরূপ (করণস্বরূপ); তন্মধ্যে অধ্যাত্মাদি বিভাগ ক্রমে উক্ত প্রাণের যেরূপ পরিমাণ, জলও ঠিক সেইরূপ ব্যাপ্তি বা ব্যাপক পরিমাণবিশিষ্ট; জলে স্থিত অর্থাৎ অধ্যাত্ম ও অধিদৈবতরূপে সেই জলের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করণস্বরূপ এই চন্দ্রও ঠিক সেই প্রকার পরিমাণবিশিষ্ট। পিতা (আদিকর্ত্তা প্রজাপতি) পূর্ব্বোক্ত পাঙ্ক্ত কর্ম্ম দ্বারা এই বাক্, মন ও প্রাণ-নামক তিনটি অন্ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন; অধ্যাত্ম (দেহসংবদ্ধ) ও অধিভূত (ভূত—প্রাণিসংবদ্ধ) সমস্ত জগৎই উক্ত ত্রিবিধ অন্নে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; এ জগতে উক্ত অন্নত্রয়ের অতিরিক্ত কার্য্য বা কারণাত্মক কোন বস্তু নাই।

উক্ত সমস্ত অন্নই প্রজাপতিস্বরূপ, সেই যে এই বাক্, মন ও প্রাণ, ইহারা সকলেই সমান, সকলেই তুল্যপরিমাণ, এবং অধ্যাত্ম ও অধিভূতভাবে যত কিছু প্রাণি-বিষয় আছে, তৎসমস্ত ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে; এই কারণেই অনন্তও বটে; কারণ, উহারা সকলেই যাবৎসংসারভাবী, অর্থাৎ যতকাল সংসার আছে, ততকাল বর্ত্তমান থাকে। কেন না, কার্য্য-কারণভাব ত্যাগ করিলে সংসার বলিয়া কোন পদার্থ প্রতীতিগোচর হয় না। যে কোন ব্যক্তি প্রজাপতির আত্মস্বরূপ এই সমুদয়কে অন্তবান্ অর্থাৎ অধ্যাত্মরূপেই হউক আর অধিভূতরূপেই হউক—পরিচ্ছিন্নজ্ঞানে উপাসনা করেন,

তিনি সেই উপাসনারই অনুরূপ ফল—অন্তবান্ (পরিচ্ছিন্ন—সীমাবদ্ধ) ভোগস্থান জয় করেন, অর্থাৎ তিনিও পরিচ্ছিন্নই হন, কখনও এ সমস্তের আত্মস্বরূপ হন না। পক্ষান্তরে যিনি এ সমস্তকে অনন্তরূপে সর্ব্বাত্মক—সর্ব্ব-প্রাণীর আত্মারূপে অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্নরূপে উপাসনা করেন, তিনি অনন্ত—অপরিচ্ছিন্ন লোকই জয় করেন অর্থাৎ তিনি নিজেও এ সমুদয়ের আত্মভাব প্রাপ্ত হন ॥ ৬৭ ॥ ১৩ ॥

আভাস-ভাষ্যম্। পিতা পাঙ্‌ক্তেন কর্ম্মণা সপ্তান্নানি সৃষ্ট্বা ত্রীণ্যন্নান্যাত্মার্থমকরোদিত্যুক্তম্; তান্যেতানি পাঙ্‌ক্তকর্ম্মফলভূতানি ব্যাখ্যাতানি; তত্র কথং পুনঃ পাঙ্‌ক্তস্য কর্ম্মণঃ ফলমেতানীত্যুচ্যতে—যস্মাত্তেষ্বপি ত্রিষন্নেষু পাঙ্‌ক্ততা অবগম্যতে, বিত্তকর্ম্মণোরপি তত্র সম্ভবাৎ। তত্র পৃথিব্যগ্নী মাতা, দিবাদিত্যৌ পিতা, যোঽয়মনয়োরন্তরা প্রাণঃ, স প্রজেতি ব্যাখ্যাতম্। তত্র বিত্তকর্ম্মণী সম্ভাবয়িতব্যে, ইত্যারম্ভঃ—

আভাস ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, পিতা পাঙ্‌ক্ত কর্ম্ম দ্বারা সপ্তপ্রকার অন্ন সৃষ্টি করিয়া—তন্মধ্যে তিনটি অন্ন আপনার জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিলেন; সেই এই অন্নগুলিকে পাঙ্‌ক্ত কর্ম্মের ফলস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেই অন্নগুলি যে, পাঙ্‌ক্ত কর্ম্মের ফলস্বরূপ, হইল কি প্রকারে, এখন তাহা কথিত হইতেছে,—যেহেতু, উক্ত ত্রিবিধ অন্নেতেও বিত্ত ও কর্ম্মের সম্ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই হেতু উক্ত অন্নত্রয়েরও পাঙ্‌ক্ততা বা পঞ্চাত্মকভাব অবগত হওয়া যাইতেছে; তন্মধ্যে পৃথিবী ও অগ্নি হইতেছে মাতা, দ্যুলোক ও আদিত্য হইতেছে পিতা, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে, প্রাণ (বায়ু), তাহা হইতেছে প্রজা বা সন্তানস্থানীয়; এ কথাও বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে; এখন কেবল অন্নত্রয়ের মধ্যে বিত্ত ও কর্ম্মের সম্ভাব কিরূপে সম্ভাবনা করা যাইতে পারে, তাহার জন্যই পরবর্ত্তী শ্রুতির অবতারণা করা হইতেছে—

স এষ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলস্তস্য রাত্রয় এব পঞ্চদশ কলা ধ্রুবৈবাস্য ষোড়শী কলা, স রাত্রিভিরেবা চ পূর্য্যতেঽপ চ ক্ষীয়তে, সোঽমাবাস্যাং রাত্রিমেতয়া ষোড়শ্যা কলয়া সর্ব্ব-মিদং প্রাণভৃদনুপ্রাবিশ্য ততঃ প্রাতর্জ্জায়তে, তস্মাদেতাং রাত্রিং

প্রাণভৃতঃ প্রাণং ন বিচ্ছিন্দ্যাদপি কৃকলাসস্যৈতস্যা এব দেবতায়া অপচিত্যৈ ॥ ৬৮ । ১৪

সরলার্থঃ—সঃ (অন্নত্রয়াত্মা) এষঃ সংবৎসরঃ (সংবৎসরসংজ্ঞকঃ কালস্বরূপঃ) প্রজাপতিঃ ষোড়শকলঃ (ষোড়শ কলাঃ—অবয়বাঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ); রাত্রয়ঃ (অহোরাত্রঘটকাঃ প্রতিপদাদ্যাঃ তিথয়ঃ) এব তস্য পঞ্চদশ কলাঃ, ধ্রুবা (নিত্যা—অমানাম্নী মহাকলা) এব অস্য ষোড়শী (ষোড়শানাং পূরণী) কলা (অবয়বঃ); সঃ (প্রজাপতিঃ) রাত্রিভিঃ (প্রতিপদাদিভিঃ তিথিভিঃ) এব চ আপূর্য্যতে (পূর্ণো ভবতি) [শুক্লপক্ষে], অপক্ষীয়তে (ক্ষীণশ্চ ভবতি) [কৃষ্ণপক্ষে]; সঃ প্রজাপতিঃ) অমাবাস্যাং (তৎসংজ্ঞকাম্) রাত্রিং (তিথিং) [প্রাপ্য] এতয়া (প্রাগুক্তয়া) ষোড়শ্যা (অমানাম্ন্যা) কলয়া ইদং (জাগতিকং) সর্ব্বং প্রাণভৃৎ (প্রাণিজাতং) অনুপ্রবিশ্য (সর্ব্বেষু প্রাণিষু প্রবিশ্য) ততঃ (অনন্তরং) প্রাতঃ (পরদিবসে প্রাতঃকালে) জায়তে (প্রতিপৎ-কলাসংযুক্তঃ প্রাদুর্ভবতি)। তস্মাৎ (অমাবস্যায়াং প্রাণিষু প্রজাপতেঃ প্রবেশাৎ হেতোঃ) এতাং (অমাবাস্যাং) রাত্রিং [প্রাপ্য] এতস্যা দেবতায়া এব অপচিত্যৈ (পূজায়ৈ—সম্মাননার্থং), প্রাণভৃতঃ (প্রাণিনঃ), [কিং বহুনা], কৃকলাসস্যাপি প্রাণং ন বিচ্ছিন্দ্যাৎ (ন বিযোজয়েৎ); [কৃকলাসো হি দৃষ্টমাত্রোঽপি অমঙ্গল্যঃ, সোঽপি যত্র ন হন্তব্যঃ, কিমু বক্তব্যং তত্র অন্যে ইতি ভাবঃ] ॥ ৬৮ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ। সেই অন্নত্রয়ের আত্মস্বরূপ সংবৎসররূপী (কালাত্মক) প্রজাপতি ষোড়শ কলাসংযুক্ত ; রাত্রি অর্থাৎ প্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথিই তাহার পঞ্চদশ কলা (অবয়ব), এবং ধ্রুবা (নিত্যা অমা) তাহার ষোড়শসংখ্যক কলা ; তিনি এই সমস্ত রাত্রি দ্বারাই [শুক্লপক্ষে] পূর্ণ হন, আবার [কৃষ্ণপক্ষে] ক্ষীণ হন ; তিনি অমাবাস্যা-রাত্রিতে সমস্ত প্রাণীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া পরদিবস প্রাতঃ-কালে অর্থাৎ প্রতিপৎ তিথিতে পুনঃ প্রাদুর্ভূত হন ; সেই হেতু সেই রাত্রিতে ঐ দেবতারই পূজার জন্য অর্থাৎ সম্মানার্থ কোন প্রাণীর প্রাণবিযোজন (হিংসা) করিবে না, এমন কি, কৃকলাসেরও (কাক্-লাসেরও) নয় ॥ ৬৮ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স এষ সংবৎসরঃ—যোঽয়ং ত্র্যন্নাত্মা প্রজাপতিঃ প্রকৃতঃ, স এষ সংবৎসরাত্মনা বিশেষতো নির্দ্দিশ্যতে। ষোড়শকলঃ—ষোড়শ কলা অবয়বা অস্য, সোঽয়ং ষোড়শকলঃ, সংবৎসরঃ সংবৎসরাত্মা কালরূপঃ। তস্য চ কালাত্মনঃ প্রজাপতেঃ রাত্রয় এব অহোরাত্রাণি—তিথয় ইত্যর্থঃ, পঞ্চদশ কলাঃ; ধ্রুবা এব নিত্যৈব ব্যবস্থিতা অস্য প্রজাপতেঃ ষোড়শী ষোড়শানাং পূরণী কলা। স রাত্রিভিরেব তিথিভিঃ কলোক্তাভিঃ আপূর্য্যতে চ অপক্ষীয়তে চ; প্রতিপদাদ্যা—ভিহি চন্দ্রমাঃ প্রজাপতিঃ শুক্লপক্ষে আপূর্য্যতে কলাভিরুপচীয়মানাভির্ব্বর্দ্ধতে—যাবৎ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ পৌর্ণমাস্যাম্; তাভিরেবাপচীয়মানাভিঃ কলাভিরপক্ষীয়তে কৃষ্ণপক্ষে যাবদ্ধ্রুবৈকা কলা ব্যবস্থিতা অমাবাস্যায়াম্। সঃ প্রজাপতিঃ কালাত্মা অমাবাস্যামমাবাস্যায়াং রাত্রিং রাত্রৌ যা ব্যবস্থিতা ধ্রুবা কলোক্তা, এতয়া ষোড়শ্যা কলয়া সর্ব্বমিদং প্রাণভৃৎ প্রাণিজাতমনুপ্রবিশ্য—যদপঃ পিবতি, যচ্চৌষধীরশ্নাতি, তৎ সর্ব্বমেবৌষধ্যাত্মনা সর্ব্বং ব্যাপ্য—অমাবাস্যাং রাত্রিমবস্থায় ততোঽপরেদ্যুঃ প্রাতর্জ্জায়তে দ্বিতীয়য়া কলয়া সংযুক্তঃ। ১

এবং পাঙ্ক্তাত্মকোঽসৌ প্রজাপতিঃ—দিবাদিত্যৌ মনঃ পিতা, পৃথিব্যগ্নী বাগ্জায়া মাতা, তয়োশ্চ প্রাণঃ প্রজা, চান্দ্রমস্যস্তিথয়ঃ কলাঃ বিত্তম্—উচয়াপচয়ধর্ম্মিত্বাদ্বিত্তবৎ, তাসাং চ কালানাং কালাবয়বানাং জগৎপরিণামহেতুত্বম্ কর্ম্ম; এবমেষ কৃৎস্নঃ প্রজাপতিঃ—জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়, অথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়—ইত্যেষণানুরূপ এব পাঙ্ক্তস্য কর্ম্মণঃ ফলভূতঃ সংবৃত্তঃ; কারণানুবিধায়ি হি কার্য্যমিতি লোকেঽপি স্থিতিঃ। ২

যস্মাদেষ চন্দ্র এতাং রাত্রিং সর্ব্বপ্রাণিজাতমনুপ্রবিষ্টো ধ্রুবয়া কলয়া বর্ত্ততে, তস্মাদ্ধেতোঃ এতামমাবাস্যাং রাত্রিং প্রাণভৃতঃ প্রাণিনঃ প্রাণম্ ন বিচ্ছিন্দ্যাৎ প্রাণিনং ন প্রমাপয়েদিত্যেতৎ—অপি কৃকলাসস্য—কৃকলাসো হি পাপাত্মা স্বভাবেনৈব হিংস্যতে প্রাণিভির্দৃষ্টোঽপ্যমঙ্গল ইতি কৃত্বা। নমু প্রতিষিদ্ধৈব প্রাণিহিংসা "অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" ইতি; বাঢ়ম্ প্রতিষিদ্ধা, তথাপি ন অমাবাস্যায়া অন্যত্র প্রতিপ্রসবার্থং বচনং হিংসায়াঃ কৃকলাসবিষয়ে বা, কিং তর্হি, এতস্যাঃ সোমদেবতায়া অপচিত্যৈ পূজার্থম্॥ ৬৮॥ ১৪॥

টীকা। অন্নত্রয়ে ফলবদ্ধ্যানবিষয়ে ব্যাখ্যাতে বক্তব্যাভাবাৎ কিমুত্তরগ্রন্থেনেত্যাশঙ্ক্য বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—পিত্রেতি। তেষাং তৎফলত্বে প্রমাণাভাবমাদায় শঙ্কতে—তত্রেতি। প্রকৃতং ব্যাখ্যানং সপ্তম্যর্থঃ। কার্য্যলিঙ্গকমনুমানং প্রমাণয়ন্নুত্তরমাহ—উচ্যত ইতি। অনুমানমেব স্ফুটয়িতুমন্নেষু পাঙ্ক্তত্বাবগতিং দর্শয়তি—যস্মাদিতি। তস্মাৎ কারণবদি

তাদৃশমিতি শেষঃ। কথং পুনস্তত্র পাঙক্তত্বধীরিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিত্তেতি। আত্মা জায়া প্রজেতি ত্রয়ং সংগ্রহীতুমপিশব্দঃ। উক্তং হেতুং ব্যক্তীকুর্ব্বন্নুক্তং স্মারয়তি—তত্রেতি। অন্নত্রয়ং সপ্তম্যর্থঃ। তথাঽপি কথং পাঙ্‌ক্তত্বমিত্যাশঙ্ক্যানন্তরগ্রন্থমবতারয়তি—তত্র বিত্তেতি। সপ্তমী পূর্ব্ববৎ। অবতারিতং গ্রন্থং ব্যাচষ্টে—যোঽয়মিত্যাদিনা কথং প্রজাপতেস্তিথিভিরাপূর্য্যমাণত্বমপক্ষীয়মাণত্বং চ, তত্রাহ—প্রতিপদাদ্যাভিরিতি। বৃদ্ধের্ম্মর্য্যাদাং দর্শয়তি—যাবদিতি। অপক্ষয়স্য মর্য্যাদামাহ—যাবদ্‌ধ্রুবেতি।

অবশিষ্টামমাবাস্যায়াং নিবিষ্টাং কলাং প্রপঞ্চয়ন্‌ দ্বিতীয়কলোৎপত্তিং শুক্লপ্রতিপদি দর্শয়তি—স প্রজাপতিরিতি। প্রাণিজাতমেব বিশিনষ্টি—যদপ ইতি। স্থাবরং জঙ্গমং চেত্যর্থঃ। ওষধ্যাত্মনেত্যুপলক্ষণং, জলাত্মনেত্যপি দ্রষ্টব্যম্‌। ফলভূতে প্রজাপতৌ পাঙক্তত্বং বক্তুমুপক্রান্তং, তদদ্যাপি নোক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি। তদেব পাঙক্তত্বং ব্যনক্তি—দিবেতি। কলানাং নিত্যবৃদ্ধিত্বে হেতুমাহ—উপচয়েতি। পাঙক্তত্ব-নির্দ্দেশেন লব্ধমর্থমাহ—এবমেষ ইতি। সম্প্রতি কৃৎস্নস্য প্রজাপতেরুপক্রমানুসারিত্বং দর্শয়তি—জায়েতি। ভবতু প্রজাপতেরুক্তরীত্যা পাঙক্তত্বং তথাঽপি কথং পাঙ্‌ক্তকর্ম্ম-ফলত্বং, তত্রাহ—কারণেতি। ১

পাঙ্‌ক্তকর্ম্মফলত্বং প্রজাপতেরুক্ত্বা প্রাসঙ্গিকমর্থমাহ—যস্মাদিতি। অপি কৃকলাস-স্যেতি কুতো বিশেষোক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—কৃকলাসো হীতি। কুতস্তস্য পাপাত্মত্বং, তত্রাহ—দৃষ্টোঽপীতি। বিশেষনিষেধস্য শেষানুজ্ঞাপরত্বাবিরোধঃ সামান্যশাস্ত্রেণ স্যাদিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। তীর্থশব্দঃ শাস্ত্রবিহিতপ্রদেশবিষয়ঃ। সাধারণ্যেন সর্ব্বত্র নিষিদ্ধাঽপি হিংসা বিশেষতোঽমাবাস্যায়াং নিষিধ্যমানা সোমদেবতাপূজার্থা, ততঃ শেষানুজ্ঞা-ভাবান্ন সামান্যোক্তিবিরোধোঽস্তীতি পরিহরতি—বাঢ়মিতি॥ ৬৫। ১৪।

ভাষ্যানুবাদ। 'সঃ এষঃ সংবৎসরঃ' ইত্যাদি। এই যে ত্রিবিধ অন্নাত্মক প্রজাপতি বর্ণিত হইলেন, তিনিই বিশেষভাবে সংবৎসররূপেও নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন; 'ষোড়শকল' অর্থ—যাহার ষোলটী কলা—অবয়ব আছে, তিনি ষোড়শকল, সংবৎসর—সংবৎসরাত্মক—কালস্বরূপ। সেই কাল-স্বরূপ প্রজাপতির রাত্রিসমূহ—দিবারাত্র অর্থাৎ পঞ্চদশ তিথিই পঞ্চদশ কলা; আর ধ্রুবা—নিত্যা—সর্ব্বদা স্থিররূপা [অমানাম্নী মহাকলা] এই প্রজা-পতির ষোড়শ—ষোড়শসংখ্যার পূরক কলা। চন্দ্ররূপী সেই প্রজাপতি রাত্রি-সমূহ দ্বারা—কলারূপে উক্ত তিথিসমূহ দ্বারাই সম্যক্ পূর্ণ হন, আর অপক্ষীণও ক্ষয়প্রাপ্তও হন; চন্দ্ররূপী প্রজাপতি শুক্লপক্ষে পূর্ণিমাতে যাবৎ পরিপূর্ণমণ্ডল না হন, তাবৎ বর্দ্ধমান কলা—প্রতিপদাদি তিথি দ্বারা বৃদ্ধি পাইতে থাকেন, আবার যে পর্য্যন্ত অমাবস্যাতিথিতে সেই নিত্যা কলাতে (অমাতে) পর্য্যবসিত

না হয়,সেই পর্য্যন্ত ক্ষীয়মাণ কলাসমূহ দ্বারা কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয় পাইতে থাকেন (১)। অমাবস্যা রাত্রিতে যে ধ্রুবা কলা বর্ত্তমান থাকে বলা হইয়াছে, কালাত্মা প্রজাপতি সেই ষোড়শসংখ্যক কলার সাহায্যে এই সমস্ত প্রাণিমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া—যাহারা জল পান করে, এবং ওষধি—তৃণলতাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে, ওষধিরূপে সে সমুদয়ের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া অমাবস্যা রাত্রিতে বাস করিয়া—তাহার পর পরদিনে অপর কলার সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রাতঃকালে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। ১

প্রজাপতি বক্ষ্যমাণরূপে পাঙ্‌ক্তস্বরূপ—পঞ্চাত্মক ; দ্যুলোক, আদিত্য ও মন হইতেছে পিতা,পৃথিবী, অগ্নি ও বাক্ তাহার জায়াস্থানীয় মাতা ; তদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রাণ প্রজাস্বরূপ ; চন্দ্রকলা তিথিসমূহ হইতেছে—বিত্ত ; কেন না, বিত্তের যেমন হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, তেমনি চন্দ্রকলারও হ্রাসবৃদ্ধি আছে ; এবং মহাকালের অংশভূত সেই কলাসমূহই জগতের বিচিত্র পরিণাম ঘটাইতেছে ; তজ্জন্য তাহারাও কর্ম্মস্বরূপ ; এইরূপে অর্থাৎ উক্তপ্রকার পিতা, মাতা (জায়া), পুত্র, বিত্ত ও কর্ম্মসম্বন্ধ বশতঃ পূর্ণতাপ্রাপ্ত উক্ত প্রজাপতি—আমার জায়া হউক, আমি জন্মিব ; আমার বিত্ত হউক, আমি কর্ম্ম করিব, ইত্যাকার কামনানুযায়ী পাঙ্‌ক্ত কর্ম্মের ফলস্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন ; কেন না, জগতে কারণানুরূপ কার্য্যসৃষ্টিই স্বাভাবিক নিয়মসিদ্ধ। ২

---

(১) তাৎপর্য্য - স্কন্দপুরাণে ষোড়শ কলার কথা এইরূপ লিখিত আছে—"অমা ষোড়শভাগেন দেবি প্রোক্তা মহাকলা। সংস্থিতা পরমা মায়া দেহিনাং দেহধারিণী॥ অমাদিপৌর্ণমাস্যন্তা যা এব শশিনঃ কলাঃ। তিথয়স্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ষোড়শৈব বরাননে।"

মর্ম্মার্থ এই যে, চন্দ্রমণ্ডলের ষোড়শভাগের অন্তর্গত একটীভাগের নাম 'অমা', অমাকে 'মহাকলা' বলে, ইহা নিত্য এবং সর্ব্বকলাতে অনুস্যূত ও সকলের আশ্রয়ভূতা ; ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, চিরদিন একইরূপে থাকে। এই 'অমা' হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে, চন্দ্রের কলা-সমূহ, তাহারাই তিথি নামে বিখ্যাত ; তাহার পরিমাণ ষোড়শ, ইহার কমও নহে, বেশীও নহে। দ্বাদশ বা ত্রয়োদশমাসাত্মক কালের নাম সংবৎসর ; প্রজাপতিকে সংবৎসর বলাতে তাঁহাকেও কালস্বরূপই বলা হইল, তিথিও কালেরই অংশবিশেষ ; কাজেই উক্ত ষোড়শ তিথি কালরূপী প্রজাপতির অবয়বরূপে পরিগণিত হইতে পারে। প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে পঞ্চদশ তিথি (কলা), কৃষ্ণপক্ষে সে সমুদয়ের ক্ষয় হয়, আবার শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি হয়, 'অমা' কলাটি কিন্তু ঠিকই থাকে, উহাকে আশ্রয় করিয়াই অপর পঞ্চদশ কলা বর্ত্তমান থাকে, এইজন্য উহাকে জগদাধাররূপাও বলা হইয়া থাকে॥

যেহেতু, উক্ত প্রজাপতি এই অমাবস্যা-রাত্রিতে চন্দ্ররূপে সমস্ত প্রাণির ভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ধ্রুবা (অমা) কলার সহিত অবস্থান করেন, সেই হেতু এই অমাবস্যা-রাত্রিতে কোন প্রাণীরই প্রাণবিচ্ছেদ করিবে না,—প্রাণিহিংসা করিবে না; এমন কি, কৃকলাসেরও (কাকলাসেরও) না; কৃকলাস স্বভাবতই •পাপাত্মা, দর্শন করিলেও অমঙ্গল জন্মায়; এইজন্য সহজেই তাহাকে হিংসা করিয়া থাকে, [কিন্তু অমাবস্যারাত্রিতে তাহাকেও হিংসা করিবে না]। ভাল কথা, 'তীর্থ ভিন্নস্থলে কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না' ইত্যাদি শ্রুতিতে সাধারণভাবে প্রাণিহিংসাই ত নিষিদ্ধ হইয়াছে; [তবে এখানে আবার বিশেষ করিয়া নিষেধের প্রয়োজন কি?] হাঁ, হিংসা নিষিদ্ধই বটে, তথাপি যে, এখানে হিংসার নিষেধ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য—অমাবস্যার অন্যত্র হিংসার প্রতিপ্রসবের (অনুমতির) জন্য নহে, অথবা কৃকলাসের হিংসা-বিধানের জন্যও নহে; তবে কি না, এই সোমদেবতার (চন্দ্ররূপী প্রজাপতির) অপচিতির—পূজার জন্য মাত্র, অর্থাৎ সোমদেবতার প্রতি আদরপ্রদর্শনার্থই এই নিষেধের অবতারণা করা হইয়াছে ॥ ৬৮ ॥ ১৪ ॥

যো বৈ স সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলোঽয়মেব সঃ, যোঽয়মেবংবিৎ পুরুষস্তস্য বিত্তমেব পঞ্চদশ কলা আত্মৈবাস্য ষোড়শী কলা স বিত্তেনৈব চ পূর্য্যতেঽপ চ ক্ষীয়তে তদেতন্নভ্যম্ যদয়মাত্মা প্রধির্বিত্তং তস্মাদ্‌যদ্যপি সর্ব্বজ্যানিং জীয়ত আত্মনা চেজ্জীবতি প্রধিনাগাদিত্যেবাহুঃ ॥ ৬৯ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। যঃ বৈ (প্রসিদ্ধো) সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) সংবৎসরঃ ষোড়শকলঃ প্রজাপতিঃ, অয়ং এব সঃ; [কোঽসৌ?] যঃ অয়ং (প্রত্যক্ষগম্যঃ) এবংবিৎ (ত্রয়াত্মবিৎ) পুরুষঃ; বিত্তং (সম্পত্তিঃ) এব তস্য (পুরুষস্য) পঞ্চদশ কলাঃ, আত্মা এব (স্বয়মেব) অস্য (পুরুষস্য) ষোড়শী কলা (অংশঃ); [যতঃ] সঃ (পুরুষঃ) বিত্তেন এব আপূর্য্যতে (পুষ্টিং লভতে) চ, অপক্ষীয়তে চ। যঃ অয়ং আত্মা (দেহপিণ্ডঃ), তৎ (সঃ) এতৎ নভ্যং (রথ-চক্রস্থানীয়ং—সর্ব্বপ্রধানম্), বিত্তং (সম্পৎ) প্রধিঃ (নেমিস্থানীয়ং); তস্মাৎ (হেতোঃ) যদ্যপি (সম্ভাবনায়াং) [সঃ] সর্ব্বজ্যানিং জীয়তে (সর্ব্বস্বা-পহরণেন হীয়তে), চেৎ (যদি) আত্মনা (দেহপিণ্ডেন) জীবতি, [তদা অয়ং] প্রধিনা অগাৎ (বাহ্যেন বিত্তেন ক্ষীণো ভূতঃ) ইত্যেব আহুঃ (কথয়ন্তি)

[জনাঃ]। [রথচক্র-স্থানীয়ঃ আত্মা চেৎ জীবতি, তদা প্রধিস্থানীয়-বিত্ত বিগমেঽপি পুনস্তেন সংযুজ্যতে এবেতি ভাবঃ] ॥ ৬৯ ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ। সেই যে ষোড়শ কলাযুক্ত সংবৎসরাত্মক প্রজাপতি, ইনিই সেই প্রজাপতি—এই যিনি এবংবিধ-জ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ অন্নত্রয়াভিজ্ঞ পুরুষ; বিত্ত তাহার পঞ্চদশ কলা, এবং আত্মা অর্থাৎ দেহপিণ্ড তাহার ষোড়শ কলা; সেই পুরুষ এই বিত্ত দ্বারাই পুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন। আবার ক্ষীণও হইয়া থাকেন; তাহার এই যে, দেহপিণ্ড, ইহা হইতেছে—নভ্য অর্থাৎ রথের চক্রস্থানীয় (প্রধান), আর বিত্ত হইতেছে—প্রধি—রথচক্রের প্রান্তভাগস্থানীয়; এই জন্য পুরুষ কখনও যদি সর্ব্বস্বাপহরণে ক্ষীণ হয়, অথচ আপনি জীবিত থাকে, [তাহা হইলে,] লোকে বলিয়া থাকে—রথচক্রস্থানীয় ইনি বিত্তহীন হইয়াছেন, অভিপ্রায় এই যে, নেমি নষ্ট হইয়াও চক্রটি রক্ষা পাইলে যেমন পুনঃ সমাধান করা যায়, তেমনি বিত্ত নষ্ট হইলেও যদি দেহপিণ্ড রক্ষা পায়, তাহা হইলে তাহার পুনঃ পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তি সম্ভব হয় ॥ ৬৯ ॥ ১৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। যো বৈ সঃ পরোক্ষাভিহিতঃ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলঃ, স নৈবাত্যন্তং পরোক্ষো মন্তব্যঃ, যস্মাদয়মেব সঃ প্রত্যক্ষ উপলভ্যতে। কোঽসাবয়ম্? যঃ যথোক্তং ত্র্যন্নাত্মকং প্রজাপতিমাত্মভূতং বেত্তি, স এবংবিৎ পুরুষঃ; কেন সামান্যেন প্রজাপতিরিতি, তদুচ্যতে—তস্যৈবংবিদঃ পুরুষস্য গবাদিবিত্তমেব পঞ্চদশ কলাঃ, উপচয়াপচয়ধর্ম্মিত্বাৎ—তদ্বিত্তসাধ্যঞ্চ কর্ম্ম; তস্য কৃৎস্নতায়ৈ—আত্মৈব পিণ্ড এব অস্য বিদুষঃ ষোড়শী কলা ধ্রুবস্থানীয়া; স চন্দ্রবদ্বিত্তেনৈব আপূর্য্যতে চ অপক্ষীয়তে চ, তদেতল্লোকে প্রসিদ্ধম্।

তদেতৎ নভ্যং—নাভ্যৈ হিতং নভ্যম্, নাভিং বা অর্হতীতি; কিং তৎ? যদয়ং যোঽয়ম্ আত্মা পিণ্ডঃ; প্রধিঃ বিত্তং পরিবারস্থানীয়ং বাহ্যং—চক্রস্যেবারনেম্যাদি। তস্মাদ্ যদ্যপি সর্ব্বজ্যানিং সর্ব্বস্বাপহরণং জীয়তে হীয়তে গ্লানিং প্রাপ্নোতি, আত্মনা চক্রনাভিস্থানীয়েন চেদ্ যদি জীবতি; প্রধিনা বাহ্যেন পরিবারেণায়ম্ অগাৎ ক্ষীণোঽয়ম্—যথা চক্রম্ অরনেমিবিমুক্তম্,—এবমাহুঃ; জীবন্ চেদরনেমিস্থানীয়েন বিত্তেন পুনরুপচীয়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৯ ॥ ১৫।

টীকা। যৎপূর্ব্বমাধিদৈবিকত্র্যন্নাত্মকপ্রজাপত্যুপাসনমুক্তং, তদহমস্মি প্রজাপতিরিত্যহং গ্রহেণ কর্ত্তব্যমিত্যাহ—যো বা ইতি; প্রত্যক্ষমুপলভ্যমানং প্রজাপতিং প্রশ্নদ্বারা প্রকটয়তি—কোঽসাবিতি। তস্য প্রজাপতিত্বমপ্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি কেনেত্যাদিনা। কলানাং জগদ্বিপরিণামহেতুত্বং কর্ম্মেত্যুক্তং, বিত্তেঽপি কর্ম্মহেতুত্বমস্তি, তেন তত্র কলাশব্দপ্রবৃত্তিরুচিতেত্যাহ—বিত্তেতি। যথা চন্দ্রমাঃ কলাভিঃ শুক্লকৃষ্ণপক্ষয়োরাপূর্য্যতেঽপক্ষীয়তে চ, তথা স বিদ্বান্ বিত্তেনৈবোপচীয়মানেনাপূর্য্যতেঽপচীয়মানেন চাপক্ষীয়তে। এতচ্চ লোকপ্রসিদ্ধত্বান্ন প্রতিপাদনসাপেক্ষমিত্যাহ—স চন্দ্রবদিতি।

আত্মৈব ধ্রুবা কলেত্যুক্তং তদেব রথচক্রদৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—তদেতদিতি। নাভিশ্চক্রপিণ্ডিকা তৎস্থানীয়ং বা নভ্যং তদেব প্রশ্নদ্বারা স্ফোরয়তি—কিং তদিতি। শরীরস্য চক্রপিণ্ডিকাস্থানীয়ত্বমযুক্তং পরিবারাদর্শনাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রধিরিতি। শরীরস্য রথচক্রপিণ্ডিকাস্থানীয়ত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। পদার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ—জীবংশ্চেদিতি। ৬৬। ১৫।

ভাষ্যানুবাদ। ইতঃ পূর্ব্বে ষোড়শ-কলাযুক্ত সংবৎসরাত্মক যে প্রজাপতিকে পরোক্ষভাবে (ইন্দ্রিয়ের অগোচররূপে) নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাকে নিতান্তই পরোক্ষ বলিয়া মনে করা উচিত নহে; যেহেতু, ইনিই সেই প্রজাপতিরূপে প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞানগোচর হইতেছেন; এই 'ইনি' কে? যিনি উক্ত প্রকার অন্নত্রয়াত্মক প্রজাপতিকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, যথোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন সেই পুরুষ। কিরূপ ধর্ম্মের সাম্য নিবন্ধন তাহার প্রজাপতিত্ব, তাহা বলিতেছেন সেই যে, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ, গবাদি বিত্তই তাহার পঞ্চদশ কলা; কারণ, চন্দ্রকলার ন্যায় বিত্তেরও হ্রাস বৃদ্ধি আছে, এবং বিত্ত দ্বারা কর্ম্মের অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হইয়া থাকে (১)। সেই বিদ্বান্ পুরুষের আত্মা—দেহপিণ্ডই তাহার পূর্ণতা সম্পাদনের উপযোগী ষোড়শ ধ্রুবা কলাস্থানীয়। চন্দ্রের ন্যায় সেই বিদ্বান্ পুরুষও বিত্তের বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পান, আবার বিত্তের অপচয়ে ক্ষীণ হন, ইহা প্রসিদ্ধ কথা।

ইহাই সেই নভ্য, নভ্য অর্থ—নাভির হিতকর, অথবা নাভির যোগ্য; সেটী কি? যাহা এই দেহপিণ্ড; চক্রের যেমন অর-নেমি প্রভৃতি (চক্রের শলাকা ও প্রান্ত তাহার বেষ্টনী প্রভৃতি), বিত্তও তেমনি (পরিবারবর্গস্থানীয়; এই কারণেই যদি কখনও সর্ব্বস্বাপহরণে পুরুষের হানি গ্লানি (দুঃখ)

---

(১) তাৎপর্য্য—চন্দ্রকলার যেরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, বিত্তেরও সেরূপ হ্রাস আছে, এবং চন্দ্রকলা যেমন জগতের নানাবিধ বৈচিত্র্য (কর্ম্ম) সাধন করিয়া থাকে, পুরুষ বিত্ত দ্বারাও তেমনি বিবিধ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে; এইরূপ সাদৃশ্যানুসারে বিত্তকে কলাস্থানীয় বলা হইল।

ঘটে, আর রথচক্রের নাভিস্থানীয় দেহপিণ্ড যদি জীবিত থাকে, অর্থাৎ সর্ব্বস্বনাশ হইলেও পুরুষ যদি স্বশরীরে রক্ষা পায়, তাহা হইলে লোকে বলিয়া থাকে—অর ও নেমি প্রভৃতিবিযুক্ত রথচক্রের ন্যায় ইনিও প্রধি দ্বারা—বিত্তাদি বাহ্য পরিজনে ক্ষীণ হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, যদি পুরুষ জীবিত থাকে, তাহা হইলে চক্রের অর-নেমিস্থানীয় বিত্ত দ্বারা তাহার পুনর্ব্বার বৃদ্ধি প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী ॥ ৬৯ ॥ ১৫ ॥

আভাসভাষ্যম্। এবং পাঙ্‌ক্তেন দৈববিত্তবিদ্যাসংযুক্তেন কর্ম্মণা ত্র্যন্নাত্মকঃ প্রজাপতির্ভবতীতি ব্যাখ্যাতম্, অনন্তরঞ্চ জায়াদিবিত্তং পরিবারস্থানীয়মিত্যুক্তম্, তত্র পুত্রকর্ম্মাপরবিদ্যানাং লোকপ্রাপ্তিসাধনত্বমাত্রং সামান্যেনাবগতম্, ন পুত্রাদীনাং লোকপ্রাপ্তিফলং প্রতি বিশেষসম্বন্ধনিয়মঃ। সোঽয়ং পুত্রাদীনাং সাধনানাং সাধ্যবিশেষসম্বন্ধো বক্তব্য ইত্যুত্তরকণ্ডিকা প্রণীয়তে—

আভাস-ভাষ্যানুবাদ। এই প্রকার দৈব বিত্ত ও বিদ্যা সমন্বিত পাঙ্‌ক্ত কর্ম্ম দ্বারা পুরুষ অন্নত্রয়াত্মক প্রজাপতি হইতে পারেন, এ কথা বর্ণিত হইয়াছে; তাহার পর পত্নী প্রভৃতি মনুষ্য বিত্তকে পরিবারস্থানীয় বলা হইয়াছে। সেখানে সাধারণভাবে জানা গিয়াছে যে, পুত্র, কর্ম্ম ও অপরা বিদ্যা ইহারা সকলই লোক-বিশেষপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ, কিন্তু পুত্র কর্ম্ম ও অপরাবিদ্যার যে, বিভিন্ন প্রকার লোক ফলসাধনের সহিত কোন প্রকার বাঁধাবাঁধি সম্বন্ধ আছে, তাহা জানিতে পারা যায় নাই; অতঃপর পুত্রাদিরূপ সাধনের সাহত সাধনীয় বিশেষ বিশেষ ফলের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা বলা আবশ্যক, অর্থাৎ কোন্ সাধন হইতে কিরূপ ফলের সিদ্ধি হয়, এখন তাহা বলিতে হইবে; তজ্জন্য পরবর্ত্তী কণ্ডিকা (শ্রুতি) আরব্ধ হইতেছে—

অথ ত্রয়ো বাব লোকা মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি, সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব জয্যো নান্যেন কর্ম্মণা, কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকো দেবলোকো বৈ লোকানাং শ্রেষ্ঠস্তস্মাদ্বিদ্যাং প্রশংসন্তি ॥ ৭০ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ।—অথ (অতঃপরং) ত্রয়ঃ (ত্রিবিধাঃ) লোকাঃ (ভোগস্থানানি) বাব (প্রসিদ্ধাঃ),—মনুষ্যলোকঃ, পিতৃলোকঃ, দেবলোকঃ—ইতি

সঃ অয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণ এব জয্যঃ (জেতুং বশীকর্ত্তুং শক্যঃ), অন্যেন কর্ম্মণা ন (জেতুম্ অশক্যঃ); পিতৃলোকঃ কর্ম্মণা [জয্যঃ]; দেবলোকঃ বিদ্যয়া অপর-ব্রহ্মবিষয়য়া উপাসনয়া) [জয্যঃ]; লোকানাং (ত্রয়াণাং ভোগস্থানানাং মধ্যে) দেবলোকঃ বৈ (এব) শ্রেষ্ঠঃ (প্রশস্তঃ), তস্মাৎ হেতোঃ বিদ্যাং (দেবলোকসাধনীং উপাসনাং) প্রশংসন্তি (স্তুবন্তি) [সন্তঃ ইতি শেষঃ] ॥ ৭০ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—অতঃপর ত্রিবিধ লোক অর্থাৎ ভোগস্থান প্রসিদ্ধ-মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক। তন্মধ্যে একমাত্র পুত্রদ্বারাই এই মনুষ্যলোক জয় করিতে পারা যায়, কিন্তু অন্য দ্বারা কর্ম্ম দ্বারা—নহে; কর্ম্মদ্বারা একমাত্র পিতৃলোকই জয় করিতে পারা যায়, এবং একমাত্র বিদ্যা দ্বারাই দেবলোক জয় করিতে পারা যায়। লোকত্রয়ের মধ্যে দেবলোকেই শ্রেষ্ঠ; সেই কারণে পণ্ডিতগণ দেবলোকলাভের সাধনভূত বিদ্যার প্রশংসা করিয়া থাকেন ॥ ৭০ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অথেতি বাক্যোপন্যাসার্থঃ। ত্রয়ঃ—বাবেত্যবধারণার্থঃ—ত্রয় এব শাস্ত্রোক্তসাধনার্হা লোকাঃ, ন ন্যূনা নাধিকা বা; কে তে ইত্যুচ্যতে—মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি। তেষাং সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব সাধনেন জয্যঃ জেতব্যঃ সাধ্যঃ; যথা চ পুত্রেণ জেতব্যঃ, তথোত্তরত্র বক্ষ্যামঃ, নান্যেন কর্ম্মণা বিদ্যয়া বেতি বাক্যশেষঃ। কর্ম্মণা অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণেন কেবলেন পিতৃলোকো জেতব্যঃ, ন পুত্রেণ, নাপি বিদ্যয়া। বিদ্যয়া দেবলোকঃ, ন পুত্রেণ, নাপি কর্ম্মণা। দেবলোকো বৈ লোকানাং ত্রয়াণাং শ্রেষ্ঠঃ প্রশস্ততমঃ; তস্মাৎ তৎসাধনত্বাদ্বিদ্যাং প্রশংসন্তি ॥ ৭০ ॥ ১৬ ॥

টীকা। অন্নত্রয়াত্মনি প্রজাপতাবহংগ্রহোপাসনস্য সকলস্তোক্তত্বাদ্বক্তব্যাভাবাদুত্তরগ্রন্থবৈয়র্থ্যমিত্যাশঙ্ক্য তদ্বিষয়ং বক্তুং বৃত্তমনুবদতি—এবমিতি। সাধনোক্ত্যেব ফলমুক্তং তয়োর্মিথো বদ্ধত্বাৎ প্রাজাপত্যং চ ফলং প্রাগেব দর্শিতং, তৎকিমুত্তরগ্রন্থেনেত্যাশঙ্ক্য সামান্যেন তৎপ্রতীতাবপীদমস্যেতি বিশেষো নোক্তস্তদুক্ত্যর্থমুত্তরা শ্রুতিরিত্যাহ—তত্রেতি। পূর্ব্বগ্রন্থঃ সপ্তম্যর্থঃ। নিয়মো নাবগত ইতি সম্বন্ধঃ। উপন্যাসঃ প্রারম্ভঃ। বাবশব্দস্যাবধারণরূপমর্থং বিবৃণোতি—ত্রয় এবেতি। তদেব লোকত্রয়ং প্রশ্নদ্বারা স্ফোরয়তি—কে ত ইত্যাদিনা। জয়ো নাম পুত্রেণ মনুষ্যলোকস্যাতিক্রম ইতি কেচিৎ তান্ প্রত্যাহ—সাধ্য ইতি। পুত্রেণাস্য সাধ্যত্বমসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথা চেতি। দ্বিবিধো হি মনুষ্যলোকজয়ঃ—কর্ত্তব্যশেষানুষ্ঠানং ভোগশ্চ। তত্রাদ্যমাশ্রিত্যান্তযোগব্যবচ্ছেদমেবকারার্থং

দর্শয়তি—নান্যেনেতি। দ্বিতীয়ে ত্বযোগব্যবচ্ছেদস্তদর্থো জ্যোতিষেমং লোকং জয়তীতি। সাধনান্তরেণাপি মনুষ্যলোকজয়শ্রুতেরিতি ভাবঃ। পূর্ব্ববাক্যস্থমেবকারমুত্তরবাক্যয়োরনুষজ্যমুপেত্য বাক্যদ্বয়ং ব্যাচষ্টে—কর্ম্মণেত্যাদিনা। সাধনদ্বয়াপেক্ষয়া ফলদ্বারকমুৎকর্ষং বিদ্যায়াঃ দর্শয়তি দেবলোক ইতি॥ ৬৭। ১৬।

ভাষ্যানুবাদ।—অথ শব্দটী বাক্যারম্ভসূচক; "ত্রয়ঃ বাব" এই বাব শব্দের অর্থ অবধারণ;—শাস্ত্রোক্ত সাধনলভ্য লোক বা ভোগভূমি নিশ্চয়ই তিনটী, ন্যূনও নয়, অধিকও নয়। সেই লোকত্রয় কি কি, তাহা বলা হইতেছে—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক। ইহাদের মধ্যে এই মনুষ্যলোকটি একমাত্র পুত্ররূপী সাধনের সাহায্যেই জয় করিতে পারা যায় —ভোগায়ত্ত করিতে পারা যায়; কিন্তু অন্য দ্বারা—কর্ম্ম বা বিদ্যা দ্বারা জয় করা যায় না, পুত্রদ্বারা যেরূপে মনুষ্যলোক জয় করিতে হয়, সে প্রণালী পরে বলিব। কর্ম্ম দ্বারা—উপাসনারহিত অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা পিতৃলোক জয় করিতে পারা যায়; কিন্তু পুত্র বা বিদ্যা দ্বারা নহে; আর কেবল বিদ্যা দ্বারা (অপর ব্রহ্মবিষয়ক উপাসনা দ্বারা) দেবলোক জয় করিতে পারা যায়; কিন্তু পুত্র বা কর্ম্ম দ্বারা নহে। দেবলোকই ত্রিলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠলোক, সেই কারণে জ্ঞানিগণ দেবলোকসিদ্ধির উপায়ভূত বিদ্যার প্রশংসা করিয়া থাকেন॥ ৭০॥ ১৬॥

অথাতঃ সম্প্রত্তির্যদা প্রৈষ্যন্মন্যতেঽথ পুত্রমাহ—ত্বং ব্রহ্ম ত্বং যজ্ঞস্ত্বং লোক ইতি; স পুত্রঃ প্রত্যাহাহং ব্রহ্মাহং যজ্ঞোঽহং লোক ইতি; যদ্বৈ কিঞ্চানূক্তং তস্য সর্ব্বস্য ব্রহ্মেত্যেকতা, যে বৈ কে চ যজ্ঞাস্তেষাং সর্ব্বেষাং যজ্ঞ ইত্যেকতা, যে বৈ কে চ লোকাস্তেষাং সর্ব্বেষাং লোক ইত্যেকতৈতাবদ্বা ইদং সর্ব্বমেতন্মা সর্ব্বং সন্নয়মিতোঽভুনজদিতি, তস্মাৎ পুত্রমনুশিষ্টং লোক্যমাহুস্তস্মাদেনমনুশাসতি; স যদৈবংবিদস্মাল্লোকাৎ প্রৈত্যথৈভিরেব প্রাণৈঃ সহ পুত্রমাবিশতি। স যদ্যনেন কিঞ্চিদক্ষ্ণয়াকৃতং ভবতি, তস্মাদেনং সর্ব্বস্মাৎ পুত্রো মুঞ্চতি; তস্মাৎ পুত্রো নাম সঃ, পুত্রেণৈবাস্মিঁল্লোকে প্রতিতিষ্ঠত্যথৈনমেতে দৈবাঃ প্রাণা অমৃতা আবিশন্তি॥ ৭১॥ ১৭॥

সরলার্থঃ।—পুত্রস্য লোকজয়হেতুত্বং কেন রূপেণ, তদাহ—অথেত্যাদি। অথ (বাক্যারম্ভে), অতঃ (অতঃপরং) সংপ্রত্তিঃ (সম্প্রদানং—পুত্রে স্বাত্মকর্ত্তব্যসম্প্রদানং, বক্ষ্যমাণ-কর্ম্মনাম চৈতৎ) [উচ্যতে—] [পিতা] যদা (যস্মিন্ কালে) প্রৈষ্যন্ (মরিষ্যন্ -ইতি) মন্যতে (বিজানাতি), অথ (অনন্তরং—তদা) পুত্রম্ [আহূয়] আহ (ব্রবীতি)—ত্বং ব্রহ্ম, ত্বং যজ্ঞঃ, ত্বং লোকঃ ইতি; সঃ (এবমুক্তঃ) পুত্রঃ প্রত্যাহ (পিতরং প্রতিবদতি)—অহং ব্রহ্ম, অহং যজ্ঞঃ, অহং লোকঃ—ইতি। [এতদেব বিশদীকৃত্যাহ—] যৎ কিঞ্চ (যৎ কিমপি) অনূক্তং (ময়া অধীতম্ অনধীতং চ অবশিষ্টং) তস্য সর্ব্বস্য ব্রহ্ম ইতি একতা (ব্রহ্মপদেন একত্বং বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ); যে কে চ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) যজ্ঞাঃ (মদনুষ্ঠেয়াঃ—অনুষ্ঠিতাঃ অননুষ্ঠিতাশ্চ), তেষাং সর্ব্বেষাং যজ্ঞঃ—ইতি একতা (যজ্ঞ-পদেন কর্ম্মসামান্য-বাচিনা একত্বং বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ); তথা যে কে চ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) লোকাঃ (মম জেতব্যাঃ সন্তঃ জিতাঃ অজিতাশ্চ), তেষাং সর্ব্বেষাং লোকঃ—ইতি একতা, (লোক-শব্দেন চ লোকসামান্যগ্রহণাৎ একত্বং বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ), [এতাবন্তং কালং যদধ্যয়নং মম কর্ত্তব্যমাসীৎ, ইতঃ পরং তৎসর্ব্বং ত্বয়া সম্পাদনীয়ম্; তথা এতাবন্তং কালং যে যজ্ঞাঃ মম অনুষ্ঠেয়া আসন্, তত্র চ কেচিৎ অননুষ্ঠিতাঃ, অনুষ্ঠিতাশ্চ কেচিৎ, অতঃপরং তে সর্ব্বে ত্বয়া অনুষ্ঠেয়াঃ; তথা যে লোকাঃ মম জেতব্যাঃ সন্তঃ কেচিৎ জিতাঃ অজিতাশ্চ সন্তি, ইতঃপরং তে সর্ব্বে ত্বয়া জেতব্যাঃ। অত্র ব্রহ্ম-যজ্ঞ-লোকশব্দৈঃ অধ্যয়ন-কর্ম্মানুষ্ঠান-লোকজয়-কর্ত্তৃতা বিবক্ষিতা]; ইদং সর্ব্বং (গৃহিকর্ত্তব্যং) এতাবৎ বৈ (এতৎপরিমাণমেব, যৎ বেদস্য অধ্যয়নং, যজ্ঞস্য অনুষ্ঠানং, লোকস্য চ জয়ঃ); এতৎ সর্ব্বং সন্নয়ং ইতঃ (অস্মাৎ লোকাৎ) [প্রস্থিতং] মা (মাং) অভুনজৎ (পালয়িষ্যতি, ভবিষ্যদর্থে লঙ), ইতি। তস্মাৎ—[যস্মাদেবম্] তস্মাৎ (হেতোঃ) অনুশিষ্টং (পিতুঃ শাসনে স্থিতং) পুত্রং লোক্যং (লোক-হিতকরং) আহুঃ (কথয়ন্তি) [পণ্ডিতাঃ]; তস্মাৎ (হেতোঃ) এনং পুত্রং অনুশাসতি (স্বলোকসাধনায় উপদিশন্তি) [পিতরঃ]; এবংবিৎ (যথোক্ত-তত্ত্বজ্ঞঃ) সঃ (উপদেষ্টা পিতা) যদা (যস্মিন্ কালে) অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি (ম্রিয়তে), [তদা] এভিঃ প্রাণৈঃ (বাঙ্‌মনঃপ্রাণৈঃ সহ) পুত্রং আবিশতি (অধ্যাত্মভাবং পরিত্যজ্য আধিদৈবিকেন রূপেণ ব্যাপ্নোতি); অনেন (আসন্নমৃত্যুনাপিত্রা) যদি কিঞ্চিৎ (স্বকর্ত্তব্যং) অকৃতং (ছিদ্রতঃ প্রমাদতো

বা) অকৃতং (অননুষ্ঠিতং) ভবতি, [তদা] সঃ পুত্রঃ [স্বয়ং অনুষ্ঠানেন পূরয়িত্বা] তস্মাৎ (কর্ত্তব্যাকরণরূপাৎ লোকপ্রাপ্তিবাধকাৎ) এনং (পিতরং) মুঞ্চতি (মোচয়তি) যস্মাৎ, তস্মাৎ, (পিতুঃ অসম্পূর্ণকর্ম্মপরিপূরণাৎ) পুত্রো নাম, (এতদেব পুত্রনামনির্ব্বচনমিতি ভাবঃ)। সঃ (পিতা) পুত্রেণ (যথোক্তেন পুত্রেণ) এব অস্মিন্ লোকে প্রতিতিষ্ঠতি (মৃতোঽপি সন্ জীবতীত্যর্থঃ); অথ (মৃত্যোঃ পরং) এনং (যথোক্তেন প্রকারেণ কৃত সম্প্রত্তিকং পিতরম্) এতে অমৃতাঃ (মৃত্যুরহিতাঃ) দৈবাঃ (হিরণ্যগর্ভসম্বন্ধীয়াঃ) প্রাণাঃ (বাগাদয়ঃ) আবিশন্তি (প্রবিশন্তি), স খলু সর্ব্বাধর্ম্মাৎ প্রমুচ্যতে ইতি ভাবঃ] ॥ ১১ ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ।—অতঃপর 'সম্প্রত্তি' বর্ণিত হইতেছে—[সম্প্রত্তি অর্থ সম্প্রদান—পুত্রেতে আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদনের ভার সমর্পণ]। লোক যখন আপনাকে আসন্নমৃত্যু মনে করে, তখন পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলেন—তুমি ব্রহ্ম (বেদ), তুমি যজ্ঞ, এবং তুমি লোক। [পিতা এইরূপ বলিলে পর] সেই পুত্র প্রতিবচনে বলেন—হাঁ, আমি ব্রহ্ম, আমি যজ্ঞ এবং আমি লোক, [ইহার অর্থ এই যে, আমার] যাহা কিছু অধীত বা অনধীত—অধ্যয়ন করিতে বাকী আছে, তুমিই সেই সকলের ব্রহ্ম, অর্থাৎ তুমিই তৎস্বরূপ—আমার কর্ত্তব্য অধ্যয়ন তুমি পূর্ণ করিবে; যে কোনও যজ্ঞ [আমার কর্ত্তব্য ছিল], তুমি সে সমুদয়ের যজ্ঞস্বরূপ, অর্থাৎ তুমি আমার কর্ত্তব্য যজ্ঞ সম্পাদন করিবে; আর যে কোন লোক (ভোগস্থান) [জয় করা—আয়ত্ত করা আমার উচিত ছিল], তুমি সে সকলের লোকস্বরূপ, অর্থাৎ তুমি সে সমুদয় লোক জয় করিবে; এ সমস্ত—(গৃহীর কর্ত্তব্য) এই পর্য্যন্তই অর্থাৎ অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও লোকজয়ের অতিরিক্ত কিছু নাই; আমার এই কর্ত্তব্যভার বহনপূর্ব্বক পুত্র আমাকে ইহলোক হইতে প্রয়াণের পর রক্ষা করিবে; এই জন্যই পণ্ডিতগণ অনুশিষ্ট (সুশাসনপ্রাপ্ত) পুত্রকে লোক্য অর্থাৎ পিতার শুভলোকলাভের অনুকূল বলিয়া থাকেন; এই কারণেই পিতা পুত্রকে [ঐরূপ] উপদেশ দিয়া থাকেন। এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন পিতা যে সময় ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন,

তখন তিনি এই সমুদয় প্রাণের সহিতই (বাক্, মন ও প্রাণের সহিতই) পুত্রে প্রবেশ করেন ; পিতার কোনও কর্ত্তব্য কর্ম্ম যদি ঘটনাক্রমে করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুত্র [নিজে অনুষ্ঠানপূর্ব্বক] সেই কর্ম্ম পূরণ করিয়া) এই সম্প্রত্তিকারী পিতাকে সেই কর্ত্তব্যতা-বন্ধন হইতে বিমোচিত করে ; এইরূপে পিতার কর্ত্তব্য পূরণ করে বলিয়াই সন্তানের পুত্র নাম প্রসিদ্ধ ; সেই পিতা [মৃত হইয়াও] এবংবিধ উপদেশপ্রাপ্ত পুত্র দ্বারা ইহলোকে বর্ত্তমান থাকেন। মৃত্যুর পর সেই পিতাতে হিরণ্যগর্ভের এই সমুদয় অমর প্রাণ প্রবেশ করে, অর্থাৎ তখন তাহার মর্ত্ত্যভাব চলিয়া যায় ॥ ৭১ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। এবং সাধ্যলোকত্রয়-ফলভেদেন বিনিযুক্তানি পুত্র-কর্ম্ম-বিদ্যাখ্যানি ত্রীণি সাধনানি ; জায়া তু পুত্রকর্ম্মার্থত্বাৎ ন পৃথক্সাধনমিতি পৃথক্ নাভিহিতা ; বিত্তং চ কর্ম্মসাধনত্বাৎ ন পৃথক্সাধনম্। বিদ্যাকর্ম্মণোর্লোকজয়হেতুত্বং স্বাত্মপ্রতিলাভেনৈব ভবতীতি প্রসিদ্ধম্। পুত্রস্য তু অক্রিয়াত্মকত্বাৎ কেন প্রকারেণ লোকজয়হেতুত্বমিতি ন জ্ঞায়তে ; অতস্তদ্বক্তব্যমিতি অথ অনন্তরমারভ্যতে—

সম্প্রত্তিঃ সম্প্রদানম্ ; সম্প্রত্তিরিতি বক্ষ্যমাণস্য কর্ম্মণো নামধেয়ম্ ; পুত্রে হি স্বাত্মব্যাপারসম্প্রদানং করোত্যনেন প্রকারেণ পিতা, তেন সম্প্রত্তিসংজ্ঞকমিদং কর্ম্ম। তৎ কস্মিন্ কালে কর্ত্তব্যমিত্যাহ—সঃ পিতা যদা যস্মিন্ কালে প্রৈষ্যন্ মরিষ্যন্ মরিষ্যামীত্যরিষ্টাদিদর্শনেন মন্যতে, অথ তদা পুত্রমাহূয়াহ—ত্বং ব্রহ্ম, ত্বং যজ্ঞঃ, ত্বং লোক ইতি। স এবমুক্তঃ পুত্রঃ প্রত্যাহ ; স তু পূর্ব্বমেবানুশিষ্টো জানাতি—ময়ৈতৎ কর্ত্তব্যমিতি ; তেনাহ—অহং ব্রহ্ম, অহং যজ্ঞঃ, অহং লোক ইতি, এতদ্বাক্যত্রয়ম্। ২

এতস্যার্থস্তিরোহিত ইতি মত্বা শ্রুতির্ব্যাখ্যানায় প্রবর্ত্ততে—যদ্বৈ কিঞ্চ বৎ কিঞ্চ অবশিষ্টম্ অনূক্তমধীতমনধীতঞ্চ,তস্য সর্ব্বস্যৈব ব্রহ্মেত্যেতস্মিন্ পদে একতা একত্বম্ ; যোহধ্যয়নব্যাপারো মম কর্ত্তব্য আসীদেতাবন্তং কালং বেদবিষয়ঃ, স ইত ঊর্দ্ধং ত্বং ব্রহ্ম ত্বৎকর্ত্তৃকোহস্ত্বিত্যর্থঃ। তথা যে বৈ কে চ যজ্ঞা অনুষ্ঠেয়াঃ সন্তো ময়ানুষ্ঠিতাশ্চ অনুষ্ঠিতাশ্চ, তেষাং সর্ব্বেষাং যজ্ঞ ইত্যেতস্মিন্ পদে একতা একত্বম্ ; মৎকর্ত্তৃকা যজ্ঞা যে আসন্, তে ইত ঊর্দ্ধং ত্বং যজ্ঞঃ ত্বৎকর্ত্তৃকা

ভবন্তু ইত্যর্থঃ। যে বৈ কে চ লোকা ময়া জেতব্যাঃ সন্তো জিতা অজিতাশ্চ, তেষাং সর্ব্বেষাং লোক ইত্যেতস্মিন্‌ পদে একতা; ইত ঊর্দ্ধং ত্বং লোকঃ ত্বয়া জেতব্যাস্তে। ইত ঊর্দ্ধং ময়া অধ্যয়ন-যজ্ঞ-লোকজয়কর্ত্তব্য-ক্রতুস্ত্বয়ি সমর্পিতঃ, অহন্তু মুক্তোঽস্মি কর্ত্তব্যতাবন্ধনবিষয়াৎ ক্রতোঃ। স চ সর্ব্বং তথৈব প্রতিপন্নবান্‌ পুত্রঃ, অনুশিষ্টত্বাৎ। ৩

তত্রেমং পিতুরভিপ্রায়ং মন্বানা আচষ্টে শ্রুতিঃ—এতাবৎ এতৎপরিমাণং বৈ ইদং সর্ব্বং—যদ্‌ গৃহিণা কর্ত্তব্যম্‌, যদুত বেদা অধ্যেতব্যাঃ, যজ্ঞা যষ্টব্যাঃ, লোকাশ্চ জেতব্যাঃ; এতন্মা সর্ব্বং সন্নয়ং সর্ব্বং হীমং ভারং মদধীনং মত্তোঽ-অপচ্ছিদ্য আত্মনি নিধায় ইতোঽস্মাল্লোকাৎ মা মাম্‌ অভুনজৎ পালয়িষ্যতি—ইতি লৃঙর্থে লঙ্‌, ছন্দসি কালনিয়মাভাবাৎ। যস্মাদেবং সম্পন্নঃ পুত্রঃ পিতরমস্মাল্লোকাৎ কর্ত্তব্যতা-বন্ধনতো মোচয়িষ্যতি, তস্মাৎ পুত্রমনুশিষ্টং লোক্যং লোকহিতং পিতুঃ আহুর্ব্রাহ্মণাঃ। অতএব হ্যেনং পুত্রমনুশাসতি—লোক্যোঽয়ং নঃ স্যাদিতি—পিতরঃ।৪

স পিতা যদা যস্মিন্‌ কালে এবংবিৎ পুত্রসমর্পিতকর্ত্তব্যতাক্রতুঃ অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি ম্রিয়তে, অথ তদা এভিরেব প্রকৃতৈর্ব্বাঙ্মনঃ-প্রাণৈঃ পুত্রমাবিশতি পুত্রং ব্যাপ্নোতি। অধ্যাত্মপরিচ্ছেদহেত্বপগমাৎ পিতুর্ব্বাঙ্মনঃপ্রাণাঃ স্বেনাধিদৈবিকেন রূপেণ পৃথিব্যগ্ন্যর্কাদ্যাত্মনা ভিন্ন-ঘট-প্রদীপপ্রকাশবৎ সর্ব্বমাবিশন্তি; তৈঃ প্রাণৈঃ সহ পিতাপি আবিশতি, বাঙ্মনঃপ্রাণাত্মভাবিত্বাৎ পিতুঃ; অহমস্ম্যনন্তা বাঙ্মনঃপ্রাণা অধ্যাত্মাদিভেদ-বিস্তারাঃ—ইত্যেবং ভাবিতো হি পিতা; তস্মাৎ প্রাণানুবৃত্তিত্বং পিতুর্ভব-তীতি যুক্তমুক্তম্‌—এভিরেব প্রাণৈঃ সহ পুত্রমাবিশতীতি; সর্ব্বেষাং হ্যসা-বাত্মা ভবতি পুত্রস্য চ। এতদুক্তং ভবতি—যস্য পিতুরেবমনুশিষ্টঃ পুত্রো ভবতি, সোঽস্মিন্নেব লোকে বর্ত্ততে পুত্ররূপেণ, নৈব মৃতো মন্তব্য ইত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুত্যন্তরে—"সোঽস্যায়মিতর আত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে" ইতি। ৫

অথেদানীং পুত্রনির্ব্বচনমাহ—স পুত্রঃ যদি কদাচিদনেন পিত্রা অক্ষ্ণয়া কোণচ্ছিদ্রতঃ অন্তরা অকৃতং ভবতি কর্ত্তব্যম্‌, তস্মাৎ কর্ত্তব্যতারূপাৎ পিত্রা অকৃতাৎ সর্ব্বস্মাল্লোকপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধরূপাৎ পুত্রো মুঞ্চতি মোচয়তি, তৎ সর্ব্বং স্বয়মনুতিষ্ঠন্‌ পূরয়িত্বা; তস্মাৎ—পূরণেন ত্রায়তে স পিতরম্‌ যস্মাৎ, তস্মাৎ পুত্রো নাম; ইদং তৎ পুত্রস্য পুত্রত্বং—যৎ পিতুশ্ছিদ্রং পূরয়িত্বা ত্রায়তে।

স পিতা এবংবিধেন পুত্রেণ মৃতোঽপি সন্ অমৃতঃ অস্মিন্নেব লোকে প্রতিতিষ্ঠতি, এবমসৌ পিতা পুত্রেণেমং মনুষ্যলোকং জয়তি; ন তথা বিদ্যাকর্ম্মভ্যাং দেবলোক-পিতৃলোকৌ স্বরূপলাভসত্তামাত্রেণ; নহি বিদ্যাকর্ম্মণী স্বরূপলাভব্যতিরেকেণ পুত্রবদ্ব্যাপারান্তরাপেক্ষয়া লোকজয়হেতুত্বং প্রতিপদ্যেতে। অথ কৃতসম্প্রত্তিকং পিতরমেনম্ এতে বাগাদয়ঃ প্রাণা দৈবাঃ; হৈরণ্যগর্ভা অমৃতা অমরণধর্ম্মাণ আবিশন্তি ॥ ১১ ॥ ১৭ ॥

টীকা। বৃত্তমনূদ্যতি—এবমিতি। পুত্রাদিবজ্জায়াবিত্তয়োরপি প্রকৃতত্বাৎ ফলবিশেষে বিনিয়োগো বক্তব্যঃ,ইত্যাশঙ্ক্যাহ—জায়া ত্বিতি। ন পৃথক্ পুত্রকর্ম্মভ্যামিতি শেষঃ। ন পৃথক্সাধনং কর্ম্মণঃ সকাশাদিতি দ্রষ্টব্যম্। ভবত্বেবং সাধনত্রয়নিয়মস্তথাপি বিদ্যাকর্ম্মণী হিত্বা সমনন্তরগ্রন্থে কিমিতি পুত্রনিরূপণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি। যথোক্তে চোদ্যে পুত্রস্য লোকহেতুত্বজ্ঞাপনার্থং সংপ্রত্তিবাক্যমিত্যাহ—অত ইতি।১

অথাত ইতি পদদ্বয়ং ব্যাখ্যায় সংপ্রত্তিপদং ব্যাচষ্টে—সংপ্রত্তিরিতি। কিমিদং সম্প্রদানং নাম, তদাহ—সংপ্রত্তিরিতীতি। তদেব কর্ম্ম বিশদয়তি—পুত্রে হীতি। অনেন প্রকারেণেতি বক্ষ্যমাণপ্রকারোক্তিঃ। অরিষ্টাদীত্যাদিপদেন দুঃস্বপ্নাদিসংগ্রহঃ। প্রত্যাহ বাক্যত্রয়মিতি সম্বন্ধঃ। পুত্রস্যাহং ব্রহ্মেত্যাদিপ্রতিবচনে হেতুমাহ—স ত্বিতি। ময়া কার্য্যং যদধ্যয়নাদি, তদেবাবশিষ্টং ত্বয়া কার্য্যমিতি পুত্রস্য প্রাগনুশিষ্টতাভাবে প্রতিবচনানুপপত্তিরিত্যর্থঃ। ২

যদ্বৈ কিঞ্চেত্যাদিবাক্যানাং পুত্রানুমন্ত্রণবাক্যৈরর্থভেদাভাবাৎ পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—এতস্মেতি। যদ্বৈ কিঞ্চেত্যাদিবাক্যে বাক্যার্থমাহ—যোঽধ্যয়নেতি। ত্বং ব্রহ্মেতিবাক্যবৎ ত্বং যজ্ঞ ইতি বাক্যমপি শক্যং ব্যাখ্যাতুমিত্যাহ—তথেতি। ব্রাহ্মণার্থং সংগৃহ্লাতি —মৎকর্ত্তৃকা ইতি। ত্বং লোক ইত্যস্য ব্যাখ্যানং যে বৈ কে চেত্যাদি। তত্র পদার্থানুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ—ইত ইতি। কিমিতি ত্বৎকর্ত্তৃকমধ্যয়নাদি ময়ি সমর্পতে, তত্রৈব কিং নানুষ্ঠীয়তে তত্রাহ—ইত ঊর্দ্ধমিতি। কর্ত্তব্যতৈব বন্ধনং তদ্বিষয়ঃ ক্রতুঃ সঙ্কল্পস্তস্মাদিতি যাবৎ। স পুত্র ইত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ—স চেতি। ৩

তত্রেতি যথোক্তানুশাসনোক্তিঃ। এতস্মা সর্ব্বমিত্যাদি প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—সর্ব্বং হীতি। অনদ্যতনে ভূতেঽর্থে বিহিতস্য লঙো ভবিষ্যদর্থত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ছন্দসীতি। পুত্রানুশাসনস্য ফলবত্ত্বমাহ—যস্মাদিত্যাদিনা।৪

কৃতসংপ্রত্তিকঃ সন্ পিতা কিং করোতীত্যপেক্ষায়ামাহ—স পিত্রেতি। কোঽয়ং প্রবেশো ন হি বিশিষ্টস্য কেবলস্য বা বিলে সর্পবৎ প্রবেশঃ সম্ভবত্যত আহ—অধ্যাত্মেতি। হেতুর্মিথ্যাজ্ঞানাদিঃ। বাগাদিষ্বাবিষ্টেষ্বপি কুতোঽর্থান্তরস্য পিতুরাবেশধীরিত্যাশঙ্ক্যাহ—বাগিতি। তত্ত্বাবিত্বমেব স্ফোরয়তি—অহমিতি। ভাবনাফলমাহ—তস্মাদিতি। পুত্রবিশেষণাৎ পরিচ্ছিন্নত্বং পিতুস্তদবস্থমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বেষাং

হ্রীতি। মৃতস্ত পিতুরিতো লোকাদ্যাবৃত্তস্ত কথং যথোক্তরূপত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এতদুক্তেমিতি। পুত্ররূপেণাত্র স্থিতিমেব বিভজতে—নৈবেতি। মৃতোঽপি পিতাঽনুশিষ্টপুত্রাত্মনাত্র বর্ত্ততে নাস্মাদত্যন্তং ব্যাবৃত্তঃ ফলরূপেণ চ পরত্রেতি ভাবঃ। উক্তেঽর্থে ঐতরেয়শ্রুতিং সংবাদয়তি—তথা চেতি। ষষ্ঠীপ্রথমাভ্যাং পিতাপুত্রাবুচ্যেতে।৫

স যদীত্যাদিবাক্যমবতার্য্য ব্যাকরোতি—অথেত্যাদিনা। অকৃতমকৃতাদিতি চ চ্ছেদঃ। তস্মাদিতি প্রতীকমাদায় ব্যাকরোতি—পুত্রেণেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি—ইদং তদিতি। পুত্রবৈশিষ্ট্যং নিগময়তি—স পিতেতি। পুত্রেণৈতল্লোকজয়মুপসংহরতি—এবমিতি। যথোক্তাৎ পুত্রাদ্বিদ্যাকর্ম্মণোর্বিশেষমাহ—ন তথেতি। কথং তর্হি তাভ্যাং পিতা তৌ জয়তি, তত্রাহ—স্বরূপেতি। তদেব স্ফুটয়তি—ন হ্রীতি। অনুশিষ্টপুত্রেণৈতল্লোকজয়িনং পিতরমধিকৃত্যাথৈনমিত্যাদি বাক্যং তদ্ব্যাকরোতি—অথেতি। পুত্রপ্রকরণবিচ্ছেদার্থোঽথশব্দঃ॥ ৬৮। ১৭।

ভাষ্যানুবাদ। যথোক্তপ্রকার সাধনীয় ত্রিবিধ লোকপ্রাপ্তিরূপ ফলভেদানুসারে পুত্র, কর্ম্ম ও অপরাবিদ্যা, এই তিন প্রকার সাধন কথিত হইয়াছে; পত্নীও একটি সাধন বটে, কিন্তু পুত্রোৎপাদন ও কর্ম্মসম্পাদনই পত্নীর প্রধান উদ্দেশ্য; সুতরাং উহা পৃথক্ স্বতন্ত্রসাধন নহে; এই কারণেই সাধনরূপে পত্নীর আর পৃথক্ নির্দ্দেশ করা হয় নাই; এবং বিত্তও কর্ম্মসম্পাদনেরই উপায়স্বরূপ; সুতরাং তাহাও স্বতন্ত্র সাধনরূপে পরিগণিত হয় নাই; তাহার পর বিদ্যা (উপাসনা) ও কর্ম্ম যে, লোকবিশেষ জয়ের সাধন হয়, তাহাও আত্মলাভ দ্বারাই হয়, অর্থাৎ বিদ্যা ও কর্ম্ম উভয়ই ক্রিয়াত্মক; সুতরাং তাহারা উৎপন্ন হইবার পর লোকবিশেষ-প্রাপ্তির উপায় হইতে পারে; কিন্তু পুত্র যখন ক্রিয়াত্মক নহে, (সিদ্ধ বস্তু), তখন সেই পুত্র যে, কি প্রকারে লোকজয়ের হেতু বা সাধন হইতে পারে, তাহা ত বুঝা যাইতেছে না; অতএব প্রকাশ করিয়া তাহা বলা উচিত; এইজন্য পরবর্ত্তী শ্রুতি আরব্ধ হইতেছে—

'অথ' অর্থ—অনন্তর—অতঃপর; সম্প্রত্তি অর্থ—সম্প্রদান; 'সম্প্রত্তি' শব্দটি বক্ষ্যমাণ কর্ম্মের নাম; পিতা নিম্নলিখিত পদ্ধতিক্রমে পুত্রের উপর নিজের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসম্পাদনের ভার সমর্পণ করিয়া থাকেন; এই কারণে এই কর্ম্মটির নাম হইয়াছে—'সম্প্রত্তি'। সেই কর্ম্মটি কোন সময়ে করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন—সেই পিতা যে সময়ে অরিষ্টাদিদর্শনে (১)

(১) তাৎপর্য্য—অরিষ্ট অর্থ মৃত্যুসূচক চিহ্ন; তাহা অনেক প্রকার; উদাহরণস্বরূপ দুই একটী মাত্র বলিতেছি—"দীপনির্ব্বাণগন্ধং সুহৃদ্বাক্যমরুন্ধতীম্। ন জিঘ্রন্তি

মনে করেন—'আমি পরলোকে গমন করিব—মরিব' এইরূপ বুঝিতে পারেন, সে সময় পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিতে থাকেন—তুমি ব্রহ্ম (বেদ), তুমি যজ্ঞ এবং তুমিই [আমার] লোক। সেই পুত্র এবংপ্রকার অভিহিত হইয়া প্রতিবচনে বলেন,—পুত্র পূর্ব্বেই ঐরূপ উপদেশ পাইয়াছিল—জানিয়াছিল যে, আমাকে এইরূপ করিতে হইবে; তাই সে তখন প্রতিবচনে বলে যে, হাঁ, আমি ব্রহ্ম, আমি যজ্ঞ এবং আমিই লোক; বুঝিতে হইবে, এই তিনটি কথা পৃথক্ বাক্য। ২

এই অংশের অর্থ প্রচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট আছে মনে করিয়া শ্রুতি নিজেই তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়া দিতেছেন—আমার যাহা কিছু অনুক্ত, অধীত বা অনধীত অবশিষ্ট আছে, [তুমি] সে সমুদয়েরই ব্রহ্ম, এই ব্রহ্ম-পদে একতা অর্থাৎ একত্ব বা অভিন্নত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে; অভিপ্রায় এই যে, এতকাল বেদ সম্বন্ধে আমার যে, অধ্যয়ন-কার্য্য কর্ত্তব্য ছিল, ইতঃপর তুমিই সেই ব্রহ্ম,—তোমার কর্ত্তৃত্বে তাহা সম্পন্ন হউক; সেইরূপ, যে সমস্ত যজ্ঞ আমার অনুষ্ঠেয় ছিল, তন্মধ্যে যে সমস্ত যজ্ঞ আমি অনুষ্ঠান করিয়াছি বা করি নাই; সে সমুদয়েরও তুমি যজ্ঞ; এখানেও একত্ব বিবক্ষিত; অভিপ্রায় এই যে, ইতঃপূর্ব্বে যে সমস্ত যজ্ঞে আমার কর্ত্তৃত্ব ছিল, ইহার পর তুমি সেই যজ্ঞ, অর্থাৎ সে সমুদয় যজ্ঞে তোমার কর্ত্তৃত্বে সম্পন্ন হউক; আর যে সমস্ত লোক বা ভোগভূমি আমার জয় করা (আয়ত্ত করা) উচিত ছিল, তন্মধ্যে জিত ও অজিত উভয় প্রকারই আছে, তুমি সে সমুদয় লোক; এখানেও লোকপদে একত্ব বিবক্ষিত, ইতঃপর তুমি সেই লোক, অর্থাৎ তোমাকে সেই সমুদয় লোক জয় করিতে হইবে। বুঝিবে যে, ইহার পরে আমার কর্ত্তব্য অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও লোকজয় করার ভার তোমাতে সমর্পিত হইল; আমি কিন্তু অবশ্যকর্ত্তব্যতারূপ যজ্ঞ-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলাম। পুত্র পূর্ব্বেই ঐরূপ শিক্ষা পাইয়াছিল; কাজেই সে পিতার কথাগুলি যথাযথরূপে অঙ্গীকার করিয়া লইল।

ন গৃহ্নন্তি ন পশ্যন্তি গতায়ুষঃ।" আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি দীপনির্ব্বাণ করিলে যে, গন্ধ হয়, তাহা পায় না, সুহৃদের হিতকথা গ্রহণ করে না, এবং অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শন করে না। তাহার পর, 'প্রকৃতে-বিকৃতিশ্চ যা,' অর্থাৎ অকস্মাৎ স্বভাবের পরিবর্ত্তন,—চিরকৃপণ ব্যক্তি হঠাৎ দাতা হওয়া, দাতা ব্যক্তি কৃপণ হওয়া ইত্যাদি। হঠাৎ আকাশে মনোহর নগর দর্শন, অথবা স্বপ্নেতে ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন ইত্যাদি ও অরিষ্ট মধ্যে গণ্য।

শ্রুতি এ বিষয়ে উক্ত পিতার এইরূপ অভিপ্রায় মনে করিয়া বলিতেছেন—'এতাবৎ' এই পরিমাণই এ সমস্ত অর্থাৎ গৃহীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম,—বেদ অধ্যয়ন করিতে হইবে, যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে, এবং লোক-সমূহ জয় করিতে হইবে। এই পুত্র আমার কর্ত্তব্য সমস্ত ভার আমা হইতে পৃথক্ করিয়া অর্থাৎ আমার কর্ত্তব্যভার নিজে গ্রহণ করিয়া এই জগৎ হইতে প্রস্থিত আমাকে পালন করিবে; বেদেতে কালব্যবহারের বাঁধাবাঁধি নিয়ম না থাকায় ভবিষ্যদর্থে অতীতকালবোধক লঙ্ বিভক্তির প্রয়োগ (অভুনজৎ) হইয়াছে। যেহেতু, এবংবিধ সৎপুত্র (পিতার কর্ত্তব্য-ভারগ্রহণকারী পুত্র) ইহলোকয়ে কর্ত্তব্যতা-বন্ধন হইতে পিতাকে বিমোচিত করিবেন; সেই জন্যই ব্রাহ্মণগণ অনুশিষ্ট (উক্তপ্রকার শিক্ষাপ্রাপ্ত) পুত্রকে পিতার লোক্য—স্বর্গাদি-লোক্ জয়ের উপযোগী বলিয়া থাকেন; এই উদ্দেশ্যেই—এই পুত্র আমার লোকলাভের অনুকূল হইবে, মনে করিয়া জনকগণ পুত্রকে যথোক্তপ্রকার উপদেশ দিয়া থাকেন। ৪

এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন সেই পিতা যে সময় আপনার কর্ত্তব্যভার পুত্রের উপর সমর্পণ করিয়া এই পৃথিবী হইতে প্রয়াণ করেন,—মৃত্যুগ্রস্ত হন, তখন তিনি এই প্রস্তাবিত বাক্, মনঃ ও প্রাণ দ্বারাই পুত্রেতে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ পুত্রেতে ব্যাপ্ত হন। অভিপ্রায় এই যে, ঘট ভগ্ন হইলে যেমন তন্মধ্যস্থিত প্রদীপের প্রভা নষ্ট হওয়ায় চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়, তেমনি সেই পিতার বাক্, মনঃ, প্রাণও তখন অধ্যাত্ম পরিচ্ছেদ অর্থাৎ দৈহিক সীমায় আবদ্ধ থাকিবার কোন কারণ না থাকায় স্বীয় প্রকৃত রূপ আধিদৈবিক পৃথিবী ও অগ্নি প্রভৃতিরূপে সর্ব্ববস্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন; পিতাও বাক্, মনঃ ও প্রাণকে আত্মভাবে ভাবনা করায় উক্ত বাক্, মনঃ ও প্রাণের সহিত প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন; কারণ, পিতা তখন এইরূপ ভাবনাসম্পন্ন হন যে, আমি হইতেছি অধ্যাত্ম ও অধিদৈবাদি বিবিধভাবে বিস্তৃতিপ্রাপ্ত অনন্ত বা অপরিচ্ছিন্ন বাক্, মনঃ ও প্রাণস্বরূপ; সেই কারণে পিতা তখন প্রাণের অনুবৃত্তি বা অনুসরণ করিয়া থাকেন; অতএব 'এভিরেব প্রাণৈঃ সহ' ইত্যাদি বাক্যে যাহা বলা হইয়াছে। তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। বিশেষতঃ পিতা তখন সকলেরই আত্মস্বরূপ হন; সুতরাং পুত্রের সঙ্গেও অভিন্ন হইয়া পড়েন, অতএব এখানে যে, 'এভিরেব প্রাণৈঃ সহ পুত্রমাবিশতি-বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, যে পিতার পুত্র এইরূপ অনুশিষ্ট বা সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তিনি পুত্ররূপে ইহলোকেই

বর্ত্তমান থাকেন, তাহাকে কখনও মৃত বলিয়া মনে করা উচিত নহে। দেখ, অন্য শ্রুতিতেও সেইরূপ কথাই আছে—'তাহার (মৃত পিতার) এই পুত্ররূপী অপর আত্মা পুণ্যকর্ম্ম-সম্পাদনের জন্য প্রতিনিধিরূপে রক্ষিত হয়' ইতি। ৫

ইহার পর এখন পুত্র-শব্দের নির্ব্বচন—যোগার্থ বলিতেছেন—এই পিতা কর্ত্তৃক যদি কখনও কোনপ্রকারে কোন কর্ত্তব্যকর্ম্ম অসম্পাদিত থাকে, তাহা হইলে সেই পুত্র নিজে অনুষ্ঠান দ্বারা তাহা পূরণ করিয়া সেই পিতার অসম্পাদিত স্বর্গাদি-লোকপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ সেই কর্ত্তব্যতা-বন্ধন হইতে পিতাকে বিমুক্ত করে; সেই হেতু—যেহেতু পুত্র কর্ত্তব্যপরিপূরণ দ্বারা পিতাকে পরিত্রাণ করে, সেই হেতু পুত্র নামে প্রসিদ্ধ; ইহাই পুত্রের পুত্রত্ব অর্থাৎ পুত্রসংজ্ঞার কারণ—যে, সে পিতার ছিদ্র অর্থাৎ অপূর্ণতা পূরণ দ্বারা পরিত্রাণ করে। সেই পিতা মৃত হইয়াও এবংবিধ পুত্র দ্বারা ইহ-লোকেই প্রতিষ্ঠিত (বর্ত্তমান) থাকেন; এই প্রকারে উক্ত পিতা ঈদৃশ পুত্র দ্বারা এই মনুষ্য লোক জয় করেন; কিন্তু বিদ্যা ও কর্ম্ম দ্বারা এই প্রকারে দেবলোক ও পিতৃ-লোক জয় করিতে পারেন না; পুত্র যেরূপ নিজের অস্তিত্ব লাভের অতিরিক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা লোক জয় সাধন করে, বিদ্যা ও কর্ম্ম কিন্তু সেরূপ কিছু করে না, তাহারা কেবল আত্মলাভ করিয়াই লোকজয় সাধন করিয়া থাকে। এই রূপে পুত্রেতে কর্ত্তব্য কর্ম্মের ভারার্পণকারী পিতাতে দৈব অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ-সম্বন্ধীয় এই অমর প্রাণ সমূহ প্রবেশ করিয়া থাকে ॥১৭॥১৭॥

পৃথিব্যৈ চৈনমগ্নেশ্চ দৈবী বাগাবিশতি, সা বৈ দৈবী বাগ্ যয়া যদযদেব বদতি তত্তদ্ভবতি ॥ ১২ ॥ ১৮ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। কথমাবিশতীতি প্রতিপাদয়িতুমাহ—"পৃথিব্যৈ" ইত্যাদি। পৃথিব্যৈ (পৃথিব্যাঃ) চ অগ্নেঃ চ (পৃথিব্যগ্ন্যোঃ) দৈবী (অধি-দেবতারূপা) বাক্ [আধ্যাত্মিকপরিচ্ছদং ত্যক্ত্বা] এনম্ (কৃতসম্প্রত্তিকং) আবিশন্তি। সা বৈ বাক্ দৈবী (শুদ্ধা—অনৃতাদিদোষরহিতা); যয়া (দৈব্যা বাচা) যৎ যৎ এব বদতি, তৎতৎ ভবতি (সাফল্যং লভতে,—অমোঘা চাস্য বাগ্ ভবতীত্যর্থঃ) ॥১২॥১৮॥

মূলানুবাদ। কি প্রকারে প্রবেশ করে, তাহা বলিতেছেন—পৃথিবী ও অগ্নির অধিদেবতা বাক্ যথোক্ত সম্প্রত্তিকারী পুরুষে প্রবেশ

করে ; তাহাই দৈবী বাক্, যাহা দ্বারা যাহা যাহা বলা হয়, তাহা তাহাই সম্পন্ন হয় ; অর্থাৎ তাহার অমোঘ বাক্‌শক্তি লাভ হয় ॥ ৭২ ॥ ১৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। কথমিতি বক্ষ্যতি—পৃথিব্যৈ চৈনমিত্যাদি। এবং পুত্রকর্ম্মাপরবিদ্যানাং মনুষ্যলোকপিতৃলোকদেবলোকসাধ্যার্থতা প্রদর্শিতাঃ শ্রুত্যা স্বয়মেব। অত্র কেচিৎ বাবদূকাঃ শ্রুত্যুক্তবিশেষার্থানভিজ্ঞাঃ সন্তঃ পুত্রাদিসাধনানাং মোক্ষার্থতাং বদন্তি ; তেষাং মুখাপিধানং শ্রুত্যেদং কৃতম্ — "জায়া মে স্যাৎ" ইত্যাদি পাঙ্‌ক্তং কাম্যং কর্ম্মেত্যুপক্রমেণ, পুত্রাদীনাং চ সাধ্যবিশেষবিনিয়োগোপসংহারেণ চ ; তস্মাদ্ ঋণশ্রুতিঃ অবিদ্বদ্বিষয়া, ন পরমাত্মবিদ্বিষয়েতি সিদ্ধম্ ; বক্ষ্যতি চ—"কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোকঃ" ইতি। ১

কেচিত্তু পিতৃলোক-দেবলোকজয়োঽপি পিতৃলোক-দেবলোকাভ্যাং ব্যাবৃত্তিরেব ; তস্মাৎ পুত্র-কর্ম্মাপরবিদ্যাভিঃ সমুচ্চিত্যানুষ্ঠিতাভিঃ ত্রিভ্য এতেভ্যো লোকেভ্যো ব্যাবৃত্তঃ পরমাত্মবিজ্ঞানেন মোক্ষমধিগচ্ছতীতি পরম্পরয়া মোক্ষার্থান্যেব পুত্রাদিসাধনানীচ্ছন্তি। তেষামপি মুখাপিধানায় ইয়মেব শ্রুতিরুত্তরা কৃতসম্প্রত্তিকস্য পুত্রিণঃ কর্ম্মিণঃ ত্র্যন্নাত্মবিদ্যাবিদঃ ফলপ্রদর্শনায় প্রবৃত্তা। ২

ন চেদমেব ফলং মোক্ষফলমিতি শক্যং বক্তুম্, ত্র্যন্নসম্বন্ধাৎ মেধাতপঃকার্য্যত্বাচ্চান্নানাং পুনঃ পুনর্জ্জনয়ত ইতি দর্শনাৎ, "যদ্ধৈতন্ন কুর্য্যাৎ ক্ষীয়েত হ" ইতি চ ক্ষয়শ্রবণাৎ, শরীরং জ্যোতীরূপমিতি চ কার্য্য-করণত্বোপপত্তেঃ, "ত্রয়ং বা ইদম্" ইতি চ নামরূপকর্ম্মাত্মত্বেনোপসংহারাৎ। ন চেদমেব সাধনত্রয়ং সংহতং সৎ কস্যচিন্মোক্ষং কস্যচিৎ ত্র্যন্নাত্মফলমিত্যস্মাদেব বাক্যাদবগন্তুং শক্যম্, পুত্রাদিসাধনানাং ত্র্যন্নাত্মফলদর্শনেনৈবোপক্ষীণত্বাদ্বাক্যস্য। ৩

পৃথিব্যৈ পৃথিব্যাশ্চ এনমগ্নেশ্চ দৈবী অধিদৈবাত্মিকা বাক্ এনং কৃতসম্প্রত্তিকম্ আবিশতি ; সর্ব্বেষাং হি বাচ উপাদানভূতা দৈবী বাক্ পৃথিব্যগ্নিলক্ষণা ; সা হ্যাধ্যাত্মিকাসঙ্গাদিদোষৈর্নিরুদ্ধা ; বিদুষস্তদ্দোষাপগমে আবরণভঙ্গ ইবোদকং প্রদীপপ্রকাশবচ্চ ব্যাপ্নোতি। তদেতদুচ্যতে—পৃথিব্যা অগ্নেশ্চৈনং দৈবী বাগাবিশতীতি। সা চ দৈবী বাক্ অনৃতাদিদোষরহিতা শুদ্ধা, যয়া বাচা দৈব্যা যৎ-যদেব আত্মনে পরস্মৈ বা বদতি, তৎ তদ্ভবতি— অমোঘাঽপ্রতিবদ্ধাস্য বাগ্‌ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥ ১৮ ॥

টীকা। আবেশপ্রকারবুভুৎসায়ামুত্তরবাক্যপ্রবৃত্তিং প্রতিজানীতে—কথমিত্যাদিনা। পৃথিব্যৈ চেত্যাদিবাক্যস্ত ব্যাবর্ত্ত্যং পক্ষং বৃত্তানুবাদপূর্ব্বকমুত্থাপয়তি—এবমিতি। অত্রেতি বৈদিকান্নির্দ্ধারয়িতুং সপ্তমী। বহুবদনশীলত্বে হেতুঃ শ্রুত্যুক্তেতি। মোক্ষার্থতামৃণাপাকরণশ্রুতিস্মৃতিভ্যাং বদন্তীতি শেষঃ। মীমাংসকপক্ষং প্রকৃতশ্রুতিবিরোধেন দূষয়তি—তেষামিতি। কথমিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতেরাদিমধ্যাবসানালোচনয়া পুত্রাদেঃ সংসারফলত্বাবগমান্ন মুক্তিফলত্বেত্যাহ—জায়েত্যাদিনা। পুত্রাদীনাং চেতি চকারাদেতাবান্ বৈ কাম ইতি মধ্যসংগ্রহঃ। যদ্বৃক্তমৃণাপাকরণশ্রুতিস্মৃতিভ্যাং পুত্রাদের্মুক্তিফলত্বেতি, তত্রাহ—তস্মাদিতি। পুত্রাদেঃ শ্রুতং সংসারফলত্বং পরামৃষ্টং তচ্ছব্দঃ। শ্রুতিশব্দঃ স্মৃতেরুপলক্ষণার্থঃ। শ্রুতিস্মৃত্যোরবিরক্তবিষয়ত্বে বাক্যশেষমনুকূলয়তি—বক্ষ্যতি চেতি। ১

মীমাংসকপক্ষং নিরাকৃত্য ভর্তৃপ্রপঞ্চপক্ষমুত্থাপয়তি—কেচিত্ত্বিতি। মনুষ্যলোকজয়ন্ততো ব্যাবৃত্তির্যথেত্যপেরর্থঃ। পুত্রাদিসাধনাধীনতয়া লোকত্রয়ব্যাবৃত্তাবপি কথং মোক্ষঃ সম্পদ্যতে, ন হি পুত্রাদীন্যেব মুক্তিসাধনানি বিরক্তত্ববিরোধাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি। পৃথিব্যৈ চেত্যাদ্যোক্তয়া শ্রুতিরেব মীমাংসকমতবদ্ভর্তৃপ্রপঞ্চমতমপি নিরাকরোতীতি দূষয়তি - তেষামিতি। কথং সা তন্মতং নিরাকরোতীত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিং বিশিনষ্টি—শ্রুতেতি। ২

ত্র্যন্নাত্মোপাসিতুস্তদাপ্তিবচনবিরুদ্ধং পরমতমিত্যযুক্তং, তদাপ্তেরেব মুক্তিত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। তথাপি কথং যথোক্তং ফলং মোক্ষো ন ভবতি, তত্রাহ—মেঘেতি। ত্র্যন্নাত্মনো জ্ঞানকর্ম্মজত্বে হেতুমাহ—পুনঃ পুনরিতি। সূত্রাপ্তেরমুক্তিত্বে হেত্বন্তরমাহ—যদ্ধেতি। কার্য্যকরণবত্ত্বশ্রুতেরপি সূত্রভাবো ন মুক্তিরিত্যাহ—শরীরমিতি। অবিদ্যাতদুত্থদ্বৈতস্ত ত্র্যাত্মকত্বেনোপসংহারাত্তদাত্মসূত্রভাবো বন্ধান্তর্ভূতো ন মুক্তিরিতি যুক্ত্যন্তরমাহ—ত্রয়মিতি। নম্ববিরক্তস্তাজ্ঞস্য সূত্রাপ্তিফলমপি কর্ম্মাদিবিরক্তস্য বিদুষো মুক্তিফলমিতি ব্যবস্থিতিনে'ত্যাহ—ন চেদমিতি। ন হি পৃথিব্যৈ চেত্যাদিবাক্যস্যৈকস্য সকৃৎ শ্রুতস্যানেকার্থত্বম্। ভিদ্যতে হি তথা বাক্যমিতি ন্যায়াদিত্যর্থঃ। ৩

পৃথিব্যৈ চেত্যাদিবাক্যাবষ্টম্ভেন পক্ষদ্বয়ং প্রতিক্ষিপ্য তদক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—পৃথিব্যা ইতি। এনমিত্যুক্তমনূদ্য ব্যাকরোতি—এনমিতি। কথং পুনঃ সূত্রাত্মভূতা বাগুপাসকমাবিশতি, তত্রাহ—অর্ব্বৈষাং হীতি। তর্হি তয়োরভেদাদবিদুষোঽপি ব্যাপ্তৈব বাগিতি বিদুষি বিশেষো নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—সা হীতি। দৈব্যাং বাচি দোষবিগমমুত্তরবাক্যেন সাধয়তি—সা চেতি। বিবক্ষাচঃ স্বরূপং সংক্ষিপতি অমোঘেতি। ১২। ১৮।

ভাষ্যানুবাদ।—কি প্রকারে, তাহা বলিতেছেন—"পৃথিব্যৈ চৈনম্" ইত্যাদি। এই প্রকারে পুত্র দ্বারা মনুষ্যলোক, কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক ও বিদ্যা দ্বারা দেবলোক জয় করাই পুত্র, কর্ম্ম ও অপরা বিদ্যার (ব্রহ্মবিদ্যা ভিন্ন বিদ্যার) প্রধান ফল, ইহা স্বয়ং শ্রুতিই প্রদর্শন করিয়াছেন। এ বিষয়ে

কোন কোন বাবদূক (বাচাল) শ্রুতিবাক্যের বিশেষার্থ বুঝিতে না পারিয়া পুত্র, কর্ম্ম ও অপরা বিদ্যারও মোক্ষসাধনতা কল্পনা করিয়া থাকেন। শ্রুতি নিজেই উপক্রমে "জায়া মে স্যাৎ" ইত্যাদি কাম্য পাঙ্‌ক্ত কর্ম্মের উল্লেখ দ্বারা এবং উপসংহারেও পুত্রাদিকে ফলবিশেষসাধনোদ্দেশ্যে বিনিযুক্ত করিয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; অতএব পূর্ব্বোক্ত ঋণবোধক শ্রুতি ব্রহ্ম-বিদ্যারহিত অজ্ঞ লোকের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু পরমাত্মবিৎ জ্ঞানী লোকের সম্বন্ধে নহে, ইহা সিদ্ধ হইল; এবং পরেও বলিবেন—'আমরা সন্তান দ্বারা কি করব, যাহা দ্বারা আমাদের এই পরমাত্মলাভ সম্পন্ন হইবে না' ইতি। ১

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পিতৃলোক ও দেবলোক জয় করা শব্দের অর্থও পিতৃলোক ও দেবলোক হইতে ব্যাবৃত্তি (বিরক্তি) ভিন্ন আর কিছু নহে; অতএব একসঙ্গে পুত্র, কর্ম্ম ও অপরা বিদ্যার অনুষ্ঠান করিলে এই ত্রিবিধ-লোক হইতে লোকের নিবৃত্তি বা বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তখন বৈরাগ্যসম্পন্ন পুরুষ ক্রমে পরমাত্ম-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া, তদ্দ্বারা মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন; অতএব পরম্পরাসম্বন্ধে পুত্রাদি সাধনত্রয়ও মোক্ষলাভেরই উপায়-স্বরূপ ইতি। অন্নত্রয়ে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সম্পত্তিকারী পুত্রবান্ কর্ম্মীর ফলপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত স্বয়ং এই শ্রুতিই তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার উত্তরস্বরূপ। অভিপ্রায় এই যে, পুত্র ও কর্ম্মাদি সাধনগুলি যদি সত্যসত্যই মোক্ষ সাধন হইত, তাহা হইলে কখনই মোক্ষসাধন পুত্রকে লৌকিকসাধনে বিনিযুক্ত করা হইত না। ২

আর যথোক্ত ফলই যে, মোক্ষফল, একথাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, এই ফল অন্নত্রয়ের সহিত সম্বদ্ধ, অন্নত্রয়ও আবার মেধা ও তপস্যার কার্য্য বা ফল; শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ উৎপাদনের কথা আছে, এবং 'যদি উৎপাদেন না করিতেন, তাহা হইলে সে সমস্ত নিশ্চয়ই ক্ষয় হইত', এই শ্রুতিতে ক্ষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 'শরীর জ্যোতিঃস্বরূপ' এখানে আবার কার্য্য ও সাধনত্বের নির্দ্দেশ রহিয়াছে, অধিকন্তু উপসংহারে "ত্রয়ং বা ইদং" শ্রুতিতে উক্ত ফলকে নাম, রূপ ও কর্ম্মাত্মক বলিয়া বাক্য সমাপ্তি করা হইয়াছে। আর একই বাক্য হইতে যে, দুই রকম কল্পনা করিবে—উক্ত সাধনত্রয় একত্র অনুষ্ঠিত হইয়া কাহারো পক্ষে মোক্ষ ফল, আবার কাহারো পক্ষে অন্নত্রয়ফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে; একই বাক্য হইতে ঐরূপ দুই রকম অর্থ কল্পনা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না; কেন না, পুত্রাদি সাধনত্রয়ের অন্নত্রয়াত্মক ফল প্রদর্শনই

সম্পূর্ণ বাক্যটি পরিসমাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং একই বাক্যে ঐ প্রকার দুই রকম ফল কল্পনা করা ত কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। ৩

পৃথিবী ও অগ্নির দৈবী অধিদেবতাস্বরূপ বাক্—ইহাতে যিনি যথোক্ত সংপ্রত্তি সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে প্রবেশ করে; পৃথিবী ও অগ্নি-রূপা বাক্ হইতেছে সর্ব্বপ্রাণীর বাক্যের উপাদান বা উৎপত্তির কারণস্বরূপ; কিন্তু দেহাসক্তিদোষে সেই বাক্ নিরুদ্ধভাবে (পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে); জ্ঞানীর সেই আসক্তি-দোষ দূরীভূত হইয়া যায়; সুতরাং পরিচ্ছেদ-জনক আবরণও ভাঙ্গিয়া যায়, তখন আবরণভঙ্গে জলের ন্যায় ও প্রদীপ-প্রকাশের ন্যায় বাক্ও বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে; "পৃথিব্যৈ অগ্নেশ্চ" ইত্যাদি বাক্যে সেই অভিপ্রায়ই প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই দৈবী বাক্ই অসত্যতাদি-দোষশূন্য বিশুদ্ধ; যে ব্যক্তি নিজের জন্যই হউক বা পরের জন্যই হউক, এই দৈবী বাক্য দ্বারা যাহা যাহা বলে, তাহা তাহাই হয়, অর্থাৎ ইহার বাক্য অমোঘ—অব্যাহত হয়॥ ১২॥১৮॥

দিবশ্চৈনমাদিত্যাচ্চ দৈবং মন আবিশতি, তদ্বৈ দৈবং মনো যেনানন্দ্যেব ভবত্যথো ন শোচতি ॥ ১৩ ॥ ১৯

সরলার্থঃ। তথা দিবঃ (দ্যুলোকাৎ) চ আদিত্যাৎ (সূর্য্যাৎ) চ (অপি) দৈবং (স্বভাবনির্ম্মলং) মনঃ এনং (কৃতসম্প্রত্তিকং জনং) আবিশতি; তৎ বৈ (এব) দৈবং মনঃ, [কিং তৎ?] যেন (মনসা) [জনঃ] আনন্দী (আনন্দবান্) এব ভবতি, অথো (পুনঃ) ন শোচতি (ন দুঃখমনুভবতি, তৎ)॥ ১৩॥ ১৯॥

মূলানুবাদ। সেইরূপ দ্যুলোক এবং আদিত্য হইতেও দৈব মন আসিয়া ইহাতে প্রবিষ্ট হয়; তাহাই দৈব মন, যে মন দ্বারা এই ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দী—কেবলই সুখী হয়, কিন্তু কখনও শোক পায় না; [কারণ, তখন কোন প্রকার দুঃখ-কারণের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না॥ ১৩॥ ১৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। তথা দিবশ্চৈনম্ আদিত্যাৎ চ দৈবং মন আবিশতি,—তচ্চ দৈবং মনঃ, স্বভাবনির্ম্মলত্বাৎ; যেন মনসা অসাবানন্দ্যেব

ভবতি সুখ্যেব ভবতি; অথো অপি ন শোচতি, শোকাদিনিমিত্তা-সংযোগাৎ॥ ৭৩॥ ১৮॥

টীকা। বাচি দর্শিতন্যায়ং মনস্যতিদিশতি—তথেতি। যৎ মনঃ স্বভাবনির্ম্মলত্বেন দৈবমিত্যুক্তং, তদেব বিশিনষ্টি—যেনেতি। অসাবিতি বিদ্বদুক্তিঃ। যেন মনসা বিদ্বান্ শোচত্যপি তত্তৎস্বভাবাৎ, তদ্দৈবমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। ৭০। ১৯।

ভাষ্যানুবাদ। সেই প্রকার দ্যুলোক ও আদিত্য হইতে দৈব মন তাহাতে প্রবেশ করে, স্বভাব-শুদ্ধ বলিয়া তাহাই দৈব মন, যে মন দ্বারা এই ব্যক্তি কেবল আনন্দী—সুখীই হয়; কখনও শোক করে না; কারণ, তখন তাহার কোন প্রকার শোক-কারণের সহিত সম্বন্ধ থাকে না॥৭৩॥১৯॥

অদ্ভ্যশ্চৈনং চন্দ্রমসশ্চ দৈবঃ প্রাণ আবিশতি, স বৈ দৈবঃ প্রাণো যঃ সঞ্চরংশ্চাসঞ্চরংশ্চ ন ব্যথতেঽথো ন রিষ্যতি, স এবংবিৎ সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মা ভবতি, যথৈষা দেবতৈবং সঃ, যথৈতাং দেবতাং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্ত্যেবং হৈবংবিদং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্তি। যদু কিঞ্চেমাঃ প্রজাঃ শোচন্ত্যমৈবাসাং তদ্ভবতি পুণ্যমেবামুং গচ্ছতি, ন হ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি॥ ৭৪॥ ২০॥

অন্বয়ার্থঃ। তথা অদ্ভ্যঃ চ চন্দ্রমসঃ চ দৈবঃ প্রাণঃ এনং (কৃতসম্প্রত্তিকং জনং) আবিশতি; সঃ বৈ (এব) দৈবঃ (বিশুদ্ধঃ) প্রাণঃ, যঃ (প্রাণঃ) সঞ্চরন্ (ব্যাপারং কুর্ব্বন্) চ অসঞ্চরন্ (ব্যাপাররহিতঃ—সর্ব্বাসু অবস্থাসু) চ ন ব্যথতে (কাতর্য্যম্ অনুভবতি); ন রিষ্যতি (ন বিনশ্যতি) অথো (অপি)। সঃ এবংবিদ্ (ব্রহ্মাত্মদর্শী জনঃ) সর্ব্বেষাং ভূতানাং আত্মা (সর্ব্বাত্মা) ভবতি; যথা এষা (পূর্ব্বোক্তা) দেবতা (হিরণ্যগর্ভঃ), এবং সঃ (ব্রহ্মাত্মদর্শী); সর্ব্বাণি ভূতানি যথা এতাং দেবতাং (হিরণ্যগর্ভং), অবন্তি (যজ্ঞাদিভিঃ পালয়ন্তি পূজয়ন্তি), এবং (তথা) হ (এব) সর্ব্বাণি এবংবিদং (ব্রহ্মাত্মদর্শিনং) অবন্তি (পূজয়ন্তি)। ইমাঃ প্রজাঃ (জনাঃ) যৎ উ কিং চ (যৎকিঞ্চিৎ) শোচন্তি, আসাং (প্রজানাং) তৎ শোচনং) অমা (সহ) [প্রজাভিঃ] এব ভবতি; অমুং (ব্রহ্মাত্মবিদং) তু পুণ্যং

(শুভং) এব গচ্ছতি; ন হ (নৈব) দেবান্ পাপং গচ্ছতি (দেবা ন পাপিনঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ) ॥৭৪॥২০॥

মূলানুবাদ। জল এবং চন্দ্র হইতেও দৈব প্রাণ আসিয়া অন্নত্রয়বিদ্ ব্যক্তিতে প্রবেশ লাভ করে, তাহাই দৈব প্রাণ, যাহা সঞ্চরণ করুক বা না-ই করুক, কোন অবস্থায়ই ব্যথিত হয় না, এবং বিনষ্টও হয় না; যথোক্ত ত্রিবিধ অন্নতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ হন—এই দেবতা—হিরণ্যগর্ভ যেরূপ (সর্ব্বভূতের আত্মা), তিনিও তেমনি; এবং সমস্ত ভূতগণ যেমন এই দেবতার (হিরণ্যগর্ভের) রক্ষা করেন—যজ্ঞাদি দ্বারা পূজা করেন, তেমনি এই অন্নত্রয়বিদ্ ব্যক্তিকেও সর্ব্বভূতে রক্ষা করিয়া থাকে। এই প্রাণিগণ যাহা কিছু শোক করিয়া থাকে, সেই শোক সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণ হইয়া থাকে, কিন্তু অন্নত্রয়াত্মবিদ্ ব্যক্তিতে কেবল পুণ্যই গমন করে; কেননা, পাপ কখনই দেবগণকে আশ্রয় করিতে পারে না ॥৭৪॥২০॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। তথা অদ্ভ্যশ্চৈনং চন্দ্রমসশ্চ দৈবঃ প্রাণ আবিশতি; স বৈ দৈবঃ প্রাণঃ কিংলক্ষণ ইত্যুচ্যতে—যঃ সঞ্চরন্ প্রাণিভেদেষু, অসঞ্চরন্ সমষ্টিব্যষ্টিরূপেণ, অথবা সঞ্চরন্ জঙ্গমেষু অসঞ্চরন্ স্থাবরেষু, ন ব্যথতে ন দুঃখনিমিত্তেন ভয়েন যুজ্যতে; অথো অপি ন রিষ্যতি ন বিনশ্যতি ন হিংসামাপদ্যতে। সঃ—যো যথোক্তমেবং বেত্তি ত্র্যন্নাত্মদর্শনম্, সঃ—সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মা ভবতি, সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রাণো ভবতি, সর্ব্বেষাং ভূতানাং মনো ভবতি, সর্ব্বেষাং ভূতানাং বাগ্ভবতি—ইত্যেবং সর্ব্বভূতাত্মতয়া সর্ব্বজ্ঞো ভবতীত্যর্থঃ, সর্ব্বকৃচ্চ। যথৈষা পূর্ব্বসিদ্ধা হিরণ্যগর্ভদেবতা, এবমেব নাস্য সর্ব্বজ্ঞত্বে সর্ব্বকৃত্ত্বে বা কচিৎ প্রতিঘাতঃ; স ইতি দার্ষ্টান্তিকনির্দ্দেশঃ। কিঞ্চ, যথৈতাং হিরণ্যগর্ভদেবতাম্ ইজ্যাদিভিঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্তি পালয়ন্তি পূজয়ন্তি, এবং হ এবংবিদং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্তি—ইজ্যাদিলক্ষণাং পূজাং সততং প্রযুঞ্জত ইত্যর্থঃ। ১

অথেদমাশঙ্ক্যতে—সর্ব্বপ্রাণিনামাত্মা ভবতীত্যুক্তম্; তস্য চ সর্ব্বপ্রাণিকার্য্যকরণাত্মত্বে সর্ব্বপ্রাণিসুখদুঃখৈঃ সম্বধ্যেত ইতি; তন্ন; অপরিচ্ছিন্নবুদ্ধিত্বাৎ—পরিচ্ছিন্নাত্মবুদ্ধীনাং হি আক্রোশাদৌ দুঃখসম্বন্ধো দৃষ্টঃ— অনেনাহমাক্রুষ্ট

ইতি; অস্য তু সর্ব্বাত্মনো য আক্রুশ্যতে, যশ্চাক্রোশতি—তয়োরাত্মত্ববুদ্ধি-বিশেষাভাবান্ন তন্নিমিত্তং দুঃখমুপপদ্যতে। মরণদুঃখবচ্চ নিমিত্তাভাবাৎ—যথা হি কস্মিংশ্চিন্মৃতে কস্যচিদ্দুঃখমুৎপদ্যতে—মমাসৌ পুত্রো ভ্রাতা চেতি—পুত্রাদিনিমিত্তম্; তন্নিমিত্তাভাবে তন্মরণদর্শিনোঽপি নৈব দুঃখমুপজায়তে, তথা ঈশ্বরস্যাপি অপরিচ্ছিন্নাত্মনো মম-তবতাদিদুঃখনিমিত্তমিথ্যাজ্ঞানাদিদোষাভাবান্নৈব দুঃখমুপজায়তে।' তদেতদুচ্যতে—। ২

যৎ উ কিঞ্চ যৎকিঞ্চ ইমাঃ প্রজাঃ শোচন্তি, অমৈব সহৈব প্রজাভিঃ তচ্ছোকাদিনিমিত্তং দুঃখং সংযুক্তং ভবতি, আসাং প্রজানাং পরিচ্ছিন্নবুদ্ধি-জনিতত্বাৎ; সর্ব্বাত্মনস্তু কেন সহ কিং সংযুক্তং ভবেৎ বিযুক্তং বা। অমুং তু প্রাজাপত্যে পদে বর্ত্তমানং পুণ্যমেব—শুভমেব ফলমভিপ্রেতং পুণ্য-মিতি—নিরতিশয়ং হি তেন পুণ্যং কৃতম্, তেন তৎফলমেব গচ্ছতি; ন হ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি, পাপফলস্যাবসরাভাবাৎ—পাপফলং দুঃখং ন গচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥ ২০ ॥

টীকা। মনস্যুক্তং ন্যায়ং প্রাণেঽতিদিশতি—তথেতি। তমেব দৈবং প্রাণং প্রশ্ন-পূর্ব্বকং প্রকটয়তি—স বা ইতি। স এবংবিদিত্যাদি ব্যাচষ্টে—স য ইতি। বিদি-রত্র লাভার্থঃ। ন কেবলং যথোক্তমেব বিদ্যাফলং, কিন্তু ফলান্তরমপ্যস্তীত্যাহ—একশ্চেতি।

সর্ব্বভূতাত্মত্বে তদ্দোষযোগাৎ প্রাজাপত্যং পদমনাদেয়মিত্যুত্তরবাক্যব্যাবর্ত্ত্যামাশঙ্কা-মাহ—অথেতি। সর্ব্বপ্রাণিসুখদুঃখৈরিত্যস্মাদূর্দ্ধং সংশব্দোঽধ্যাহর্ত্তব্যঃ। সর্ব্বাত্মকে বিদুষ্যেকৈকভূতনিষ্ঠদুঃখযোগো নাস্তীত্যুত্তরমাহ—তন্নেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি—পরি-চ্ছিন্নেতি। অপরিচ্ছিন্নধীত্বেঽপি সূত্রাত্মকে বিদুষি সর্ব্বভূতান্তর্ভাবাত্তদ্দুঃখাদিযোগঃ স্যাদেবেত্যাশঙ্ক্য জঠরকুহরবিপরিবর্ত্তিক্রিমিদোষৈরস্মাকমসংসর্গবৎ প্রকৃতেঽপি সম্ভবাৎ নৈব-মিত্যভিপ্রেত্যাহ—মরণেতি। নোপপদ্যতে বিদুষো দুঃখমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। দৃষ্টান্তং বিবৃণোতি—যথেতি। মৈত্রস্য স্বহস্তাদ্যভিমানবতস্তদ্দুঃখাদিযোগবদ্বিদুষঃ সূত্রাত্মনঃ স্বাংশভূতসর্ব্বভূতাভিমানিনস্তদ্দুঃখাদিসংসর্গঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য দার্ষ্টান্তিকমাহ তথেতি। মম-তবতাদীত্যাদিপদেন অহন্তাগ্রহণং, তদেব দুঃখনিমিত্তং মিথ্যাজ্ঞানম্। আদিশব্দেন রাগাদি-রুক্তঃ। উক্তেঽর্থে শ্রুতিমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—তদেতদিতি। শুভমেব গচ্ছতীতি সম্বন্ধঃ। ফলরূপেণ বর্ত্তমানস্য কথং কর্ম্মসম্বন্ধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ফলমিতি। উক্তমেব ব্যনক্তি—নিরতিশয়ং হীতি ॥ ৭১। ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্ববৎ জল হইতে এবং চন্দ্র হইতে দৈব প্রাণ আসিয়া ইহাতে (অন্নব্রহ্মাত্মবিদ্ ব্যক্তিতে) ব্যাপ্ত হয়। সেই দৈব প্রাণের লক্ষণ বা পরিচয় কি প্রকার, তাহা বলিতেছেন—যাহা বিভিন্নপ্রকার প্রাণি-

গণের মধ্যে সঞ্চরণ করে, এবং সমষ্টি-ব্যষ্টিভেদে সঞ্চরণ নাও করে, অথবা যাহা জঙ্গমে (গতিশীলে) সঞ্চরণ করে, আর স্থাবর—পাষাণাদির মধ্যে সঞ্চরণ করে না, কোন অবস্থায়ই ব্যথিত হয় না—দুঃখের কারণীভূত ভয়ে কাতর হয় না, এবং বিনষ্টও হয় না, অর্থাৎ কোন প্রকারে হিংসিত হয় না; তাহাই দৈব প্রাণ। সেই ব্যক্তি—যিনি যথোক্তপ্রকারে অন্নত্রয়াত্মবিজ্ঞান জানেন, সেই ব্যক্তি সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ হন, সর্ব্বভূতের প্রাণস্বরূপ হন, সর্ব্বভূতের মনঃস্বরূপ হন, এবং সর্ব্বভূতের বাক্‌স্বরূপ হন—এই প্রকারে সর্ব্বভূতাত্মক ভাবে সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বকর্ত্তাও হন। পূর্ব্বসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভের ন্যায় ইহারও সর্ব্বজ্ঞতায় এবং সর্ব্বকর্ত্তৃত্বে কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটে না। শ্রুতির দ্বিতীয় 'সঃ' পদটি দার্ষ্টান্তিক নির্দ্দেশ। অপিচ,সমস্ত ভূতগণ যাগযজ্ঞাদি দ্বারা যেমন এই হিরণ্যগর্ভ-নামক দেবতার পালন—পূজা করিয়া থাকে, তেমনি সমস্ত ভূতগণ যথোক্ত অন্নত্রয়াত্মবিদ্‌কেও রক্ষা করিয়া থাকে, অর্থাৎ তাহার উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা যজ্ঞাদিরূপ পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ১.

অতঃপর এইরূপ আশঙ্কা করা হইতেছে—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, তিনি সর্ব্বপ্রাণীর আত্মস্বরূপ হন, কিন্তু তিনি যদি সর্ব্বপ্রাণীর দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত অভিন্নভাবই প্রাপ্ত হন,তাহা হইলে সেই প্রাণিগণের সুখ-দুঃখের সহিত সম্বন্ধ লাভ করাও তাঁহার সম্ভব হয়? না—তাহা সম্ভব হয়না; কারণ? যেহেতু, তখন তাঁহার বুদ্ধি পরিচ্ছিন্নভাব পরিত্যাগ করিয়া অপরিচ্ছিন্নভাব প্রাপ্ত হয়; যাহারা আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে, তাহাদেরই আক্রোশাদি কারণে দুঃখ-সম্বন্ধ হইতে দেখা যায়, কিন্তু এই সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন অন্নত্রয়াত্মদর্শীর পক্ষে আক্রোশের কর্ত্তা ও আক্রোশের কর্ম্ম—উভয়েতেই তুল্য প্রকার আত্মবুদ্ধি থাকায় অর্থাৎ সর্ব্বত্র তুল্যরূপে আত্মবুদ্ধি সমুৎপন্ন হওয়ায় আক্রোশাদিজনিত দুঃখেরও সম্ভাবনা থাকে না; কারণ না থাকায় যে, দুঃখাভাব হয়, মরণদুঃখও তাহার অপর দৃষ্টান্ত,—যেমন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ব্যক্তিবিশেষের দুঃখ হইয়া থাকে,—'এই মৃত ব্যক্তি আমার পুত্র কিংবা ভ্রাতা' ইত্যাদি সম্বন্ধজ্ঞানই সেই দুঃখের নিদান। অপিচ, সেই সম্বন্ধরূপ কারণটি যাহার নাই, মৃত্যুদর্শনেও কিন্তু তাহার সেরূপ দুঃখ জন্মে না; তেমনি অপরিচ্ছিন্নাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন তাদৃশ ঈশ্বরের পক্ষেও দুঃখনিদান মমতাদি ভ্রান্তিজ্ঞানরূপ দোষ বিদ্যমান না থাকায় অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় নিশ্চয়ই দুঃখ সমুৎপন্ন হয় না। অতঃপর এখানে সেই এই কথাই বলা হইতেছে—২

এই প্রজাগণ (প্রাণিসমূহ) যে কিছু শোক করিয়া থাকে, তাহারা পরিচ্ছিন্নজ্ঞানসম্পন্ন; এই কারণে সেই প্রাণিগণের সহিতই সেই শোকাদি-জনিত দুঃখের সম্বন্ধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাণীর সহিত সম্বন্ধবোধই সেই শোকাদি দুঃখের কারণ, কিন্তু যিনি সর্ব্বাত্মক, তাঁহার নিকট কাহার সহিত কোন বস্তু সংযুক্ত বা বিযুক্ত হইবে? পরন্তু প্রাজাপত্য পদে (হিরণ্য-গর্ভের অধিকারে অবস্থিত) এ পুরুষে কেবল পুণ্যই আশ্রয় লাভ করে,—এখানে পুণ্য-শব্দে পুণ্যফল বুঝিতে হইবে, তিনি অত্যধিক পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছেন, সেই হেতু সেই পুণ্যফলই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে; দেবগণকে কখনও পাপ আশ্রয় করে না, অর্থাৎ তাহাতে পাপফল দুঃখ-সমুৎপত্তির উপযুক্ত অবসরই থাকে না; সুতরাং পাপফল দুঃখও তাঁহাদিগকে আশ্রয় করে না ॥ ১৪ ॥ ২০ ॥

আভাস ভাষ্যম্। "ত এতে সর্ব্ব এব সমাঃ সর্ব্বেঽনন্তাঃ" ইত্যবিশেষেণ বাঙ্মনঃপ্রাণানামুপাসনমুক্তম্, নান্যতমগতো বিশেষ উক্তঃ। কিমেবমেব প্রাতপত্তব্যম্, কিংবা বিচার্য্যমাণে কশ্চিদ্বিশেষঃ ব্রতমুপাসনং প্রতি প্রতিপত্তুং শক্যতে, ইত্যুচ্যতে—

আভাস-ভাষ্যানুবাদ। 'ইহারা সকলেই সমান, সকলেই অনন্ত' ইত্যাদি সাধারণভাবে বাক্, মনঃ ও প্রাণের উপাসনামাত্র উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে কাহারো সম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষ কথা বলা হয় নাই; এখন সন্দেহ হইতেছে যে, যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক সেই ভাবেই অর্থাৎ সাধারণভাবেই বুঝিতে হইবে, কিংবা বিচার করিয়া দেখিলে সে সম্বন্ধে ব্রত ও উপাসনারূপ কোনপ্রকার বিশেষ কিছু বুঝিতে পারা যায়; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—

অথাতো ব্রতমীমাংসা, প্রজাপতির্হ কর্ম্মাণি সসৃজে তানি সৃষ্টান্যন্যোন্যেনাস্পর্দ্ধন্ত—বদিষ্যাম্যেবাহমিতি বাগ্দধ্রে, দ্রক্ষ্যাম্যহমিতি চক্ষুঃ শ্রোষ্যাম্যহমিতি শ্রোত্রমেবমন্যানি কর্ম্মাণি যথাকর্ম্ম, তানি মৃত্যুঃ শ্রমো ভূত্বোপযেমে তান্যাপ্নোৎ তান্যাপ্ত্বা মৃত্যুরবারুন্ধ, তস্মাচ্ছ্রাম্যত্যেব বাক্ শ্রাম্যতি চক্ষুঃ

শ্রাম্যতি শ্রোত্রমথেমমেব নাপ্নোদ্‌যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণস্তানি জ্ঞাতুং দধ্রিরে।

অয়ং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠো যঃ সঞ্চরংশ্চাসঞ্চরংশ্চ ন ব্যথতে ন রিষ্যতি হন্তাস্যৈব সর্ব্বে রূপমসামেতি ত এতস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবংস্তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে প্রাণা ইতি ; তেন হ বাব তৎ কুলমাচক্ষতে যস্মিন্ কুলে ভবতি য এবং বেদ, য উ হৈবংবিদা স্পর্দ্ধতেঽনুশুষ্যত্যনুশুষ্য হৈবান্ততো ম্রিয়ত ইত্যধ্যাত্মম্ ॥৭৫॥২১॥

সরলার্থঃ। অথ (প্রজাসৃষ্টেরনন্তরং) ব্রতমীমাংসা (ব্রতস্য বক্ষ্যমাণোপাসন-কর্ম্মণঃ মীমাংসা—সিদ্ধান্তঃ) [উচ্যতে]—প্রজাপতিঃ কিল (ঐতিহ্যে) কর্ম্মাণি (ক্রিয়াসাধনানি ইন্দ্রিয়াণি) সসৃজে (সৃষ্টবান্); তানি সৃষ্টানি (উৎপাদিতানি সন্তি) অন্যোন্যেন (পরস্পরং) অস্পর্দ্ধন্ত (স্পর্দ্ধাং চক্রুঃ)। [স্পর্দ্ধাপ্রকারমাহ—] 'অহং বদিষ্যামি এব ('শব্দোচ্চারণং করিষ্যামি এব, ন ততো নিবৃত্তা ভবেয়ম্' ইতি (এতৎ ব্রতং) বাক্ বাগিন্দ্রিয়ং কর্তৃ) দধ্রে (ধৃতবতী); তথা অহং দ্রক্ষ্যামি এব (দর্শনব্যাপারং করিষ্যাম্যেব, ন ততো বিরতং ভবিষ্যামি) ইতি চক্ষুঃ দধ্রে (এবং ব্রতং ধৃতবৎ); তথা 'অহং শ্রোষ্যামি (শ্রবণব্যাপারং করিষ্যাম্যেব) ইতি (ব্রতং) শ্রোত্রং [দধ্রে], অন্যানি কর্ম্মাণি (ত্বক্প্রভৃতীনি ইন্দ্রিয়াণি) এবং (বাগাদিবং ব্রতং ধৃতবন্তি)। (মৃত্যুঃ (মারকঃ) শ্রমঃ (শ্রমরূপী) ভূত্বা তানি কর্ম্মাণি (ইন্দ্রিয়াণি) উপযেমে (উপগতঃ), তানি (ইন্দ্রিয়াণি) অপ্নোৎ (শ্রমরূপেণ ব্যাপ্তবান্), তানি চ আপ্ত্বা (প্রাপ্য) অবারুন্ধ (অবরোধং কৃতবান্—স্বস্বকর্ম্মভ্যো বিরতানি কৃতবান্); তস্মাৎ (মৃত্যুনা আক্রান্তত্বাৎ হেতোঃ) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) শ্রাম্যতি (স্বকর্ম্মণঃ বিরম্যতে) এব (নিশ্চয়ে), চক্ষুঃ [অপি] শ্রাম্যতি এব, শ্রোত্রং শ্রাম্যতি এব ; অথ ইমম্ এব ন আপ্নোৎ (স্বকর্ম্মণঃ নিবারয়িতুং শক্তো ন বভূব) [মৃত্যুরিতিশেষঃ]; [কোঽসৌ?] যঃ অয়ং মধ্যমঃ (মুখ্যঃ) প্রাণঃ (প্রাণনাদিপঞ্চবৃত্তিকঃ)। তানি মৃত্যুগ্রস্তানি বাগাদীনি ইন্দ্রিয়াণি) জ্ঞাতুং দধ্রিরে (তং জ্ঞাতুং মনোনিবেশং চক্রুঃ); অয়ং (মুখ্যঃ প্রাণঃ) বৈ (এব) নঃ (অস্মাকং মধ্যে) শ্রেষ্ঠঃ (প্রধানঃ), যঃ সঞ্চরন্ চ অসঞ্চরন্ চ (স্বব্যাপারং কুর্ব্বন্ অকুর্ব্বন্ অপি) ন ব্যথতে (ন দুঃখমনুভবতি), অথ (তথা) ন রিষ্যতি (ন বিনশ্যতি); হন্ত (আহ্লাদে)

সর্ব্বে (বয়ং) অস্য (প্রাণস্য) এব রূপং অসাম (আত্মত্বেন ভজামহে) ইতি; [ততঃ] তে সর্ব্বে (বাগাদয়ঃ) এতস্য (প্রাণস্য) এব রূপং অভবন্ (তমেব আত্মত্বেন প্রাপ্তাঃ); তস্মাৎ (বাগাদীনাং প্রাণাত্মভাবাৎ হেতোঃ) এতে (বাগাদয়ঃ) এতেন (প্রাণেন প্রাণ শব্দেন) প্রাণাঃ ইতি আখ্যায়ন্তে (কথ্যন্তে)। যঃ (জনঃ) এবং (যথোক্তপ্রকারং প্রাণ-তত্ত্বং বেদ (জানাতি), তেন (বিদুষা—তন্নাম্না) তৎ কুলং (বংশং) আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [লৌকিকাঃ],—[সঃ] যস্মিন্ কুলে ভবতি (উৎ-পদ্যতে); যঃ উ হ (পুনঃ) এবংবিদা (যথোক্তবিজ্ঞানবতা সহ) স্পর্দ্ধতে, [সঃ] অনুশুষ্যতি (প্রত্যহং শোষম্ আপদ্যতে), অনুশুষ্য হ (এব) অন্ততঃ (অন্তে) ম্রিয়তে (মৃতো ভবতি), ইতি আধ্যাত্মম্ (আত্মানং—দেহম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং ব্রতমিত্যর্থঃ) ॥ ৭৫ ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ। অতঃপর ব্রতমীমাংসা অর্থাৎ উপসনাত্মক কর্ম্ম-বিচার আরব্ধ হইতেছে,—পুরাকালে প্রজাপতি কর্ম্মসমূহ অর্থাৎ কর্ম্ম-নির্ব্বাহক ইন্দ্রিয়গণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন; সেই ইন্দ্রিয়গণ সৃষ্ট হইয়া [স্ব স্ব কর্ত্তব্য বিষয়ে] পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতেলাগিল,—বাগিন্দ্রিয় নিয়ম করিল যে, আমি সর্ব্বদাই কথা বলিব (কখনও বিরত হইব না); চক্ষুঃ নিয়ম করিল যে, আমি সর্ব্বদাই দর্শন করিব, এবং শ্রবণেন্দ্রিয় নিয়ম গ্রহণ করিল যে, আমি সর্ব্বদাই শ্রবণ করিব; এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও যথাযোগ্য নিজনিজ কর্ম্মসম্বন্ধে [নিয়ম গ্রহণ করিল]; কিন্তু মৃত্যু শ্রমরূপী হইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাহাদিগকে আয়ত্ত করিল; তাহার পর মৃত্যু তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিল অর্থাৎ তাহাদের অবিশ্রান্তভাবে কর্ম্মসম্পাদনে বাধা ঘটাইল; সেই কারণে বাক্ও কার্য্য করিয়া পরিশ্রান্ত হয়, চক্ষুও পরিশ্রান্ত হয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ও পরিশ্রান্ত হইয়া (স্বব্যাপার হইতে বিরত হয়); পক্ষান্তরে, মৃত্যু কেবল ইহাকেই আয়ত্ত করিতে পারে নাই, যাহার নাম মধ্যম প্রাণ বা প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট মুখ্য প্রাণ। সেই ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে জানিবার জন্য মনোনিবেশ করিল, তাহারা বুঝিল যে, ইনিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,—যিনি কার্য্য করুন বা না-ই করুন, কিছুতেই শ্রান্ত

হন না ; বেশ, আমরা সকলে ইহারই রূপ ভজনা করি ; তাহারা সকলে এতৎস্বরূপই হইল অর্থাৎ প্রাণকেই আত্মারূপে গ্রহণ করিল, সেই হেতুই এই বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ ইহার নামে—প্রাণসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। যিনি এই তত্ত্ব অবগত হন, তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশ তাঁহারই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। এবংবিধ জ্ঞানীর সহিত যে লোক স্পর্দ্ধা করে, সে লোক দিন দিন শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, শুষ্ক হইতে হইতে শেষে মরিয়া যায় ; ইহা হইল অধ্যাত্মাধিকারের ব্রত ॥ ৭৫ ॥ ২১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অথাতঃ অনন্তরং ব্রত-মীমাংসা উপাসনকর্ম্ম-বিচারণেত্যর্থঃ। এবাং প্রাণানাং কস্য কর্ম্ম ব্রতত্বেন ধারয়িতব্যম্—ইতি মীমাংসা প্রবর্ত্ততে। তত্র প্রজাপতিঃ—হ-শব্দঃ কিলার্থে,—প্রজাপতিঃ কিল প্রজাঃ সৃষ্ট্বা কর্ম্মাণি—করণানি বাগাদীনি—কর্ম্মার্থানি হি তানীতি কর্ম্মাণীত্যুচ্যন্তে, সসৃজে সৃষ্টবান্ বাগাদীনি করণানীত্যর্থঃ। তানি পুনঃ সৃষ্টানি অন্যোন্যেন ইতরেতরমস্পর্দ্ধন্ত স্পর্দ্ধাং সঙ্ঘর্ষং চক্রুঃ। কথম্? বদিষ্যাম্যেব—স্বব্যাপারাদ্বদনাদ্ অনুপরতৈবাহং স্যামিতি বাক্ ব্রতং দধ্রে ধৃতবতী,—যদ্যন্যোঽপি মৎসমোঽস্তি স্বব্যাপারাদনুপরন্তুং শক্তঃ, সোঽপি দর্শয়ত্বাত্মনো বীর্য্যমিতি। তথা দ্রক্ষ্যাম্যহমিতি চক্ষুঃ; শ্রোষ্যাম্যহমিতি শ্রোত্রম্; এবমন্যান্যপি কর্ম্মাণি করণানি যথাকর্ম্ম—যদ্ যদ্ যস্য কর্ম্ম—যথাকর্ম্ম; তানি করণানি মৃত্যুর্মারকঃ শ্রমঃ শ্রমরূপী ভূত্বা উপযেমে সংজগ্রাহ ; কথম্? তানি করণানি স্বব্যাপারে প্রবৃত্তান্যাপ্নোৎ শ্রমরূপেণাত্মানং দর্শিতবান্ ; আপ্য চ তানি অবারুন্ধ অবরোধং কৃতবান্ মৃত্যুঃ—স্বকর্ম্মভ্যঃ প্রচ্যাবিতবানিত্যর্থঃ। তস্মাদদ্যত্বেঽপি বদনে স্বকর্ম্মণি প্রবৃত্তা বাক্ শ্রাম্যত্যেব—শ্রমরূপিণা মৃত্যুনা সংযুক্তা স্বকর্ম্মতঃ প্রচ্যবতে ; তথা শ্রাম্যতি চক্ষুঃ ; শ্রাম্যতি শ্রোত্রম্। অথ ইমমেব মুখ্যং প্রাণং নাপ্নোৎ ন প্রাপ্তবান্ মৃত্যুঃ শ্রমরূপী,—যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ,তম্ ; তেনা-দ্যত্বেঽপি অশ্রান্ত এব স্বকর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে। তানীতরাণি করণানি তং জ্ঞাতুং দধ্রিরে ধৃতবন্তি মনঃ,—অয়ং বৈ নোঽস্মাকং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ প্রশস্ততমঃ অভ্যধিকঃ, যস্মাৎ যঃ সঞ্চরংশ্চ অসঞ্চরংশ্চ ন ব্যথতে অথো ন রিষ্যতি—হন্তেদানীং অস্যৈব প্রাণস্য সর্ব্বে বয়ং রূপমসাম প্রাণমাত্মত্বেন প্রতি-পদ্যেমহি—এবং বিনিশ্চিত্য তে এতস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবন্ প্রাণরূপ-

মেবাত্মত্বেন প্রতিপন্নাঃ প্রাণব্রতমেব দধ্রিরে—অস্মদ্‌ব্রতানি ন মৃত্যোর্ব্বারণায় পর্য্যাপ্তানীতি ।

যস্মাৎ প্রাণেন রূপেণ রূপবন্তীতরাণি চলনাত্মনা স্বেন চ প্রকাশাত্মনা ; ন হি প্রাণাদন্যত্র চলনাত্মকত্বোপপত্তিঃ ; চলনব্যাপারপূর্ব্বকাণ্যেব হি সর্ব্বদা স্বব্যাপারেষু লক্ষ্যন্তে,—তস্মাদেতে বাগাদয়ঃ এতেন প্রাণাভিধানেনাখ্যায়ন্তেঽভিধীয়ন্তে—প্রাণা ইত্যেবম্‌ ; য এবং প্রাণাত্মতাং সর্ব্বকরণানাং বেত্তি প্রাণশব্দাভিধেয়ত্বং চ, তেন হ বাব তেনৈব বিদুষা তৎকুলমাচক্ষতে লৌকিকাঃ, যস্মিন্‌ কুলে স বিদ্বান্‌ জাতো ভবতি—তং কুলং বিদ্বন্নাম্নৈব প্রথিতং ভবতি—অমুষ্যেদং কুলমিতি, যথা তাপত্য ইতি । য এবং যথোক্তং বেদ বাগাদীনাং প্রাণস্বরূপতাং প্রাণাখ্যত্বং চ, তস্যৈতৎ ফলম্‌ ।

কিঞ্চ, যঃ কশ্চিৎ উ হ এবংবিদা প্রাণাত্মদর্শিনা স্পর্দ্ধতে তৎপ্রতিপক্ষী সন্‌, সঃ অস্মিন্নেব শরীরে অনুশুষ্যতি শোষমুপগচ্ছতি, অনুশুষ্য হৈব শোষং গত্বৈবান্ততঃ অন্তে ম্রিয়তে, ন সহসা অনুপক্রান্তো ম্রিয়তে । ইত্যেবমুক্তমধ্যাত্মং প্রাণাত্মদর্শনমিতি উক্তোপসংহারোঽধিদৈবতপ্রদর্শনার্থঃ ॥ ২১ ॥ ২১ ॥

টীকা অথেত্যাদিবাক্যস্য বক্তব্যশেষাভাবাদানর্থক্যমাশঙ্ক্য ব্যবহিতোপাসনানুবাদেন তদঙ্গব্রতবিধানার্থমুত্তরং বাক্যমিত্যানর্থক্যং পরিহরতি—অত ইত্যাদিনা । ব্রতমিত্যবশ্যানুষ্ঠেয়ং কর্ম্মোচ্যতে । জিজ্ঞাসায়াঃ সত্ত্বমতঃশব্দার্থঃ । উপাসনোক্ত্যানন্তর্য্যমথশব্দার্থং কথয়তি—অনন্তরমিতি । বিচারণামেব স্ফোরয়তি—এষামিতি । প্রবৃত্তায়াং মীমাংসায়াং প্রাণব্রতমভগ্নত্বেন ধারণীয়মিতি নির্দ্ধারণার্থমাখ্যায়িকাং প্রণয়তি—তত্রেত্যাদিনা । কথং বাগাদিষু করণেষু কর্ম্মশব্দপ্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—কর্ম্মার্থানীতি । তদীয়স্বৈরূপযোগমুপদর্শয়িতুং ভূমিকাং করোতি—তানীতি । স্পর্দ্ধাপ্রকারং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কথমিত্যাদিনা । যথাকর্ম্ম স্বীয়ং স্বীয়ং ব্যাপারমনুসৃত্য ব্রতং দধ্রিরে বাগাদীনি করণানীত্যর্থঃ ।

প্রজাপতের্ব্বাগাদিষু শ্রমরূপো মৃত্যুর্নাভূতাং প্রজাপতেঃ কার্য্যালিঙ্গকমনুমানং প্রমাণয়তি—তস্মাদিতি । বাগাদীনাং ভগ্নব্রতত্বনির্দ্ধারণানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ । প্রাজাপত্যে প্রাণে মৃত্যুপ্রবেশাভাবে কার্য্যালিঙ্গকমনুমানং সূচয়তি—তেনেতি । প্রবর্ত্ততে প্রাণ ইতি সম্বন্ধঃ । তথাঽপি কথং প্রাণস্যৈব ব্রতং ধার্য্যমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তানীতি । জ্ঞানার্থমনুসন্ধানপ্রকারমেব দর্শয়তি—অয়মিতি । তস্য শ্রেষ্ঠত্বে ফলিতমাহ—হন্তেতি । ইতিশব্দং ব্যাকরোতি—এবং বিনিশ্চিত্যেতি । অস্মাকং বাগাদীনাং ব্রতানি মৃত্যোর্ব্বারণায় ন পর্য্যাপ্তানীতি বিনিশ্চিত্য দধ্রিরে প্রাণব্রতমেবেতি সম্বন্ধঃ ।

প্রাণরূপস্বমুক্তা করণানাং তন্নামত্বমাহ—যস্মাদিতি। যস্মাদিত্যস্ত তস্মাদিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। প্রাণরূপং চলনাত্মত্বমিতি কুতো নিশ্চীয়তে তত্রাহ—নহীতি। তর্হি করণেষু প্রকাশাত্মকত্বমেব ন চলনাত্মত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—চলনেতি। সংপ্রতি বিদ্যাফলমাহ—য এবমিতি। তদেব স্পষ্টয়তি—যস্মিন্নিতি। তপতী সূর্য্যসুতা, তস্যা বংশস্তাপত্যঃ। কস্তেদং ফলমিত্যুক্তে পূর্ব্বোক্তমেব স্ফুটয়তি—য এবমিত্যাদিনা। ন কেবলং বিদ্যায়া যথোক্তমেব ফলং, কিন্তু কলান্তরমপ্যস্তীত্যাহ—কিঞ্চেতি। প্রাণবিদা সহ স্পর্দ্ধা ন কর্ত্তব্যেতি ভাবঃ। ইত্যধ্যাত্মমিত্যস্যানর্থক্যমাশঙ্ক্যাহ—ইত্যেবমিতি॥ ১২॥ ২১॥

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর ব্রতমীমাংসা—উপাসনাবিচার [আরব্ধ হইতেছে], অর্থাৎ উল্লিখিত প্রাণগণের (চক্ষুরাদি করণবর্গের) মধ্যে কাহার কর্ম্ম ব্রতরূপে (অবশ্যপালনীয়রূপে) গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার মীমাংসা (সিদ্ধান্ত) বলা হইতেছে—

শ্রুতির হ-শব্দটী ঐতিহ্যসূচক ; পুরাকালে প্রজাপতি প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়া কর্ম্ম-সমূহ অর্থাৎ বাক্‌প্রভৃতি করণবর্গ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; কর্ম্ম সম্পাদন করাই বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য,এইজন্য বাক্‌প্রভৃতি করণসমূহকেই 'কর্ম্ম'নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সেই বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ সৃষ্ট হইয়া পরস্পরের সহিত স্পর্দ্ধা—সংঘর্ষ অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ করিল। তাহা কি প্রকার ? বাগিন্দ্রিয় এইরূপ ব্রত ধারণ করিল যে, 'আমি বলিবই—নিজের কর্ত্তব্য ব্যাপার—শব্দোচ্চারণ হইতে কখনও বিরত হইব না ; আমার ন্যায় আরও যদি কেহ নিজের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম হইতে বিরত না হইয়া থাকিতে সমর্থ হয়, তবে সেও নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন করুক।' সেইরূপ চক্ষু [ব্রত ধারণ করিল যে,] আমি নিরন্তর দর্শন করিব ; এবং শ্রবণেন্দ্রিয় [ব্রত ধারণ করিল যে,] 'আমি নিরন্তর শ্রবণই করিব।' এইরূপ অপরাপর করণসমূহও (ইন্দ্রিয়গণও) যথাকর্ম্ম,—অর্থাৎ যাহার যেরূপ কাজ, তদনুসারে [ব্রত ধারণ করিয়াছিল]। মৃত্যু অর্থাৎ মারক (মৃত্যুর হেতুভূত) শ্রমরূপী হইয়া সেই করণগণকে সংগৃহীত করিল।১

কি প্রকারে ? সেই বাক্‌প্রভৃতি করণগণ নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে মৃত্যু তাহাদিগকে শ্রমরূপে আত্মদর্শন করাইলেন, অর্থাৎ তাহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রম অনুভব করিতে লাগিল ; মৃত্যু এইরূপে তাহাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিল—স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহ হইতে তাহাদিগকে বিচ্যুত বা বিরত করিল ; সেই কারণে আজ পর্য্যন্তও বাগিন্দ্রিয়

স্বকার্য্য বাক্যোচ্চারণে প্রবৃত্ত হইয়া নিশ্চয়ই পরিশ্রান্ত হয়, অর্থাৎ শ্রমরূপী মৃত্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিজের কর্ম্ম হইতে বিরত হয়; সেইরূপ চক্ষুও শ্রান্ত হয়; এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ও শ্রান্ত হয়।

করণবর্গের মধ্যে এই যে মধ্যম প্রাণ, শ্রমরূপী মৃত্যু কেবল সেই মুখ্য প্রাণকেই (প্রাণাপানাদিভেদযুক্ত পঞ্চবৃত্তি প্রাণকেই) অভিভূত করিতে পারিল না; সেই কারণে একমাত্র প্রাণই অবিশ্রান্তভাবে স্বকর্ম্মে (শ্বাস-প্রশ্বাসাদি কার্য্যে) প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তখন অপরাপর করণগণ সেই প্রাণকে জানিবার জন্য অর্থাৎ মুখ্য প্রাণের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য মনোনিবেশ করিল; তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, আমাদের মধ্যে এই মুখ্য প্রাণই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত; যেহেতু, এই প্রাণ সঞ্চরণ করুক বা না-ই করুক, কিছুতেই ব্যথিত হয় না এবং বিনষ্টও হয় না; বেশ, এখন আমরা সকলে এই প্রাণকেই আত্মস্বরূপে আশ্রয় করি; এইরূপ অবধারণ করিয়া তাহারা সকলে এই প্রাণস্বরূপই হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রাণের স্বরূপকেই আত্মস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করত—আমাদের ব্রতগুলি মৃত্যুনিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়, এইরূপ মনে করিয়া প্রাণব্রতই ধারণ করিয়াছিল।২

যেহেতু অপরাপর সমস্ত ইন্দ্রিয়ই প্রাণরূপে স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল—প্রাণধর্ম্ম স্পন্দন ও স্বীয় ধর্ম্ম বস্তুপ্রকাশন, এতদুভয়রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই হেতু এই বাক্‌প্রভৃতি করণবর্গও প্রাণসংজ্ঞায়—'প্রাণ' এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রাণ ভিন্ন অন্য কোথাও চলন-স্পন্দন-ব্যাপার দৃষ্ট হয় না; কারণ, যখনই ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ ব্যাপার ঘটে তখনই তাহার পূর্ব্বে কোনরূপ স্পন্দন-ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমস্ত করণের (ইন্দ্রিয়ের যথোক্ত প্রাণাত্মভাব এবং প্রাণশব্দ-বাচ্যতা অবগত হন, সাধারণ লোকেরা সেই বংশকে সেই বিদ্বানের নামেই অভিহিত করিয়া অর্থাৎ সেই বিদ্বান্‌ পুরুষ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশটী তাহার নামেই পরিচিত হইয়া থাকে—'অমুকের এই বংশ' ইত্যাদি, যেমন 'তাপত্য' একটি বংশের নাম। যিনি বাক্‌ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের উক্ত প্রকার প্রাণরূপতা ও প্রাণসংজ্ঞা জানেন, ইহা হইতেছে সেই বিজ্ঞানের ফল।৩

আরও এক কথা, যে কোন লোক প্রতিপক্ষ হইয়া ইহার সহিত—যথোক্ত প্রাণাত্মদর্শীর সহিত স্পর্দ্ধা করে, নিশ্চয় সে লোক এই শরীরেই (বর্ত্তমান দেহেই) শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, অল্পে অল্পে শুষ্ক হইয়া অবশেষে মরিয়া

যায়, কিন্তু সহসা—কোন পাড়ার উপদ্রব ভোগ না করিয়া কখনই মরে না, অর্থাৎ অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া মরে। এই প্রকারে আধ্যাত্মিক প্রাণাত্মদর্শনের কথা বলা হইল; ইহার পরে অধিদৈবতভাব প্রদর্শন জ্ঞাপনার্থ এখানে উক্ত প্রকার উপসংহার করা হইল ॥১৫॥২১॥

অথাধিদৈবতং জ্বলিষ্যাম্যেবাহমিত্যগ্নির্দ্দধ্রে তপ্স্যাম্যহমিত্যাদিত্যো ভাস্যাম্যহমিতি চন্দ্রমা এবমন্যা দেবতা যথাদৈবতং স যথৈষাং প্রাণানাং মধ্যমঃ প্রাণ এবমেতাসাং দেবতানাং বায়ুঃ, ম্লোচন্তি হ্যন্যা দেবতা ন বায়ুঃ সৈষানস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ ॥ ১৬ ॥ ২২ ॥

সরলার্থঃ। অথ (অনন্তরং) অধিদৈবতং (দেবতাং অধিকৃত্য প্রবৃত্তং দর্শনম্) [উচ্যতে]—অগ্নিঃ 'অহং জ্বলিষ্যামি এব' ইতি ব্রতং দধ্রে (ধৃতবান্); আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) 'অহং তপ্স্যামি (নিরন্তরং তাপং দাস্যামি)' [এব] ইতি (ব্রতং) [দধ্রে]; চন্দ্রমাঃ 'অহং ভাস্যামি (নিরন্তরং প্রকাশিষ্যে) [এব] ইতি (ব্রতং) দধ্রে]; অন্যাঃ দেবতাঃ (বায়ুপ্রভৃতয়ঃ) [অপি] এবং বাগাদিবৎ যথাদৈবতং (স্বস্বকর্ম্মানুসারেণ) [ব্রতং ধৃতবত্যঃ]। এষাং প্রাণানাং বাগাদীনাং মধ্যে, সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) মধ্যমঃ (মুখ্যঃ) প্রাণঃ যথা (মৃত্যুনা অনভিভূতঃ যদ্বৎ), (তদ্বৎ) এতাসাং দেবতানাং (অগ্নিপ্রভৃতীনাং) মধ্যে) বায়ুঃ [অপি মৃত্যুনা অনভিভূতঃ]। হি (যস্মাৎ) অন্যাঃ দেবতাঃ ম্লোচন্তি (অস্তং গচ্ছন্তি,—স্বকর্ম্মতঃ বিরতা ভবন্তি), বায়ুঃ ন [স্বকর্ম্মণঃ স্পন্দনাত্মকাৎ বিরতঃ ভবতি]; সা এষা দেবতা অনস্তমিতা (অস্তরহিতা), যৎ (যঃ) বায়ুঃ। [দেবতানাং মধ্যে বায়ুরেব কেবলং স্বকর্ম্মসু নিত্যং লব্ধবৃত্তিরিতিভাবঃ ॥ ১৬ ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ। অতঃপর অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক ব্রত মীমাংসিত হইতেছে—অগ্নি ব্রত ধারণ করিল—আমি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত হইব; আদিত্য [ব্রত ধারণ করিল]—আমি সর্ব্বদা তাপ দিব; এবং চন্দ্র [ব্রত ধারণ করিল যে,] আমি সর্ব্বদা প্রকাশ পাইব; অপরাপর দেবতাও এইরূপ করিল। পূর্ব্বোক্ত বাক্প্রভৃতির মধ্যে যেমন একমাত্র

মুখ্য প্রাণই কেবল মৃত্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় নাই, (অপর সকলেই আক্রান্ত হইয়াছে, তেমনি এই অগ্নিপ্রভৃতি দেবতার মধ্যেও কেবল বায়ুই [মৃত্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় না]; কারণ, অপরাপর সমস্ত দেবতাই অস্তমিত হয় অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ম্ম করিয়া পরিশ্রান্ত—বিরত হয়, কিন্তু বায়ু সেরূপ হয় না; সেই এই দেবতাই অস্তরহিত—যাহার নাম বায়ু॥ ৭৬॥২২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অথানন্তরমধিদৈবতং দেবতাবিষয়ং দর্শনমুচ্যতে। কস্য দেবতাবিশেষস্য ব্রতধারণং শ্রেয় ইতি মীমাংস্যতে। অধ্যাত্মবৎ সর্ব্বম্—জ্বলিষ্যাম্যেবাহমিত্যগ্নির্দধ্রে, তপ্স্যাম্যহমিত্যাদিত্যঃ। ভাস্যাম্যহমিতি চন্দ্রমাঃ। এবমন্যা দেবতাঃ যথাদৈবতম্। স অধ্যাত্মং বাগাদীনামেষাং প্রাণানাং মধ্যে মধ্যমঃ প্রাণো মৃত্যুনা অনাপ্তঃ স্বকর্ম্মণো ন প্রচ্যাবিতঃ স্বেন প্রাণব্রতেনাভগ্নব্রতো যথা, এবমেতাসামগ্ন্যাদীনাং দেবতানাং বায়ুরপি। ম্লোচন্তি অস্তং যন্তি স্বকর্ম্মভ্য উপরমন্তে—যথা অধ্যাত্মং বাগাদয়োঽন্যা দেবতা অগ্ন্যাদ্যাঃ; ন বায়ুরস্তং যাতি—যথা মধ্যমঃ প্রাণঃ; অতঃ সৈষা অনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ যোঽয়ং বায়ুঃ। এবমধ্যাত্মমধিদৈবং চ মীমাংসিত্বা নির্দ্ধারিতং—প্রাণ-বায়্বাত্মনো ব্রতমভগ্নমিতি॥ ৭৬॥ ২২॥

টীকা। অধ্যাত্মদর্শনমুক্তাঽধিদৈবতদর্শনং বক্তুমনন্তরবাক্যমবতারয়তি—অথেতি। তর্হি জ্বলিষ্যামীত্যাদি কিমর্থমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কস্যেতি। বদিষ্যামীত্যাদাবুক্তং ব্যাখ্যানমিহাপি দ্রষ্টব্যমিত্যাহ—অধ্যাত্মবদিতি। যথাদৈবতং স্বং স্বং দেবতাব্যাপারমনতিক্রম্যান্যা দেবতা বিদ্যাদাদ্যা দধ্রিরে ব্রতমিত্যর্থঃ। স যথেত্যাদি ব্যাচষ্টে—সোঽধ্যাত্মমিতি। বায়ুরপি মৃত্যুনাঽনাপ্তঃ স্বকর্ম্মণো ন প্রচ্যাবিতঃ স্বেন বায়ুব্রতেনাভগ্নব্রত ইতি শেষঃ। তদেব সাধয়তি—ম্লোচন্তীতি। ব্রাহ্মণোক্তমর্থমুপসংহরতি—এবমিতি॥ ৭৩। ২১।

ভাষ্যানুবাদ। অনন্তর অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতা-বিষয়ক দর্শন (উপাসনা) কথিত হইতেছে। দেবতার মধ্যে কোন্ দেবতার ব্রত (নিয়ম) গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর, তাহা মীমাংসিত (বিচারিত) হইতেছে—

পূর্ব্বোক্ত অধ্যাত্মব্রতের মতই সমস্ত [বুঝিতে হইবে]; আমি কেবলই প্রজ্বলিত থাকিব, অগ্নি এইরূপ ব্রত ধারণ করিল; আমি নিরন্তর তাপ দিব, আদিত্য এইরূপ ব্রত গ্রহণ করিল; আমি সর্ব্বদা প্রকাশ পাইব, চন্দ্র এইরূপ ব্রত ধারণ করিল। অন্যান্য দেবতাগণও নিজ নিজ কর্ম্মবিষয়ে এইরূপ ব্রত

ধারণ করিল। অধ্যাত্ম বাগাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যেমন সেই একমাত্র মুখ্য প্রাণই কেবল মৃত্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া স্বকর্ম্ম হইতে বিনিবৃত্ত হয় নাই, অর্থাৎ একমাত্র প্রাণই যেরূপ ব্রতপালনে অভগ্নব্রত রহিয়াছে, এই অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণের মধ্যে বায়ুও তেমনি, অর্থাৎ মৃত্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ভগ্নব্রত হয় নাই।

অধ্যাত্ম বাক্ প্রভৃতির ন্যায় অগ্নি প্রভৃতি অন্যান্য দেবতাগণ অস্তগমন করে অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ম্ম হইতে বিরত হয়, কিন্তু মুখ্য প্রাণের ন্যায় একমাত্র সেই বায়ু দেবতাই অস্তমিত হয় না; অতএব, এই যে বায়ু, ইহাই একমাত্র অনস্তমিতা দেবতা। এইরূপে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত ব্রতের মীমাংসা প্রদর্শন করিয়া অবধারণ করিলেন যে, প্রাণ ও বায়ুর ব্রতই একমাত্র অভগ্ন আছে, (তদ্ভিন্ন আর সকলের ব্রতই ভগ্ন হইয়াছে) ॥৭৬॥২২॥

অথৈষ শ্লোকো ভবতি—যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতীতি, প্রাণাদ্বা এষ উদেতি প্রাণেঽস্তমেতি তং দেবাশ্চক্রিরে ধর্ম্মংস এবাদ্য স উ শ্ব ইতি, যদ্বা এতেঽমুর্হ্যধ্রিয়ন্ত তদেবাপ্যদ্য কুর্ব্বন্তি।

তস্মাদেকমেব ব্রতং চরেৎ প্রাণ্যাচ্চৈবাপান্যাচ্চ নেন্মা পাপ্মা মৃত্যুরাপ্নুবদিতি, যদ্যু চরেৎ সমাপিপয়িষেত্তেনো এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি ॥ ৭৭ ॥ ২৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। অথ (বাক্যারম্ভে) [অস্মিন্ অর্থে] এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকঃ মন্ত্রঃ) ভবতি—সূর্য্যঃ (অধিদৈবং আদিত্যঃ, অধ্যাত্মং চ চক্ষুঃ) যতঃ (যস্মাৎ বায়োঃ প্রাণাচ্চ) উদেতি (উদগচ্ছতি), [সায়ংসময়ে সুষুপ্তিসময়ে চ] যত্র (যস্মিন্ বায়ৌ, প্রাণে চ) অস্তং গচ্ছতি, (বিলীয়তে) ইতি।

[শ্রুতিঃ স্বয়মেব এতস্যা অর্থমাহ]—এষঃ (সূর্য্যঃ চক্ষুঃ চ) প্রাণাৎ [অধিদৈবং বায়োঃ চ] উদেতি, প্রাণে [অধিদৈবং বায়ৌ চ] অস্তং চ এতি

(অনুষ্ঠাতুম্ আপদ্যতে) ; দেবাঃ (অগ্ন্যাদয়ঃ, বাগাদয়ঃ চ) তং (প্রাণং বায়ুং চ) ধর্ম্মং চক্রিরে (প্রাণব্রতং বায়ুব্রতং চ ধৃতবন্তঃ) ; সঃ (প্রাণঃ বায়ুঃ চ) এব অদ্য (বর্ত্তমানসময়ে) [অনুবর্ত্ত্যতে], সঃ উ (এব) শ্বঃ (আগামিনি দিবসে—ভবিষ্যৎকালে চ) [অনুবর্ত্তিষ্যতে, দেবৈরিতি শেষঃ] ইতি।

এতে (বাগাদয়ঃ অগ্ন্যাদয়শ্চ) অমুর্হি (অমুষ্মিন্—পুরাকালে) যৎ (প্রাণব্রতং বায়ুব্রতং চ) অধ্রিয়ন্ত (ধৃতবন্তঃ), অদ্য (ইদানীং) অপি কুর্ব্বন্তি (অনুসরন্তি) (অদ্যাপি বাগাদয়ঃ অগ্ন্যাদয়শ্চ পূর্ব্বগৃহীতং প্রাণব্রতং বায়ুব্রতং চ ন পরিত্যজন্তীত্যর্থঃ)। তস্মাৎ (হেতোঃ) [অন্যোঽপি] একম্ এব ব্রতং চরেৎ (পরিপালয়েৎ)- প্রাণ্যাৎ (প্রাণব্যাপারং কুর্য্যাৎ) অপান্যাৎ চ (অপানব্যাপারং চ কুর্য্যাৎ, প্রাণাপানব্যাপারবর্জ্জম্ ইন্দ্রিয়ান্তরব্যাপারেষু নানুরক্তো ভবেদিতি ভাবঃ)। ['নেতৎ'শব্দঃ 'ভীতিসূচকঃ ;] [কুতঃ ?] মৃত্যুঃ (শ্রমরূপী সন্) মা (মাং) আপ্নবৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) নেৎ ; (যদ্যহং অস্মাৎ ব্রতাৎ ভ্রষ্টঃ স্যাং, তদা মৃত্যুগ্রস্তঃ ভবেয়ম্—ইতি ভীতঃ সন্ ইতি ভাবঃ] ইতি। উ (বিতর্কে) যদি চরেৎ (ব্রতম্ আরভেত), [তদা] সমাপিপয়িষেৎ (সমাপয়িতুম্ ইচ্ছেৎ—ন পুনঃ ভগ্নব্রতো ভবেৎ) ; তেন (ব্রতসমাপনেন) উ এতস্যৈ দেবতায়ৈ (এতস্যাঃ দেবতায়াঃ—প্রাণস্য) সাযুজ্যং (একাত্মভাবং) সলোকতাং (সমানলোকবাসিত্বং বা) জয়তি (বশীকরোতি); [বিজ্ঞানস্য উৎকর্ষে সাযুজ্যং, অপকর্ষে চ সলোকতামিত্যভিপ্রায়ঃ] ॥৭৭॥২৩॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চমব্রাহ্মণস্য সরলার্থঃ ॥১॥৫॥]

মূলানুবাদ। উক্ত বিষয়ে এইরূপ একটী শ্লোক আছে—সূর্য্য যাহা হইতে উদিত হন, এবং যাহাতে অস্তমিত হন ইতি। ইনি প্রাণ হইতে উদিত হন, এবং প্রাণেই অস্তমিত হন ; দেবগণ তাহাকেই ধর্ম্ম অর্থাৎ নিজেদের অনুসরণীয় করিয়াছিলেন ; আজও তিনি এবং ভবিষ্যতেও তিনিই [অনুসৃত ও অনুসরণীয় হইবেন]। এই দেবগণ পূর্ব্বে যাহা (যে ব্রত) ধারণ করিয়াছিলেন, আজও সেই ব্রত পালন করিতেছেন ; অতএব একই ব্রত আচরণ করিবে—আমাকে পাপে অভিভূত করিবে—মনে করিয়া কেবল প্রাণাপান-ব্যাপারমাত্র করিবে ; আর যদি ব্রত গ্রহণ করে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহা সমাপন করিবে ; তাহা দ্বারা

এই দেবতার (বায়ু ও প্রাণদেবতার) সাযুজ্য (সহযোগিতা) ও সালোক্য (সমানলোকতা) জয় করিয়া থাকে ॥ ৭১ ॥ ২৩ ॥

[ইতি প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ১।৫॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অথৈতস্যৈবার্থস্য প্রকাশক এব শ্লোকো মন্ত্রো ভবতি। যতশ্চ 'যস্মাদ্ বায়োরুদেতি' উদ্গচ্ছতি সূর্য্যঃ, অধ্যাত্মং চ চক্ষুরাত্মনা প্রাণাৎ—অস্তঞ্চ যত্র বায়ৌ প্রাণে চ গচ্ছতি অপরসন্ধ্যাসময়ে স্বাপসময়ে চ পুরুষস্য,—তং দেবাঃ তং ধর্ম্মং দেবাঃ চক্রিরে ধৃতবন্তো বাগাদয়োঽগ্ন্যাদয়শ্চ প্রাণব্রতং বায়ুব্রতং চ পুরা বিচার্য্য। স এব অদ্য ইদানীং শ্বোঽপি ভবিষ্যত্যপি কালেঽনুবর্ত্ত্যতেঽনুবর্ত্তিষ্যতে চ দেবৈরিত্যভিপ্রায়ঃ। তত্রেমং মন্ত্রং সংক্ষেপতো ব্যাচষ্টে ব্রাহ্মণম্—"প্রাণাদ্বা এষ সূর্য্য উদেতি প্রাণেঽস্তমেতি। ১

তং দেবাশ্চক্রিরে ধর্ম্মং স এবাদ্য স উ শ্ব ইত্যস্য কোঽর্থ ইত্যুচ্যতে—যদ্বৈ এতে ব্রতমমুর্হি অমুষ্মিন্ কালে বাগাদয়োঽগ্ন্যাদয়শ্চ প্রাণব্রতং বায়ুব্রতং চ অধ্রিয়ন্ত, তদেবাদ্যাপি কুর্ব্বন্তি অনুবর্ত্তন্তেঽনুবর্ত্তিষ্যন্তে চ; ব্রতং তয়োরভগ্নমেব। যত্তু বাগাদিব্রতং অগ্ন্যাদিব্রতং চ তদ্ভগ্নমেব, তেষামস্তময়কালে স্বাপকালে চ বায়ৌ প্রাণে চ নিম্লুক্তিদর্শনাৎ। ২

অথৈতদনুত্রোক্তম্—"যদা বৈ পুরুষঃ স্বপিতি, প্রাণং তর্হি বাগপ্যেতি, প্রাণং মনঃ, প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণং শ্রোত্রং,, যদা প্রবুধ্যতে প্রাণাদেবাধি পুনর্জ্জায়ন্ত-ইত্যধ্যাত্মম্। অথাধিদৈবতম্—যদা বা অগ্নিরনুগচ্ছতি বায়ুং, তর্হানুদ্বাতি, তস্মাদেনমুদবাসীদিত্যাহুর্ব্বায়ুং হ্যনুদ্বাতি, যদাদিত্যোঽস্তমেতি, বায়ুং তর্হি প্রবিশতি, বায়ুং চন্দ্রমাঃ, বায়ৌ দিশঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ, বায়োরেবাধি পুনর্জ্জায়ন্তে" ইতি। ৩

যস্মাদেতদেব ব্রতং বাগাদিষগ্ন্যাদিষু চানুগতং যদেতদ্বায়োশ্চ প্রাণস্য চ পরিস্পন্দাত্মকত্বং সর্ব্বৈর্দ্দেবৈরনুবর্ত্ত্যমানং ব্রতম্—তস্মাদন্যোঽপ্যেকমেব ব্রতং চরেৎ। কিং তৎ?ঃ প্রাণ্যাৎ প্রাণনব্যাপারং কুর্য্যাৎ, অপান্যাৎ অপাননব্যাপারঞ্চ; ন হি প্রাণাপানব্যাপারস্য প্রাণনাপাননলক্ষণস্য উপরমোঽস্তি; তস্মাত্তদেবৈকং ব্রতং চরেৎ হিত্বেন্দ্রিয়ান্তরব্যাপারম্—নেৎ মা মাং পাপ্মা মৃত্যুঃ শ্রমরূপী আপ্নুবৎ আপ্নুয়াৎ—নেচ্ছব্দঃ পরিভয়ে—যদ্যহমস্মাদ্ব্রতাৎ প্রচ্যুতঃ স্যাং, গ্রস্ত এবাহং মৃত্যুনা ইত্যেবং ত্রস্তো ধারয়েৎ প্রাণব্রতমিত্যভিপ্রায়ঃ। যদি কদাচিৎ উ চরেৎ প্রারভেত প্রাণব্রতং, সমাপিপয়িষেৎ সমাপয়িতুমিচ্ছেৎ; যদি হি অস্মাদ্ব্রতাদ্-

পরমেৎ,প্রাণঃ পরিভূতঃ স্যাৎ দেবাশ্চ ; তস্মাৎ সমাপয়েদেব। তেন উ তেনানেন ব্রতেন প্রাণাত্মপ্রতিপত্ত্যা সর্ব্বভূতেষু—বাগাদয়োঽগ্ন্যাদয়শ্চ মদাত্মকা এব, অহং প্রাণ আত্মা সর্ব্বপরিস্পন্দকৃৎ এবং তেনানেন ব্রতধারণেন এতস্যা এব প্রাণদেবতায়াঃ সাযুজ্যং সযুগ্‌ভাবমেকাত্মত্বং সলোকতাং সমানলোকতাং বা একস্থানত্বং —বিজ্ঞানমান্দ্যাপেক্ষমেতৎ—জয়তি প্রাপ্নোতীতি ॥ ৭৭ ॥ ২৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ৫ ॥

টীকা। ব্রাহ্মণার্থেনার্থং মন্ত্রমবতার্য্য ব্যাকরোতি—অথেত্যাদিনা। সূর্য্যোঽধিদৈবমুদয়কালে বায়োরুদ্গচ্ছতি, তত্র চাপরসন্ধ্যাসময়েঽস্তং গচ্ছতি। স এব চাধ্যাত্মং প্রবোধসময়ে চক্ষুরাত্মনা প্রাণাদুদেতি, পুরুষস্য স্বাপসময়ে চ তস্মিন্নেবাস্তং গচ্ছতীতি যতশ্চেত্যাদৌ বিভাগঃ। শ্লোকস্যোত্তরার্দ্ধং প্রাণাদিত্যাদিব্রাহ্মণব্যবহিতং শ্লোকে পূর্ণতাজ্ঞাপনার্থং প্রথমং ব্যাচষ্টে—তং দেবা ইতি। ধারণস্য প্রকৃতত্বাৎ সামান্যেন চ বিশেষং লক্ষয়িত্বাহ—ধ্রুতবন্ত ইতি। স এবেতি ধর্ম্মপরামর্শঃ। তত্রেতি সপ্তমী সংপূর্ণমন্ত্রমধিকরোতি। ইমং মন্ত্রমিতি পূর্ব্বার্দ্ধোক্তিঃ। ১

উত্তরার্দ্ধস্য ব্রাহ্মণমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—তমিত্যাদিনা। তৈরভয়ং দেবৈরন্বয়েন মীমাংসিতং তেঽনুগচ্ছন্তীত্যর্থঃ। বিশেষণস্যার্থবত্ত্বং সাধয়তি—যদ্ধীতি। ২

উক্তং হেতুমগ্নিরহস্যমাশ্রিত্য বিশদয়তি—অথেতি। যথাঽত্রেত্যুপমার্থোঽথশব্দঃ। অনুগচ্ছতি শাম্যতীত্যেতৎ। বায়ুমনু তদধীন এব তস্মিন্ কাল উদ্বাত্যস্তমেতি। উদবাসীদস্তং গত ইত্যর্থঃ। ইতিশব্দোঽগ্নিরহস্যবাক্যসমাপ্ত্যর্থঃ। ৩

অধ্যাত্মং প্রাণব্রতমধিদৈবং চ বায়ুব্রতমিত্যেকমেব ব্রতং ধার্য্যমিতি মন্ত্রব্রাহ্মণাভ্যাং প্রতিপাদ্য তস্মাদিতি ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। ন হি বাগাদয়োঽগ্ন্যাদয়ো বা পরিস্পন্দবিরহিণঃ স্থাতুমর্হন্তি, তেন প্রাণাদিব্রতং তৈরনুবর্ত্ত্যত এবেত্যর্থঃ। একমেবেতি নিয়মে প্রাণব্যাপারস্যাভয়ত্বং হেতুমাহ—ন হীতি। তদনুপরমে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ননু প্রাণমাত্রভাবে জীবনাসম্ভবাত্তস্যাধিকত্বাত্তদনুষ্ঠানমবিধেয়মিত্যাশঙ্ক্যৈবকারলভ্যং নিয়মং দর্শয়তি—স্থিত্বেতি। নেদিত্যাদিবাক্যস্যাক্ষরার্থমুক্ত্বা তাৎপর্য্যার্থমাহ—যদ্যপ্যহমিতি। প্রাণব্রতস্য সকৃদনুষ্ঠানমাশঙ্ক্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারনিবৃত্তিরূপং সংস্থানমামরণমনুবর্ত্তয়েদিত্যাহ—যদীতি। বিপক্ষে দোষমাহ—যদি হীতি। প্রাণাদিপরিভবপরিহারার্থং নিয়মং নিগময়তি—তস্মাদিতি।

বিদ্যাফলং বক্তুং ভূমিকাং করোতি—তেনেতি। ব্রতমেব বিশিনষ্টি—প্রাণেতি। প্রতিপত্তিমেব প্রকটয়তি—সর্ব্বভূতেম্বিতি। সম্প্রতি বিদ্যাফলং কথয়তি—এবমিতি। কথমেকস্মিন্নেব বিজ্ঞানে ফলবিকল্পঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বিজ্ঞানপ্রকর্ষাপেক্ষং সাযুজ্যং, তন্নিকর্ষাপেক্ষং চ সালোক্যমিত্যাহ—বিজ্ঞানেতি। ৪৪ । ২৩।

ইতি বৃহদারণ্যকভাষ্যটীকায়াং প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্। ৫।

ভাষ্যানুবাদ। সংক্ষেপে যথোক্ত অর্থের প্রকাশক এইরূপ একটী শ্লোক আছে। সূর্য্যদেব [আধিদৈবিকরূপে] যাহা হইতে—যে বায়ু হইতে উদিত—ঊর্দ্ধে উত্থিত হন, এবং আধ্যাত্মিক চক্ষুস্বরূপে প্রাণ হইতে [উদিত হন] (১), আবার অপর সন্ধ্যাসময়ে (সায়ংকালে) ও সুষুপ্তি-সময়ে যাহার মধ্যে অর্থাৎ বায়ুতে ও প্রাণেতে অস্তগমন করেন; দেবতা-গণ পুরাকালে তাহাকে ধর্ম্মরূপে ধারণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও আধিদৈবিক অগ্নি প্রভৃতি দেবতা বিচারপূর্ব্বক যথাক্রমে বায়ুব্রত ও প্রাণব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবতাগণ বর্ত্তমান সময়ে তাহার অনুবৃত্তি করিতেছেন, এবং ভবিষ্যৎকালেও তাহারই অনু-সরণ করিবেন। এই ব্রাহ্মণ (এই শ্রুতি) নিজেই "প্রাণাদ্বা" ইত্যাদি বাক্যে উক্ত মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করিতেছেন। ১

এখন 'তং দেবাঃ চক্রিরে ধর্ম্মং স এবাদ্য স উ শ্বঃ' এই মন্ত্রটীর অর্থ কি, তাহা বলিতেছেন—এই আধ্যাত্মিক বাক্ প্রভৃতি আর আধিদৈবিক অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ পুরাকালে, যে ব্রত—যে বায়ুব্রত ও প্রাণব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, আজও তাঁহারা সেই ব্রত পরিপালন করিতেছেন, এবং ভবিষ্যতেও পালন করিবেন, অর্থাৎ কখনও তাঁহাদের ব্রত ভগ্ন হয় নাই। আর বাগাদি ইন্দ্রিয়ের ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার নিজস্ব যে ব্রত, তাহা ভগ্ন হইয়াছে; কেননা, অস্তমিত হইবার সময়ে ও সুষুপ্তি-কালে তাহাদের ব্রতের (নিরন্তর জ্বলন ও শব্দোচ্চারণ কার্য্যের) নিবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; অভিপ্রায় এই যে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা যে, 'জ্বলিষ্যাম্যেব অহম্' ইত্যাদি ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, অস্তগমন-

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ সূর্য্য ও বায়ু প্রভৃতি দেবতার তিনভাবে প্রকটন দেখিতে পাওয়া যায়,—আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক। যেমন—আধিদৈবিক রূপে যিনি সূর্য্য, আধিভৌতিকরূপে তিনিই অগ্নি, আবার আধ্যাত্মিকরূপে তিনিই চক্ষুস্বরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। এইরূপ বায়ুদেবতারও আধিভৌতিকভাব ভিন্ন আধ্যাত্মিক ভাবেও একটী রূপ আছে; তাহার নাম প্রাণ। বায়ুর আবর্ত্তনেই সূর্য্যদেবের উদয় ও অস্তগমন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়; এই জন্য প্রাতঃকালে বায়ু হইতে সূর্য্যের আর প্রবোধকালে প্রাণ হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের উদয় এবং সায়ংকালে বায়ুতে সূর্য্যের আর সুষুপ্তিসময়ে প্রাণে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অস্তগমনের কথা বলা হইয়াছে। মাণ্ডুক্যোপনিষদের কারিকায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে, ইচ্ছা থাকিলে সেই স্থান দ্রষ্টব্য।

কালে তাঁহাদের সেই প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্যশক্তি থাকে না, এবং বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও যে, 'বদিষ্যম্যেব অহম্' ইত্যাদি ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুষুপ্তি-সময় উপস্থিত হইলে, তাহাদেরও সেই বাগ্ব্যবহার থাকে না; সমস্তই প্রাণে বিলীন হইয়া যায়; অথচ বায়ু ও প্রাণ যে ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, সে ব্রত আজ পর্য্যন্তও অক্ষতই রহিয়াছে, এবং সুদূর-ভবিষ্যতেও অব্যাহতই থাকিবে। ২

অন্যত্রও এ কথা উক্ত আছে—'পুরুষ যখন নিদ্রিত হয়, তখন বাক্ প্রাণকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রাণে বিলীন হয়; মনও প্রাণকে প্রাপ্ত হয়, চক্ষুঃ এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ও প্রাণে অস্তমিত হয়; আবার যখন প্রবুদ্ধ হয়—পুরুষ জাগরিত হয়, তখন প্রাণ হইতেই সমস্ত ইন্দ্রিয় পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়। এই পর্য্যন্ত গেল অধ্যাত্মসম্বন্ধের কথা; অতঃপর অধিদৈবত সম্বন্ধে কথা বলা হইতেছে—অগ্নি যে সময় বায়ুর অনুগমন করে অর্থাৎ বায়ুতে প্রবেশ করে, তখনই অগ্নি অস্তমিত (নির্ব্বাপিত) হয়; সেই জন্যই তাদৃশ অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে যে, অগ্নি অস্তমিত হইয়াছে; কারণ, তৎকালে তাহা বায়ুর অনুগত হইয়া থাকে; আবার আদিত্য যখন অস্তমিত হন, তখন তিনিও বায়ুতে প্রবেশ করেন, চন্দ্রও বায়ুতে প্রবেশ করেন, দিক্সমূহও বায়ুর মধ্যে অবস্থিত হয়, পুনর্ব্বার সেই বায়ু হইতেই তাঁহারা প্রাদুর্ভূত হন' ইতি। ৩

যে হেতু, বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার মধ্যে এইরূপ ব্রতই অনুগত রহিয়াছে, অর্থাৎ বায়ু ও প্রাণের যে পরিস্পন্দনাত্মক ব্যাপার, সমস্ত দেবগণ ব্রতরূপে তাহারই অনুসরণ করিতেছেন, সেইহেতু অপর লোকেও একই ব্রত আচরণ (অনুষ্ঠান করিবে। সেই একটী ব্রত কি? "প্রাণ্যাৎ"—প্রাণন-ব্যাপার করিবে, এবং "অপান্যাৎ" অপানবায়ুর কার্য্য সম্পাদন করিবে, অর্থাৎ কেবল প্রাণ ও অপানের কার্য্য মাত্র করিবে; কারণ, প্রাণের ব্যাপার—প্রাণন (শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করা) ও অপানের কার্য্য—অপানন (মলমূত্রাদির অধোনয়ন করা), এই উভয় প্রকার কার্য্যের কস্মিন্ কালেও নিবৃত্তি হয় না। অতএব অপরাপর ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ তাহাদের ব্যাপারে আসক্ত হইলে পাপ্মা—শ্রমরূপী মৃত্যু আমাকে আক্রমণ করিবে,—অভিভূত করিবে, এই ভয়ে একই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। এ কথার অভিপ্রায় এই যে, আমি যদি উক্ত প্রাণব্রত হইতে

বিচ্যুত হই, তবে নিশ্চয়ই মৃত্যু আমাকে গ্রাস করিবে, এই ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণব্রত গ্রহণ করিবে। আর যদি কখনও প্রাণব্রত ধারণ করে, তবে অবশ্যই তাহার সমাপন করিতে ইচ্ছা করিবে—যত্নবান থাকিবে। যদি উক্ত ব্রত হইতে বিরত হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহার প্রাণ এবং তদধিষ্ঠাতা দেবতাগণ পরিভূত (মৃত্যু কর্তৃক আক্রান্ত) হয়; অতএব অবশ্যই গৃহীত ব্রত সমাপন করিবে। ৪

এই ব্রত দ্বারা—প্রাণব্রত গ্রহণের ফলে প্রাণাত্মভাবপ্রাপ্তি হয়, তাহা দ্বারা সর্ব্বভূতে—বাক্ প্রভৃতি ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ নিশ্চয়ই মৎস্বরূপ (আমা হইতে পৃথক্ নহে) এবং আমিই সর্ব্বভূতে পরিস্পন্দনের হেতুভূত এবংবিধ ব্রতধারণের গুণে এই প্রাণ-দেবতারই সাযুজ্য—সযুগ্ভাব অর্থাৎ একাত্মভাব কিংবা সলোকতা—সমানলোকে বাস প্রাপ্ত হন; [জ্ঞানের তারতম্যানুসারে উক্তপ্রকার ফলভেদ কথিত হইল] ॥ ১৭॥২৩ ॥

প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১৫ ॥

ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম্ম, তেষাং নাম্নাং বাগিত্যেতদেষা-মুক্থমতো হি সর্ব্বাণি নামান্যুত্তিষ্ঠন্তি।

এতদেষাং সামৈতদ্ধি সর্ব্বৈর্নামভিঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্ব্বাণি নামানি বিভর্ত্তি ॥ ৭৮॥১ ॥

সরলার্থঃ। ইদানীং যথোক্তসাধ্য-সাধনাত্মকস্য সর্ব্বস্য জগতঃ ত্রৈবিধ্যমাহ—"ত্রয়ং বা" ইত্যাদিনা। ইদং (যথোক্তং সর্ব্বমেতৎ) ত্রয়ং বৈ (এব); [কিং তৎ ত্রয়ম্?] নাম (সংজ্ঞাশব্দঃ) রূপং (আকৃতিঃ) কর্ম্ম (ক্রিয়া চ); তেষাং নাম্নাং [যৎ] বাক্-ইতি (শব্দসামান্যং), এতৎ এষাং (নাম্নাং) উক্থং (উৎপত্তিস্থানং); হি (যস্মাৎ) অতঃ (নামসামান্যাৎ) সর্ব্বাণি নামানি উত্তিষ্ঠন্তি (উৎপদ্যন্তে); এতৎ (শব্দসামান্যং) এষাং (নাম্নাং) সাম; হি (যস্মাৎ) এতৎ সর্ব্বৈঃ নামভিঃ সমম্ (সমানম্); এতৎ এষাং ব্রহ্ম (আত্মা); হি (যস্মাৎ) এতৎ সর্ব্বাণি নামানি বিভর্ত্তি (ধারয়তি) ॥ ৭৮॥১ ॥

মূলানুবাদ। পূর্ব্বে সাধ্য-সাধনভাবে যে সপ্তপ্রকার অন্নের কথা বলা হইয়াছে, সে সমস্তই ত্রিবিধ (তিন ভাগে বিভক্ত)—নাম, রূপ ও কর্ম্ম; বাক্ অর্থাৎ সাধারণ শব্দমাত্রই উক্ত নাম-সমূহের উক্থ অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান; কারণ সমস্ত নামই এই শব্দসামান্য হইতে সমুদ্ভূত হয়। এই বাক্ই সমস্ত নামের সাম অর্থাৎ সামান্য ভাব; কারণ, এই শব্দসামান্য হইতেছে সমস্ত নামের সমান—এক-ধর্ম্মাক্রান্ত; আর এই শব্দসামান্যই উক্ত নাম-সমূহের ব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মা; কারণ, শব্দ সামান্যই সমস্ত বিশেষ বিশেষ নামকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে; [কেন না, শব্দাতিরিক্ত নামের কোনও অস্তিত্ব নাই] ॥ ৭৮ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদেতদবিদ্যাবিষয়ত্বেন প্রস্তুতং সাধ্যসাধনলক্ষণং ব্যাকৃতং রূপং প্রাণাত্মপ্রাপ্ত্যন্তোৎকর্ষবদপি ফলম্, যা চৈতন্য ব্যাকরণাৎ

প্রাগবস্থা অব্যাকৃতশব্দবাচ্যা—বৃক্ষবীজবৎ সর্ব্বমেতৎ ত্রয়ম্। কিং তৎ ত্রয়ম্? ইত্যুচ্যতে—নাম রূপং কর্ম্ম চেতি অনাত্মৈব—ন আত্মা যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম; তস্মাদস্মাদ্বিরজ্যেতেত্যেবমর্থঃ ত্রয়ং বা ইত্যাদ্যারম্ভঃ। ন হ্যস্মাৎ অনাত্মনোঽব্যাবৃত্তচিত্তস্যাত্মানমেব লোকম্—অহং ব্রহ্মাস্মীত্যুপাসিতুং বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে, বাহ্য-প্রত্যগাত্মপ্রবৃত্ত্যোর্বিরোধাৎ। তথা চ কাঠকে—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥" ইত্যাদি। ১

কথং পুনরস্য ব্যাকৃতাব্যাকৃতস্য ক্রিয়াকারকফলাত্মনঃ সংসারস্য নামরূপকর্ম্মাত্মকতৈব,ন পুনরাত্মত্বম্—ইত্যেতৎ সম্ভাবয়িতুং শক্যত ইতি। অত্রোচ্যতে—তেষাং নাম্নাং যথোপন্যস্তানাং—বাগিতি শব্দসামান্যমুচ্যতে, "যঃ কশ্চ শব্দো বাগেব সা" ইত্যুক্তত্বাৎ বাগিত্যেতস্য শব্দস্য যোঽর্থঃ শব্দসামান্যমাত্রম্, এতদেতেষাং নামবিশেষাণামুক্থং কারণম্ উপাদানম্, সৈন্ধবলবণকণানামিব সৈন্ধবাচলঃ; তদাহ—অতো হ্যস্মান্নামসামান্যাৎ সর্ব্বাণি নামানি যজ্ঞদত্তো দেবদত্ত ইত্যেবমাদিপ্রবিভাগানি উত্তিষ্ঠন্তি উৎপদ্যন্তে প্রবিভজ্যন্তে লবণাচলাদিব লবণকণাঃ; কার্য্যঞ্চ কারণেনাব্যতিরিক্তম্। তথা বিশেষাণাঞ্চ সামান্যেঽন্তর্ভাবাৎ। ২

কথং সামান্যবিশেষভাব ইতি—এতৎ শব্দসামান্যম্ এষাং নামবিশেষাণাং সাম, সমত্বাৎ সাম সামান্যমিত্যর্থঃ। এতৎ হি যস্মাৎ সর্ব্বৈর্নামভিরাত্মবিশেষৈঃ সমম্। ৩

কিঞ্চ, আত্মলাভাবিশেষাচ্চ নামবিশেষাণাম্—যস্য চ যস্মাদাত্মলাভো ভবতি, স তেনাপ্রবিভক্তো দৃষ্টঃ যথা ঘটাদীনাং মৃদা; কথং নামবিশেষাণাম্ আত্মলাভো বাচ ইতি? উচ্যতে—যত এতদেষাং বাক্শব্দবাচ্যং বস্তু ব্রহ্ম আত্মা, ততো হ্যাত্মলাভো নাম্নাম্,শব্দব্যতিরিক্তস্বরূপানুপপত্তেঃ। তৎ প্রতিপাদয়তি—এতচ্ছব্দসামান্যং হি যস্মাচ্ছব্দবিশেষান্ সর্ব্বাণি নামানি বিভর্ত্তি ধারয়তি স্বরূপপ্রদানেন। এবং কার্য্যকারণত্বোপপত্তেঃ সামান্যবিশেষোপপত্তেরাত্মপ্রদানোপপত্তেশ্চ নামবিশেষাণাং শব্দমাত্রতা সিদ্ধা। এবমুত্তরয়োরপি সর্ব্বং যোজ্যং যথোক্তম্॥ ৭৮॥ ১॥

টীকা। প্রপঞ্চিতস্যাবিদ্যাকার্য্যস্য সঙ্ক্ষেপেণোপসংহারার্থং ব্রাহ্মণান্তরমবতারয়তি—যদেতদিতি। ফলমপি জ্ঞানকর্ম্মণোরুক্তবিশেষণবদ্ যদেতৎ প্রস্তুতমিতি সম্বন্ধঃ। অব্যাকৃতপ্রক্রিয়ায়ামুক্তং স্মারয়তি—যা চেতি। ব্যাকৃতাব্যাকৃতস্য জগতঃ সংগৃহীতং রূপমাহ—

সর্ব্বমিতি। বাঙ্মনঃপ্রাণাখ্যং ত্রয়মিতি শঙ্কাং প্রত্যাহ—কিং তদিত্যাদিনা। কিমর্থঃ পুনরয়মুপসংহার ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অনাত্মৈবেতি। আত্মশব্দার্থমাহ—যৎসাক্ষা-দিতি। অনাত্মত্বেন জগতো হেয়ত্বং তচ্ছব্দেন পরামৃশ্যতে। বৈরাগ্যমপি কিমর্থমিত্যা-শঙ্ক্যাহ—ন হীতি। অবিরক্তোঽপি কুতূহলিতয়া তত্রাধিকারী স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—বাহ্যেতি। অনাত্মপ্রবণমপ্যাত্মানং প্রত্যায়য়িষ্যত্যাত্মনঃ সর্ব্বাত্মত্বাৎ, কুতো বিরোধ ইত্যা-শঙ্ক্যাহ—তথেতি। কথং তর্হি প্রত্যগাত্মধীস্তত্রাহ—কশ্চিদিতি।

উপসংহারস্তেত্থং সফলত্বেঽপি সর্ব্বস্য জগতো নামাদিমাত্রত্বং প্রমাণাভাবাদযুক্তমিতি শঙ্কতে—কথমিতি। অনুমানৈঃ সম্ভাবনাং দর্শয়তি—অত্রেতি। তত্র তৎকার্য্যত্ব-হেতুকমনুমানমাহ—তেষামিতি। বাগিত্যেতদুক্থমিতি সম্বন্ধঃ। ইন্দ্রিয়ব্যাবৃত্ত্যর্থং বাক্‌পদার্থমাহ—শব্দেতি। সংগৃহীতমর্থং বিবৃণোতি—যঃ কশ্চেত্যাদিনা। উক্থত্ব-মুপপাদয়িতুমুত্তরং বাক্যমিত্যাহ—তদাহেতি। কার্য্যকারণভাবেঽপি কিমায়াতমত আহ—কার্য্যং চেতি। সর্ব্বে নামবিশেষাস্তন্মাত্রাত্তত্বতো ন ভিদ্যন্তে তৎকার্য্যত্বাৎ, যৎ যৎ-কার্য্যং তত্তত্তো ন ভিদ্যতে, যথা মৃদো ঘট ইত্যর্থঃ। সর্ব্বে নামবিশেষাস্তৎসামান্যে কল্পিতাঃ প্রত্যেকং তদনুবিদ্ধত্বাদ্রজ্জ্বদমংশানুবিদ্ধসর্পাদিবদিত্যনুমানান্তরমাহ—তথেতি। কার্য্যাণাং কারণেঽন্তর্ভাববদিতি যাবৎ।

উক্তমেব প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রপঞ্চয়তি—কথমিত্যাদিনা। সামত্বং সাধয়তি—এত-দ্ধীতি। ইতশ্চ নামবিশেষা নামমাত্রেঽন্তর্ভবন্তীত্যাহ—কিঞ্চেতি। নামবিশেষাণাং নামমাত্রাদাত্মলাভাত্তস্মাদবিশেষাস্তত্রৈবান্তর্ভাব ইত্যক্ষরার্থঃ। সর্ব্বে নামবিশেষাস্তৎসামান্যান্ন পৃথগ্বস্তুতঃ সন্তি, তেনাত্মবত্ত্বাৎ, যে যেনাত্মবন্তস্তে ততোঽন্যে বস্তুতো ন সন্তি, যথা মৃদাত্মবন্তো ঘটাদয়ো বস্তুতস্ততোঽন্যে ন সন্তীত্যুক্তেঽনুমানে ব্যাপ্তিং সাধয়তি—যস্য চেতি। হেতু-সমর্থনার্থমুত্তরং বাক্যমুত্থাপয়তি—কথমিত্যাদিনা। অতঃ শব্দমাত্রাত্তদ্বিশেষাণামাত্ম-লাভো ভবতীতি শেষঃ। তত্রৈব যুক্তিমাহ—ততো হীতি। তত্রৈব বাক্যমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—তদিত্যাদিনা। তস্মাত্তন্মাত্রাত্তদ্বিশেষাণামাত্মলাভ ইতি বাক্যশেষঃ। প্রথম-কণ্ডিকয়া সিদ্ধমর্থমুপসংহরতি—এবমিতি। উপপত্তিত্রয়মুত্তরবাক্যদ্বয়েঽপি তুল্যমিত্যতি-দিশতি—এবমুক্তরয়োরিতি। ১৫। ১।

ভাষ্যানুবাদ। প্রাণাত্মভাবপ্রাপ্তি বা প্রাজাপত্য পদলাভ যাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল, সেই যে, এই সাধ্যসাধনাত্মক অভিব্যক্ত জগৎ বর্ণিত হইয়াছে, এবং আরও যে, বৃক্ষের বীজাবস্থার ন্যায় এই জগতেরও অভিব্যক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী অব্যাকৃত শব্দ বাচ্য অবস্থা কথিত হইয়াছে;সে সমস্তই এই তিন প্রকার; সেই তিনটি প্রকার কি কি, তাহা বলা হইতেছে—নাম, রূপ ও কর্ম্ম; এই তিনটিই অনাত্মা, কিন্তু যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা, তৎস্বরূপ নহে, পরন্তু আত্মা হইতে ভিন্ন; অতএব এই সংসার হইতে যাহাতে বিরক্তি (বৈরাগ্য) হইতে পারে; সেই উদ্দেশ্যে "ত্রয়ং বা ইদম্" ইত্যাদি শ্রুতির আরম্ভ হইয়াছে; কেন

না, অনাত্মভূত এই সংসার হইতে যাহার চিত্ত বিরক্ত বা বৈরাগ্যসম্পন্ন না হয়, তাহার পক্ষে কখনই "অহং ব্রহ্মাস্মি" (আমি ব্রহ্ম) এইরূপ আত্ম-লোকের উপাসনায় বুদ্ধিবৃত্তির প্রবৃত্তি হইতে পারে না; কারণ, বাহ্যবিষয়ে অনুবৃত্তি ও প্রত্যগাত্মবিষয়ে প্রবৃত্তি পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, কঠোপনিষদেও আছে—'স্বয়ম্ভু (আদিকর্ত্তা) ইন্দ্রিয়গণকে পরাঙ্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই হেতু জীব পরাক্—বাহ্যপদার্থই দর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না; অমৃতত্বলাভের ইচ্ছায় যাহার চক্ষু অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টি আবৃত্ত (পরিবর্ত্তিত—অন্তর্মুখী) হইয়াছে, এমন কোনও ধীর ব্যক্তিই প্রত্যক্ আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন' ইত্যাদি। ১

ক্রিয়া, কারক ও ফলাত্মক, ব্যাকৃতাব্যাকৃত অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্মাত্মক এই সংসার যে, কেবলই নাম, রূপ ও কর্ম্মাত্মক, পরন্তু আত্মস্বরূপ নয়, ইহা কি প্রকারে উপপাদন করা যাইতে পারে? তদুত্তরে বলা হইতেছে—শ্রুতির 'বাক্' শব্দে শব্দসামান্য অর্থাৎ সামান্যাকারে শব্দমাত্র বুঝাইতেছে; কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, 'যাহা কিছু শব্দ, সে সমস্ত বাক্‌ই' (বাক্ হইতে পৃথক্ নহে); 'বাক্' এই শব্দের যাহা অর্থ—সাধারণ শব্দমাত্র, তাহাই এই যথোক্ত বিশেষ বিশেষ নামের (রাম, শ্যাম ইত্যাদি শব্দের) উক্থ—কারণ—উপাদানস্বরূপ; যেমন সৈন্ধব-পর্ব্বত লবণকণাসমূহের উপাদান, তেমনি। এই কথাই বলিতেছেন—যেহেতু, এই নাম-সামান্যাত্মক বাক্ হইতেই সমস্ত বিশেষ নাম—'দেবদত্ত' 'যজ্ঞদত্ত' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ-সমূহ উত্থিত হয়—উদ্‌গত হয় অর্থাৎ লবণাচল হইতে লবণকণার ন্যায় বহির্গত হইয়া থাকে, অথচ কার্য্য বা জন্য পদার্থমাত্রই স্ব স্ব কারণ হইতে অতিরিক্ত নয়; সেইরূপ বিশেষ অবস্থামাত্রই সাধারণ পদার্থের অন্তর্নিবিষ্ট থাকে। ২

ভাল, নাম ও বাক্, এতদুভয়ের মধ্যে সামান্য-বিশেষভাব ঘটে কিরূপে? [তদুত্তরে বলিতেছেন—] এই যে সামান্য শব্দ—বাক্, ইহাই বিশেষ বিশেষ নামের সাম—সমতা বা সাম্য আছে বলিয়াই সাম অর্থাৎ সমধর্ম্মী। যেহেতু, এই বাক্‌সামান্যই স্বীয় অবস্থাবিশেষাত্মক নাম-সমূহের সহিত সমান; [সেই হেতুই ইহাদের সামান্য-বিশেষভাব সম্ভব হয়]। ৩

অপিচ, বিশেষ বিশেষ নামগুলির আত্মলাভে বা অভিব্যক্তিতে বিশেষ বা পার্থক্য না থাকাও অপর কারণ,—যাহা হইতে যাহার আত্মলাভ বা উৎপত্তি হয়, দেখিতে পাওয়া যায়, সে তাহা হইতে অবিভক্ত বা অপৃথক্;

যেমন মৃত্তিকার সহিত ঘট-সমূহের (অভেদ, তেমনি)(১)। বাক্ হইতে বিশেষ বিশেষ নাম-সমূহের আত্মলাভ হয় কি প্রকারে, তাহা কথিত হইতেছে—যেহেতু বাক্-শব্দবাচ্য বাক্ বস্তুটী হইতেছে—এই নাম-সমূহের ব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মা, সেই হেতুই বাক্ হইতে নাম-সমূহের আত্মলাভ স্বীকার করিতে হয়; কারণ, কোন নামেরই শব্দাতিরিক্ত স্বরূপ উপপন্ন হয় না। এ কথার উপপাদনার্থ বলিতেছেন—যেহেতু, এই সামান্য শব্দই (বাক্ই) স্বরূপসমর্পণ করিয়া শব্দগুলিকে—সমস্ত নামকে ধারণ করিয়া রাখে; [অতএব সামান্য ও নামবিশেষের মধ্যে সামান্য-বিশেষ থাকা অসম্ভব হইতেছে না]। এইরূপে কার্য্য-কারণভাবের উপপত্তি হেতু, সামান্য-বিশেষ-ভাবেরও উপপত্তি হেতু এবং উৎপাদকত্ব হেতুও বিশেষ বিশেষ নামগুলির সামান্য শব্দাত্মকতা সিদ্ধ হইল। এখানে যে সমস্ত কথা বলা হইল, পরবর্ত্তী শ্রুতিদ্বয়ে ইহার সমস্তই যোজনা করিতে হইবে ॥ ৭৮ ॥ ১ ॥

অথ রূপাণাং চক্ষুরিত্যেতদেষামুকথমতো হি সর্ব্বাণি রূপাণ্যুত্তিষ্ঠন্ত্যেতদেষাꣳ সামৈতদ্ধি সর্ব্বৈরূপৈঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্ব্বাণি রূপাণি বিভর্ত্তি ॥ ৭৯ ॥ ২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ (নাম্নো নির্দ্দেশানন্তরং) চক্ষুঃ (চক্ষুর্গ্রাহ্যং রূপ-সামান্যম্) ইত্যেতৎ এষাং রূপাণাং (শ্বেতপীতাদীনাং) উকথং (উৎপত্তি-স্থানং); হি যস্মাৎ, অতঃ (অস্মাৎ—রূপসামান্যাৎ) সর্ব্বাণি রূপাণি (শ্বেতপীতাদিরূপভেদাঃ) উত্তিষ্ঠন্তি (উদ্গচ্ছন্তি); তথা এতৎ (রূপসামান্যং) এষাং (রূপবিশেষাণাং) সাম (সমত্বং সাম্যাবস্থা); হি (যস্মাৎ) এতৎ (রূপসামান্যং) সর্ব্বৈঃ রূপৈঃ (শ্বেতপীতাদিভেদৈঃ) সমং (সমানং—ঐক্যমা-পন্নং); এতৎ (রূপসামান্যং) এষাং (রূপাণাং) ব্রহ্ম (ব্যাপকং—আত্মা);

(১) তাৎপর্য্য—এখানে বাক্শব্দে সাধারণতঃ শব্দমাত্র অভিহিত হইয়াছে, সামান্য শব্দেরই বিশেষ বিশেষ অবস্থার নাম হইতেছে—'দেবদত্ত, রাম, শ্যাম' ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ নাম; সর্ব্বত্রই বিশেষ অবস্থাগুলি সামান্যাবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে; যেমন বৃক্ষ-সামান্যের অন্তর্গত হয়—বৃক্ষবিশেষ—আম, জাম, কাঁটাল প্রভৃতি। তাহার পর, সাধারণ বস্তুই তজ্জাতীয় বিশেষ বস্তুর কারণ হইয়া থাকে, যেমন—সাধারণ মৃত্তিকাই—মৃত্তিকার ঘটাদির কারণ হয়; কার্য্যমাত্রই স্বকারণের ব্যাপ্য (অধীন) হইয়া থাকে; অতএব নাম-বিশেষও বাক্সামান্য অন্তর্নিবিষ্ট।

হি (যস্মাৎ) এতৎ (সামান্যরূপমেব) সর্ব্বাণি রূপাণি (সর্ব্বান্ রূপভেদান্) বিভর্ত্তি (ধারয়তি) ; [কার্য্যমাত্রস্যৈব কারণানুপ্রবিষ্টত্বাদিতি ভাবঃ] ॥১৯॥২ ॥

মূলানুবাদ। এখন নামনির্দ্দেশের পর রূপসম্বন্ধে সাম্য নির্দ্দেশ করিতেছেন—চক্ষুঃ—চক্ষু অর্থ—চক্ষুগ্রাহ্য সাধারণ রূপমাত্র ; এই চক্ষুঃ হইতেছে—শ্বেতপীতাদি বিভিন্ন রূপের উক্থ উৎপত্তিস্থান ; কারণ, এই সামান্য রূপ হইতেই সমস্ত বিশেষ রূপের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; এই রূপসামান্যই আবার সমস্তবিশেষ রূপেরসাম অর্থাৎ সাম্যাবস্থা বা প্রকৃতি স্বরূপ ; কারণ,এই সামান্যরূপটি অপর সমস্ত বিশেষ বিশেষরূপের সহিত সমান—ঐক্যাবস্থা প্রাপ্ত ; এই রূপসামান্যই এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ রূপের ব্রহ্ম—ব্যাপক আত্মা; কারণ,শ্বেতপীতাদি বিশেষ বিশেষ রূপমাত্রই এই সামান্য রূপ দ্বারা বিধৃত বা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অথেদানীং রূপাণাং সিতাসিতপ্রভৃতীনাং—চক্ষুরিতি চক্ষুর্ব্বিষয়সামান্যং চক্ষুঃশব্দাভিধেয়ং রূপসামান্যং প্রকাশ্যমাত্রমভিধীয়তে। অতো হি সর্ব্বাণি রূপাণ্যুত্তিষ্ঠন্তি, এতদেষাং সাম, এতদ্ধি সর্ব্বৈঃ রূপৈঃ সমম্, এতদেষাং ব্রহ্ম এতদ্ধি সর্ব্বাণি রূপাণি বিভর্ত্তি ॥ ১১ ॥ ২ ॥

টীকা। তত্র ব্যাখ্যানসাপেক্ষাণি পদানি ব্যাকরোতি—অথেত্যাদিনা। নামব্যাখ্যানানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। চক্ষুরুক্থমিতি সম্বন্ধঃ। চক্ষুরিতি চক্ষুঃশব্দাভিধেয়ং চক্ষুর্বিষয়সামান্যমভিধীয়তে, তচ্চ রূপসামান্যং, তদপি প্রকাশ্যমাত্রমিতি যোজনা ॥ ১৬ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অথ শব্দের অর্থ—নামনির্দ্দেশের আনন্তর্য্য ; চক্ষুঃ অর্থ—চক্ষুর্গ্রাহ্য সমস্ত বিষয়—চক্ষুর প্রকাশ্য সামান্য রূপমাত্রই অভিহিত হইতেছে। [এই চক্ষুই] রূপ-সমূহের অর্থাৎ শ্বেত-কৃষ্ণাদি বর্ণ সমুদয়ের [উক্থ) ; কারণ, ইহা হইতেই সমস্ত রূপ উৎপন্ন হয় ; ইহা সমুদয় রূপের সাম ; যেহেতু ইহা সমস্ত রূপের সমান, এবং ইহাই এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ রূপগুলিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে (১) ॥ ১৯ ॥ ২ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—শ্রুতির এই কথা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রথমে শুদ্ধ একটী অবিশেষিত রূপমাত্র ছিল, শ্বেত পীতাদি বিভাগ ছিল না ; পরে সেই নির্ব্বিশেষ সামান্য রূপ হইতেই শ্বেত পীতাদি ষড়্‌বিধ রূপের আবির্ভাব হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে, শুভ্র বর্ণটাকে, সমস্ত বর্ণের সমষ্টিভূত বা কোন বর্ণ নয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহাই কি এই রূপ সামান্য ? এই সামান্য রূপকেই সমস্ত রূপের আকর এবং সমতাবস্থা ও ব্যাপক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥

অথ কর্ম্মণামাত্মেত্যেতদেষামুকৃথমতো হি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যুত্তিষ্ঠন্ত্যেতদেষাꣳ সামৈতদ্ধি সর্ব্বৈঃ কর্ম্মভিঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বিভর্ত্তি, তদেতৎ ত্রয়ং সদেকময়মাত্মা একঃ সন্নেতৎ ত্রয়ꣳ তদেতদমৃতং সত্যেন চ্ছন্নং, প্রাণো বা অমৃতং নামরূপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্নঃ ॥ ৮০ ॥ ৩

ইতি প্রথমাধ্যায়ে ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ৬ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

(বৃহদারণ্যকক্রমেণ তু তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।)

সরলার্থঃ—অথ (অনন্তরং), [দর্শন-চলনাত্মকানাং সর্ব্বকর্ম্মণাং কর্ম্মসামান্যে অন্তর্ভাব উচ্যতে] ; আত্মা ইতি [শরীরমুচ্যতে, শরীরসাধ্যত্বাৎ কর্ম্মসামান্যাত্মকত্বাচ্চ)। আত্মেতি এতৎ এষাং (লোকসিদ্ধানাং) কর্ম্মণাং (দর্শনশ্রবণাদীনাং স্পন্দনাত্মকানাং চ গমনাদীনাং কর্ম্মবিশেষাণাং) উকৃথং (উৎপত্তিস্থানং) ; হি (যস্মাৎ) সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি (কর্ম্মবিশেষাঃ) অতঃ (কর্ম্মসামান্যাত্মকাৎ শরীরাৎ) উত্তিষ্ঠন্তি ; এতৎ (সামান্যং) এষাং (কর্ম্মবিশেষাণাং) সাম (সমত্বং) ; হি (যস্মাৎ) এতৎ সর্ব্বৈঃ কর্ম্মভিঃ সমং (বিশেষস্য সামান্যানতিরেকাৎ) ; এতৎ এষাং (কর্ম্মবিশেষাণাং) ব্রহ্ম (ব্যাপকং—আত্মা) ; হি (যস্মাৎ) এতৎ (কর্ম্মসামান্যং) সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বিভর্ত্তি । এতৎ (যথোক্তং নাম, রূপং, কর্ম্ম চ), ত্রয়ং (ত্রিবেণীবৎ অন্যোন্যসংশ্রয়ং) সৎ একং (অভিন্নং) অয়ং আত্মা (দেহপিণ্ডঃ) [নামরূপকর্ম্মণাম্ অন্নাত্মকত্বাৎ, দেহস্য চান্নময়ত্বাৎ, দেহে তদৈক্যং সম্পন্নমিতি ভাবঃ] ; আত্মা (দেহঃ) উ (অপি) একঃ (সংহতঃ) সন্ এতৎ ত্রয়ং (নামরূপকর্ম্মাত্মকং) । তৎ এতৎ (বক্ষ্যমাণং) অমৃতং সত্যেন চ্ছন্নং (ব্যাপ্তং) ; [কিং তৎ অমৃতং, কিংবা সত্যং, তদাহ—] প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) অমৃতং (অমৃতঃ শ্রমাত্মকমরণরহিতঃ) ; নাম-রূপে সত্যং, তাভ্যাং (নামরূপাভ্যাং) অয়ং প্রাণঃ ছন্নঃ (ব্যাপ্তঃ সমাবৃত ইত্যর্থঃ) ॥ ৮০ ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে ষষ্ঠব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ১ ॥ ৬ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ব্যাখ্যায়াং সরলায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। অতঃপর [কর্ম্মের সামান্য-বিশেষভাব কথিত হইতেছে—] আত্মা—কর্ম্মসম্পাদনের হেতুভূত শরীর হইতেছে—বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের উক্থ (উৎপত্তির কারণ); কেন না, সমস্ত কর্ম্মই ইহা হইতে উৎপন্ন হয়; এই কর্ম্মসামান্যাত্মক শরীর হইতেছে এ সমস্তের (বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের) সাম অর্থাৎ সাম্যাবস্থাত্মক; কারণ, বিশেষ বিশেষ সমস্ত কর্ম্মের সহিত ইহা সম অর্থাৎ সমান; এই কর্ম্ম-সামান্যাত্মক শরীর হইতেছে—সমস্ত বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের ব্রহ্ম (ব্যাপক); কারণ, ইহাই অপর সমস্ত কর্ম্মকে ধারণ করিয়া আছে। ইহারা তিন হইয়াও এক—(আত্মা দেহস্বরূপ); আত্মাও আবার এক হইয়াও (দেহরূপে ভেদরহিত হইয়াও) এই তিন; [কারণ, দেহ ত অন্নত্রয়েরই বিকার বা পরিণাম]। প্রসিদ্ধ এই অমৃত সত্য দ্বারা আচ্ছাদিত আছে; পূর্ব্বোক্ত প্রাণই অমৃত (মরণরহিত); নাম ও রূপ হইতেছে—সত্য, সেই নাম ও রূপ দ্বারা এই প্রাণ আচ্ছাদিত বা আবৃত রহিয়াছে ॥ ৮০ ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণানুবাদ ॥ ১ ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অথেদানীং সর্ব্বকর্ম্মবিশেষাণাং মননদর্শনাত্মকানাং চলনাত্মকানাং চ ক্রিয়াসামান্যমাত্রেঽন্তর্ভাব উচ্যতে। কথম্? সর্ব্বেষাং কর্ম্মবিশেষাণাম্, আত্মা শরীরং সামান্যম্ আত্মা—আত্মনঃ কর্ম্ম আত্মেত্যুচ্যতে; আত্মনা হি শরীরেণ কর্ম্ম করোতীত্যুক্তম্; শরীরে চ সর্ব্বং কর্ম্মাভিব্যজ্যতে; অতস্তাৎস্থ্যাৎ তচ্ছব্দং কর্ম্ম—কর্ম্মসামান্যমাত্রং সর্ব্বেষামুক্থমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

তদেতদ্ যথোক্তং নাম রূপং কর্ম্ম ত্রয়ং ইতরেতরাশ্রয়ম্ ইতরেতরাভিব্যক্তিকারণম্, ইতরেতরপ্রলয়ং সংহতং—ত্রিদণ্ডবিষ্টম্ভবৎ সৎ একম্। কেনাত্মনৈকত্বম্—ইত্যুচ্যতে—অয়মাত্মা অয়ং পিণ্ডঃ কার্য্যকরণাত্মসঙ্ঘাতঃ তথান্নত্রয়ে ব্যাখ্যাতঃ—"এতন্ময়ো বা অয়মাত্মা" ইত্যাদিনা; এতাবদ্বীদং সর্ব্বং ব্যাকৃতমব্যাকৃতং চ যদুত নাম রূপং কর্ম্মেতি; আত্মা উ একোঽয়ং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতঃ সন্ অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবভাবেন ব্যবস্থিতম্ এতদেব ত্রয়ং নাম রূপং কর্ম্মেতি। তদেতদ্বক্ষ্যমাণম্ অমৃতং সত্যেন ছন্নমিত্যেতস্য বাক্যস্যার্থ-

মাহ—প্রাণো বা অমৃতং করণাত্মকঃ অন্তরুপষ্টম্ভকঃ আত্মভূতোঽমৃতোঽবিনাশী; নামরূপে সত্যং কার্য্যাত্মকে শরীরাবস্থে; ক্রিয়াত্মকস্তু প্রাণস্তয়োরুপষ্টম্ভকঃ বাহ্যাভ্যাং শরীরাত্মকাভ্যামুপজনাপায়ধর্ম্মিভ্যাং মর্ত্ত্যাভ্যাং ছন্নোঽপ্রকাশীকৃতঃ। এতদেব সংসারসতত্ত্বমবিদ্যাবিষয়ং প্রদর্শিতম্‌; অত ঊর্দ্ধং বিদ্যাবিষয় আত্মাধিগন্তব্য ইতি চতুর্থ আরভ্যতে ॥ ৮০ ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্‌ ॥১॥৬॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

টীকা। রূপপ্রকরণানন্তর্যমথেত্যুচ্যতে। ক্রিয়াবিশেষাণাং ক্রিয়ামাত্রেঽন্তর্ভাবং প্রশ্নদ্বারা স্ফোরয়তি—কথমিত্যাদিনা। আত্মশব্দেনাত্র শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যকর্ম্মগ্রহণে পুরুষবিধব্রাহ্মণশেষমনুকূলয়তি—আত্মনা হীতি। তত্রৈবোপপত্তিমাহ—শরীরে চেতি। তথাপি কথমাত্মশব্দঃ শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ম্ম ব্রূয়াদিত্যাশঙ্ক্য লক্ষণয়েত্যাহ—অত ইতি।

সঙ্ক্ষেপস্যাপি সঙ্ক্ষেপান্তরমাহ—তদেতদিতি। তদেতত্ত্রয়ং ত্রিদণ্ডবিষ্টম্ভবৎ সংহতং সদেকমিতি সম্বন্ধঃ। কথং সংহতত্বমত আহ—ইতরেতরাশ্রয়মিতি। রূপং বিষয়মাশ্রিত্য নামকর্ম্মণী সিধ্যতঃ, স্বাতন্ত্র্যেণ নির্বিষয়য়োস্তয়োঃ সিদ্ধ্যদর্শনান্নামকর্ম্মণী চাশ্রিত্য রূপং সিধ্যতি। ন হি তে হিত্বা কিঞ্চিদুৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। বাচকেন বাচ্যস্য তেনেতরস্য তাভ্যাং চ ক্রিয়ায়াস্তয়া তয়োরপেক্ষাদর্শনাদন্যোন্যমভিব্যঞ্জকত্বমাহ—ইতরেতরেতি। সতি নাম্নি রূপসংহারদর্শনাদ্রূপে চ সতি নামসংহারদৃষ্টেঃ সতোশ্চ তয়োঃ কর্ম্মণস্তস্মিংশ্চ সতি তয়োরুপসংহারোপলম্ভাদিতরেতরপ্রলয়মিত্যাহ—ইতরেতরপ্রলয়মিতি। ত্রয়াণামেকত্বং বিরুদ্ধমিতি শঙ্কিত্বা পরিহরতি—কেনেত্যাদিনা। কথং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতাত্মনা ত্রয়াণামেকত্বং, তত্রাহ—তথেতি। নামরূপকর্ম্মণাং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতমাত্রত্বেঽপি ততো ব্যতিরিক্তং সঙ্ঘাতাদন্যৎ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—এতাবদিতি। নামাদিত্রয়স্য সঙ্ঘাতমাত্রত্বে কথং ব্যবহারাসাঙ্কর্য্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—আত্মেতি। সঙ্ঘাতোঽয়মাত্মশব্দিতঃ স্বয়মেকোঽপি সমধ্যাত্মাদিভেদেন স্থিতং ত্রয়মেব ভবতীতি ব্যবহারাসাঙ্কর্য্যমিত্যর্থঃ।

একস্মিন্নপি সঙ্ঘাতে কার্য্যকরণরূপেণাবান্তরবিভাগমাহ—তদেতদিতি। আত্মভূতস্তত্তোপাধিত্বেন স্থিত ইতি যাবৎ। অবিনাশী স্থূলদেহে গচ্ছত্যপি যাবন্মোক্ষং ন গচ্ছতীত্যর্থঃ। সচ্চ ত্যচ্চ সত্যং ভূতপঞ্চকং, তদাত্মকে নামরূপে ইত্যাহ—নামেতি। করণবাধাত্ম্যং কথয়তি—ক্রিয়াত্মকস্ত্বিতি। পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতাত্মকং, তৎকার্য্যং সর্ব্বং সচ্চ ত্যচ্চেতি ব্যুৎপত্তেঃ সত্যং বৈরাজং শরীরং কার্য্যমপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূততৎকার্য্যাত্মককরণরূপসপ্তদশকলিঙ্গস্য সূত্রাখ্যস্যায়তনং তস্যৈবাচ্ছাদকং, তৎ খল্বনাত্মাপি স্থূলদেহচ্ছন্নত্বাদ্দুর্বিজ্ঞানং, তেনাপি ছন্নং প্রত্যগ্‌বস্তু সুতরামিতি তজ্‌জ্ঞানেঽবহিতৈর্ভাব্যমিতি ভাবঃ। ইদানীমবিদ্যাকার্য্যপ্রপঞ্চমুপসংহরতি—এতদিতি। অবিদ্যাবিষয়বিবরণস্য বক্ষ্যমাণোপ

যোগমুপসংহরতি—অস্ত ইতি। প্রপঞ্চিতে সত্যবিদ্যাবিষয়ে ততো বিরক্তস্যাত্মানং বিবিদিষোস্তজ্জ্ঞাপনার্থং চতুর্থপ্রমুখঃ সন্দর্ভো ভবিষ্যতি। তস্মাদবিদ্যাবিষয়বিবরণমুপযোগীতি ভাবঃ। ১৬। ৩।

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর এখন মনন ও দর্শনাত্মক অর্থাৎ আন্তর ও বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপারাত্মক এবং কর্মেন্দ্রিয়সাধ্য স্পন্দনাত্মক সমস্ত বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের (ক্রিয়ার) শুধু ক্রিয়াসামান্যে অন্তর্ভাব কথিত হইতেছে। তাহা কি প্রকার? আত্মা অর্থ—শরীরসামান্য, কর্ম্মমাত্রই আত্মার্থক আত্মসম্পাদ্য; এইজন্য কর্ম্মই 'আত্মা' শব্দে অভিহিত হইয়াছে। আত্মা দ্বারাই—শরীর দ্বারাই যে, কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ কর্ম্মমাত্রই শরীরমধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে; এই জন্য শরীরে অবস্থান করে বলিয়া শরীরই (আত্মাই) কর্ম্ম—অর্থাৎ কর্ম্মসাধক সামান্য। 'উক্থ ইত্যাদি কথার ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ।

সেই যে, এই নাম, রূপ ও কর্ম্মত্রয়, এই তিনটিই পরস্পর পরস্পরকে, আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, পরস্পর পরস্পরের অভিব্যক্তির সাহায্য করে, এবং পরস্পর পরস্পরে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহারা ত্রিদণ্ডবিষ্টম্ভের ন্যায় (১) সম্মিলিতভাবে অবস্থান করত এক—, কিরূপে ইহাদের একত্ব, তাহা বলা হইতেছে—এই আত্মা অর্থাৎ কার্য্যকরণভাবাত্মক এই স্থূলদেহ; ইতঃপূর্ব্বে "এতন্ময়ো বা অয়মাত্মা" ইত্যাদি বাক্যে সে কথা উক্ত হইয়াছে। এই যে, নাম, রূপ ও কর্ম্ম, এই তিনটী লইয়া এই স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত জগৎ, এতদতিরিক্ত জগতের সত্তা নাই); সমস্ত দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট এই আত্ম আবার এক হইয়াও অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবতরূপে অবস্থিত এই ত্রিবিধ নাম, রূপ ও কর্ম্মাত্মকই বটে, (এতদতিরিক্ত নহে)।

সেই এই আত্মা—পরে যাহার কথা বলা হইবে, সেই অমৃত দ্বারা আবৃত আছে; শ্রুতি নিজেই এই বাক্যের অর্থ বলিয়া দিতেছেন; প্রাণই অমৃত অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরস্থ দেহবিধারক করণস্বরূপ (দেহরক্ষার সাধন) আত্মস্থানী

(১) তাৎপর্য্য—এখানে যে, ত্রিদণ্ডের কথা বলা হইয়াছে, ইহা সন্ন্যাসীর 'ত্রিদণ্ড' নহে পরন্তু ইহা পরস্পরের সহিত সম্মিলিত তিনটী দণ্ড মাত্র (তে কাঠী); সেই তিনটী দণ্ড যেরূপ পরস্পর পরস্পরের উভর ভর করিয়া দণ্ডায়মান থাকে, এবং কোনপ্রকার গুরুভার বস্তুও ধারণ করিতে সমর্থ হয়, তেমনি এই নাম, রূপ ও কর্ম্মও পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়ে থাকিয়া মহৎ কার্য্যসাধনে সমর্থ হইয়া থাকে।

প্রাণ হইতেছে অমৃত—অবিনাশী বিনাশরহিত ; কার্য্য বা উৎপন্ন দেহাবস্থাত্মক নাম ও রূপ হইতেছে 'সত্য' ; সেই নাম ও রূপের উপষ্টম্ভক ক্রিয়াস্বভাব প্রাণই জন্ম-মরণশীল বাহ্য পদার্থ (অনাত্মভূত) শরীরাবস্থাপন্ন নাম ও রূপ দ্বারা আবৃত—অপ্রকাশীকৃত অর্থাৎ অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছেন। অবিদ্যাধিকারে স্থিত সংসারের তত্ত্ব এই পর্য্যন্তই প্রদর্শিত হইল ; অতঃপর বিদ্যার বিষয় অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানগম্য আত্মাকে জানিতে হইবে, এই জন্য চতুর্থ অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে ॥ ৮০ ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥ ৬ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে
শাঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমং ব্রাহ্মণম্।

আভাসভাষ্যম্। 'আত্মেত্যেবোপাসীত' তদন্বেষণে চ সর্ব্বমন্বিষ্টং স্যাৎ, তদেব চাত্মতত্ত্বং সর্ব্বস্মাৎ প্রেয়স্ত্বাদন্বেষ্টব্যম্—আত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি—আত্মতত্ত্বমেকং বিদ্যাবিষয়ঃ। যস্তু ভেদদৃষ্টিবিষয়ঃ, সঃ—অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি, ন স বেদেতি অবিদ্যাবিষয়ঃ, "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি" ইত্যেবমাদিভিঃ প্রবিভক্তৌ বিদ্যাবিদ্যাবিষয়ৌ সর্ব্বোপনিষৎসু। ১

তত্র চ অবিদ্যাবিষয়ঃ সর্ব্ব এব সাধ্য-সাধনাদিভেদবিশেষবিনিয়োগেন ব্যাখ্যাতঃ আ তৃতীয়াধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ। স চ ব্যাখ্যাতোঽবিদ্যাবিষয়ঃ সর্ব্ব এব দ্বিপ্রকারঃ—অন্তঃ প্রাণ উপষ্টম্ভকো গৃহস্যেব স্তম্ভাদিলক্ষণঃ প্রকাশকোঽমৃতঃ, বাহ্যশ্চ কার্য্যলক্ষণোঽপ্রকাশক উপজনাপায়ধর্ম্মকঃ তৃণকুশমৃত্তিকাসমো গৃহস্যেব সত্যশব্দবাচ্যো মর্ত্ত্যঃ; তেনামৃতশব্দবাচ্যঃ প্রাণশ্ছন্ন ইতি চোপসংহৃতম্। ২

স এব চ প্রাণো বাহ্যাধারভেদেষনেকধা বিস্তৃতঃ। প্রাণ একো দেব ইত্যুচ্যতে। তস্যৈব বাহ্যঃ পিণ্ড একঃ সাধারণঃ—বিরাড্‌বৈশ্বানর আত্মা পুরুষবিধঃ প্রজাপতিঃ কো হিরণ্যগর্ভঃ—ইত্যাদিভিঃ পিণ্ডপ্রধানৈঃ শব্দৈরাখ্যায়তে সূর্য্যাদিপ্রবিভক্তকরণঃ। একঞ্চানেকঞ্চ ব্রহ্ম এতাবদেব, নাতঃ পরমস্তি, প্রত্যেকঞ্চ শরীরভেদেষু পরিসমাপ্তং চেতনাবৎ কর্ত্তৃ ভোক্তৃ চ—ইত্যবিদ্যাবিষয়মেবাত্মত্বেনোপগতো গার্গ্যো ব্রাহ্মণো বক্তোপস্থাপ্যতে তদ্বিপরীতাত্মদৃগজাতশত্রুঃ শ্রোতা। ৩

এবং হি যতঃ পূর্ব্বপক্ষসিদ্ধান্তাখ্যায়িকারূপেণ সমর্প্যমাণোঽর্থঃ শ্রোতুশ্চিত্তস্য বশমেতি; বিপর্য্যয়ে হি তর্কশাস্ত্রবৎ কেবলার্থানুগমবাক্যৈঃ সমর্প্যমাণো দুর্জ্ঞেয়ঃ স্যাৎ, অত্যন্তসূক্ষ্মত্বাদ্বস্তুনঃ; তথা চ কাঠকে—"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ" ইত্যাদিবাক্যৈঃ সুসংস্কৃত-দেববুদ্ধিগম্যত্বং সামান্যমাত্রবুদ্ধ্যগম্যত্বং চ সপ্রপঞ্চং দর্শিতম্; "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ," "আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা"ইতি চ ছান্দোগ্যে; "উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্ব-

দর্শিনঃ" ইতি চ গীতাসু; ইহাপি চ শাকল্য-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদেনাতিগহ্বরত্বং মহতা সংরম্ভেণ ব্রহ্মণো বক্ষ্যতি; তস্মাৎ শ্লিষ্ট এবাখ্যায়িকারূপেণ পূর্ব্ব-পক্ষ-সিদ্ধান্তরূপমাপাদ্য বস্তুসমর্পণার্থ আরম্ভঃ। ৪

আচারবিধ্যুপদেশার্থশ্চ—এবমাচারবতোর্ব্বক্তৃ শ্রোত্রোরাখ্যায়িকানুগতোঽর্থোঽবগম্যতে। কেবলতর্কবুদ্ধিনিষেধার্থা চাখ্যায়িকা—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।" "ন তর্কশাস্ত্রদগ্ধায়"ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্ শ্রদ্ধা চ ব্রহ্মবিজ্ঞানে পরং সাধনমিত্যাখ্যায়িকার্থঃ; তথাহি গার্গ্যাজাতশত্রোরতীব শ্রদ্ধালুতা দৃশ্যতে আখ্যায়িকায়াম্; "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"ইতি চ স্মৃতিঃ ৫

টীকা। তৃতীয়েঽধ্যায়ে সূত্রিতবিদ্যাবিদ্যয়োরবিদ্যা প্রপঞ্চিতা, সম্প্রতি বিদ্যাং প্রপঞ্চয়িতুং চতুর্থমধ্যায়মারভমাণো বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—আত্মেতি কিমিত্যর্থান্তরেষু সৎস্বাত্মতত্ত্বমেবানুসন্ধাতব্যং, তত্রাহ—তদন্বেষণে চেতি। তস্যৈবান্বেষ্টব্যত্বে পরপ্রেমাস্পদত্বেন পরমানন্দত্বং হেত্বন্তরমাহ—তদেবেতি। আত্মতত্ত্বজ্ঞানস্য সর্ব্বাপত্তিফলত্বাচ্চ তদেবান্বেষ্টব্যমিত্যাহ—আত্মানমিতি। উক্তয়া পরিপাট্যা সিদ্ধমর্থং সংগৃহ্ণাতি—আত্মতত্ত্বমিতি। উক্তমর্থান্তরমনুবদতি—যত্ত্বিতি। সোঽবিদ্যাবিদ্যাবিষয় ইতি সম্বন্ধঃ। কথং ভেদদৃষ্টিবিষয়স্যাবিদ্যাবিষয়ত্বং, তত্রাহ—অন্যোঽসাবিতি। যো ভেদদৃষ্টিপরঃ, স ন বেদেত্যবিদ্যা তদ্দৃষ্টিমূলং সূত্রিতা, তেন তদ্বিষয়ো ভেদদৃষ্টিবিষয় ইত্যর্থঃ।

কথং যথোক্তৌ বিদ্যাবিদ্যাবিষয়াবসঙ্কীর্ণাববসাতুং শক্যেতে, তত্রাহ—একধেতি। সপ্তান্নব্রাহ্মণে বৃত্তমর্থং কথয়তি—তত্র চেতি। বিদ্যাবিদ্যাবিষয়োরিতি যাবৎ। আদিপদং সাধ্যসাধনান্তরভেদসংগ্রহার্থম্। যথোক্তো ভেদ এব বিশেষঃ। তস্মিন্বিনিয়োগো ব্যবস্থাপনং, তেনেত্যর্থঃ। উপসংহারব্রাহ্মণান্তে বৃত্তমনুভাষতে—স চেতি। অথবোক্তৌ বিদ্যাবিদ্যাবিষয়ৌ কথমসঙ্কীর্ণৌ মন্তব্যাবিত্যাশঙ্ক্যাহ—একধেতি। ১

তত্রোত্তরগ্রন্থস্য বিষয়পরিশেষার্থং পুরুষবিধব্রাহ্মণশেষমারভ্যোক্তং দর্শয়তি—তত্র চেদিতি। তর্হি সমাপ্তত্বাদবিষয়স্য কথমবিদুষো গার্গ্যস্য প্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্য তদর্থমিহান্তরবিভাগমনুবদতি—অচেতি। তাবেব প্রকারৌ দর্শয়ন্নাদৌ সূক্ষ্মং শরীরমুপন্যস্যতি—অন্তরিতি। তস্য বাহ্যকরণদ্বারা স্থূলেষু বিষয়েষু প্রকাশকত্বমমূর্ত্তত্বং চ ব্যুৎপাদিতম্। দ্বিতীয়ং প্রকারমাচক্ষাণঃ স্থূলং শরীরং দর্শয়তি—বাহ্যশ্চেতি। তস্য কয়াঽপি বিধয়া সূক্ষ্মদেহং প্রত্যপ্রকাশকত্বাদপ্রকাশকত্বম্। আগমাপায়িত্বেনাবহেয়ত্বং সূচয়তি—উপজনেতি। যথা গৃহস্য তৃণাদি বহিরঙ্গং, তথা সূক্ষ্মস্য দেহস্য স্থূলো দেহঃ, তথাঽপি তৃণাদি বিনা গৃহস্য ব্যবহারাযোগ্যত্ববৎ তস্যাপি স্থূলদেহং বিনা ন তদ্যোগ্যত্বমিতি মত্বাহ—তৃণেতি। তস্য পূর্ব্বপ্রকরণান্তে নামরূপে সত্যমিত্যত্র প্রস্তুতত্বমস্তীত্যাহ—মত্ত্যেতি। সর্ব্বথা বাধবৈধুর্য্যাং সত্যত্বমিতি শঙ্কাং নিরসিতুং বিশিনষ্টি—মর্ত্ত্য ইতি। তস্য কার্য্যং দর্শয়তি—তেনেতি। ২

বৃত্তমনুস্থাজাতশত্রুব্রাহ্মণমবতারয়তি—স এবেতি। আদিত্যচন্দ্রাদয়ো বাহ্যাধারভেদা অনেকধাত্বমতিষ্ঠা মূর্দ্ধেত্যাদিবক্ষ্যমাণগুণবশাদ্দ্রষ্টব্যম্। কথং তর্হি তস্যৈকত্বং, তত্রাহ—প্রাণ ইতি। প্রাণস্য নানাত্বমেকত্বং চোক্তং, তত্রৈকত্বং বিবৃণোতি—তস্যৈবেতি। প্রাণস্যৈব স্বভাবভূতোঽনাত্মলক্ষণঃ পিণ্ডঃ সমষ্টিরূপো হিরণ্যগর্ভাদিশব্দৈরুপাধিবিষয়ৈস্তত্র তত্র শ্রুতিস্মৃত্যোরুচ্যতে। স চ "অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষু বা চন্দ্রসূর্য্যৌ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ সূর্য্যাদিভিঃ প্রবিভক্তৈঃ করণৈরূপেতো ভবতীত্যর্থঃ। যদ্ ব্রহ্ম সমস্তং ব্যস্তং চ তদিদং হিরণ্যগর্ভমাত্রমেব, ন তস্মাদধিকমস্তীতি হিরণ্যগর্ভং স্তৌতি—একং চেতি। একত্বং বিশদীকৃত্য প্রাণস্য নানাত্বং বিশদয়তি—প্রত্যেকং চেতি। গোত্বাদিসামান্যতুল্যত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—চেতনাবদিতি। কেবলভোক্তৃত্বপক্ষং বারয়তি—কর্ত্রিতি। বক্তা পূর্ব্বপক্ষবাদীতি যাবৎ। তস্মাদমুখ্যাদ্ব্রহ্মণো বিপরীতং মুখ্যং ব্রহ্ম তস্মিন্নাত্মদৃষ্টী রাজা শ্রোতা সিদ্ধান্তবাদীত্যর্থঃ।

কিমিতি বক্তৃশ্রোতৃরূপাখ্যায়িকা প্রণীয়তে, তত্রাহ—এবং হীতি। এবংশব্দার্থমেব স্ফুটয়তি—পূর্ব্বপক্ষেতি। অতো ভবিতব্যমাখ্যায়িকয়েতি শেষঃ। আখ্যায়িকানঙ্গীকারে দোষমাহ—বিপর্য্যয়ে হীতি। যথা তর্কশাস্ত্রেণ সমর্প্যমাণোঽর্থো জ্ঞাতুং ন শক্যতে, ঔৎপ্রেক্ষিকতর্কাণাং নিরঙ্কুশত্বাৎ; তথা কেবলমর্থোঽনুগম্যতে প্রশ্নপ্রতিবচনভাবরহিতৈর্যোর্ব্বাক্যৈস্তৈঃ সমর্প্যমাণোঽপি দুর্ব্বিজ্ঞেয়োঽর্থঃ স্যাৎ, যদ্যাখ্যায়িকা নাশ্রীয়তে, তেন সা সুখপ্রতিপত্ত্যর্থমনুসর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। কুতো দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বং, তত্রাহ—অত্যন্তেতি। যথোক্তস্য বস্তুনো দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বে শ্রুতিস্মৃতিসংবাদং দর্শয়তি—তথা চেতি। সুসংস্কৃতা পরিশুদ্ধা দেববুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী বুদ্ধিঃ। সামান্যমাত্রবুদ্ধিস্তামসী রাজসী চ বুদ্ধিঃ। অতিগহ্বরত্বমত্যন্তগম্ভীরত্বম্। সংরম্ভস্তাৎপর্য্যম্। ব্রহ্মণো দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি।

আখ্যায়িকায়াঃ সুখপ্রতিপত্ত্যর্থত্বমুক্ত্বাঽর্থান্তরমাহ—আচারেতি। উত্তমাদধমেন প্রণিপাতোপসদনাদিদ্বারা বিদ্যা গ্রাহ্যা, অধমাত্তু উত্তমেন তদ্ব্যতিরেকেণ শ্রদ্ধাদিমাত্রেণ সা লভ্যেত্যাচারপ্রকারজ্ঞাপনার্থশ্চায়মারম্ভ ইত্যর্থঃ। আখ্যায়িকায়া যথোক্তেঽর্থেঽন্বিতত্বং কথয়তি—এবমিতি। বক্তৃশ্রোত্রোর্মধ্যে যথোক্তাচারবতা শ্রোত্রা বিদ্যা লব্ধব্যা। বক্ত্রা চ তাদৃশেন সোপদেষ্টব্যেত্যেষোঽর্থোঽস্যামাখ্যায়িকায়ামনুগতো গম্যতে। তস্মাদাচারবিশেষং দর্শয়িতুমেবাখ্যায়িকা যুক্তেত্যর্থঃ। আগমানুসারিগুরুসম্প্রদায়াদেব তত্ত্বধীর্জায়তে। যস্তু কেবলস্তর্কস্তদ্বশাদ্বৈষা যুক্তিঃ সিধ্যতি। তথা চ কেবলতর্কপ্রযুক্তা তত্ত্ববুদ্ধিরিতি সম্ভাবনানিষেধার্থাখ্যায়িকেতি পক্ষান্তরমাহ—কেবলেতি। কেবলেন তর্কেণ তত্ত্ববুদ্ধির্ন সিদ্ধ্যতীত্যত্র শ্রুতিস্মৃতী দর্শয়তি—নৈষেতি। মতিং দদ্যাদিতি শেষঃ। প্রকারান্তরেণাখ্যায়িকামবতার্য্য তত্রাখ্যায়িকানুগুণ্যং দর্শয়তি—তথ হীতি। শ্রদ্ধা ব্রহ্মজ্ঞানে পরমং সাধনমিত্যত্র ভগবতোঽপি সম্মতিমাহ—শ্রদ্ধাবানিতি।

আভাস-ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, "আত্মা ইত্যেব উপাসীত" (আত্মারূপেই উপাসনা করিবে), একমাত্র তদ্বে-

যণেই সর্ববিষয়ের অন্বেষণ সিদ্ধ হইতে পারে; আর সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম বলিয়া সেই আত্মতত্ত্বেরই অন্বেষণ করা উচিত; এবং সেই আত্মাকেই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ('আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ') বুদ্ধিতে অবগত হইবে; এই আত্ম-তত্ত্বই একমাত্র বিদ্যাবিষয় অর্থাৎ সত্যজ্ঞানের বিষয়ীভূত; আর যাহা কিছু ভেদ-জ্ঞানের বিষয়, 'আমি অন্য, এবং আমার উপাস্য অন্য, যে লোক এইরূপ মনে করে, বস্তুতঃ সে লোক [প্রকৃত আত্মাকে] জানে না' এই শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, সে সমস্তই অবিদ্যার বিষয় অর্থাৎ অজ্ঞানের অধিকারভুক্ত। বিশেষতঃ 'একপ্রকারেই জানিবে' 'যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মেতে নানার মত (বিভিন্নের মত) দর্শন করে, সেই ভেদদর্শী লোক মৃত্যুর পর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত উপনিষদেই—বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ১

তন্মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত সাধ্য-সাধনাদিভেদে বিভক্ত বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলির বিনিয়োগপ্রদর্শন দ্বারা অবিদ্যার বিষয় সমস্তই বর্ণিত হইয়াছে। সেই ব্যাখ্যাত অবিদ্যাবিষয় সমস্তই দুই প্রকার—একটি আন্তর, অপরটি বাহ্য; তন্মধ্যে প্রাণ হইতেছে—গৃহের বিধারক স্তম্ভাদির ন্যায় দেহের উপষ্টম্ভক এবং প্রকাশক ও অমৃতস্বরূপ (মরণরহিত), আর বাহ্য পদার্থটি হইতেছে—গৃহের তৃণ, কুশ ও মৃত্তিকাদির তুল্য এবং উৎপত্তিবিনাশশালী অপ্রকাশস্বভাব সত্যপদবাচ্য ও কার্য্যাত্মক মর্ত্ত্যপদার্থ; এই কারণেই পূর্ব্বাধ্যায়ে 'অমৃত'-শব্দবাচ্য প্রাণকে ছন্ন বা আবৃত বলিয়া প্রকরণের উপসংহার করা হইয়াছে। ২

সেই প্রাণই আবার বাহ্য অধিকরণের (দেহাদির) প্রভেদাবস্থায় বহুপ্রকারে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে; অথচ প্রাণকেই আবার এক দেবতা বলা হইয়া থাকে। তাহারই বাহ্য পিণ্ডটী (দেহপিণ্ডটি) এক—সর্বসাধা-রণের সম্পর্কিত, যাহা সূর্য্যাদি দেহাবয়বরূপে বিভক্ত হইয়া (১) বিরাট্, বৈশ্বা-

(১) তাৎপর্য্য—স্বয়ং শ্রুতিই সূর্য্যাদি দেবতাকে ব্রহ্মের দেহাবয়ব বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন; যথা—"যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্দ্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ। সূর্য্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ" ইত্যাদি। এখানে সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতিকে সেই ব্রহ্ম-প্রজাপতির দেহাবয়বরূপে কল্পনা করিয়াছেন। এইরূপ আরও অনেকস্থলে প্রজাপতির অবয়বরূপে বিশেষ বিশেষ পদার্থের রূপক পরিকল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়।

নর, আত্মা, পুরুষবিধ, প্রজাপতি, কও হিরণ্যগর্ভ—ইত্যাদি প্রধানতঃ দেহার্থবোধক শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে; ব্রহ্মের একত্ব ও অনেকত্ব এই পর্য্যন্তই, ইহার অধিক আর কিছু নাই; সেই একই চেতন বস্তু শরীরভেদে পরিসমাপ্ত অর্থাৎ দেহভেদে ভেদপ্রাপ্ত হইয়া কর্ত্তা ভোক্তারূপে প্রতীত হইয়া থাকে; সুতরাং উহা অবিদ্যারই অধিকারভুক্ত; অবিদ্যাধিকৃত সেই বস্তুতেই আত্মারূপে কৃতনিশ্চয় গার্গ্যনামক ব্রাহ্মণকে এখানে বক্তারূপে উপন্যস্ত করা হইতেছে এবং তদ্বিপরীত যথার্থ আত্মদর্শী অজাতশত্রুনামক রাজাকে শ্রোতারূপে প্রদর্শন করা হইতেছে। ৩

যেহেতু, কোন দুর্জ্ঞেয় বিষয়কে এইরূপে—পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তরূপে প্রতিপাদন করিলেই তাহাতে সহজে শ্রোতার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে; তর্কশাস্ত্রের ন্যায় কেবলই পদার্থমাত্রবোধক শব্দে নিরূপণ করিলে তাহা অতিশয় দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে; কারণ, এই আত্মবস্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম অর্থাৎ সহজবুদ্ধির অগম্য। দেখ, কঠোপনিষদও—'বহুলোকে যাহাকে শ্রবণ করিতেও সমর্থ হয় না' ইত্যাদি বাক্যে এই আত্মবস্তুকে কেবল পরিমার্জ্জিত-শুদ্ধবুদ্ধিগম্য এবং সাধারণবুদ্ধিমাত্রেরই অগম্য বলিয়া বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার পর ছান্দোগ্যোপনিষদেও আছে—'আচার্য্যবান্ পুরুষ তাহাকে জানে' 'আচার্য্য হইতে লব্ধ বিদ্যাই উৎকৃষ্টতম' ইতি; ভগবদ্গীতাতে আছে—'[হে অর্জ্জুন] তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দিবেন', বিশেষতঃ এই বৃহদারণ্যকোপনিষদেও শাকল্যের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথনপ্রসঙ্গে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত আত্মার দুর্জ্ঞেয়ত্ব জ্ঞাপন করিবেন; সেই হেতু গল্পচ্ছলে পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত পক্ষ কল্পনাপূর্ব্বক ব্রহ্মবস্তুনিরূপণোদ্দেশে যে চেষ্টা, তাহা খুব যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। ৪

বিশেষতঃ আচারবিধির উপদেশ করাও আখ্যায়িকার অপর উদ্দেশ্য, অর্থাৎ কিরূপ গুণসম্পন্ন লোক বক্তা (আচার্য্য) হইবেন, আর কিরূপ গুণসম্পন্ন লোক শ্রোতা হইবেন, এবং কি প্রকারেই বা উপদেশ দিতে হয়, আর কি প্রকারেই বা তাহা গ্রহণ করিতে হয়, ইত্যাদি গুরু-শিষ্যের কর্ত্তব্য উপদেশের জন্যও ঐরূপ আখ্যায়িকার অবতারণা করা আবশ্যক হয়; প্রত্যেক আখ্যায়িকা হইতেই বক্তা ও শ্রোতার অর্থাৎ সদাচারনিষ্ঠ গুরু ও শিষ্যের ঐরূপ আচার জানিতে পারা যায়। তাহার পর, আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে শুষ্ক তর্কবুদ্ধিপ্রয়োগের নিষেধ করাও ঐরূপ আখ্যায়িকার আর একটি উদ্দেশ্য; আখ্যায়িকাসৃষ্টির

যে, ইহাও একটি উদ্দেশ্য, তাহা—'তর্ক দ্বারা (শাস্ত্রনিরপেক্ষ তর্ক দ্বারা) এই মতি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না, অথবা অপনীত করা উচিত নহে, 'তর্কশাস্ত্রদ্বারা যাহার হৃদয় দগ্ধ (নীরস) হইয়াছে, তাদৃশ লোককে [তত্ত্বোপদেশ দিবে না], ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র হইতেও জানা যায়। আর ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভে শ্রদ্ধাই যে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়,ইহা জ্ঞাপন করাও আখ্যায়িকার আর একটি উদ্দেশ্য ; দেখ, এই আখ্যায়িকাটিতেও গার্গ্য ও অজাতশত্রুর যথেষ্ট শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এবং 'শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন,' এইরূপ স্মৃতিবাক্যও রহিয়াছে। (১)

॥ ওঁ ॥ দৃপ্তবালাকির্হানূচানো গার্গ্য আস, স হোবাচাজাতশত্রুং কাশ্যং—ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি, স হোবাচাজাতশত্রুঃ—সহস্রমেতস্যাং বাচি দদ্মো জনকো জনক ইতি বৈ জনা ধাবন্তীতি ॥ ৮১ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ। অনূচানঃ (বচনসমর্থঃ—বক্তা) দৃপ্তবালাকিঃ (দৃপ্তঃ—গর্ব্বিতঃ বলাকায়া অপত্যম্—বালাকিঃ) গার্গ্যঃ (গর্গগোত্রীয়ঃ) আস (বভূব) হ (ঐতিহ্যে); সঃ (গার্গ্যঃ) হ (কিল) কাশ্যং (কাশীরাজং) অজাতশত্রুং (তন্নামধেয়ং রাজানং) উবাচ (উক্তবান্) -তে (তুভ্যং) ব্রহ্ম

(১) তাৎপর্য্য—এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, উপনিষদের মধ্যে যে সমস্ত আখ্যায়িকা বা, গল্পভাগ সন্নিবেশিত আছে, প্রকৃতপক্ষে সেরূপ কোনও ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল কি না অর্থাৎ আখ্যায়িকার মধ্যে যে সমস্ত বক্তা ও শ্রোতার নামোল্লেখ আছে, তাঁহারা সত্য সত্যই ছিলেন কিনা,এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণও রহিয়াছে; সুতরাং শ্রুতি সেরূপ অদ্ভুত বা সন্দিগ্ধ আখ্যায়িকার অবতারণা করিলেন কেন ? সাক্ষাৎসম্বন্ধেই বা বক্তব্য বিষয়ের উপদেশ করিলেন না কেন ? তদুত্তরে ভাষ্যকার আখ্যায়িকাসন্নিবেশের অনুকূলে কয়েকটি হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন,—তিনি বলিয়াছেন যে, আখ্যায়িকা সত্য হউক বা মিথ্যাই হউক, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই ; তবে আখ্যায়িকাসন্নিবেশের উদ্দেশ্য যে, সাধু শিক্ষাপ্রদ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আখ্যায়িকার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে—অত্যন্ত জটিল তত্ত্বকে সরল সুখবোধ্য করা ; অত্যন্ত দুরূহ বিষয়ও গল্পচ্ছলে নিরূপণ করিলে যে, অনায়াসে বোধগম্য হইয়া থাকে, ইহা একরূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; আখ্যায়িকার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইতেছে—আচার ব্যবহার শিক্ষা প্রদান করা ; শিষ্যের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, গুরুরই বা কোন্ কোন্ গুণ থাকা আবশ্যক। তাঁহার পর গুরু ও শিষ্য পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিবে, এ সমস্ত বিষয় আখ্যায়িকা হইতেই সহজে বুঝিতে পারা যায়।